

ଖଥେଦ ମଂହିତା ।

ସଠ ଅଷ୍ଟକ ।

ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ।

୧୨ ଶ୍ଲଋ ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା । କଥଗୋତ୍ତମ ପରିତ ଖବି ।

୧ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ମି ଅତାଙ୍କ ସୋମପାଯୀ, ହେ ବଲବାନୁଦିଗେର ମଧ୍ୟେ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ! ତୁ ମି ହଷ୍ଟ ହଇଯା ସମ୍ଯକ୍ରମପେ ଅବଗତ ହଇଯା ଥାକ । ତୁ ମି ଯେତେପ (ମଦ)
ଯୁଦ୍ଧ ହଇଯା ରାଜ୍ଞିମଣଙ୍କେ ନିହତ କରିତେଛ, ତୁ ମି ମେହିରପ (ମଦଯୁଦ୍ଧ ହଇଲେ)
ଆମରୀ ତୋମାର ନିକଟ ଯାତ୍ରୀ କରି ।

୨ । ଯେତେପ (ମଦ) ଯୁଦ୍ଧ ହଇଯା ତୁ ମି ଅନ୍ତିରାଗୋତ୍ରୋଽପର ଅଧିଃକେ
ଓ ତମୋନିବାରକ ଏବଂ ସକଳେର ନେତା (ଶୂର୍ଯ୍ୟକେ) ରଙ୍ଗା କରିଯାଇ, ଯେତେପ ମଦଯୁଦ୍ଧ
ହଟିଯା ତୁ ମି ସମ୍ମଦ୍ରକେ ରଙ୍ଗା କରିଯାଇ, ତୁ ମି ମେହିରପ ମଦଯୁଦ୍ଧ ହଇଲେ ଆମରୀ
ତୋମାର ନିକଟ ଯାତ୍ରୀ କରି ।

୩ । ଯେ ମତତା ବଶତଃ ତୁ ମି ରୁଥେର ମ୍ୟାର ପ୍ରଭୁତ ହଣ୍ଡିଜଳ ସିନ୍ଧୁର ଅଭି-
ମୁଖେ ପ୍ରେରଣ କର, ତୁ ମି ମେହିରପ ମଦଯୁଦ୍ଧ ହଇଲେ ଆମରୀ ଯଜ୍ଞମାର୍ଗ ଆଶିର ଜନ
ତୋମାର ନିକଟ ଯାତ୍ରୀ କରି ।

୪ । ହେ ବଜ୍ରବାନ୍ ! ଯେ କ୍ଷୋମଦ୍ଵାରା (କ୍ଷୁତ ହଇଯା) ତୁ ମି ତ୍ରଙ୍ଗଣୀୟ ବଲ-
ଦାରା (ଆମାଦେର ଅଭିଲାଷ) ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ଅଭୌଟଦାମେର ଜନ୍ୟ ହୃତେର ମ୍ୟାର ପବିତ୍ର
ମେହ ଶୋମ (ପାହଣ କର) ।

୫ । ହେ କ୍ଷୁତଦ୍ଵାରା ! ଭଜନୀଯ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଏଇ (ଶୋମ) ପାହଣ କର, (ଉହ)
ସମୁଦ୍ରେ ମ୍ୟାର ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ । ତୁ ମି ସମ୍ମତ ରଙ୍ଗଦ୍ଵାରା ଆମାଦେର ଅଭିଲାଷିତ
ଦାନ କରିଯା ଥାକ ।

৬। ইন্দ্রদেব দ্বুরদেশ হইতে আমাদের সন্ধের জন্য (ধন) দান করিবাছেল এবং দ্বালোক হইতে রাস্তির ন্যায় (ধন) বিস্তার করতঃ (অভিসরিত) দান করেন।

৭। যখন ইন্দ্র সূর্যের ন্যায় দ্যাবাপৃথিবীকে বর্দ্ধিত করেন, তখন তাহার পতাকাসমূহ এবং হস্তস্থিত বজ্র (অভিসরিত) দান করে।

৮। হে অঞ্জন! এবং সাধুগণের পতি! যখন তুমি সহস্রসংখ্যক মহিষ(1) বধ করিলে, তাহার পরেই তোমার বীর্য প্রভূতরপে বর্দ্ধিত হইল।

৯। অগ্নি যেকোণ বন দক্ষ করেন, সেইকোণ ইন্দ্র সূর্যের রশ্মিসমূহদ্বারা প্রতিবক্ষক শক্তকে দক্ষ করেন, অনভিভবনশীল (ইন্দ্র) প্রবর্দ্ধিত হন।

১০। তোমার এই স্তুতি গমন করিতেছে; উহা বসন্তাদি কালে অমৃতের যজ্ঞকর্মবিশিষ্ট, অত্যন্ত অভিনব, পূজাকারী এবং বলমন্ত্রপে প্রীতিকর।

১১। ইন্দ্র দেৱাভিলাষী যজ্ঞের অনুষ্ঠানা, অবিচ্ছিন্নভাবে সোয়কে পবিত্র করিতেছেন, স্তোত্রের দ্বারা ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করিতেছেন এবং স্তোত্রে ইজ্ঞের (গুণসমূহের) ইয়ন্তা করিতেছেন।

১২। স্তোতার প্রতি ধনদাতা ইন্দ্র গুণকৌর্ত্তমকারী, সোমাভিষবকারীর বাকোর ন্যায় ধনদানার্থ প্রবন্ধনশীল হইতেছেন। ঐ বাক্য ইজ্ঞের (গুণসমূহের) ইয়ন্তা করিতেছে।

১৩। স্তোত্রবাহক মনুষ্যগণ যে ইন্দ্রকে অত্যন্ত ছফ্ট করে, তাহার মুখে, ঘৃতের ন্যায় যজ্ঞের হৃব্য সেক করিব।

১৪। অনুত্তি স্বয়ং শৈক্ষিক ইজ্ঞের উদ্দেশে রক্ষার্থ যজ্ঞসমূহকীয় অনেকের প্রশংসিত স্তোত্র স্থিতি করিতেছেন।

১৫। যজ্ঞবাহকগণ রক্ষার্থ এবং প্রশংসার জন্য ইন্দ্রকে স্তব করিতেছেন। হে দেব ইন্দ্র! সপ্ত্রতি বিবিধ কর্মবান্ন হরিদ্বয় যজ্ঞে যাহা আছে, (তাহার উদ্দেশে তোমায় বহন করিতেছে)।

(1) সারণ মহিষ অর্থে মহাম বৃত্তাদি অমূর করিয়াছেন, কিন্তু মহিষ শব্দের সাংকৌণিক অর্থ অঙ্গ করাই সঙ্গত। ইন্দ্র অনেক মহিষ তক্ষণ করেন, তাহার উত্ত্বে অ মরা পূর্বেই পাইয়াছি।

୧୬ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ବିଷୁଣୁ, ଅଥବା ଆଶ୍ଚର୍ମିତ, ଅଥବା ଶ୍ରୀଗଣ (ଆଗତ ହିଁଲେ), ଯେ ସୋମ (ପାନ କରିଯାଇ) ଅମତ ହୁଏ, ମେହି ସୋମେର ସହିତ ଆଗମ କର ।

୧୭ । ହେ ଶତ୍ରୁ ! ଦୂରଦେଶେ ଯେ ସମୁଦ୍ରରେ ସୋମେ ଅମତ ହୁଏ, ଆମାଦେର ସୋମ ଅଭିଷ୍ଵତ ହିଁଲେ ତାହାତେ ଶୌତ ହୁଏ ।

୧୮ । ହେ ସଂପତ୍ତି ! ତୁ ଯି ସୋମାଭିଷବକାରୀ ଯଜମାନେର ବର୍ଦ୍ଧିତା; ତୁ ଯି ଯାହାର ଉକ୍ତଥରେ ଶୌତ ହୁଏ, ତାହାର ସୋମେ ଶୌତ ହୁଏ ।

୧୯ । ହେ ଖର୍ତ୍ତୁକଗଣ ! ତୋମାଦେର ରକ୍ଷାର୍ଥ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବକେ ଶ୍ଵର କରିତେଛି, ମେହି ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଆମାର (ଶ୍ରୀତିଗଣ) ଶୌତ୍ର ଭଜନାର୍ଥ ଓ ଯଜାର୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ବକ୍ରକ ।

୨୦ । ହ୍ୟା, ଶ୍ରୀତି ଓ ଦୋମଦ୍ଵାରା ସଞ୍ଜେ ଆପନୀୟ ଏବଂ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ସୋମ-ପାନକାରୀ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଶ୍ରୋତାଗଣ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିତେଛେ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍ଗ କରିତେଛେ ।

୨୧ । ଇନ୍ଦ୍ରେ ଧଳାନ ପ୍ରଭୃତ, ଇନ୍ଦ୍ରେର କୌଣ୍ଡି ବହୁତର; ଉହା ହ୍ୟାନୀୟ ଯଜମାନେର ଜଳ ସମତ ସନ ବ୍ୟାଙ୍ଗ କରିତେଛେ ।

୨୨ । ଦେବଗଣ ହତେର ହମନାର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଧାରଣ କରିଯାଇଲେନ; ଶ୍ରୀତିସକନ ସମ୍ମକ୍ଷ ବଲନାର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଶ୍ଵର କରିତେଛେ ।

୨୩ । ଆମରା ମହିମାଯ ମହାନ୍ ଓ ଆହ୍ଲାନାନ୍ତରକାରୀ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଶ୍ରୋତଦ୍ଵାରା ଏବଂ ଅର୍ଚନାମନ୍ତ୍ରଦ୍ଵାରା ସମ୍ମକ୍ଷ ବଲନାର୍ଥାର୍ଥ ପୁନଃ ପୁନଃ ଶ୍ଵର କରିତେଛି ।

୨୪ । ଦ୍ୟାବାପୃଥିବୀ ଏବଂ ଅନୁରୀକ୍ଷ ଯେ ବଜ୍ରବାନ୍ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ପୃଥିକ କରିତେ ପାରେ ନା, ମେହି ଇନ୍ଦ୍ରେର ବଳ ହିଁତେ ବଲନାର୍ଥାର୍ଥ ଜଗନ୍ ଦୌଷ ହୁଏ ।

୨୫ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଯୁକ୍ତ ଦେବଗଣ ଯଥର ତୋମାକେ ସମ୍ମଥେ ଧାରଣ କରିଯା-ଛିଲ, ତଥନଇ କମଣୀୟ ହରିଦୂର ତୋମାକେ ବହନ କରିଯାଇଲ ।

୨୬ । ହେ ବଜ୍ରୀ ! ଅନ୍ତବରଣକାରୀ ହତେକେ ଯଥର ବଲଦ୍ଵାରା ହମ କରିଯା-ଛିଲ, ତଥନଇ କମଣୀୟ ହରିଦୂର ତୋମାଯ ବହନ କରିଯାଇଲ ।

୨୭ । ତୋମାର ବିଷୁଣୁ ଯଥର ବଲଦ୍ଵାରା ତିଳପଦ ବିହରଣ କରିଯାଇଲ, ତଥମ ତୋମାର କମଣୀୟ ଅଶ୍ଵଦୂର ତୋମାଯ ବହନ କରିଯାଇଲ ।

୨୮ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମାର କମଣୀୟ ହରିଦୂର ଯଥର ଅତିଦିଲ ଅହୁତ ହୁଏ, ତାହାର ପରେ ତୋମାକୃତ ସମତ ଭୁବନ ମି଱ାମିତ ହୁଏ ।

২৯। হে ইন্দ্র ! তোমার মুকুলপ প্রজাগণ যথন সমস্ত চুতজ্ঞাতকে নিয়মিত করে, তখনই তুমি সমস্ত ভূবন নিয়মিত কর।

৩০। যথন এই নির্মল জ্যোতিঃ সূর্যকে দ্বালোকে স্থাপিত করিয়াছে, তখনই তুমি সমস্ত ভূবন নিয়মিত করিয়াছ।

৩১। হে ইন্দ্র ! যেমন লোকে বন্ধুকে উৎকৃষ্ট দ্বালে লইয়া যাব, সেইরূপ মেধাবী এই প্রীতিকরী শুক্ষ্মতিকে পরিচর্যার সহিত যজ্ঞে তোমার নিকট লইয়া যাইতেছে।

৩২। যজ্ঞে এই ইন্দ্রের তেজঃ প্রৌত হইলে, সমবেত স্তোতাগণ যথন প্রকৃষ্টরূপে স্তব করে, তখন নাভিমুকুপ যজ্ঞের অভিষব ছালে (ধৰ প্রদান কর)।

৩৩। হে ইন্দ্র ! তুমি উত্তম বীর্যশুক্ত, উত্তম গোযুক্ত এবং উত্তম অশ্বশুক্ত (ধৰ) আমাদিগকে প্রদান কর। আমি অগ্নে জ্বালাত্তের জন্ম হোতার ন্যায় (যজ্ঞে স্তব করিয়াছিলাম)।

১৩ স্কৃত।

ইন্দ্র দেবতা। কণ্ঠগোত্তীয় নারদ খবি।

১। সোঁয় অভিষৃত হইলে, ইন্দ্র যজ্ঞকর্তা ও স্তোতাকে পবিত্র করেন, ইন্দ্রাই হক্ষিকর বললাভার্ত মহানু হইয়াছেন।

২। ইন্দ্র প্রথম ব্যোম প্রদেশে দেব সদনে (ঘজমানের) বর্জিয়তা, তিনি কার্য্য পরিসমাপ্ত করেন; অত্যন্ত যশোযুক্ত এবং জললাভার্ত অয় করেন।

৩। বলবান্মু ইন্দ্রকে বললাভকর সংগ্রামে আহ্বান করিতেছে। হে ইন্দ্র ! সুধ অভিলিপ্ত হইলে, তুমি আমাদের বর্জিমার্থ সধি হও।

৪। হে স্তুতিভাকু ইন্দ্র ! তোমার উদ্দেশে সোমাভিষবকারী ঘজমানের প্রদত্ত আহতি গমন করিতেছে। তুমি মত হইয়া উহার যজ্ঞে বিরাম কর।

৫। হে ইন্দ্র ! সোমাভিষবকারীগণ, যে ধন তোমার লিকট প্রত্যাশা করে, তুমি অবশ্য সেই ধন আমায় দান কর । আরও বিচিত্র, স্বর্গপ্রাপক ধন আমাদের জন্য আহরণ কর ।

৬। হে ইন্দ্র ! বিশেষদর্শী স্তোত্র যথন তোমার উদ্দেশে শক্তির প্রসঙ্গসমর্থ স্তুতি করে, যথন বাক্যসকল তোমায় প্রীত করে, তখন সখার ন্যায় (সকল গুণ) তোমায় আরোহণ করে ।

৭। হে ইন্দ্র ! পুরুষকালের ন্যায় স্তোত্র উৎপাদন কর, স্তোত্রার আচ্ছান্ন অবণ কর । যথনই সৌমধারী প্রমত্ত হও, তখনই মুকায়কার যজমানের উদ্দেশে ফল বহন কর ।

৮। ইন্দ্রের পুনৃত বাক্য মিলাভিগামী জলের ন্যায় বিচার করিতেছে; স্বর্গপতি ইন্দ্র এই স্তুতিদ্বারা পরিকীর্তিত হইতেছেন ।

৯। বশী এক ইন্দ্রে মরুষ্যসমূহের পাঁলয়িতা বলিয়া উক্ত হন । তুমি স্তোত্রদ্বারা বর্দ্ধনকারী ও রক্ষণেচ্ছুগণের সহিত সোমাভিষবে প্রমত্ত হও ।

১০। হে স্তোত্র বিপশ্চিত ! বিখ্যাত ইন্দ্রকে স্তব কর; উইঁর শক্তি-পরাজয়কারী অশুভ্য নমস্কারকারী হবিমূলের গৃহে গমন করে ।

১১। হে ইন্দ্র ! তোমার বুকি মহাক্ষেত্র, তুমি স্নিফ্ফলপ, শীত্রিগামী অশ্বের সহিত যজ্ঞে আগমন কর । যে হেতু উহাতেই তোমার সুখ ।

১২। হে বলবত্তম, সৎপতি ইন্দ্র ! আমরা স্তুতি করিতেছি, আমাদিগকে ধন প্রদান কর । স্তোত্রাগণকে বিমাশুরহিত ব্যাপ্তিযুক্ত অশ্ব প্রদান কর ।

১৩। হে ইন্দ্র ! সূর্য উদিত হইলে তোমাকে আচ্ছান্ন করি, দিবসের অধ্যভাগে তোমাকে আচ্ছান্ন করি । তুমি প্রীত হইয়া গমনশৈল অশ্বের সহিত আগমন কর ।

১৪। হে ইন্দ্র ! শীত্র আগমন কর, শীত্র গমন কর, গবাদিশ্চিত অতিমৃত সোমে প্রীত হও । অমন্ত্র আমি যেনেগ জাবিতেছি, সেই঱েগ পুর্বকৃত বিজ্ঞত যজ্ঞ নিষ্পত্ত কর ।

১৫। হে শক ! হে ইন্দ্র ! যদি দুরদেশে থাক, যদি সমীপে থাক,
যদি বা অস্ত্রীক্ষে থাক, সকল স্থান ইহিতে সোম পাঁন করতঃ রক্ষাকারী হও।

১৬। আমাদের স্তুতিসমূহ ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করক, অভিবৃত সোমসমূহ
ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করক, হব্যযুক্ত মহুষগণ ইন্দ্রের প্রতি রত হইয়াছে।

১৭। মেধাবী রক্ষাভিলাষীগণ সেই ইন্দ্রকেই তৃপ্তিকর আহুতিসমূহ-
দ্বারা বর্দ্ধিত করে, পৃথিবী (হিত সমস্তলোক) শাখার ন্যায় বর্দ্ধিত করে।

১৮। দেবগণ ত্রিকর্তৃক যজ্ঞে চৈতন্যদাতা ইন্দ্রকে যাগ করিয়াছিলেন,
আমাদের স্তুতিসমূহ সর্বদা বর্দ্ধিত সেই ইন্দ্রকেই বর্দ্ধিত করক।

১৯। (হে ইন্দ্র) ! তোমার স্তোতা অনুকূলকর্মা হইয়া কালে কালে
উকুথসমূহ উচ্চারণ করে ; তুমি অত্যুত, শুন্দি ও পাঁবক বলিয়া স্তুত হও।

২০। যাহাদের উদ্দেশে বিশিষ্ট জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ স্তোত্র উচ্চা-
রণ করেন, সেই কন্দের অপত্য (মৃকংগণ) চিরন্তন স্থানসমূহে আছেন।

২১। (হে ইন্দ্র) ! যদি তুমি আমার সথ্য প্রদান কর ও এই
(সোমরূপ) অন্ন পাঁন কর ; তাহা হইলে আমরা সমস্ত শক্তগণকে অতি-
ক্রম করিতে পারিব।

২২। হে স্তুতিভাক ইন্দ্র ! কখন তোমার স্তোতা অত্যন্ত সুখী হইবে ?
কখন আমাদিগকে গোসমূহ, অশ্বসমূহ ও নির্বাসহৃত (ধন) দান করিবে ?।

২৩। হে জরারহিত (ইন্দ্র) ! মুস্তত ও সেচনসমর্থ অশ্বদ্বয় তোমার রথ
(আমাদের নিকট আনয়ন করক ; তুমি অত্যন্ত মদযুক্ত, আমরা তোমার
নিকট যান্ত্রিক করিতেছি।

২৪। মহান্ন ও বহুকর্তৃক স্তুত সেই ইন্দ্রের নিকট তৃপ্তিকর আহুতিদ্বারা
যান্ত্রিক করি। তিনি প্রীতিকর কুশোপরি উপবেশন করন, অনন্তর দ্বিবিধ
(হর্য স্বীকার করন)।

২৫। হে বহুকর্তৃক স্তুত (ইন্দ্র) ! তুমি খবিগণকর্তৃক স্তুত, রক্ষাকার্যা-
দ্বারা (আমাদিগকে) বর্দ্ধিত কর এবং আমাদের অভিযুক্তে প্রসূজ অন-
দান কর।

২৬। হে বজ্রবান্ন ইন্দ্র ! তুমি এই প্রকারে স্তুতিকারীর রক্ষক ইয়োগী
থাক ; আমি যজ্ঞহেতু তোমার স্তোত্রপ্রাপ্য অমুগ্রহ লাভ করি ।

২৭। হে ইন্দ্র ! অসিন্ধ ও হর্ষাদ্বিত ও বিজ্ঞীর্ণ ধনবিশিষ্ট অশুদ্ধয়কে
যোজিত করতঃ এই যজ্ঞে সোমপার্বার্থে আগমন কর ।

২৮। তোমার যে কন্দপুত্র (মরুৎগণ আছেন) তাঁহারা শ্রেয়নীয়,
(এই যজ্ঞে) আগমন করন ; আর মরুৎগণ্যস্তু প্রজাগণও আমাদের হ্বয়াভি-
মুখে আগমন করন ।

২৯। ইন্দ্রের এই হিংসক (মরুৎপ্রভৃতি প্রজাগণ) দুঃখেকে যে ছান্নে
(আছে), তাহা সেবা করেন এবং যাহাতে আমরা (ধন) লাভ করিতে পারি,
এরূপ যজ্ঞে নাভি প্রদেশে সন্ধিত থাকেন ।

৩০। যজ্ঞগৃহে যজ্ঞ আরম্ভ হইলে পর, এই ইন্দ্র প্রফুল্য ফলার্থে যজ্ঞ
আনুপূর্বকরূপে পরিদর্শন করিয়া নিষ্পত্তি করেন ।

৩১। হে ইন্দ্র ! তোমার এই রথ অভীষ্টবর্ষী, তোমার আশুদ্ধ অভীষ্ট-
বর্ষী, হে শতক্রতু ! তুমি অভীষ্টবর্ষী, তোমার আহ্বান অভীষ্টবর্ষী ।

৩২। (অভিযব) অন্তর অভীষ্টবর্ষী, মৃত্তা অভীষ্টবর্ষী, এই অভিযুত
সোম অভীষ্টবর্ষী, যে যজ্ঞ (তোমার নিকট) গমন করিতেছে উহা অভীষ্টবর্ষী,
তোমার আহ্বান অভীষ্টবর্ষী ।

৩৩। হে বজ্রবান্ন ! তুমি অভীষ্টবর্ষী, আমি (হ্বয়) সেচক, আমি নাম-
বিধ স্তুতিদ্বারা আহ্বান করি । যে হেতু তুমি তোমার উদ্দেশে (কৃত) স্তুতি
প্রাপ্ত কর, অতএব তোমার আহ্বান অভীষ্টবর্ষী ।

১৪ স্কৃত।

ইন্দ্র দেবতা । কষ্টগোত্তীর গোস্তুকি ও অশুকি নামক খবি ।

১। হে ইন্দ্র ! যেরূপ একমাত্র তুমিই ধনস্বামী, সেইরূপ যদি আমি
ঐশ্বর্য্যস্তুত হই, তবে আমার স্তোত্তী যেন গোস্তুত হয় ।

হে শক্তিমান ! যদি আমি গোপতি হই, তবে এই স্তোত্তাকে সাম
করিতে ইচ্ছা করিব এবং (প্রার্থিত ধন) দান করিব ।

୩ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମାର ସତ୍ୟଶ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରସରିତ (ପ୍ରତିକରିପ) ଧେମୁ ସୋମାଭିଷବକାରୀକେ ଗାଁଭୀ ଓ ଅଥ୍ ଦାନ କରେ ।

୪ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି ଜ୍ଞାତ ହଇଯାଥିଲୁ ଧନ ଦାନ କରିତେ ଇନ୍ଦ୍ର ! କର, ତଥବ ତୋମାର ଧମେର ନିବାରକ ଦେବତା ନାହିଁ, ଯମୁନା ଓ ନାହିଁ ।

୫ । ସଜ୍ଜ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଯାଛେ, ଯେ ହେତୁ ତିନି ଦ୍ୱାଳୋକେ ମେଘକେ ଶର୍ପିତ କରନ୍ତଃ ପୃଥିବୀକେ (ରକ୍ତ ଦାନେ) ବିବର୍ତ୍ତିତ କରିଯାଛେନ ।

୬ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି ବର୍ଦ୍ଧମାନୁ ଏବଂ (ଶତ୍ରୁଗଣେ) ସମ୍ବନ୍ଧ ଧନେର ଜେତା, ଆୟରା ତୋମାର ରକ୍ଷଣ ଲାଭ କରିବ ।

୭ । ସୋମଜନିତ ମନ୍ତ୍ରତା ହଇଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦୌଷିଣ୍ୟମାନୁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷକେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଯାଛେନ, ଯେ ହେତୁ ତିନି ବଲକେ ଭେଦ କରିଯାଛେନ ।

୮ । ତିନି ଗୁର୍ହା ମଧ୍ୟେ ଲୁକ୍ଳାସିତ ଗାଁଭୀ ସ୍ୟାହ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତଃ ଅନ୍ତିରୀ-ଗଣକେ ଅଦ୍ୟାମ କରିଯାଛିଲେନ ଏବଂ ବଲକେ ଅଧୋମୁଖ କରିଯାଛିଲେନ ।

୯ । ଇନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାଳୋକେର ଲକ୍ଷ୍ମିସମୂହକେ ଦୃଢ଼ାବୟବ ଓ ଦୃଢ଼ କରିଯାଛେନ ; ଦୃଢ଼ (ଲକ୍ଷ୍ମି ସକଳକେ) କେହ ଛାନ୍ଦୁତ କରିତେ ପାରେ ନା ।

୧୦ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ସମୁଦ୍ରେ ଉର୍ମିର ନାୟ ତୋମାର କ୍ଷୋଭ ସକଳ ଶୈତ୍ର ଗମନ କରେ, ତୋମାର ପ୍ରମତ୍ତା ବିଶେଷକରେ ଦୌଷିଣ୍ୟ ପାରେ ।

୧୧ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି କ୍ଷୋଭଦ୍ୱାରା ବର୍ଦ୍ଧନୀୟ, ତୁମି ଉକୁଥଦ୍ୱାରା ବର୍ଦ୍ଧନୀୟ, ତୁମି କ୍ଷୋଭାଗଣେର କଲ୍ୟାଣକର ।

୧୨ । କେଶରବିଶିଷ୍ଟ ହରିଦୟ, ମୋମପାନର୍ଥ ଶୋଭମଦାନ୍ୟୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଯଜ୍ଞେର ନିକଟ ବହନ କରିତେହେ ।

୧୩ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି ଜଳେ ଫେମାଦ୍ଵାରା ନମୁଚିର ମନ୍ତ୍ର ଛିନ୍ନ କରିଯାଛିଲେ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧ ଶତ୍ରୁଗଣକେ ଜୟ(୧) କରିଯାଛିଲେ ।

(୧) ପୂର୍ବ କାଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅନୁରଗନକେ ଜୟ କରିଯା ନମୁଚିକେ ଧରିତେ ପାରେନ ନାହିଁ । ନମୁଚି ଡାହାକେ ଧରିଯାଛିଲ । ଲେ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଧରିଯା ବଲିଲ “ଆୟି ତୋମାର ଛାନ୍ଦୀରୀ ଦିତେ ପାରି, ସବ୍ଦ ତୁମି ଦିନେ ଅଥବା ରାତ୍ରେ ଶୁକ ଅଥବା ଆର୍ଦ୍ର ଆରୁଥଦ୍ଵାରା ଆୟର ନା ବିଲାଶ କର ।” ଶୁରୀଏ ଇନ୍ଦ୍ର ଡାହାକେ ଶକ୍ତ୍ୟାକାଳେ ଫେମାଦ୍ଵାରା ବିମାଳ କରିଯାଛିଲେ । ନାମନାମ । କିନ୍ତୁ ଏ ଉପାଧ୍ୟାନ ପୋରାଣିକ, ବୈଦିକ ମହେ ।

১৪। হে ইন্দ্র ! তুমি মায়াবারী সর্বত্র প্রসরণশীল, দ্যুলোকে আরো-
হণেছু দন্তাগণকে নিষাড়িযুথে প্রেরণ করিয়াছিলে ।

১৫। হে ইন্দ্র ! তুমি সোম পাল করতঃ উৎকৃষ্টতর হইয়া সোমাভি-
ষবহীন জনসংঘদিগের পরম্পর বিবোধীকরতঃ(২) বিবাশ কর ।

১৫ সূত্র ।

ইন্দ্র দেবতা। শোচ্ছকী এবং অশুভকী ঋষি ।

১। অনেকের আচৃত, অনেকের স্তুত, মেই ইন্দ্রকে শ্রব কর, বাক্যবারী
মহান् ইন্দ্রের পরিচর্যা কর ।

২। দ্রুই স্থানে ইন্দ্রের পূজনীয় মহাবল দাঁবা পৃথিবীকে ধাৰণ কৰেন,
শৈষ্ণবমনকারী মেষ এবং গমনশীল জলকে বীৰ্য্যবারা ধাৰণ কৰেন ।

৩। হে অনেকের স্তুত ইন্দ্র ! তুমি শোভা পাইতেছ, তুমি জ্ঞেতবা
এবং শ্রবণযোগ্য (ধন) নিয়ত করিবার জন্য একাকী হৃতগণকে বধ
করিতেছ ।

৪। হে বজ্রবান ! তোমার হর্ষের প্রশংসন করি, উহা অভিলাষণ্ডন,
সংগ্রামে শক্তদিগের অভিভবকর, স্থানপ্রদ এবং অশুগণের দ্বাৰা সেবনীয় ।

৫। হে ইন্দ্র ! যে হৰ্ষবারা আয়ুকে ও মনুকে সুর্যাদি দাঁন করিয়া-
ছিলে, মেই হর্ষে হষ্ট হইয়া তুমি অহন্ত বজ্জের কর্তা হইয়াছ ।

৬। হে ইন্দ্র ! পূর্বকালের ন্যায় অদ্যও উকুখ মন্ত্রোচ্চারণকারীগণ
তোমার মেই বলের প্রশংসন করে । তুমি ও পঞ্জ ন্য যাহাদের স্বামী প্রতি
দিবস মেই জল জয় কর ।

৭। হে ইন্দ্র ! স্তুতি তোমার মেই বৃহৎ বীৰ্য্য, তোমার মেই বল কর্ম,
এবং বরণীয় বজ্রকে তৌকু করিতেছে ।

৮। হে ইন্দ্র ! দ্যুলোক তোমার বল বর্ক্ষিত করিতেছে, পৃথিবী
তোমার যশ বর্ক্ষিত করিতেছে, অস্ত্রীক ও মেষ তোমার প্রীত করে ।

(২) সোমাভিষববিহীন লোক বোধ হয় বজ্রবিবোধী অনুর্যগণ ।

৯। হে ইন্দ্র ! মহামু, নিবাসহেতু বিষ্ণু, ঘির ও বক্ষণ তোমার স্তুতি করিতেছে। অঙ্গগ তোমার মততাৰ পৱ মত হইতেছে।

১০। তুমি বৰ্ষক এবং দেবজন মধ্যে সর্বাপেক্ষা দাতা, তুমি মুন্দৰ পুন্ডাদিৰ সহিত সমস্ত ধৰ ধাৰণ কৰ।

১১। হে বহুস্তুত ইন্দ্র ! তুমি একাকী মহানু শক্রসমূহকে বিনাশ কৰ। কেহ ইন্দ্র আপেক্ষা অধিকত কৰ্ম প্ৰাপ্ত হয় না।

১২। হে ইন্দ্র ! যে যুক্তে তোমাকে স্তোত্ৰবাৰা বক্ষার্থে নানা অকাৰে স্তুতি কৰে, সেই যুক্তে আমাদেৱ স্তোত্রাগণকৰ্ত্তৃক আহৃত হইয়া শক্রবল জয় কৰ।

১৩। (হে স্তোত্র !) আমাদেৱ মহাগৃহেৱ জন্য পৰ্যাপ্ত ও পরিবাণ লুপকে স্তুতিবাৰা ব্যাপ্ত কৰতঃ কৰ্মপালক ইন্দ্রকে জেতব্য ধনেৱ অম্য স্তুতি কৰ।

১৬ জুন।

ইন্দ্র দেবতা। ইরিষ্ঠিষ্ঠ ঋষি।

১। মনুষ্যগণেৱ মধ্যে সত্রাট ইন্দ্রকে স্তব কৰ। তিনি স্তুতিবাৰা স্তুত্য, মেতা, শক্রদিগেৱ অভিভবিতা ও সর্বাপেক্ষা দাতা।

২। জলেৱ তরঙ্গনমূহ সমুদ্রে যে কৃপা শোভা পায়, উকুথ সকল সেই-
রূপ ইন্দ্রে শোভাপায়, সমস্ত শ্ৰবণীয় তঁ হাতে শোভা পায়।

৩। উক্তম স্তুতিবাৰা ধনলাভার্থ সেই ইন্দ্রেৱ পরিচয়া কৱিতেছি।
তিনি প্ৰশংসনীয়গণেৱ মধ্যে শোভাপান, সংগ্ৰামে মহৎকাৰ্য্য কৱেন এবং
তিনি বলবানু।

৪। যে ইন্দ্রেৱ মততা মহৎ, গন্তীৱ, বিজীৰ্ণ, শক্রতাৰক ও শূৰগণেৱ
যুক্তে হৰ্ষযুক্ত।

৫। ধনপ্ৰাপ্ত হইলে সেই ইন্দ্রকেই পক্ষপাত বচনেৱ অম্য আহুতি
কৰ। ইন্দ্র যাহাদেৱ তাৰা আহুতি কৰে।

৬। সেই ইন্দ্রকেই বলকর স্নেত্রবার্ণা দ্বিশ্বর করা হয় ; মমুষ্যাগণ কর্ম-
দ্বারা তাঁহাকে দ্বিশ্বর করেন। এই ইন্দ্রই ধনের কর্তা হন।

৭। ইন্দ্র সকলের অধিক, তিনি ঋষি, তিনি বহুলোকের কর্তৃক আচৃত,
তিনি মহৎকার্যের দ্বারা মহান्।

৮। তিনি স্তোমার্হ, তিনি আহ্বানযোগ্য, তিনি সাধু, তিনি শক্রগণের
অবসাদকর, তিনি বহুকর্ম্মা, তিনি এক হইয়াও শক্রগণের অভিভিত।

৯। চর্ষিণিগণ এবং লোকসকল তাঁহাকে অচ্ছ'নামস্ত্রবার্ণা বর্জিত
করে, সাম্বন্ধবার্ণা বর্জিত করে এবং গায়ত্রমস্ত্রবার্ণা বর্জিত করে।

১০। তিনি প্রশংস্য ধৰ্মপাপক, যুক্তে জ্যোতিঃ প্রকাশক, আযুধবার্ণ
শক্রগণের অভিভবকর।

১১। তিনি পূর্যিতা এবং বহুকর্তৃক আচৃত ; তিনি আমাদিগকে
সমস্ত শক্রগণ হইতে নোকাদ্বারা নির্বিঘ্নে পার করন।

১২। হে ইন্দ্র ! তুমি আমাদিগকে বলের দ্বারা ধন অদান কর,
আমাদিগকে পথ প্রদান করিতে ইচ্ছা কর, আমাদের অভিযুক্তে সুখ প্রদান
কর।

১৭ স্কৃত।

ইন্দ্র দেবতা। ইরিহিট খণ্ড।

১। হে ইন্দ্র ! আগমন কর, তোমার জন্ম (সোম) অভিযুক্ত হইয়াছে,
এই সোম পান কর, আমাদের এই কুশেণ্পরি উপবেশন কর।

২। হে ইন্দ্র ! মন্ত্রবার্ণা যোজিত, কেশবুবিশিষ্ট হরিদ্বয় তোমাকে
আনয়ন করক, তুমি (যজ্ঞে) আসিয়া আমাদের স্তোত্র শ্রবণ কর।

৩। আমরা স্তোতা, আমরা যোগ্য স্তোত্রবার্ণা তোমায় আহ্বান
করিতেছি ; আমরা সোমযুক্ত এবং অভিযুক্ত সোমবিশিষ্ট, আমরা সোম-
পারিকে আহ্বান করিতেছি।

୪ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଆମରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୋମ୍ୟୁକ୍ତ, ଆମାଦେର ଅଭିଯୁଥେ ଆଂଗମଳ କର, ଆମାଦେର ମୁଦ୍ରର ସ୍ତର୍ତ୍ତ ଅବଗତ ହୋ, ହେ ଶିଥ୍ରୟୁକ୍ତ ! ତୁମି ଅମ୍ବ ଭକ୍ତି କର ।

୫ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମାର କୁଞ୍ଜବ୍ରାୟେ ସୋମ ଦେଖ କରିତେଛି, ସୋମକ୍ରମେ ସମସ୍ତ ଗାଁତ ବାଁଶ କରକ ; ଅଧୁର ସୋମ ଜିହ୍ଵା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାହଣ କର ।

୬ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି ମୁଦ୍ରାତ୍ମ, ଏହି ମାଧୁର୍ୟବାନ୍ ସୋମ ତୋମାର ଶରୀରେ ଜନ୍ୟ ସ୍ଵାତ୍ମ ହିଉକ, ଇହା ତୋମାର ହଦୟେର ଜନ୍ୟ ମୁଖଜନକ ହିଉକ ।

୭ । ହେ ଲୋକପତି ଇନ୍ଦ୍ର ! ତ୍ରୀର ନ୍ୟାୟ ସଂର୍ବତ ଏହି ସୋମ ତୋମାର ନିକଟ ଗମନ କରକ(୧) ।

୮ । ବିଶ୍ଵିର କନ୍ଦରବିଶିଷ୍ଟ, ଶୂଳ ଉଦରଯୁକ୍ତ ଓ ଶୁବାତ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ର (ସୋମ-ରୂପ) ଅଭଜନିତ ହର୍ଷ ଉଦର ହଇଲେ ଶତ୍ରଗଣକେ ବିନାଶ କରେନ ।

୯ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି ସମସ୍ତ ଜଗତେର ଦ୍ୱାରୀ ହଇଯାଇ ଆମାଦେର ଅପ୍ରେ ଗମନ କର ; ହେ ତୃତୀୟ ! ତୁମି ଶତ୍ରଗଣକେ ବଧ କର ।

୧୦ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଯାହାର ଦ୍ଵାରା ତୁମି ସୋମାଭିଷବକାରୀକେ ଥଳ ଦାଓ, ତୋମାର ଦେଇ ଅଛଳ ଦୀର୍ଘ ହିଉକ ।

୧୧ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଏହି ସୋମ ତୋମାର ଜନ୍ୟ ବେଦିତେ ଆନ୍ତିରୀ, (କୁଶ) ବିଶେଷକ୍ରମରେ ଶୋଭିତ ହଇଯାଛେ ; ଏକଶେ ଐ ମୋମେର ଅଭିଯୁଥେ ଆଂଗମଳ କର । ନିକଟେ ଗମନ କର ଓ ପାନ କର ।

୧୨ । ହେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଗୋବିଶିଷ୍ଟ, ପ୍ରଥ୍ୟାତ ପୁଜ୍ଜାବିଶିଷ୍ଟ (ଇନ୍ଦ୍ର) ! ତୋମାର ମୁଖେର ଜନ୍ୟ ସୋମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହଇଯାଛେ, ହେ ଆଖଣୁଳ ! ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ତତିହାରୀ ତୁମି ଆହୂତ ହଇଯାଛ ।

୧୩ । ହେ ଶୃଙ୍ଖଳୀର ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର(୨) ! ତୋମରୀ ଯେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରକ୍ଷକ, କୁଣ୍ଡ ପାର୍ଯ୍ୟ(୩) (ଯଜ) ଆଛେ ତାହାତେ (ଖ୍ରିଗନ) ଯବ ଦିଯାଛିଲେନ ।

(୧) ତ୍ରୀ ଯେତଳ ସଂର୍ବତ ହଇଯା ଦ୍ୱାରୀ ନିକଟ ଆସିଯା ତାହାର ଶୁଖ ବର୍ଜନ କରେ, ଏହି ଲୋମ୍ବତୋମାର ଦେଇନ୍ଦ୍ରପ କରିବକ, ଏହି ବୋଧ ହୁଏ ଖକେର ମର୍ଦ ।

(୨) ଶୃଙ୍ଖଳୀ ଏକ ଜମ ଖ୍ରିବ ନ୍ୟାୟ, ଇନ୍ଦ୍ର ତାହାକେ ପିତା ବଲିଯାଛିଲେନ । ଶାର୍ମ ।

(୩) ଯେ ଯଜେ କୁଣ୍ଡ ସୋମ ପାନ କରୀ ଥାଯ, ତାହାର ନାମ କୁଣ୍ଡପାରୀ ଥଜ । ଶାର୍ମ ।

୧୪ । ହେ ବାନ୍ଧୋଚ୍ଚତି ! କୃଣୀ ଦୃଢ଼ ହଉକ, ଆମରା ମୋମ ସମ୍ପାଦକ,
ଆମାଦେର ପ୍ରକ୍ଳେ ରଙ୍ଗ ସମର୍ଥକ ବଳ ହଉକ, କ୍ରମଶୀଳ, ବହୁ ପୁରୀଭେଦକ ଇନ୍ଦ୍ର
ଖ୍ୟାତିଗୋର ମିତ୍ର ହୁଏ ।

୧୫ । ସର୍ପେର ଲ୍ୟାଙ୍କ ସଂଅନ୍ତି ଯାଗଯୋଗ୍ୟ, ଗୋପାଳକ ଇନ୍ଦ୍ର, ଏକାକୀ ହଇ-
ଯାଓ ବହୁତର ଶକ୍ତିକେ ଅଭିଭୂତ କରେନ । (ଶୋତା) ଭରଣଶୀଳ ସ୍ୟାମିକାରୀ
ଇନ୍ଦ୍ରକେ ମୋମପାନାର୍ଥ ଆମାଦେର ସମ୍ମୁଖେ ଆନ୍ୟନ କରିଲେଛେ ।

୧୮ ସ୍ତୁତ ।

ଅଷ୍ଟମ ଋକେର ଅଶ୍ଵିହୀନ ଦେବତା ; ଅବମ ଋକେର ଅଶ୍ଵି, ଶ୍ରୀଯ, ଓ ବାହୁ ଦେବତା ;
ଅବଶିଷ୍ଟର ଆଦିତ୍ୟ ଦେବତା । ଇରିଷିଠ ଋବି ।

୧ । ଏହି ସକଳ ଆଦିତ୍ୟଗଣେର ନିକଟ ମହୁୟ ଅପୂର୍ବ ମୁଖ ଯାନ୍ତ୍ରୀ
କରେ ।

୨ । ଏହି ଆଦିତ୍ୟଗଣେର ପଥ ଶକ୍ତକର୍ତ୍ତକ ଅଞ୍ଚିତିଗତ ଓ ଅହିଂସିତ,
ଅତ୍ୟବ ମେହି ପାଲନଶୀଳ ଯାର୍ଗ ମୁଖବର୍ଦ୍ଧକ ।

୩ । ଆମରା ଯେ ବିଶ୍ଵାର୍ମ ମୁଖ ଯାନ୍ତ୍ରୀ କରି, ସବିତା, ଭଗ, ମିତ୍ର, ବକ୍ଷ
ଓ ଅର୍ଦ୍ଧମା ଆମାଦିଗକେ ମେହି ମୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ ।

୪ । ହେ ଦେବୌ, ବହୁଲୋକେର ପ୍ରିୟ ଅଦିତି ! ତୁମ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଲେ
କେହ ହିଂସା କରିଲେ ପାଇଁଲା । ତୁମ ପ୍ରଜାବିଶିଷ୍ଟ ଓ ମୁଖଅନ୍ଦ ଦେବଗଣେର
ସହିତ ମୁନ୍ଦରଭାବେ ଆଗମନ କର ।

୫ । ଅଦିତିର ମେହି ପୁରୁଗଣ ଛେଷାଗର୍ଜକେ ପୃଥକୁ କରିଲେ ଜାନେନ, ବିଶ୍ଵାର୍ମ
କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରକ୍ଷକଗଣ ପାପ ହିତେ ଆମାଦିଗକେ ପୃଥକୁ କରିଲେ ଜାନେନ ।

୬ । ଅଦିତି ଆମାଦେର ପଶୁଗଣକେ ଦିବାଭାଗେ ରଙ୍ଗ କରନ, ଅଦିତା
ଅଦିତି ପ୍ରାତିକାଳେ ରଙ୍ଗ କରନ, ସର୍ଵଦା ବର୍ଜନଶୀଳ ରଙ୍ଗାହାରୀ ଆମାଦିଗକେ
ପାପ ହିତେ ରଙ୍ଗ କରନ ।

୭ । ସ୍ତତିବୋଗ୍ୟ ଅଦିତି ରଙ୍ଗାର ସହିତ ଦିବାଭାଗେ ଆମାଦେର ନିକଟ
ଆଗମନ କରନ ; ମେହି ଅଦିତି ଶାନ୍ତିକର ମୁଖ ବିଧାନ କରନ, ଶକ୍ତଗଣକେ ହୃଦୀ-
ଭୂତ କରନ ।

৮। অসিক্ষ দেবচিকিৎসক অশ্বিদ্বর আমাদের সুখ বিধান করন, আমাদের হইতে পাপ পৃথক করন এবং শক্রগণকে দূরীভূত করন।

৯। অগ্নি নালী অগ্নিদ্বারা আমাদের সুখ বিধান করন, স্র্য সুখ-অস হইয়া তাংপদান করন, বায়ু তাংপশূল্য হইয়া বাহিত হউন ও শক্র-গণকে দূরীভূত করন।

১০। হে আদিত্যগণ! রোগ দূরীভূত কর, শক্রদিগকে দূরীভূত কর, দুর্ভূতি দূরীভূত কর। আদিত্যগণ আমাদিগকে পাপ হইতে পৃথক করন।

১১। হে আদিত্যগণ! হিংসককে আমাদের নিকট হইতে দূর কর, দুর্ভূতিকে আমাদের নিকট হইতে দূর কর, হে সর্বজঙ্গ! শক্রদিগকে আমাদের নিকট হইতে পৃথক কর।

১২। হে সুদামশীল আদিত্যগণ! তোমাদের যে কল্যাণ, পাপী স্তোত্রাকেও পাপ হইতে মুক্ত করে, আমাদিগকে মেহ কল্যাণ প্রদান কর।

১৩। যে কোন মনুষ্য আমাদিগকে রাক্ষসভাবে হিংসা করে, সে আপনার কার্যের দ্বারাই হিংসিত হউক; সে ব্যক্তি অপগত হউক।

১৪। যে দুষ্টিশালী মনুষ্য আমাদিগের আঘাতকারী এবং কপটাচারী, সে মিথন প্রাপ্ত হউক।

১৫। হে বাসগ্রন্থ আদিত্য দেবগণ! তোমার পক্ষবুদ্ধি স্তোত্র নিকট ধাক, অতএব কপট ও অকপট উভয় প্রকার মনুষ্যকেই অবগত হও।

১৬। আমরা যেষসম্বন্ধীয় ও জনসম্বন্ধীয় সুখ ভজ্ঞন করিতেছি। হে স্যাবাপৃথিবী! পাপকে আমাদের নিকট হইতে দূর দেশে প্রেরণ কর।

১৭। হে বস্ত্র আদিত্যগণ! তোমরা সুন্দর, সুখকর মৌকায় আমাদিগকে সম্মত দূরীভূত হইতে পার কর।

১৮। হে আদিত্যগণ! তোমরা সুন্দর তেজোবিশিষ্ট আমাদের পুত্র ও গোত্রগণের জন্য এবং জীবনের জন্য দীর্ঘতম আয়ুঃ প্রেরণ কর।

১৯। হে আদিত্যগণ! আমাদের অমুষ্টিত যজ্ঞ তোমাদের সমীপে বর্তমান, তোমরা আমাদিগকে সুখী কর। তোমাদের বস্তুত লাভ করিয়া আমরা সর্বদা তোমাদেরই হইব।

২০। মৰ্কৎগণের পাঁলরিতা! ইন্দ্ৰদেব, অশ্বিদ্বয়, মিত্র ও বৰুণদেবের নিকট তৃতীয় শীতাতি নিবৰ্ত্তনক গৃহ মজলার্থ যান্ত্ৰা কৱি।

২১। হে মিত্র! হে অৰ্য্যমা! হে বৰুণ! হে মৰ্কৎগণ! তোমৰা সকলে হিংসাৰহিত পুজ্ঞাদিবিশিষ্ট স্তুতিযোগ্য শীত, আতপ ও বৰ্ষা এই তিনেৰ নিবৰ্ত্তনক গৃহ প্ৰদান কৱি।

২২। হে আদিত্যগণ! যে মনুষ্যগণ মৃত্যুৰ বন্ধুস্বরূপ, তাহাদেৱ জীবনাৰ্থ আয়ুঃ উত্তমকূপে বৰ্ধিত কৱি।

১৯ স্কৃত।

বড়বিংশ ও সপ্তবিংশেৰ অসদসুজ্য গাঁজার মান দেবতা; ৩৪ ও ৩৫ খকেৱ আদিত্য দেবতা; অবশিষ্টেৰ অগ্নি দেবতা। কণ্গোজীয় সোভারিধৰ্ম।

১। হে স্তোতা! প্ৰসিদ্ধ অগ্নিৰ স্তব কৱি, তিনি (হৃব্য) অৰ্গে লইয়া যান; খত্তিকুগণ স্বামী অগ্নিদেবেৰ নিকট গমন কৱেন এবং দেবগণকে হৃব্য প্ৰদান কৱেন।

২। হে মেধাবী সোভারি! বিভূত দানবিশিষ্ট, বিচিৰ দীপ্তিমান সোমসাধ্য এই যজ্ঞেৰ নিয়ন্তা এই পুৱাতন অগ্নিকে যাগ কৱিবাৰ জন্ম স্তুতি কৱি।

৩। হে অগ্নি! তুমি যাজিক শ্রেষ্ঠ, দেবগণেৰ মধ্যে দেব, হোতা, অমৰ এবং এই যজ্ঞেৰ সুকর্ত্তা; আমুৱা তোমাৰ ভজনা কৱি।

৪। অন্নেৱ শ্রদ্ধানকাৰী, মুভগ, সুনীপ্তিকাৰী, উৎকৃষ্ট জ্বালাযুক্ত অগ্নিকে স্তব কৱি। তিনি আমাদেৱ জন্য ছুলোকে মিত্র ও বৰুণেৰ স্বৰ্থ লক্ষ্য কৱিয়া এবং জলদেবতাগণেৰ স্বৰ্থাৰ্থ যজ্ঞ কৰিন।

৫। যে মনুষ্য সমিধ্বাৱা অগ্নিৰ পৱিচৰ্যাৰ কৱে, যে আহতিদ্বাৱা ও বেদব্বাৱা (পৱিচৰ্যাৰ কৱে), যে মুন্দৰ যজ্ঞবিশিষ্ট হইয়া অমন্ত্বারব্বাৱা (পৱিচৰ্যাৰ কৱে)।

৬। তাহাৱই ব্যাণ্ডিশীল অশ্বগণ বেগবান্ন হয়, তাহাৱই বশঃ সৰ্বা-পেক্ষা দীপ্ত হয়, দেবকৃত ও সৰ্বাকৃত পাপ তাহাৰ নিকট যাইতে পাৱে না।

৭। হে বলের পুত্র ! হে অপম্পি ! তোমার (অস্ত্রভূত) অগ্নি সমুদ্রে
দ্বারা উত্তীর্ণিযুক্ত হইব। তুমি সুবীর, তুমি আমাদিগকে কামনা কর।

৮। প্রশংসনাকারী অতিথির ন্যায় অগ্নি স্তোত্রগণের হিতকর, রথের
যাঁয় কলঘাপক। হে অগ্নি ! তোমাতে উৎকৃষ্ট ক্ষেমসমূহ আছে, তুমি
ধনের রাজা।

৯। হে সুভগ অগ্নি ! যে মনুষ্য যজ্ঞ করে, সে সত্যফল প্রাপ্ত ইউক,
সে প্রশংসনীয় ইউক, সে স্তোত্রদ্বারা ভজনাশীল হউক।

১০। হে অগ্নি ! যাহার যজ্ঞের জন্য তুমি উর্ধ্ব হইয়া থাক, সে নিবাস-
শীল বীরযুক্ত হইয়। সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সে অশের দ্বারা (অস্ত) তোগ করে,
সে প্রশংসনীয় উহক, সে মেধাবী ও বীরগণের সহিত মিলিত হয়।

১১। বিশ্বের বরণীয়, ক্লপবান্ন অগ্নি যাহার গৃহে স্তোত্র এবং অর-
ধারণ করেন, তাহার হ্বয় দেবগণে ব্যাপ্ত হয়।

১২। হে বলের পুত্র বস্তু অগ্নি ! মেধাবী অথবা স্তোত্রার হ্বয় দামে
ত্বরণান্ব অভিজ্ঞ ব্যক্তির বাক্য দেবগণের নিম্নে এবং মর্ত্যগণের উপরি ব্যাপ্ত
কর।

১৩। যে হ্বয় দাম ও নমস্কারের দ্বারা শোভন বলযুক্ত অগ্নির পরি-
চর্যা করে, অথবা স্তুতিদ্বারা ক্ষিপ্রগামি তেজোবিশিষ্ট অগ্নির পরিচর্যা
করে, (সে সমৃক্ত হই)।

১৪। যে মনুষ্য এই অগ্নির অবয়বের সহিত অথশুণীয় অগ্নিকে
সমিধের দ্বারা পরিচর্যা করে, সে কর্ম্মের দ্বারা সৌভাগ্যবান্ন হইয়া দ্বোত-
ম্যান অবস্থার জলের ন্যায় সমস্ত লোককে অতিক্রম করে।

১৫। হে অগ্নি ! যে ধন গৃহে রাজ্ঞসাদিকে অভিভূত করে এবং
পাপবুদ্ধি ব্যক্তির ক্ষেত্র অভিভূত করে, সেই ধন আহরণ কর।

১৬। যে অগ্নির তেজের দ্বারা বক্ষ, মিত্র ও অর্ধ্যম আলোক দান
করেন, নাসত্যব্য এবং ভগ যাহার দ্বারা আলোক দান করেন, আমরা
বলের দ্বারা সর্বাংগেক্ষা অধিক স্তোত্রজ হইয়া এবং ইন্দ্রকর্তৃক বৃক্ষিত হইয়।
হে অগ্নি ! তোমার সেই তেজের পরিচর্যা করি।

୧୭ । ହେ ମେଧାବୀ ଦ୍ୟାତିଥୀନ୍ ଅପି ! ଯେ ମେଧାବୀଗଣ ମହୁମାଦିଗେର ନାକ୍ଷିସ୍ତରପ, ମୁଦ୍ରକର୍ମ୍ୟକୁ ଅପିକେ ଧାରଣ କରେ, ତାହାରାଇ ଉତ୍କଳ ଧ୍ୟାନ-ସୁକୃତ ହେ ।

୧୮ । ହେ ମୁଭଗ ! ତାହାରାଇ ତୋମାର ଅମ୍ବ ବେଦୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ଆହୁତି ଅଦ୍ଦାନ କରେ, ଦ୍ୟାତିଥୀନ୍ ଦିମେ ଅଭିମର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ୟୋଗ କରେ, ତାହାରାଇ ଦଲେର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେସ୍ତୁତ ଧନ ଲାଭ କରେ, ତାହାରାଇ ତୋମାରେ ଅଭିଲାଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେ ।

୧୯ । ଆହୂତ ଅପି ଆମାଦେର କଲ୍ୟାଣକର ହୁଏ । ହେ ମୁଭଗ ଅପି ! ତୋମାର ଦ୍ୱାରା ଆମାଦେର କଲ୍ୟାଣକର ହୁଏ, ଯଜେ କଲ୍ୟାଣକର ହୁଏ, ସ୍ତ୍ରି କଲ୍ୟାଣକର ହୁଏ ।

୨୦ । ହେ ଅପି ! ସଂଗ୍ରାମେ ମନ କଲ୍ୟାଣକର କର, ତୁମ ଏଇ ମନେର ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରାମେ ଶକ୍ରଗଣକେ ପରାଜିତ କର, ଅଭିଭବକାରୀ ଶକ୍ରଦିଗେର ପ୍ରେସ୍ତୁତ ଓ ହିର ବଳ ପରାଜିତ କର, ଆମରା ଅଭିଗମନମାଧ୍ୟନ ହେବେର ଦ୍ୱାରା ତୋମାର ଭଜନ କରିବ ।

୨୧ । ଆମରା ସ୍ତ୍ରିଦ୍ୱାରା ମନୁକର୍ତ୍ତକ ଆହିତ ଅପିକେ ପୁଜ୍ଞା କରି, ତିନି ସର୍ବାପେନ୍ଦ୍ରା ସଙ୍ଗକାରୀ, ହୃଦୟବାହନ, ଈଶ୍ୱର ଓ ଦୂତରପେ ଦେବଗଣକର୍ତ୍ତକ ପ୍ରେସ୍ତୁତ ହେ ।

୨୨ । ଯତେର ଦ୍ୱାରା ଆହୂତ ଅପି ସଥିନ ଉର୍ଜ୍ଜ୍ଵଳ ଏବଂ ମିମ୍ରେ ଶବ୍ଦ ମଞ୍ଚାଦର କରେନ, ତଥିନ ଅମୁର(୧) (ସୁର୍ଯ୍ୟର) ମ୍ୟାର ଆପନୀର ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରେନ ।

(୧) ସତ ଅଷ୍ଟକେ ଅସ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ଆଟ ବାର ବ୍ୟବହରିତ ହେଇଯାଛେ ସଥି—

୮ ମାସରେ	୧୯ ମୁହଁନେ	୨୦ ଖକେ	ସ୍ତ୍ରୀ	ଶବ୍ଦକେ
”	୨୦	”	୧୭	ମେଷ ବା ବଳ
”	୨୫	”	୪	ମିତ୍ର ଓ ବରଣ
”	୨୭	”	୨୦	ଦେବଗଣ
”	୪୨	”	୧	ବର୍ଣ୍ଣ
”	୯୦	”	୬	ଈଶ୍ୱର
”	୯୬	”	୯	ବଲବାନ୍ ଶକ୍ର
”	୯୭	”	୧	”

ଅତେବେଳେ ହେଇଟି ଶାନ ତିର ଆର ସକଳ ଶାନେଇ ଅସ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ଦେବଗଣର ଶବ୍ଦକେ ବ୍ୟବହରିତ ହେଇଯାଛେ ।

২৪। যে মনুকর্ত্তক আহিত দ্যোতমান् অগ্নি সুগকি মুখের দ্বারা হয়, প্রেরণ করেন, মুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট, দেবহোতী, দীপ্তিমান्, মরণরহিত সেই অগ্নি ধনের পরিচর্যা করেন ।

২৫। হে বলের পুত্র আহৃত, অনুকূলদীপ্তিবিশিষ্ট অগ্নি ! আগ্নি(২) মর্ত্য, আগ্নি যেন তুমি হইতে পারি ।

২৬। হে বন্ধু ! তোমাকে মিথ্যাপূর্বাদের জন্য তিরস্কার করিব না, হে (মর্ত্য) ! তোমায় পাঁপের জন্য তিরস্কার করিব না । আমার স্তোত্র (অভিমত বচনদ্বারা) তোমার প্রতি আক্রোশ করিবেনা । ছুরুকি-শক্ত যেন আমাদের না হয়, মে বেন পাঁপ বুদ্ধিদ্বারা (আমাদের বাধা দিতে না পাবে) ।

২৭। পুত্র পিতার উদ্দেশ্যে ঘেরণ করে, আমাদের পোষক অগ্নি যজ্ঞগৃহে দেবগনের উদ্দেশ্যে সেইরূপ আমাদের হ্য প্রেরণ করেন ।

২৮। হে বন্ধু ! তোমার নিকটবর্তী রক্ষাদ্বারা, আগ্নি মর্ত্য, আগ্নি যেমন সর্বদা শ্রীতি সেবা করিতে পারি ।

২৯। হে অগ্নি ! তোমার পরিচর্যাদ্বারা তোমার ভজনা করিব, তোমায় হ্যদানদ্বারা ও তোমার প্রশংসাদ্বারা তোমার ভজনা করিব, হে বন্ধু ! তুমি অকৃষ্টবুদ্ধি, তোমাকেই আমার রক্ষক বলিয়া বলে । হে অগ্নি ! দানার্থহন্ত হও ।

৩০। হে অগ্নি ! তুমি যাহার সখ্য প্রহণ কর, তোমার বৌরযুক্ত এবং অস্ত্রপূর্ণ বুক্ষাদ্বারা দে প্রবর্দ্ধিত হয় ।

৩১। হে সোমসিঙ্গ, দ্রবণবান্, নীড়বান্, কমলীয়, খতুজ্জাত দীপ্ত অগ্নি ! তোমার জন্য সোম গৃহীত হইতেছে; তুমি মহতৌ উবাসমূহের প্রিয়, রাত্রিকালের বস্ত্রে একাশিত হও ।

৩২। সোভরিগণ রক্ষার্থ অগ্নির নিকট গমন করিতেছে, তিনি সহস্র তেজোবিশিষ্ট, সত্রাট্চ এবং ত্রিসদৃশ্যর স্তুত ও মুন্দরকূপে আগমন করেন ।

(২) মূলে “যৎ অগ্নে মর্ত্যঃ হৎস্যাং অহঃ” আছে। মর্ত্য মনুষ্য অমর অগ্নির ন্যায় ইবৰ্বৰ অভিন্নায় বরিতেছেন। ২১ ও ২৪ অংশ হইতে প্রাকাশ হইতেছে, যে যন্ত্র অগ্নি পুজ্যার একজন অনুস্থান কর্তা ।

৩৩। হে অঘি ! অন্য অঘি সকল তোমার শাখাসদৃশ নিকটে থাকে
মনুষ্যগণের মধ্যে আমি তোমার বল স্তুতিবারা বর্দ্ধিত করতঃ অন্য শ্রোতার
ন্যায় দোতমানু অম্ব প্রাপ্ত হইব ।

৩৪। হে শ্রোতৃহরিত, উভয় দামবিশিষ্ট আদিত্যগণ ! সমস্ত হবি-
আনগণের মধ্যে যাহাকে পাঠে লইয়া যাও (সেই ফল লাভ করে) ।

৩৫। হে শ্রোতুমান्, শক্রগণের অভিভবিতা আদিত্যগণ ! তোমরা
মনুষ্যদিগের বিনাশকর শক্রবর্গকে (অভিভূত কর) । হে বৰ্কণ ! হে মিত্র !
হে অর্যমা ! সেই আমরা তোমাদের সম্বন্ধীয় যজ্ঞের নেতা হইব ।

৩৬। পুরুষের পুত্র ত্রসদস্য আমাকে ৫০ জন বন্ধু প্রদান করিয়া-
ছেন ; তিনি দাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আর্য এবং সৎপতি ।

৩৭। সুরিবাসবিশিষ্ট নদীর ঘাটে, শ্যামৈর্ণদিগের মেতা, পূজনীয় ধন-
দানাহী ২১০ সংখ্যক গোসমৃহের পতি ত্রসদস্য অৱশ্য ও ধন দান করিয়া-
ছিলেন (৩) ।

২০ স্কৃত ।

মুকুৎগণ দেবতা । শোভরি ঋষি ।

১। হে প্রস্তুতমৌল মুকুৎগণ ! তোমরা আগমন কর, হিংসা করিও
না, তোমরা সমান ক্রোধবিশিষ্ট হইয়া দৃঢ় পর্বতকেও কম্পিত কর ; আমা-
দিগের অন্তর্থ থাকিও না ।

২। হে দৌশিলিবাসযুক্ত ক্রদ্ধপুত্র মুকুৎগণ ! সুন্দর দৌশিলিযুক্ত দৃঢ়
নেমিযুক্ত রথে আগমন কর । হে সকলের সম্মুখীয়গণ ! তোমরা
সোভরিকে কামনা করতঃ অন্নের সহিত অদ্য আমাদের যজ্ঞে আগমন
কর ।

৩। কর্মবান ও বিষ্ণু ও অভিলবণীয় (জলের) সেন্তা ক্রদ্ধপুত্র
মুকুৎগণের উপ বল আনি ।

(৩) “ ধৰিয়োঃ ও বধিয়োঃ ” পদের অর্থ বুন্দা গেল না ।

୫ । ହେ ମୁଦ୍ରର ଆୟୁଧମୁକ୍ତ ଦୀପିତ୍ୟକୁଣ୍ଠଗଣ ! ତୋମରା ସଥଳ କଞ୍ଚିତ କର,
ତଥମ ଦୀପ ସକଳ ପତିତ ହୁଁ ; ଛାବର ପଦାର୍ଥ ଦୁଃଖ ପ୍ରାଣ ହୁଁ ; ଦ୍ୟାବାଂପୃଥିବୀ
କଞ୍ଚିତ ହୁଁ , ଗମନଶୀଳ ଜଳ ପ୍ରଗତ ହୁଁ ।

୬ । ହେ ମର୍କ୍ରଙ୍ଗଣ ! ତୋମରା ଗମନ କରିଲେ ଅଚ୍ୟତ ମେଘ ଓ ରଙ୍ଗାଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଶବ୍ଦ କରେ, ପୃଥିବୀ କଞ୍ଚିତ ହୁଁ ।

୭ । ହେ ମର୍କ୍ରଙ୍ଗଣ ! ତୋମାଦେର ଦଲେର ଗମନାର୍ଥ ଦ୍ୱାଳୋକ ମୁହଁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ
ତ୍ୟାଗ କରତଃ ଉର୍ଧ୍ଵଗତ ହଇଯାଇଲେ । ବଲ୍ବଲମ୍ବୁକ୍ତ ନେତା ମର୍କ୍ରଙ୍ଗଣ ଦୀପ ଆଭରଣ
ଆପନ ଶାରୀରେ ଧାରଣ କରିତେଇଲେ ।

୮ । ଦୀପ ବଲ୍ବାନ୍, ବର୍ଣ୍ଣକୁଳ ଓ ଅକୁଟିଲକୁଳ ନେତା ମର୍କ୍ରଙ୍ଗଣ ଅନ୍ନେର
ଉଦ୍‌ଦେଶେ ମହାଶୋଭା ଧାରଣ କରିତେଇଲେ ।

୯ । ସୌଭାଗ୍ୟ କୁଣ୍ଡିଗଣେର ଶନ୍ଦଦାରୀ ହିରଥର ରଥେ ମଧ୍ୟଦେଶେ ମର୍କ୍ରଙ୍ଗଣେର
ବାଣ ବ୍ୟକ୍ତ ହଇତେଇଲେ । ଗୋମାତ୍ରକ ମୁଜର୍ଦା, ମହାନ୍ତୁଭାବ ମର୍କ୍ରଙ୍ଗଣ ଆମାଦେର ଅନ୍ନ
ଭୋଗ ଓ ଶ୍ରୀତିପ୍ରଦ ହଟନ ।

୧୦ । ନେତା ମର୍କ୍ରଙ୍ଗଣ ସେଚନମର୍ଥ, ଅଶ୍ୟକ୍ତ, ହଟିଅନ୍ଦରକୁଳମୁକ୍ତ, ହଟିଅନ୍ଦ,
ନାଭିଯୁକ୍ତ ରଥେ ହେବେର ନିକଟ ଆମାୟାମେ ଶେନପକ୍ଷିର ନ୍ୟାଯ ଆଗମନ କରନ ।

୧୧ । ମର୍କ୍ରଙ୍ଗଣେର ଅଭିଯଞ୍ଜକ ଆଭରଣ ଏକକୁଳଇ । ଦୀପ୍ୟମାନ ମୁବନ୍-
ମୟ ହାର ଶୋଭା ପାଇତେଇଲେ । ବାହୁର ଉପରି ଭାଗେ ଆୟୁଧ ସକଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଦ୍ୟାତିଲାଭ କରିତେଇଲେ ।

୧୨ । ଉତ୍ତର ହଟିଅନ୍ଦ, ଉତ୍ତରାହୟକ ମର୍କ୍ରଙ୍ଗଣ ଆପନୀର ଶରୀରେ ଯତ୍ନ କରେଲେ
ମା । ହେ ମର୍କ୍ରଙ୍ଗଣ ! ତୋମାଦେର ରଥେ ଧନୁ ସକଳ ଓ ଆୟୁଧ ସକଳ ହିର ଏବଂ
ଦୃଢ଼ ହଇଯାଇଁ, ଅତଏବ ସେନାମୁଖେ ତୋମାଦେରଇ ଜୟ ହୁଁ ।

୧୩ । ଉଦକେର ନ୍ୟାଯ ସର୍ବବିକ୍ଷିର୍ଣ୍ଣ ଦୀପ ବଲ୍ବମ୍ବୁକ୍ତ ମର୍କ୍ରଙ୍ଗଣ କରିବାର ନାମ
ଏକ ହଇଯାଇ ତୈପତ୍ରକ ଦୀର୍ଘଶାଖୀ ଅନ୍ନେର ନ୍ୟାଯ ଭୋଗାର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୁଁ ।

୧୪ । ତୋମାଦିଗଙ୍କେ ବନ୍ଦନା କର, ମର୍କ୍ରଙ୍ଗଣେର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ଜ୍ଞାତି କର ।
ଆମରା ଆର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଵାମୀର ହୀନ ମେବକେର ନ୍ୟାଯ କର୍ମୋଂପାଦକ ମର୍କ୍ରଙ୍ଗଣେର ହୀନ
ମେବକ, ତୋମାଦେର ଦାନ ମହତ୍ୱମୁକ୍ତ ।

১৫। হে মুকুৎগণ ! তোমাদের রুক্ষা লাভ করিয়া স্নেতা অতীত দিবসসমূহে শুভগ হইয়াছে, যে স্নেতা, মে অবশ্য (তোমাদেরই) হয়।

১৬। হে মেতাগণ ! তোমরা ইব্যাভক্ষণার্থে যে হবিখান্ ব্যক্তির হৈয়ের লিকট গমন কর, হে কম্পোৎপদবা ! মুকুৎগণে দ্বাতিমানু অন্ন এবং অন্ন সন্তোগদ্বারা তোমাদের দেয় শুধ তোহাদের চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়।

১৭। কন্দের পুষ্ট অস্তুরের বিধাতা(১), মিত্য উকুল মুকুৎগণ অস্তুরৌক্ষ হইতে আগমন করিয়া যাইতে আমাদের কামনা করেন, এই স্নেতা মেইনুপ হউক।

১৮। যে মুন্দুর দানবিশিষ্ট (যজমান) মুকুৎগণকে পূজা করে, যাহারা সেক্ষণাগণকে ইব্যাদ্বারা পূজা করে, আমরা এই উভয় প্রকারের লোকের সন্দৃশ, আমাদের উদ্দেশে অত্যন্ত ধনপ্রদ মনে আঁগমন করতঃ যিনিত হও।

১৯। হে সোতরি ! মিত্যতক্ষণ, অত্যন্ত হৃষ্টিপ্রদ, পাঁবক মুকুৎগণকে অত্যন্ত মৃতন বাঁক্যদ্বারা মুন্দুরূপে, কৃষকগণ ষেনুপ, বলীবদ্দের শব করে, মেইনুপ শব কর।

২০। সমস্ত যুক্তে (যোক্তাগণ) আহ্বান করিলে মুকুৎগণ অভিভবকর হয়। আহ্বানযোগ্য মন্ত্রের ন্যায় সম্প্রতি আজ্ঞাদকর, হৃষ্টিপ্রদ, অত্যন্ত যশস্বী মুকুৎগণকে আমরা বাঁক্যদ্বারা বন্দনা করি।

২১। হে সমান ক্রোধশীল মুকুৎগণ ! গোসমূহ একজাতি বলিয়া সমান বন্ধুযুক্ত হইয়া চারিদিকে পরম্পরা লেহন করিতেছে।

২২। হে নৃত্যকাঁটী, বক্ষঃস্তুলে উজ্জ্বল আভরণযুক্ত মুকুৎগণ ! মনুষ্যাণ তোমাদের সধ্য উদ্দেশে গমন করিতেছে। অতএব আমাদের পক্ষ হইয়া কথা কও। সর্বদা ধারণীয় যজ্ঞে তোমাদের বন্ধুত্ব সর্বদাই আছে।

২৩। হে মুন্দুর, দানবশীল, গমনশীল সথা কগন ! মুকুৎ সম্বন্ধি ঔষধ আঁচ্ছয়ন কর।

(১) সারলাচার্য এই স্তুলে অস্তুর শব্দে মেষ অর্থ করিয়াছেন। অঙ্গত অর্থ বৌধ হয় বল বা বলবানু।

২৪। হে মুকৎগণ ! যাহাদ্বাৰা সমুদ্রকে রক্ষা কৰ, যাহাদ্বাৰা (যজমানেৱ
শক্তকে) হিংসা কৰ, যাহাদ্বাৰা তৃষ্ণজকে কৃপা প্ৰদান কৰিয়াছিলে, হে
মুখ্যেৎপাদক শক্তুৱিতগণ ! সেই কল্যাণকৰ সর্বশ্ৰেণীৰ রক্ষাদ্বাৰা আমা-
দেৱ মুখ উৎপাদন কৰ ।

২৫। হে শুভুৱ যজ্ঞযুক্ত মুকৎগণ ! সিঙ্গুনদে, অসিঙ্গুত্তে(২), সমুদ্রে ও
পৰ্বতে যে ঔৎখ্য আছে ।

২৬। তোমুৱা সেই সকল ঔৎখ্য জানিয়া আমাদেৱ শৱীৱৰ্থ আনয়ন
কৰ । তদ্বাৰা আমাদেৱ চিকিৎসা কৰ । হে মুকৎগণ ! আমাদেৱ মধ্যে
যাহাতে রোগীৰ রোগ শাস্তি হয়, সেইজনপে বৰ্ধা প্ৰাণ অঙ্গ পূৰ্ণ কৰ ।

(২) অৰ্থ কুকুৰী নদী । আধুনিক চিনাব (Chenab) নদী । ১০। ৭৫। ৬
খকেৱ টীকা দেখ ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

২১ স্কৃত।



শেষ ছাইটি খকের চিহ্ন রাজ্যাদি দেবতা ; আবশিষ্ঠের ইন্দ্র দেবতা ।
কর্ষের পুস্ত সোভি খৰি ।

১। হে অগুর্ব ইন্দ্র ! আমরা তোমাকে স্তুল ব্যক্তির ন্যায় পোষণ
করতঃ রক্ষা লাভের অভিলাষে সংগ্রামে তোমার আহমান করিতেছি ।
তুমি নানা রূপধারী ।

২। হে ইন্দ্র ! যজ্ঞ রক্ষার্থ তোমার নিকট যাইতেছি । এই ইন্দ্র
শক্রদিগের অভিভবকর, তিনি যুবা এবং উত্তা, তিনি আমাদিগের অভিমুখে
আগমন করন । আমরা সখা, হে ইন্দ্র ! তুমি ভজনীয় ও রক্ষাকারী,
আমরা তোমাকেই বরণ করিতেছি ।

৩। হে অশ্বপতি, গোপতি, উর্বরাপতি, সৌমপতি ইন্দ্র ! আগ-
মন কর । এই সকল সোম তোমারই, তুমি পান কর ।

৪। আমরা বন্ধুরহিত মেধাবী, তুমি বন্ধুমান । তোমারই সঙ্গে বন্ধুতা
করিব । হে অভিলাষপ্রদ ইন্দ্র ! তোমার যে তেজ আছে । মেই সমস্ত
তেজের সহিত সোম পান্নার্থ আগমন কর ।

৫। হে ইন্দ্র ! গব্যমিশ্রিত মদকর স্বর্ণপ্রাপ্তির হেতুস্বরূপ তোমার
সোমে পক্ষীসমূহের ন্যায় নিয়ন্ত্রণ হইয়। আমরা তোমারই স্বব করিতেছি ।

৬। হে ইন্দ্র ! এই স্তোত্রের সহিত তোমার অভিমুখে তোমারই স্বব
করিব । তুমি কেন বারষ্বার চিন্তা করিতেছ ? হে হরিযুক্ত ইন্দ্র ! আশাদের
অভিলাষ আছে, তুমি দাতা, আমাদিগের কর্ম তোমারই নিকটে আছে ।

৭। হে ইন্দ্র ! তোমার রক্ষা লাভ করিয়া আমরা মৃতনই হইব । হে
বজ্রধারী ইন্দ্র ! পুর্বে জানিতাম না, যে তুমি মহাশু । সপ্ত্রতি আমিয়াছি ।

୮ । ହେ ଶୂର ଇନ୍ଦ୍ର ! ଆମରୀ ତୋମାର ମଥିତ୍ ଆନିଯାଇଛି, ତୋମାର ତୋଜ୍ୟ ଆନିଯାଇଛି । ହେ ବଜ୍ରବାନ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମାର ସଥ୍ୟ ଓ ଧନ ଯାନ୍ତ୍ରୀକରିବେ । ହେ ବାସପ୍ରଦ, ମୁଦ୍ରର ହମୁବିଶିଷ୍ଟ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଗୋଯୁକ୍ତ ସମ୍ପନ୍ତ ଅର୍ପେ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ତୌଳୁ କର ।

୯ । ହେ ସଥ୍ୟଗଣ ! ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବକାଳେ ଏଇ ପ୍ରେସନ୍ତ ଧନ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଆନିଯାଇଲେନ, ତୋମାଦେର ରକ୍ଷାର୍ଥ ତୋହାକେଇ ଶ୍ଵବ କରିତେଛି ।

୧୦ । ହରିଦର୍ ଅଶ୍ୟୁକ୍ତ, ସାଧୁଗଣେର ପାଲକ, ଶାନ୍ତଗଣେର ଅଭିଭବକର ଇନ୍ଦ୍ରକେ, ସେ କେହ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଁ, ସେଇ ଶ୍ଵବ କରେ । ଯଦରେ ଇନ୍ଦ୍ର ତୋହାର ଶୋତା ଯଲିଯା ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଶତ ଗୋସମୁହ ଓ ଅଶ୍ୟୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦିନ କରିଯାଇଲି ।

୧୧ । ହେ ଅଭିନାସପ୍ରଦ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମାକେ ସହାୟ ଲାଭ କରିଯା ଗୋ-ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକଦିଗେର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଅତି କ୍ରୋଧାୟିତ ଶକ୍ତି ନିରୀକୃତ କରିବ ।

୧୨ । ହେ ପୁରୁଷ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଆମାଦିଗେର ହିଂସାକାରୀଗଣକେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ । ପାପବୁଦ୍ଧି ଲୋକକେ ପରାବୃତ କରିବ । ଯକ୍ଷଗଣେର ସଂହାୟେ ହତକେ ବଧ କରିବ । କର୍ମ ବର୍ଜିତ କରିବ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଆମାଦେର କର୍ମ ସକଳ ରକ୍ଷା କର ।

୧୩ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ଯି ଜନ୍ମାବଧି ଶକ୍ତରହିତ ଓ ବଜ୍ରକାଳ ହିତେ ବନ୍ଧୁ-ରହିତ । ତୁ ଯି ସେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କର, ସେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧଦ୍ୱାରା ଲାଭ କରିଯା ଥାକ ।

୧୪ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଧନବାନ୍ ମାନବକେ ବନ୍ଧୁତାର ଜଳ କେନ ଆଶ୍ୟ କର ନା ? ମୁରାଗମନ ସଜ୍ଜି ତୋମାର ହିଂସା କରେ । ସଥଳ ଘର୍ଷ୍ୟର କାର୍ପଣ୍ୟ ଦୂର କର, ତଥନେଇ ମେ ପିତାର ନ୍ୟାୟ ତୋମାଯା ଆହ୍ଵାନ କରେ ।

୧୫ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଆମରୀ ତୋମାର ଯତ ଦେବତାର ବନ୍ଧୁତ୍ଵ ବନ୍ଧିତ ହଇଯା ସୋମାଭିଷବଶ୍ୟନ୍ୟ ଯେନ ନା ହିଁ । ସୋମ ଅଭିଷୁତ ହଇଲେ ଏକତ୍ର ଉପବିଶନ କରିବ ।

୧୬ । ହେ ଗୋପନ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଆମରା ତୋମାର । ଆମରା ଯେବ ଧନ ଶୂନ୍ୟ ନା ହିଁ । ଅନ୍ୟେର କାହେ ଯେବ ଗ୍ରହ କରିତେ ନା ହର । ତୁ ଯି ଜାମୀ, ତୁ ଯି ଦୃଢ଼ ଧର ଆମାଦେର ନିକଟ ଛାପନ କର । ତୋମାର ଦାନ କେହଇ ହିଂସା କରିତେ ପାରେ ନା ।

১৭। আশি হব্যদায়ী। ইন্দ্র কি আমার এই ধর্ম দিয়াছেন? সোভাগ্য-
বতী সরস্বতী কি দিয়াছেন? অথবা হে চির! তুমিই দিয়াছ(১)।

১৮। অন্য যে রাজা সরস্বতীতীরে বাস করে, মেষ হৃষিদ্বারা
পৃথিবীকে যেন্নপ প্রীত করে, সেইন্নপ চির রাজাই সহস্র এবং অযুত ধর-
দানদ্বারা ভাষাদিগকে প্রীত করেন।

২২ সূক্ত।

অশ্বিন্য দেবতা। কথের পুজ সোভরি খবি।

১। হে অশ্বিন্য! তোমরা মুন্দর আহ্বানযুক্ত ও ক্রুরবস্তা, তোমরা
সূর্য্যার জন্য যে রথে আরোহণ করিয়াছিলেন, আন্য রক্ষার্থে সেই দর্শনীয়
রথ আহ্বান করিতেছি।

২। হে সোভরি! কল্যাণকর সুতিদ্বারা এই রথকে প্রসন্ন কর।
ইহা প্রাচীনগণের পোষক, মুন্দর আহ্বানযুক্ত ও সকলের স্পৃহনীয়। ইহা
সকলের রক্ষক, মুক্ত অগ্রগামী, সকলের পূজনীয়, শক্রগণের দ্বেষকারী ও
উপত্রবরহিত।

৩। শক্রদিগের অতঙ্ক পরাভবকারী, জ্যুতিবিশিষ্ট ও হব্যদায়ীর
শৃঙ্গারী, হে অশ্বিন্য! এই কর্ম রক্ষার্থে মমকারদ্বারা তোমাদিগকে আমা-
দের অভিমুখ করিব।

৪। তোমাদের রথের এক চক্র স্বর্ণে গমন করে। অন্য চক্র তোমা-
দের সহিত গমন করে। তোমরা সকল কার্য্যে প্রয়োগ প্রদান করিয়া থাক।
হে জলপতিদ্বয়! তোমাদের কল্যাণকর বুদ্ধি ধেনুর ন্যায় আবাদের
অভিমুখে আগমন করক।

৫। হে অশ্বিন্য! তোমাদের রথে তিনটা বস্তুর আছে, উহার বলগা
সুবর্ণনির্মিত। উহা অসিক্ত হইয়া দ্যাবাপৃথিবীকে পরিভব করে। হে
নাসত্যদ্বয়! তোমরা পূর্ণোক্ত রথে আগমন কর।

(১) চির নামক রাজা সরস্বতীতীরে হজ করিয়াছিলেন। সোভরি ঝঁহঁর
বজে বহুম সাত করতঃ এই ছাইটা ঘকের স্বারা ভাষার দানের জড়ি করিয়াছিলেন।
নামৎ।

৬। হে অশিদ্বয়! পুরাতন দ্যুলোকপ্রিতজ্ঞল মৃকে শ্রদ্ধাৰ কৱতঃ
তোমৰা মাঙ্গলদ্বাৰা যব কৰ্ত্তব্য কৱিয়াছ(১)। হে জলপতি অশিদ্বয়! তোমা-
দিগকে আমা মুন্দুৱ স্তুতিদ্বাৰা স্বব কৱিতেছি।

৭। হে অস্বধনবিশিষ্ট অশিদ্বয়! ঘজেৰ পথে আমাদেৱ নিকটে
আগমন কৱ। হে অভিলাষপ্রদ দেবদ্বয়; এই পথে ত্ৰসদমুয়ৰ পুল তক্ষিকে
প্ৰভূত ধনদালদ্বাৰা তৃপ্ত কৱিয়াছিলে।

৮। হে নেতা অভিলাষপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশিদ্বয়! তোমাদেৱ অৱা-
শ্রেণীরদ্বাৰা এই সোম অভিযুত হইয়াছে, সোমপানাৰ্থ আগমন কৱ, হৃ-
দায়ীৰ পৃহে পান কৱ।

৯। হে অভিলাষপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশিদ্বয়! তোমৰা হিৱাবু তাৰুধেৰ
আঁধাৰকপ রথে আৱোহণ কৱ।

১০। হে অশিদ্বয়! যাহাদ্বাৰা পক্ষকে রুক্ষ কৱিয়াছিলে, যাহা-
দ্বাৰা অধিক্ষেত্ৰকে রুক্ষ কৱিয়াছিলে, যাহাদ্বাৰা বক্তু রাজাকে সোমপানে
ঐতীত কৱিয়াছিলে, সেই সমস্ত রক্ষার সহিত শীত্র ও সত্ত্বৰ আমাদেৱ নিকট
আগমন কৱ। আৱ আতুৱেৰ চিকিৎসা কৱ।

১১। আমৰা যেধাৰী ও স্বকাৰ্য্যে দুৱাবানু, হে অশিদ্বয়! তোমৰা
স্বকাৰ্য্যে দুৱাবানু। তোমাদিগকে দিবসেৱ এই কালে স্তুতি দ্বাৰা আহ্বান
কৱিতেছি।

১২। হে বৰ্ষণশীল অশিদ্বয়! সেই সমস্ত রক্ষার সহিত মানাঙ্গপ-
বিশিষ্ট, সকলেৱ বৰণীৰ আমাদেৱ এই আহ্বানেৱ অভিযুথে আগমন কৱ,
তোমৰা হ্যাত্তিলায়ী, অতিশয় ধনদাতা, তোমাৰ মৃকে মাৰ্ণ ভাৱ ধাৰণ
কৱ। যাহাদ্বাৰা কুপকে বৰ্কিত কৱ, তাৰার সহিত আগমন কৱ।

১৩। দিবসেৱ এই কালে সেই অশিদ্বয়কে যে অভিবাদন কৱতঃ
তোহাদিগকে স্বব কৱিতেছি, তাৰাদেৱ নিকটেই তোত্ত্বদ্বাৰা যান্ত্ৰা
কৱিতেছি।

(১) অৰ্দ্ধ-সৰ্ব হইতে হৃষি প্ৰাণ কৱিয়া মুৰ্যগণকে কৰি কাৰ্য শিকা কৱাইয়া।

୧୪ । ତାହାରା ଅଳପତ୍ତି ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟା । ରାତେ ଏବଂ ପ୍ରାତଃକାଳେ ପ୍ରତାହାଇ ତାହାଦିଗଙ୍କେ ଆହ୍ଵାନ କରିବ । ହେ ଅନ୍ଧନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ! ମଧ୍ୟଶତର ହଣ୍ଡେ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବା ।

୧୫ । ହେ ଅଶ୍ଵିନ୍ଦ୍ର ! ଲୋକେର ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ତୋମାଦେର ସ୍ଵଭାବ । ଆଁମି ସୁଧେର ସୌଗ୍ୟ, ପ୍ରାତଃକାଳେ ଆମାର ଜନ୍ୟ ମୁଖ ଆନନ୍ଦନ କର । ଆଁମି ମୋଭରି, ଆଁମି ପିତାର ନ୍ୟାଯ ତୋମାଦିଗଙ୍କେ ଆହ୍ଵାନ କରିବ ।

୧୬ । ମନେର ନ୍ୟାଯ ଶ୍ରୀଅଗାମୀ, ଅଭିଲାଷପ୍ରାଦ, ଶକ୍ତଗଣେର ବିମାଣକ, ଅନେକେର ରକ୍ତ, ହେ ଅଶ୍ଵିନ୍ଦ୍ର ! ଶ୍ରୀଅଗାମୀ ବଳସଂଖ୍ୟକ ରକ୍ଷାଦାରା ଆମାଦେର ରକ୍ତଗର୍ଥ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେ ।

୧୭ । ହେ ଅଶ୍ଵିନ୍ଦ୍ର ! ତୋମରୀ ଅଭାସ ମୋମ ପାନ କରିବୀ ଥାକ । ତୋମରୀ ମେତା ଏବଂ ଦର୍ଶନୀୟ । ଆମାଦେର ଗୃହ ଅଶ୍ଵବିଶିଷ୍ଟ, ଗୋବିଶିଷ୍ଟ ଓ ହିରଣ୍ୟବିଶିଷ୍ଟ କରିଯା ଆଗମନ କର ।

୧୮ । ଯାହାର ଦାନ ମୁଦ୍ର, ଯାହାର ବୀର୍ଯ୍ୟ ମୁଦ୍ର, ଯାହାର ମୁଦ୍ରରଙ୍ଗ ମକଳେର ବରଣୀୟ, ବଲବାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଅଭିଭ୍ୟ କରିତେ ପାରେ ନା, ମେଇ ଧନ ଆମରୀ ଧାରଣ କରିତେଛି । ହେ ଅନ୍ଧନ ଅଶ୍ଵିନ୍ଦ୍ର ! ତୋମାଦେର ଆଗମନ ହେଲେ ସମ୍ପଦ ଧନ ଲାଭ କରିବ ।

୨୩ ଶୁକ୍ଳ ।

ଅଶ୍ଵି ଦେବତା । ବ୍ୟଥେର ପୁନ୍ର ବିଶ୍ଵମନୀ ଖବି ।

୧ । ଅଶ୍ଵି ଶତର ବିକଟେ ଗମନ କରେନ, ମେଇ ଅଶ୍ଵିକେ ସ୍ତ୍ରତି କର । ଯାହାର ଦୀଣି କେହ ଗ୍ରହ କରିତେ ପାରେ ନା ; ଯାହାର ଧୂମ ସର୍ବତଃ ସଂଘାରିତ ହୟ, ମେଇ ଅଶ୍ଵିର ପୂଜା କର ।

୨ । ହେ ସର୍ବାର୍ଥଦର୍ଶୀ ବିଶ୍ଵମନୀ ଖବି ! ମାଂସର୍ଯ୍ୟଶୂନ୍ୟ ଯଜମାନେର ଅନ୍ୟ ରଥାଦିଦାତା ଅଶ୍ଵିକେ ବାକ୍ୟଦାରୀ ସ୍ଵ କର ।

୩ । ଶତଦିଗେର ବାଧାପ୍ରଦ ଏବଂ ଶକ୍ତମୁହେର ଦ୍ୱାରା ଅଚ୍ଛନ୍ନିର ଅଶ୍ଵି ଯାହା-ଦିଗେର ଅନ୍ଧ ଓ (ମୋମ) ରମ ଜ୍ଞାନପୂର୍ବିକ ଗ୍ରହଣ କରେନ, ତାହାରୀ ଧନ ଲାଭ କରେ ।

୪ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୌଷିଣ୍ୟାନ, ସନ୍ତାପପ୍ରଦ, ମଣବିଶିଷ୍ଟ, ମୁଦ୍ରର ଦୌଷିଣ୍ୟାଳୀ ଓ ଯଜ୍ଞମୂର୍ତ୍ତଗଣେର ଆଶ୍ରିତ ଅଗ୍ନିର ଜ୍ଵାରହିତ ବୃତ୍ତନ ତେଜ ଉଦ୍ଧାତ ହିଲ !

୫ । ହେ ମୁଦ୍ରର ଯଜ୍ଞବିଶିଷ୍ଟ ଅଗ୍ନି ! ସମୁଖଭାଗେ ହୃଦ ଦୌଷିଣ୍ୟାର ମୁଶୋଭିତ ହିଲ୍ୟା ଏବଂ କୂର୍ଯ୍ୟାନ ହିଲ୍ୟା, ତୁ ଯି ଦ୍ୱାତିଷ୍ଠତୀ ଶିଥାର ସହିତ ଉଦ୍ଧାତ ହୁଏ ।

୬ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ଦେବଗଣକେ ଛବୋର ପର ହୟ ପ୍ରଦାନ କରତଃ ମୁଦ୍ରର ଶ୍ରୋତ୍ରେର ସହିତ ଗମନ କର । ସେହେତୁ ତୁ ଯି ହ୍ୟବାହୀ ଦୂତ ।

୭ । ଯମୁଷ୍ୟଦିଗେର ହୋମନିଷ୍ଠାଦକ ପୁରୋତନ ଅଗ୍ନିକେ ଆହ୍ଵାନ କରିତେଛି, ତୋହାକେ ଏହି ବାଙ୍କାଦାରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିତେଛି । ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟାଇ ତୋହାକେ କ୍ଷବ କରିତେଛି ।

୮ । ଅତୁତ ପ୍ରଜାବିଶିଷ୍ଟ, ବକ୍ରୁମଦୃଶ ଏବଂ ତୃପ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରମାଦେ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟପ୍ରୟୁକ୍ତ ଯଜ୍ଞବିଶିଷ୍ଟ ଯଜ୍ଞମାନେର ଘରକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୟ ।

୯ । ହେ ଯଜ୍ଞାଭିଲାବୀଗନ ! ଏହି ଯଜ୍ଞେର ସାଧନ ଯଜ୍ଞବାନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିକେ ହ୍ୟବୁକ୍ତ ଯଜ୍ଞେ କ୍ଷୁତିବାକ୍ୟଦାରୀ ମେରୀ କର ।

୧୦ । ଆମାଦେର ମୁନିଯଭବକ୍ସ ଯଜ୍ଞ ସକଳ ଅନ୍ତିରୀ ଅଗ୍ନିର ଅଭିଯୁକ୍ତେ ଗମନ କରକ । ଇନି ଯମୁଷ୍ୟଗଣେର ମଧ୍ୟେ ହୋମନିଷ୍ଠାଦକ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯଶସ୍ଵୀ ।

୧୧ । ହେ ଜ୍ଵାରହିତ ଅଗ୍ନି ! ତୋମାର ଦୌଷିଣ୍ୟାନ ହୃଦ ରଖି ସକଳ ଅଭୀଷ୍ଟେଷ୍ୱୀ ହିଲ୍ୟା ଅଶ୍ୱେର ନ୍ୟାୟ ବଳ ପ୍ରକାଶ କରିତେଛେ ।

୧୨ । ହେ ବଳପତି ! ତୁ ଯି ଆମାଦେର ଉଦ୍ଦେଶେ ଉତ୍ତମ ବୀର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ଧନ ଦାନ କର । ଆମାଦେର ପୁତ୍ର ଓ ପୌତ୍ରେ (ଯେ ଧନ ଆହେ ତୋହା) ଯୁଦ୍ଧ କାଳେ ରକ୍ତ କର ।

୧୩ । ଯମୁଷ୍ୟଗଣେର ପାଳକ ତୀର୍କୁ ଅଗ୍ନି ପ୍ରୀତ ହିଲ୍ୟା ସଥରୀ ଯମୁଷ୍ୟର ଗୃହେ ଅବସ୍ଥିତ ହନ, ତଥମାଇ ତିନି ସମ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍କସକେ ବିନାଶ କରେନ ।

୧୪ । ହେ ବୌର ଲୋକପତି ଅଗ୍ନି ! ଆମାର ବୃତ୍ତନ ଶ୍ରୋତ୍ର ଶ୍ରୀବନ୍ଦ କରିଯା ଦ୍ୱାରୀ ଦ୍ୱାରୀ ରାଜ୍କସଗଣକେ ତାପପ୍ରଦ ତେଜୋଦାରୀ ଦର୍ଶକ କର ।

୧୫ । ସେ ହ୍ୟଦୀରୀ ଖଣ୍ଡିକୁଗଣେର ଦ୍ୱାରୀ ଅଗ୍ନିକେ ହୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯମୁଷ୍ୟଶର୍କ ମାନ୍ଦ୍ରାଦାରୀ ଓ ତୋହାକେ ବଶ କରିତେ ପାରେ ନା ।

୧୬ । ଆପନାକେ ଧରବର୍ଷୀ କରିତେ ଇଚ୍ଛା କରିଯା ବ୍ୟଶ ନାୟକ ଖୁଦି ତୋମାକେ ପ୍ରୀତ କରିଯାଇଲେମ । ସେହେତୁ ତୁମି ଧରଥାନ । ଆମରାଓ ଏହୁ ଧରିଲାଭେଳ ଜନ ତୋହାକେ ସନ୍ଦୂପିତ କରି ।

୧୭ । ତୁମି ଯଜ୍ଞଶୀଳ, କବିପୁଣ୍ୟ, ଆତମେଦୀ, ଉଶନା ମନୁର ଗୃହେ ତୋମାକେ ହୋତାକପେ ଉପବେଶନ କରିଇଯାଇଲେ(୧) ।

୧୮ । ହେ ଅପ୍ତି ! ବିଶ୍ଵଦେଵଗଣ ମିଲିତ ହଇଯା ତୋମାକେଇ ଦୃଢ଼ କରିଯାଇଲେ । ହେ ଦେବ ଅପ୍ତି ! ତୁମି ଅଧାର, ତୁମି ତଙ୍କଗାଁ ସଜ୍ଜାହ ହଇଯାଇଲେ ।

୧୯ । ଅମର ଓ ପାବକ ଓ କୃଷ୍ଣବର୍ଜୀ ଓ ତେଜୋବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଅପିକେ ବୀର-ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଢ଼ କରିଯାଇଛେ ।

୨୦ । ଆମରା ଶ୍ରକ୍ତ ପ୍ରାଣ କରତଃ ମୁଦ୍ରର ଦୀପିଯୁକ୍ତ, ଶୁଭବର୍ଣ୍ଣ, ତେଜୋବିଶିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟଗଣେର ସ୍ତୁତିଯୋଗ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନହିତ ଅପିକେ ଆହ୍ଵାନ କରିତେହି ।

୨୧ । ସେ ମହିନ୍ୟ ହସ୍ତାନୀଗଣେର ଦ୍ୱାରା ଅପିକେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ମେ ଏହୁ ପ୍ରାଣିକର ବୀରବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିଳାଳା କରେ ।

୨୨ । ଦେବଗଣେର ପ୍ରଥମ ଓ ଜ୍ଞାନବେଦୀ ଓ ପୁରାତନ ଅପିର ଲିକଟ ହସ୍ତମୁକ୍ତ ଅକ୍ଷ୍ମ ନମକ୍ଷାରପୂର୍ବିକ ଆଗମନ କରିତେହି ।

୨୩ । ଆମି ବିଶ୍ଵନା ବ୍ୟଶେର ନ୍ୟାୟ ସ୍ତୁତିଦ୍ୱାରା ଅଶ୍ୟତମ, ପୁଜ୍ୟତମ ଓ ଶୁଭଦୀପିଯୁକ୍ତ ଅପିର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିତେହି ।

୨୪ । ହେ ବ୍ୟଶପୁଜ୍ଞ ଖୁଦି ! ତୁମି ମୂଳ ସୂଗେର ନ୍ୟାୟ ଗୃହଭବ, ମହାନୁ ଅପିକେ ଶୋଭିଦ୍ୱାରା ଅର୍ଚନା କର ।

୨୫ । ମେଧାବୀଗଣ ମନୁଷ୍ୟଗଣେର ଅତିଥି ଓ ବରଞ୍ଚପତିଗଣେର ପୁଜ୍ଞ, ପୁରାତନ ଅପିକେ ରକ୍ଷାର୍ଥ ତ୍ଵବ କରିତେହି ।

୨୬ । ହେ ଅପି ! ସମ୍ପନ୍ତ ଅଧାର ଜ୍ଞାନଗଣେର ସମୁଦ୍ରେ ତୁମି କୁଣ୍ଡାପରି ଉପବିଷ୍ଟ ହୋ । ତୁମି ସ୍ତୁତିଯୋଗ୍ୟ, ତୁମି ମନୁଷ୍ୟ ଅନୁତ ହସ୍ତ ଜୀବାନର ।

୨୭ । ହେ ଅପି ! ବରଣୀଯ ବହୁ (ଧର) ଆମାଦିଗକେ ଦାନ କର । ବହୁ-ଶୋକେର ସୃଜନୀୟ, ମୁଦ୍ରର ବୀର୍ୟବିଶିଷ୍ଟ ପୁଜ୍ଞ ପୌତ୍ରାଦି ମହିତ କର୍ଣ୍ଣିତୁକୁ ଧର ଆମାଦିଗକେ ଦାନ କର ।

(୧) ନାରାନ ଉଶନାକେ ଧରି ଓ ମନୁକେ ରାଜା ବନିଯା ବ୍ୟଶା କରିଯାଇବ ।

১৮। তুমি বরুণীয়, বাসপ্রদ ও মুবা। যাহারা সুন্দর সাঙ্গ গান করে, তাহাদের উদ্দেশে সর্বদা ধনাচি প্রেরণ কর।

১৯। হে অগ্নি ! তুমি অত্যন্ত দাতা, তুমি পশ্যুক্ত অগ্ন, মহাধন ও মহাভোগ আমাদিগকে অদান কর।

২০। হে অগ্নি ! তুমি যশস্বী, তুমি সত্যবান, সম্যক্ শোভমান ও পবিত্র বলযুক্ত মিত্র ও বক্ষণকে আনয়ন কর।

২৪ স্তুতি ।

ইতি দেবতা ; শেষ তিমটী খকের জুষাম রাজাৰ পুত্র বক্ষন দানের স্তুতি
আছে, অতএব উচ্ছাই দেবতা । ব্যক্তিপুত্র বৈয়ৰ্ষ নামক শুঁরি ।

১। হে মিত্রভূত ঋত্তিকৃগণ ! বজ্রহন্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে এই স্তোত্র
করিব। তোমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা লেতা, সর্বাপেক্ষা শক্তর্থক ইন্দ্রের
উদ্দেশে স্তুতি করিব।

২। হে ইন্দ্র ! তুমি বলদ্বাৰা বিখ্যাত, হন্তকে হনন করতঃ হন্তহী
হইয়াছ, তুমি শূর, তুমি ধনদ্বাৰা ধনবানু ব্যক্তিদিগেরও অধিক দান করিয়া
থাক।

৩। হে ইন্দ্র ! তুমি সূর্যমান হইয়া নানাবিধি বিচিত্র অন্঵িণিষ্ঠ ধন
আমাদিগকে অদান কর। হে অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র ! তুমি নির্গমন কালেই
শক্রগণের বাসপ্রদ হও এবং দাতা হও।

৪। হে ইন্দ্র ! তুমি আমাদের জন্য ধন প্রাপ্তি কর। হে শক্রমাশক !
তুমি সূর্যমান হইয়া সাংহার মনে সেই ধন আমাদিগকে অদান কর।

৫। হে অশ্ববানু ইন্দ্র ! প্রতিযোন্তাগণ গোসমূহের অষ্ট্রেণ বিষয়ে
তোমার দক্ষিণ হন্ত নিবারণ করে না, বাম হন্তও নিবারণ করে না, প্রতি-
রোধকারীগণও করে না।

৬। হে বজ্রবানু ইন্দ্র ! স্তুতিবাক্যদ্বাৰা তোমাকে প্রাপ্ত হইব, এই-
রূপে লোকে গোসমূহের সঙ্গে গোট প্রাপ্ত হয়। তুমি স্তোতার অভিলাষ
পূর্ণ কর, তাহার মামস পূর্ণ কর।

୭ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମি ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ରନୀଳ କରିବାଛ, ହେ ଉତ୍ତର, ବାସପ୍ରଦ ଓ ଧନପ୍ରଦ ! ବିଶ୍ୱମନୀ ନାୟକ ଖ୍ୟାତିର ସମସ୍ତ କର୍ମେ ଉପବ୍ରିତ ହୋ ।

୮ । ହେ ହତ୍ଯା ! ହେ ଶୂର ! ହେ ପୁରୁଷ ! ହେ ତୁ ସ୍ପୃହନୀୟ, ଗୃହପ୍ରଦ, ଏହି ଧନ ଆୟରା ଲାଭ କରିବ ।

୯ । ହେ ସକଳେର ନର୍ତ୍ତୟିତା ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମାର ବଳ ଶକ୍ତିଗଣ ଅଭିଭବ କରିତେ ପାରେ ନା । ହେ ପୁରୁଷ ! ତୁମି ହବ୍ୟାଦୀୟିକେ ଯେ ଦାନ କର, ତାହା କେହ ହିଁସା କରିତେ ପାରେ ନା ।

୧୦ । ହେ ଅତିଶ୍ୟ ପୁଜନୀୟ, ଶ୍ରେଷ୍ଠମେତା ଇନ୍ଦ୍ର ! ମହାଫଳଲାଭାର୍ଥ ଉତ୍ସର ମିଳି କର । ହେ ମସବା ! ତୁମି ଦୃଢ଼ ଶକ୍ରପୁର ସକଳ ଧନଲାଭାର୍ଥ ନଷ୍ଟି କର ।

୧୧ । ହେ ବଜ୍ରବାନ୍ ମସବା ଇନ୍ଦ୍ର ! ଆୟରା ପୂର୍ବେ ତୋମା ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣେର ନିକଟ ଆଶୀ କରିଯାଛିଲାମ । ତୋମାର ଧନ ଓ ବ୍ରକ୍ଷା ଆୟାଦିଗଙ୍କେ ଅନ୍ଦାନ କର ।

୧୨ । ହେ ନର୍ତ୍ତୟିତା, ସ୍ତ୍ରତିଭାକ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଅନ୍ନ, ଦ୍ଵାତିମାନ୍, ସଶ ଓ ବସ-ନାଭାର୍ଥ ତୋମା ଭିନ୍ନ ଆର କାହାରାଓ କାହେ ସାଇବ ନା ।

୧୩ । ତୋମାର ଇନ୍ଦ୍ରେର ଉଦ୍‌ଦେଶେଇ ସୋମ ସିଂଘର କର, ତିନି ସୋମଯ ମଧୁ ପାଇଁ କରେନ, ତିନି ଆପନାର ମହତ୍ୱ ଓ ଅନ୍ତେର ମହତ୍ୱ ଧରାଦି ପ୍ରେରଣ କରେନ ।

୧୪ । ହରିଗଣେର ଅବିପତ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରେର କ୍ଷବ କରି । ତିନି ଆପନାର ବଳ ଅନ୍ୟଙ୍କେ ପ୍ରଦାନ କରେନ, ତୁମି କ୍ଷୋତ୍ରକାରୀ ସାଥୀ ଖ୍ୟାତିର ପୁନ୍ରେ ସ୍ତର କରିବ ।

୧୫ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ପୂର୍ବକାଳେ ତୋମା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଧନବାନ୍, ସଂଧର୍ଯ୍ୟ-ବାନ୍, ଆଶ୍ରୟଦାତା ଏବଂ ସ୍ତରବିଶିଷ୍ଟ ଆର କେହ ଜୟେ ନାହିଁ ।

୧୬ । ହେ ଅଧ୍ୟୁର୍ ! ତୁମି ମଦକର ଅନ୍ତେର ସର୍ବାପେକ୍ଷା ମଦକର ଅଂଶ ଇନ୍ଦ୍ରେର ଅନ୍ୟ ମେଳକ କର, ଏହି ବୌର ଓ ବର୍ଜନଶିଲୀ ଇନ୍ଦ୍ରକେଇ ଲୋକେ କ୍ଷବ କରେ ।

୧୭ । ହେ ହରିଗଣେର ଅଧିକ୍ଷତା ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମାର ପୂର୍ବକାଳୀନ ସ୍ତରି ସକଳକେଇ ବଲବାରୀ ଅଥବା ଧନ ଅନ୍ତେ ବଲିଯା ଅଭିକ୍ରମ କରିତେ ପାରେ ନା ।

୧୮ । ଆମରୀ ଅଗ୍ନିଭିଲାସୀ ହଇୟା ଯେ ସକଳ ଯଜ୍ଞେର ଶ୍ଵତ୍ତିକୁଣ୍ଠ ପ୍ରମାଦଗ୍ରହଣ ହୁଏ ନା, ମେଇ ଯଜ୍ଞେର ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନୀୟ ଅନ୍ତପତି ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଆହ୍ଵାନ କରିତେଛି ।

୧୯ । ହେ ଶିତ୍ରଚୂତ ଶ୍ଵତ୍ତିକୁଣ୍ଠ ! ତୋମରା ଶୀଘ୍ର ଅଗମନ କର, ଜ୍ଞାତି-
ଯୋଗ୍ୟ ମେତା ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଜ୍ଞାତି କରିବ । ଏହି ଇନ୍ଦ୍ର ଏକାକୀଇ ସମ୍ପଦ ଶକ୍ତିମେଳ
ଅଭିଭବ କରେନ ।

୨୦ । ହେ ଶ୍ଵତ୍ତିକୁଣ୍ଠ ! ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ଜ୍ଞାତି ବ୍ରୋଧ କରେନ ନା, ତୋତ୍ର ଅଭି-
ଲାସ କରେନ, ମେଇ ଦୌଷିଶାଳୀ ଇନ୍ଦ୍ରେର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ଘୃତ ଓ ମଧୁ ଅପେକ୍ଷା ଓ ସାନ୍ତୁ
ଆତାନ୍ତ ମିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ବଲ ।

୨୧ । ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରେର ବୈରକର୍ତ୍ତା ଅପରିମିତ, ଯାହାର ଧରଣକୁଣ୍ଠ ପାଇତେ
ପାରେ ନା ଏବଂ ଯାହାର ଦାନ ଜ୍ୟୋତିର ନ୍ୟାୟ ସମ୍ପଦ ସ୍ନୋତାଗଣକେ ବ୍ୟାପ୍ତ
କରେ ।

୨୨ । ମେଇ ଅହିଂସନୀୟ, ବଲବାନ୍, ସ୍ନୋତାଗଣକର୍ତ୍ତକ ନିୟମିତ ଇନ୍ଦ୍ରକେ
ବ୍ୟଶ ଥିବା ନ୍ୟାୟ ଶ୍ଵତ୍ତ କର । ଆମୀ ଇନ୍ଦ୍ର ହୃଦୟାୟୀକେ ପ୍ରଶନ୍ତ ଗୃହ ବିତରଣ
କରେନ(୧) ।

୨୩ । ହେ ବୈଯଶ ମନୁଷ୍ୟଗଣେର ଦଶମ(୧), ଅତ୍ରଏବ କୁତଳ ମୁଦ୍ରାବାନ୍,
ସର୍ବଦା ଅମନ୍ତରଯୋଗ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଜ୍ଞାତି କର ।

୨୪ । ଆନିତ୍ୟ ଯେମନ ପ୍ରତ୍ୟହ ଯଜମାନଗଣକେ ଜ୍ଞାନିତେ ପାରେ, ହେ
ବଜ୍ରହନ୍ତ ! ନିର୍ବିତିଗଣକେ କିରଣେ ବଜ୍ରଜଳ କରିତେ ହୁଏ, ତାହା ମେଇରଣେ
ତୁମିହି ଜ୍ଞାନ ।

୨୫ । ଅତ୍ରଏବ ହେ ଦର୍ଶନୀୟ ଇନ୍ଦ୍ର ! କର୍ମକାରୀ ଯଜମାନେର ଅନ୍ୟ ଆମାଦିଗକେ
ତୋମାର ଆଶ୍ରମ ଦାନ କର । କୁଂସ ନାୟକ ଥିବା ଜନ୍ୟ ଛୁଇ ଏକାରେ ଶକ୍ତିଗଣକେ
ବଧ କରିଯାଇ । ଆମାଦିଗକେ ମେଇ ତଙ୍କ ଅନ୍ଦାମ କର ।

୨୬ । ହେ ଅତିଶୟ ଦର୍ଶନୀୟ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି ସ୍ନୋତବ୍ୟ, ତୋମାରୁ ନିକଟ
ଗଜିତ ରାଧିବାର ଅମ୍ଭ ଧର ଯାନ୍ତ୍ରା କରିତେଛି; ତୁମି ଆମାଦେର ସମ୍ପଦ ଶକ୍ତ-
ମେଳାର ଅଭିଭବକାରୀ ହୁଁ ।

(୧) ମନୁଷ୍ୟଗଣେର ଦେହେ ନଯଟି ପ୍ରାଣ ଆହେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଭାବାଦେର ଦଶମ ପ୍ରାଣ । ପାଇଲ ।
ଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନକୁ ପଢ଼ି ବୋଧ ହୁଏ ନା ।

২৭। যিনি রাক্ষসকৃত পাপ হইতে মুক্ত করেন, যিনি সপ্তমদীতে (আর্যদিগকে) প্রেরণ করেন, হে বহুধন ! দাসের বধাৰ্থ অন্ত অবন্ত কর(২)।

২৮। হে বুরুজা ! মুষামুজার উদ্দেশে পূর্বকালে যেরূপ যাচক-গলকে ধন দিয়াছিলে, সেইরূপ একগে ব্যক্তকে ঔদান কর। হে সোভাগ্য-শালিনী অন্নবতৌ (উষা) ! তুমিও ধন দান কর।

২৯। হে মনুষ্যগণের হিতকর সোমবান্ন ! যজমানের দক্ষিণা সোম-বিশিষ্ট বাঞ্ছপুত্রের নিকট আগমন করক। শতমহস্য সংখ্যাবিশিষ্ট সূল ধন আঁমাদের নিকট আগমন করক।

৩০। হে উষাদেবী ! যাহারা (কোথায়) এই কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহারা তোমার অপ্রবর্তী। তোমাকে বদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, “কোথায়” তাহা হইলে সকলের আশয়স্বরূপ, শত্রুবিবারক এই (বুরুজা) গোমতীতীরে অবস্থান করিতেছে, (বলিও)।

২৫ স্তুতি।

দশম, একাদশ ও দ্বাদশের বিশ্বদেবগণ দেবতা; অবশিষ্টের মিত্র ও বুরুপ দেবতা। ব্যক্তপুত্র বৈয়ক্ত নামক ঋষি।

১। হে সকল লোকের রক্ষক দেবদ্বয় ! তোমরা দেবগণের মধ্যে যজ্ঞাহ, তোমাদিগকে লোকে (পূজা করে)। (হে ব্যক্ত) ! সত্যবিশিষ্ট, পবিত্র বলযুক্ত মিত্র ও বুরুণের বাগ কর।

২। সুন্দর কর্মযুক্ত যে বুক্ত ও যে মিত্র ধনদাতা ও রথবান্ন, বহুকাঙ্গ হইতে শোভনজ্ঞা, (অদিতির) তুর এবং ধৃতব্রত।

৩। অহতৌ সত্যবতৌ অন্তিতি, সর্বধনবিশিষ্ট ও তেজস্বী, সেই মিত্র ও। বুক্তকে অস্ত্র্য তেজের জন্য উৎপাদন করিয়াছেন।

(২) এই ঋকে সপ্তমদীর উল্লেখ আছে, ১০। ৭৫। ৫ ঋকের ঢিকা দেখ এবং দান অর্থাৎ অনার্য বুরুদিগের উল্লেখ আছে।

৪। মহানু, সত্রাট্, অমুর, সত্যবানু দেব মিত্র ও বকগ মৃহৎ যজ্ঞ প্রকাশত করেন।

৫। মহানু বলের পৌত্র, বেগের পুত্র, মুকৰ্ম্মা ও প্রভূত ধনদাতা মিত্র ও বকগ অন্নের নিবাস স্থানে বাস করেন।

৬। (হে মিত্র ও বকগ)! তোমরা ধন এবং দিব্য ও পৃথিবীজাত অন্ন দান কর; জলবতী হাঁচি তোমাদের নিকট উপস্থিত থাকুক।

৭। (হে মিত্র ও বকগ)! তোমরা সত্যবানু, সত্রাট্ এবং হ্যাণ্ডি, তোমরা মৃহৎ দেবগণকে (গো) যুথের ন্যায় (হস্ত করিবার জন্য) অভিদর্শন কর।

৮। সত্যবানু, মুকৰ্ম্মা মিত্র ও বকগ সম্যক্কৃতে প্রদোষ হইবার জন্য উপবেশন করন; ধৃতবৃত, বলবানু মিত্র ও বকগ বল ব্যাপ্ত করন।

৯। চক্ষে (দর্শন করিবার) পূর্বেও পথবিং, (সকলের) প্রেরক, চিরন্তন মিত্র ও বকগ অছঃসহ তেজোবলে শোভিত হউন।

১০। অদিতিদেবী আমাদিগকে রক্ষা করন, অশ্বিদ্বয় রক্ষা করন, অত্যন্ত বেগবানু মুকুগণ রক্ষা করন।

১১। হে শোভনদামবিশিষ্ট (মুরুগণ)! তোমরা অহিংসিত, তোমরা দিবারাতি আমাদিগের মৌকা রক্ষা কর, আমরা তোমাদের পালনের সহিত মিলিত হইব।

১২। আমরা অহিংসিত হইয়া হিংসাৱিত সুদাতাৰ উদ্দেশে (স্তুতি করিব)। হে একাকী যুক্তকারী বিশু! তুমি স্তোতাগণকে ধন প্রদান কর, যে যজ্ঞ আৱস্থ করিয়াছে, তাহার জন্য স্তুতি শ্রবণ কর।

১৩। আমরা অত্যন্ত গুরু, সকলের রক্ষক ও বরণীয় ধন যেন লাভ করিব; মিত্র, বকগ ও অর্যমা এই ধন রক্ষা করিয়া থাকেন।

১৪। পর্জন্য আমাদের ধন রক্ষা করন, মুকুগণ ও অশ্বিদ্বয় ধন রক্ষা করন, ইঙ্গ, বিশু ও সমস্ত অভোষ্টবষী দেবগণ মিলিত হইয়া রক্ষা কর।

১৫। তাহারাই পূজনীয় নেতা। বেগগামী জন যেমন হৃষি উদ্দলিত করে, সেইরূপ তাহারা শীত্রগামী হইয়া যে কোন শক্তির প্রতিহুল হইয়া তাহাকে লাশ করে।

১৬। লোকপতি মিত্র বলসংখ্যাক প্রধান দ্রব্য এই প্রকারে সর্বম করেন। মিত্র ও বকশের মধ্যে আমরা তোমাদের জন্য তাহারাই ত্রুট পালন করিব।

১৭। পরে সাত্রাজাবিশিষ্ট বকশের পুরাতন গৃহ প্রাপ্ত হইব, অতি-শয় প্রসিদ্ধ মিত্রের ত্রুটও লাভ করিব।

১৮। যে মিত্র দ্যাবাপৃথিবীর অন্তসমূহ রণ্ঘাঘারা প্রকাশিত করেন, তিনিই আপন মহিমায় উচাদিগকে পূর্ণ করেন।

১৯। মুন্দর বীর্যযুক্ত মিত্র ও বকশ দ্যাবিশিষ্ট আদিত্যের গৃহে আপনার জ্যেতিঃ প্রকাশ করিতেছেন, পরে অধির ন্যায় শুভ্রবর্ণ ও সকল লোক-কর্তৃক আচৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন।

২০। (হে স্ত্রোতা!) ! বিস্তৃত গৃহবিশিষ্ট যজ্ঞে স্তব কর, বকশ পশু-যুক্ত অহের ঈশ্বর এবং মহা প্রীতিকর অনন্দানন্দে সমর্থ।

২১। আমি দিবাৰাত্রি (মিত্র ও বকশের) সেই তেজঃ এবং দ্যাবা-পৃথিবীকে স্তুতি করি, হে বকশ! সর্বদা দাতাৰ অভিযুক্তি আনন্দিগকে প্রেরণ কর।

২২। তৈক্ষণ্যে জাত, মুষামার পুন্ড (দানে প্রস্তুত হইলে) খজু-গামী রজতসদৃশ অশ্বযুক্ত রথ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। (মুষামার পুন্ডের) যান শক্রদিগের জীবনাদি হরণ করে।

২৩। হরিতবর্ণ অশ্বসমূহের মধ্যে শক্রদিগের অত্যন্ত বাধা-প্রদ এবং কুশল বাক্তিগণের মধ্যে স্মৃতিগণের বাহক অশ্বদ্বয়, আমার উদ্দেশে শীত্র প্রস্তুত হউক।

২৪। কৃতন স্তুতিদ্বারা স্তব করতঃ যেন মুন্দর রঞ্জুবিশিষ্ট, কশাযুক্ত, যোগ্য এবং শীত্রগতি অশ্বদ্বয় লাভ করিতে পারি।

২৬ স্কৃত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা; কেবল ২০ হইতে পাঁচটা ঋকের বাঁয়ু দেবতা। অঙ্গরাগোত্তোঁগম
ব্যক্ষের পুত্র বৈয়শ, অথবা বিশ্বমূৰ্তি ঋবি।

১। হে অভিলাষপ্রদ, বর্ষণশীল, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! তোমাদের বল
কেহ হিংসা করিতে পারে না, স্নোতাংগনের মধ্যে তোমাদের একত্র শীত্র
গমনার্থ রুথ আহ্বান করিতেছি।

২। হে নাসত্য অভিলাষপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! তোমরা মুষাম-
রাজার উদ্দেশে মহাধন দানার্থ যেনেপ আসিতে, সেইনেপ রক্ষার সহিত
আগমন কর। হে বক্ষণ! (তুমি এই কথা বল)।

৩। হে অর্ঘুক্ত, ধমবান, বহু অর্ঘাভিলাষী অশ্বিদ্বয়! অদ্য রাত্রি
অভাত হইলে, আমরা তোমাদিগকে হব্যদ্বাৰা আহ্বান কৰিব।

৪। হে নেতা অশ্বিদ্বয়! সর্বাপেক্ষা বহুশীল তোমাদের প্রসিদ্ধ
রুথ আগমন কৰক, তোমরা শীত্র স্তুতিকাৰীকে ঐশ্বর্য অদানার্থ তাহার
স্নোম সকল দর্শন কর।

৫। হে অভিলাষপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! কুটিল কৰ্মকাৰীশক্রগণ
সমুথে আছে জানিও, তোমরা কদ, তোমরা বেষকাৰী শক্রগণকে ক্লেশ
প্রদান কর।

৬। হে সকলের মশনীয় যজ্ঞসম্পাদক, উন্মাদ কর কান্তিবিশিষ্ট জল-
পতি অশ্বিদ্বয়! তোমরা শীত্রগামী অশ্বে অন্বরত সমস্ত যজ্ঞাভিমুথে
আগমন কর।

৭। হে অশ্বিদ্বয়! বিশ্বপোষক ধনের সহিত আমাদের যজ্ঞে আগমন
কর, তোমরা যথবা, সুবৌর এবং অপরাত্মনীয়।

৮। হে ইন্দ্র ও নাসতাদ্বয়! তোমরা অত্যন্ত সেবামান হইয়া
আমার যজ্ঞে অদ্য দেবগনের সহিত আগমন কর।

৯। আপনাদিগের অন্য ধৰনাম লাভ করিতে ইচ্ছা কৰিয়া আমরা
ব্যক্ষের মাঝে তোমাদিগকে আহ্বান কৰিতেছি, হে মেধাবৌদ্ধ! অনুগ্রহ
কৰিয়া এইখালে আগমন কৰ।

୧୦ । ହେ ଶ୍ରୀ ! ଅଶ୍ଵିନ୍ଦ୍ରଙ୍କେ ଶ୍ଵର କର, ତୋମାର ଆହ୍ଵାନ ବହୁବାର ଶ୍ରୀରାଗକରଣ କରତଃ ଅଶ୍ଵିନ୍ଦ୍ର ଯେନ ନିକଟର୍ଭାବୀ ଶକ୍ରଗଣକେ ଏବଂ ପରିଗଣକେ ହିଂସା କରେନ୍ ।

୧୧ । ହେ ନେତାଦୟ ! ବୈଯଶେର ଆହ୍ଵାନ ଶ୍ରୀରାଗ କର, ଆମାର ଆହ୍ଵାନ-ଅବଗତ ହେ । ବକ୍ଷଣ, ମିତ୍ର ଓ ଅର୍ଦ୍ଧାମା ସର୍ବଦୀ ଶିଳିତ ।

୧୨ । ହେ ସ୍ତୁତିଯୋଗ୍ୟ, ଅଭିଲାଷପ୍ରଦ ଅଶ୍ଵିନ୍ଦ୍ର ! ତୋମରୀ ତୋତ୍ତଗଣକେ ଯାହା ପ୍ରଦାନ କର ଓ ଉହାଦେର ଜନ୍ୟ ଯାହା ଆରମ୍ଭନ କର, ତାହା ଅତ୍ୟାହ ଆମାକେ ପ୍ରଦାନ କର ।

୧୩ । ବଧୁ ଯେମନ ବଞ୍ଚେ ଆହୁତା(୧), ସେଇକ୍ରପ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଜ୍ଞଦ୍ଵାରା ଆବୃତ ହୟ, ତାହାର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରତଃ ଅଶ୍ଵିନ୍ଦ୍ର ତାହାର ମଞ୍ଜଳ କରେନ ।

୧୪ । ହେ ଅଶ୍ଵିନ୍ଦ୍ର ! ଆମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ଓ ନେତାଗଣେର ପାନଯୋଗ୍ୟ ମୋହନ ଦାନ କରିତେ ଜାନି । ଆମାକେ ଲାଭ କରିତେ ଇଚ୍ଛା କରିଯା ତୋମରୀ ଆମାର ଗୃହେ ଆଗମନ କର ।

୧୫ । ହେ ଅଭିଲାଷପ୍ରଦ, ଧନ୍ୟକୁ ଅଶ୍ଵିନ୍ଦ୍ର ! ନେତାଗଣେର ପାନଯୋଗ୍ୟ ମୋହର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ଆମାଦେର ଗୃହେ ଆଗମନ କର, ତୋମରୀ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟଦ୍ଵାରା ସର୍ବ-ଦ୍ରୋହୀ ଶର ବେମନ ସେଇକ୍ରପ ଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତି କରିଯା ଦାଓ ।

୧୬ । ହେ ସକଳେର ନେତା ଅଶ୍ଵିନ୍ଦ୍ର ! କ୍ଷେତ୍ରିସମୂହେର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୋମ ତୋମା-ଦିଗେର ନିକଟ ଗମନ କରତଃ ତୋମାଦିଗକେ ଆହ୍ଵାନ କରକ ଓ ତୋମାଦେର ଶ୍ରୀତିକର ହଟକ ।

୧୭ । ହେ ଅଶ୍ଵିନ୍ଦ୍ର ! ସଦି ସ୍ଵର୍ଗେ, ବା ଏଇ ଅର୍ଦ୍ଦେ ପ୍ରେସନ୍ତ ହେ, ସଦି ବା ତୋମାଦେର ପ୍ରତି ଅଭିଲାଷବାନ୍ତ ଯଜ୍ମାନଗଣେର ଗୃହେ ପ୍ରେସନ୍ତ ହେ, ତାହା ହଇଲେ ହେ ଅମରଦୟ ! ଆମାଦେର ଏହି କ୍ଷୋତ୍ର ଶ୍ରୀରାଗ କର ।

୧୮ । ନଦୀଗଣେର ମଧ୍ୟେ ସେତ୍ତାବରୀ ନାୟେ(୨) ମୁର୍ଗ ପଥବିଶିଷ୍ଟ ସିନ୍ଧୁ ସ୍ତୁତିଦ୍ଵାରା ଅଧିକ ପରିମାଣେ ତୋମାର ନିକଟ ଗମନ କରେ ।

୧୯ । ହେ ମୁନ୍ଦର ଗମନବିଶିଷ୍ଟ ! ଅଶ୍ଵିନ୍ଦ୍ର ! ମୁନ୍ଦର କୌର୍ତ୍ତିବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପୁଣ୍ୟକୁରୀ ସେତ୍ତାବରୀ ନଦୀକେ ପ୍ରସାହିତ କର ।

(୧) ଲଙ୍ଘାଶୀଲାବଧୁ ବହୁବାରୀ ଶୀର୍ଷୀର ଆବୃତ କରିଲେନ ।

(୨) ବିଶ୍ୱମା କବି ସେତ୍ତାବରୀ ନଦୀର ଢୀରେ ବଜ କରିଯାଇଲେନ । ଲାଯଣ ।

২০। হে বায়ু ! তুমি রথ বহনসমর্থ অশ্বদ্বয়কে ঘোজিত কর। হে বাসপ্রদ ! পোষণীয় অশ্বদ্বয়কে যজ্ঞে মিশ্রিত কর। হে বায়ু ! পরে আমাদের মনকর সোম পান কর এবং সবলত্বে আগমন কর।

২১। হে যজ্ঞপতি, দ্বষ্টার জামাতা অন্তুত বায়ু ! তোমার পালন যেন লাভ করিতে পারি।

২২। আমরা দ্বষ্টার জামাতা সমর্থ বায়ুর নিকট ধন যান্ত্রিক করি, সোম অভিষ্বত করতঃ মযুষ্যগণ ধনবান্ত হয়।

২৩। হে বায়ু ! তুমি স্বর্ণের মঙ্গল লইয়া যাও, তুমি অশ্ববিশিষ্ট রথ চালাও, তুমি মহান, বিস্তীর্ণ পার্শ্বদ্বয়ুক্ত অশ্বকে আপন রথে ঘোজিত কর।

২৪। হে বায়ু ! তুমি অত্যন্ত সুন্দরলপবিশিষ্ট, তোমার সর্বাঙ্গ খিস্তায় ব্যাপ্ত, যজমানের গৃহে তোমাকে সোমাভিষ্বত প্রস্তরের ঝ্যায় আহ্বান করিতেছি।

২৫। হে বায়ুদেব ! তুমি দেবগণের মধ্যে প্রধান, তুমি মনে মনে দ্বষ্ট হইয়া আমাদের অন্ন, জল ও কর্ম প্রদান কর।

২৭ স্কৃত।

বিশ্ব দেবগণ দেবতা। বিবৃত্তানের পুত্র যন্ত্ৰ খুবি।

১। এই যজ্ঞে উকুখ উচ্চারণ কালে অঘি সোমাভিষ্বত প্রস্তর বহি'ঁ
অগ্রভাগে ছাপিত হইয়াছিলেন। যক্ষগণ এবং ব্রহ্মণস্পতির নিকট
বরণীয় রুক্ষালাভাৰ্ত্ত উচ্চারণ কৰিয়া গমন করি।

২। হে অঘি ! আমাদের যজ্ঞে পশুর নিকট আগমন কর, যজ্ঞশালা
ও বনস্পতির নিকট আগমন কর, দিনবাত্রি সোমাভিষ্বত প্রস্তরের নিকট
আগমন কর, হে বাসপ্রদ, সর্বধনবান্ত বিশ্বদেবগণ ! আমাদের কর্মের
রুক্ষক হও।

৩। পুরাঁতন যজ্ঞ, অঘি ও অম্যান্য দেবগণের নিকট সুন্দরলপে
গমন কৰক, আদিত্যগণ ও হৃত্ত্বৰত বৰুণ বিস্তৃত তেজোবিশিষ্ট যক্ষগণের
সহিত গমন কৰক।

୪ । ସମ୍ମନ ଧରମସମ୍ପାଦ୍ର, ଶକ୍ତିକକ୍ଷ ବିଶ୍ଵଦେବଗଣ ମନୁର ସ୍ମୃଦ୍ଵିକର ହଉନ ।
ହେ ସର୍ବଧରମସମ୍ପାଦ୍ର ଦେବଗଣ ! ଅହିଂସିତ ପାଳମେର ସହିତ ଆମାଦିଗଙ୍କେ
ବାଧାରାତିତ ଗୁହ ପ୍ରାଣ କର ।

୫ । ସମ୍ମାନ ପ୍ରୀତିଯୁକ୍ତ ଓ ପରମାର ମିଲିତ ହଇଯା ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଖକେର
ସହିତ ଅନ୍ୟ ଆମାଦେର ନିକଟ ଆଂଗମନ କରନ । ହେ ମର୍କଣ୍ଗଣ ! ହେ ମହାତୀ-
ଦେବୀ ଅନିତି ! ଆମାଦେର ଏଇ ଗୁହେ ଉପବେଶନ କର ।

୬ । ହେ ମର୍କଣ୍ଗଣ ! ତୋମାଦେର ଯେ ପ୍ରିୟ ଅଶ୍ଵ ଆଛେ, ତାହାଦିଗଙ୍କେ
(ଏହି ସଙ୍ଗେ) ପ୍ରେରଣ କର । ହେ ମିତ୍ର ! ହ୍ୟୋର ଜନ୍ୟ ଆଗମନ କର । ଇନ୍ଦ୍ର,
ବକଣ ଏବଂ ମୁକ୍ତେ ହରାବିଶିଷ୍ଟ ଆନିତାଗଣ ଆମାଦେର କୁଶେ ଉପବେଶନ କରନ ।

୭ । ହେ ବକଣ ! ଆମର ମନୁର ନ୍ୟାୟ(୧) ମୋର ଅଭିଷବ କରିଯା ଓ
ଅପି ସମ୍ମନ କରିଯା, ସମ ସନ ହୃଦୟ ସ୍ଥାପନ କରତଃ ଓ ବହି ଚେଦମ କରତଃ
ତୋମାଦିଗଙ୍କେ ଆହସାନ କରିତେଛି ।

୮ । ହେ ମର୍କଣ୍ଗଣ ! ହେ ବିଷ୍ଣୁ ! ହେ ଅଶ୍ଵଦ୍ଵାର ! ହେ ପୂର୍ବ ! ଆମାର ସ୍ତତ୍ତ୍ଵର
ସହିତ ସଙ୍ଗେ ଆଂଗମନ କର, ଦେବଗଣେର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରଥମ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଆଗମନ କରନ ।
ଇନ୍ଦ୍ରାଭିଲାମ୍ବି ସ୍ତୋତ୍ରାଗଣ ତୋହାକେ ବୃତ୍ତା ବଲିଯା ଶ୍ଵର କରେ ।

୯ । ହେ ଶ୍ରୋହରହିତ ଦେବଗଣ ! ଆମାଦିଗଙ୍କେ ବାଧାରାତିତ ଗୁହ ପ୍ରାଣ
କର । ହେ ବାସପ୍ରଦ ଦେବଗଣ ! ଦୂରଦେଶ ଓ ଅନ୍ତିକ ଦେଶ ହଇତେ କେହ ଯେବେ
କଥନ ବରଣୀୟ ଗହେର ହିଂସା କରିତେ ନା ପାରେ ।

୧୦ । ହେ ଶକ୍ତିକକ୍ଷ ଦେବଗଣ ! ତୋମାଦେର ଏକ ଜୀତିଭାବ ଓ ବନ୍ଧୁଭାବ
ଆଛେ, ପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟାଦର୍ଥ ଏବଂ ମୂଳ ଧର୍ମର୍ଥ ଶୀଘ୍ର ଆମାଦିଗଙ୍କେ ପ୍ରତ୍ୱତ କର ।

୧୧ । ହେ ସର୍ବଧରମାନ୍ ଦେବଗଣ ! ଆଧି ଅନ୍ନାଭିଲାମ୍ବି । ଏଥନେଇ
ତୋମାଦେର ବ୍ୟାମ୍ଭିତ୍ୟ ଧର ଲାଭାର୍ଥ ତୋମାଦେର ସ୍ତତ୍ତ୍ଵ ଏଇ ମାତ୍ର କରିତେଛି ।

୧୨ । ହେ ମୁନ୍ଦର ସ୍ତତ୍ତ୍ଵଯୁକ୍ତ ମର୍କଣ୍ଗଣ ! ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଉର୍ଦ୍ଧଗାୟୀ
ବରଣୀୟ ସବିତା ସଥମ ଉତ୍ଥିତ ହନ, ତଥମ ଦ୍ଵିପଦ ଓ ଚତୁରପଦ ଜଣ ଏବଂ
ପକ୍ଷୀ ଦକଳ ଆପନ ଆପନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରହୃତ ହୟ ।

(୧) ମୁନ୍ତର ଆରତ୍ରେ ବିବନ୍ଧାନେର ପୂର୍ବ ମୁକ୍ତେରେ ଏହି ମୁନ୍ତର ଶ୍ଵର ବଳା ହଇଥାଏହେ, ।
ବିଶ୍ଵ (ମୁନ୍ତ) ନିଜେ ବଜା ହଇଲେ “ମନୁର ନ୍ୟାୟଲୋଦ ଅଭିଷବ କରିଯା” ଇତ୍ୟାଦି ବଲିତେମ
ନୀ । ମୁନ୍ତରଶୀରଗଣ ବୌଧ ହୟ ମୁନ୍ତର ରଚିରିତା ।

୧୩ । ଆମରା ଦ୍ୱାତିମାନ୍, ସ୍ତତିଦ୍ୱାରୀ ତୁ କରିଯା ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଦୀପ୍ୟମାନ ଦେବତାଙ୍କ କର୍ମରକ୍ତାର୍ଥ ଆହାନ କରିବ, ଅଭିମର୍ଷିତ ଲାଭାର୍ଥ ଦୀପ୍ୟମାନ ଦେବତାଙ୍କ ଆହାନ କରିବ, ଅଭଲାଭାର୍ଥ ଦୀପ୍ୟମାନ ଦେବତାଙ୍କ ଲାଭ କରିବ ।

୧୪ । ସମାନ କ୍ରୋଧବିଶିଷ୍ଟ ବିଶ୍ଵଦେବଗଣ ମୁଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୁଗପଣ୍ଡ ଦାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଟନ, ଅନ୍ୟ ଏବଂ ଅପାର ଦିନେ ଏବଂ ଆମାଦେର ପୁନ୍ନେର ଜନ୍ୟ ଓ ଧରମାଭାବ ହଟନ ।

୧୫ । ହେ ଶ୍ରୋହରହିତ ତେଜୋମର ଦେବଗଣ ! ଶ୍ରୋତ୍ରଗଣେର ଆଧ୍ୟାରମଦୃଶ୍ୟ ଯଜ୍ଞେ ତୋମାଦିଗଙ୍କ ତୁ କରିତେଛି । ହେ ବକଣ ! ହେ ମିତ୍ର ! ଯେ ତୋମାଦେର ପରିଚର୍ଯ୍ୟ କରେ, ହିଂସା ମେଇ ମରୁଷ୍ୟକେ ବାଧୀ ଦିଲେ ପାଇବେ ନା ।

୧୬ । ହେ ଦେବଗଣ ! ଯେ ବରଣୀଯ ଧରେ ଅନ୍ୟ ତୋମାଦିଗଙ୍କ ହୟ ଦାନ କରେ, ମେଇ ସ୍ଵତଃ ଗୃହ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରେ, ଅଗ୍ନ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରେ, ମେ ଯଜ୍ଞଦ୍ୱାରୀ ପ୍ରଜା ଲାଭ କରେ ଏବଂ ଅହିସିତ ହଇଯାଇ ସମ୍ମନ ହୁଏ ।

୧୭ । ମେ ବିନା ଯୁକ୍ତ ଧଳ ଲାଭ କରେ, ମୁଦ୍ରର ଅଶ୍ଵେ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ଅର୍ଯ୍ୟମା, ମିତ୍ର ଓ ବକଣ ମିଲିତ ଏବଂ ସମାନ ମାନ୍ୟମୁକ୍ତ ହଇଯା ତୋହାଙ୍କେ ଭାଗ କରେ ।

୧୮ । ହେ ଦେବଗଣ ! ଅଗ୍ନା ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ପ୍ରଦେଶ ମୁଗମ କର । ଏହି ଅଶନି କାହାର ଓ ହିଂସା କରିତେ ନା ପାରିଯା ଯେମ ବିନକ୍ତ ହୁଏ ।

୧୯ । ହେ ବଲପ୍ରିୟ ଦେବଗଣ ! ଶୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହଇଲେ ଅନ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକର ଗୃହ ଧାରଣ କରିଯାଇଛ, ହେ ସର୍ବଧନବାନ୍ ଦେବଗଣ ! ଶୂର୍ଯ୍ୟ ଗମନ କରିଲେ ଧାରଣ କରିଯାଇଛ, ଆରୋଧକାଳେ ଧାରଣ କରିଯାଇଛ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ଧାରଣ କରିଯାଇଛ ।

୨୦ । ହେ ଅମୁରଗଣ ! ଯେହେତୁ ଯଜ୍ଞଶ୍ରୀଶ୍ଵର ଜନ୍ୟ ଯଜ୍ଞଗାମୀ ହସ୍ତାଯୀକେ ଗୃହ ଅନ୍ଦାନ କରିଯାଇଛ, ଅତେବ ହେ ବାସପ୍ରଦ, ସର୍ବଧନବିଶିଷ୍ଟ ଦେବଗଣ ! ଆମରା ତୋମାଦେର ମେଇ କଲ୍ୟାଣକର ଗୃହେ ତୋମାଦିଗଙ୍କ ପୂଜା କରିବ ।

୨୧ । ହେ ସର୍ବଧନବିଶିଷ୍ଟ ଦେବଗଣ ! ଅନ୍ୟ ଶୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହଇଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ଏବଂ ସାରଂକାଳେ ହସ୍ତାଯୀ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଜୋମବାନ୍ ମୁଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ କର୍ମନୀୟ ଧଳ ଧାରଣ କରିଯାଇଛ ।

୨୨ । ହେ ଦୀପମାନ୍ ଦେବଗଣ ! ତୋମାଦେର ପୁଞ୍ଜେର ନ୍ୟାୟ ଆମରା ମେହେ
ବହୁଲୋକେର ଭୋଗଯୋଗ୍ୟ ଧର୍ମାଶ୍ରମ ହେବ । ହେ ଆଦିତ୍ୟଗଣ ! ହବିଃ ହୋମ
କରତଃ ଏହି ଧନେର ଦ୍ୱାରା ଅତିଶ୍ୟ ଧରିବାକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ ।

୨୮ ମୁକ୍ତ ।

ବିଶ୍ୱଦେବଗଣ ଦେବତା । ମୟୁ ଖ୍ୟାତି ।

୧ । ତ୍ରିଂଶ୍ତତିର ପର ତିନ୍ ସଂଖ୍ୟାଯୁକ୍ତ ଯେ ଦେବଗଣ ବର୍ହିତେ ଉପବେଶନ
କରିଯାଇଲେ(୧) ; ତୋହାରୀ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଜ୍ଞାନୁଳ ଏବଂ ଦୁଇ ଅକାର ଧର୍ମ
ପ୍ରଦାନ କରନ ।

୨ । ଦକ୍ଷଣ, ଯିତ୍ର ଓ ଅର୍ଦ୍ଧାମା ମୁନ୍ଦର ହବ୍ୟ ଅନ୍ତାନକାରୀର ସହିତ ଯିଲିତ
ହେଯା ଗମନଶିଳ ପତ୍ରୀଗଣେର ସହିତ ବସ୍ତକାରେର ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ହେଯାଇଲେ ।

୩ । ତୋହାରୀ ସମ୍ପତ୍ତ ଅନୁଚରଗଣେର ସହିତ ସମ୍ମୁଖେ ଓ ପଞ୍ଚାଂ ଭାଗେ,
ଉତ୍ତରେ ଏବଂ ନିମ୍ନେ ଆମାଦେର ପାଳକ ହଟିଲ ।

୪ । ଦେବଗଣ ଯେତେପକ କରେଲ, ମେଇକପଇ ହୁଯ । ଦେବଗଣେର
କାମଳା କେହ ହିଁସା କରିତେ ପାରେ ନ । ଅଦ୍ଵାତୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟା ଓ ପାରେ ନ ।

୫ । ସମ୍ପ ମର୍କଣ୍ଗନେର ସମ୍ପଦକାର ଖଣ୍ଡି (ଆୟୁଧ) ଆଛେ, ସମ୍ପଦକାର
ଆଭରଣ ଆଛେ, ସମ୍ପଦକାର ଦୀପି ଆଛେ(୨) ।

୨୯ ମୁକ୍ତ ।

ବିଶ୍ୱଦେବଗଣ ଦେବତା । ଯଜୀତିର ପ୍ରତି କଣ୍ଠାପ, ଅଥବା ବୈବର୍ତ୍ତ ମୟୁ ଖ୍ୟାତି

୧ । ବକ୍ରବର୍ଣ୍ଣ, ସର୍ବତ୍ରଗାମୀ, ତୋତିମୁହେର ମେତା, ଯୁବା ଓ ଏକାକୀ
ମୋଷଦେବ ହିତୁଗ୍ନ୍ୟ ଆଭରଣ ଅକୀଳ କରେଲ ।

୨ । ଦେବଗଣେର ଯଧ୍ୟ ଦୀପଯାନ୍, ଯେଥାବୀ, ଏକଥାତ୍ ଅପି ସର୍ବାନ ପ୍ରାପ୍ତ
ହେଯିଲ ।

(୧) ଓ ଅମ ଦେବତାର ଉତ୍ତରେ ।

(୨) ସମ୍ପ ମର୍କଣ୍ଗନେର ଉତ୍ତରେ ।

৩। দেবগণের মধ্যে নিশ্চল স্থানে বর্তমান (ত্রুটি) সৌহময় কুঠার হল্তে ধারণ করিতেছেন।

৪। (ইন্দ্র) একাকী ইন্দ্ৰিয়িত বজ্জ ধারণ করিতেছেন, তন্ত্র সকল মাখ করিতেছেন।

৫। সুখকর, শুধুবিশিষ্ট, শুচি ও উৎস কুজ হল্তে তৌক্ষ আযুধ ধারণ করিতেছেন।

৬। এক জন (পুরুষ) পথ রক্ষা করেন, তিনি তক্ষরের ন্যায় ধন সকল অবগত আছেন।

৭। একজন (বিষ্ণু) বহুলোকের স্তুতিযোগ্য, তিনি তিনি পদ ক্ষেপ করিয়াছেন, এই পদসমূহে দেবগণ ছস্ত হয়েন।

৮। ছুইজন (অশ্বিনী) এক স্তুতি সহিত প্রবাসী পুকুষভয়ের ন্যায় বাস করেন ও অশ্বদ্বাৱী সংশোধন করেন।

৯, ১০। পরম্পরার উপযোগীভূত ছুই জন মিত্র ও বৰ্কণ অজ্ঞান দীপ্তি-শালী ও ঘৃতকূপ ইব্যবিশিষ্ট। তাঁহারা ছুলোকের স্থান নির্মাণ করেন। ক্ষোত্রাংগণ মহাসামন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং সেই মন্ত্রদ্বাৱা স্মৰ্যকে দীপ্ত করেন।

৩০ পৃষ্ঠা।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বৈবস্ত মনু ঋষি

১। হে দেবগণ ! তোমাদের মধ্যে কেহ শিশু নাই, কেহ কুমার নাই, তোমরা সকলেই যথোচ্চ।

২। হে শক্তভক্ত, যমুর যজ্ঞার্হ দেবগণ ! তোমরা ত্যজ্ঞিংশৎ(১), তাঁমরা এই প্রকারে স্তুত হইয়াছি।

৩। তোমরা আমাদিগকে ত্রাণ কর, তোমরা রুক্ষা কর, তোমরা আমাদিগকে মিষ্ট কথা বল। হে দেবগণ ! পিতা মনু হইতে আগত, পথ হইতে আমাদিগকে অস্ত করিওনা(২), দূরবর্তী মার্গ হইতেও অস্ত করিও ন।

(১) ৩০ জন হেবের উরেখ। এই ধনে ও অন্যান্য অনেক স্থানে “মনু” বা “মনুষ” অর্থে যমুন্য করিলে হৃদয় অর্থ হব।

(২) দুরঃ বৈবস্ত মনু এই স্তুতের বক্তা হইলে এ কথা কি ছিলে বলিবেন ?

୪ । ହେ ଦେବଗଣ ଓ ହେ ସଜ୍ଜତବ ଅପ୍ତି ! ତୋହରୀ ସକଳେ ଆହୁ, ତୋହର
ସକଳେ ଏହି ଥାମେ ଅବହିତ ହୁଏ, ପରେ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଥିତ ମୁଖ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଥ
ସକଳକେ ଆୟମାଦିଗଙ୍କେ ଦାନ କର ।

୩୧ ଶ୍ଲୋକ ।

ଅଧ୍ୟମ ଚାରିଟି ଝକେର ଯତ୍ତ ଦେବତା ; ପରେ ଯତ୍ତ ପ୍ରଥମମା ଦେବତା । ବୈବନ୍ଧତ ଯମ୍ ଖବି ।

୧ । ଯେ ଯଜ୍ଞବାନ୍ ଯାଁଗ କରେ, ଯେ ପୁରୁଷାର୍ ଯାଁଗ କରେ, ମେ ମୋମ ଅଭିଷବ
କରେ ଓ ପାକ କରେ ଏବଂ ଇତ୍ୟେର ଶୋତ୍ର ପୁନଃ ପୁନଃ କାମନା କରେ ।

୨ । ଯେ (ଯଜ୍ମାନ) ଇତ୍ୟକେ ପୁରୋତୀଷ ଓ ଦୁଃଖମିଶ୍ରିତ ମୋମ ଅନ୍ଦାନ
କରେ, ଶକ୍ତ ତାହାକେ ନିଶ୍ଚଯିଇ ପାପ ହିତେ ରଙ୍ଗା କରେନ ।

୩ । ଦେବପ୍ରେରିତ ଦ୍ୱାତିମାନ୍ ରୂପ ତାହାରି ହୁଁ, ମେ ତଦ୍ଵାରା ଶକ୍ତକୃତ
(ବାଧା) ନଷ୍ଟ କରତ : ମୟୁନ୍ଦ ହୁଁ ।

୪ । ପୁଜ୍ଞାଦିଯୁକ୍ତ ଓ ବିନାଶରହିତ ଧେହୁମହିତ ଅନ୍ନ ଉତ୍ତାର ଗୁହେ ଅତାହ
ଲାଭ କରୀ ଯାଇ ।

୫ । ହେ ଦେବଗଣ ! ଯେ ଦିନ୍ପାତି(୧) ଏକମଳେ ଅଭିଷବ କରେ, ମୋମ ଶୋଧନ
କରେ ଏବଂ ମିଶ୍ରମ ଦ୍ରୋଘାରୀ ମୋମମିଶ୍ରିତ କରେ ।

୬ । ତାହାରୀ ଭୋଜନଯୋଗ୍ୟ ଅନ୍ନାଦି ଲାଭ କରେ ଏବଂ ମିଲିତ ହିଇୟା
ଯତ୍ତେ ଉପହିତ ହୁଁ, ତାହାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଥାଂ ଓ ଗମନ କରେ ନା ।

୭ । ତାହାରୀ ଦେବଗଣକେ (ଦିବ ସଲିଯା) ଅପଲାପ କରେ ନା, ତୋମା-
ଦେର ଅମୁଗ୍ରହ ନିବାରଣ କରିତେ ଇଚ୍ଛା କରେ ନା, ଯହ ଅନ୍ନାରୀ ତୋମାଦେର ପରି-
ଚର୍ଚ୍ୟା କରେ ।

୮ । ତାହାରୀ ପୁଜ୍ଞବିଶିଷ୍ଟ, କୁମାରବିଶିଷ୍ଟ, ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣଭୂଷିତ ହିଇୟା ଉତ୍ତରେ ସମ୍ମତ
ମୁଣ୍ଡ ଆୟୁ ଲାଭ କରେ ।

୯ । ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଦିନ୍ପାତିର ସ୍ତତି ଦେବଗଣ କାମନା କରେନ,
ଇହାରୀ ଦେବଗଣକେ ମୁଖପ୍ରଦ ଅନ୍ନ ଅନ୍ଦାନ କରେନ । ତାହାରୀ ଅବରତ୍ରେ ଜମ୍ବୁ

(୧) ମୁଲେ “ଦିନ୍ପାତି” ଆହେ । ତ୍ରୀଗୁରୁବେ ଏକତ ମୋମାତିବରହାରୀ ଯଜ୍ମାନଙ୍କରଙ୍ଗ ଓ ନନ୍ଦାର ମୁଖ ଲାଭ କରିଲେବୁ କଥା । ହିତେ ଯ ଖକେ ପାଓରୀ ବାର ।

(অর্থাৎ সন্ততি লাভার্থ) সোমশ ও উৎস সংযোগ করেন এবং দেবগণের পরিচর্যা করেন।

১০। আবরা পর্বতের ও নদীগণের প্রাণের সুখ প্রার্থনা করিতেছি,
দেবগণের সহিত মিলিত বিষ্ণুর (প্রদেয়) সুখ প্রার্থনা করিতেছি।

১১। দাতা ভজনীয় ও সর্বাপেক্ষা ধৰ্মধাৰী পূৰ্বা, শুভাগমন করিতে-
ছেন, তিনি আগত হইলে বিভীৰ্ণ পথ আমাদের মঙ্গলকর হউক।

১২। (শক্রগণকর্তৃক) অধ্যয দ্যোতমানু পূৰ্বার সমন্ব (স্তোতাগণ)
ভজিত্বারা পর্যাপ্ত স্তুতিবিশিষ্ট হইতেছেন। আদিত্যগণের পক্ষে পাঁপ-
শূল্য হইতেছেন।

১৩। মিত্র, বক্ষণ, অর্যমা যেৱপ রক্ষক, বজ্জেতের পথ সকলও সেইৱপ
মুগ্ধ হউক।

১৪। হে দেবগণ ! তোমাদের প্রধান, দীপ্তিমানু অগ্নিকে ধৰ্মপ্রাপ্তির
নিমিত্ত স্তুতিবারা স্তব করি, তোমাদের পরিচর্যাকারী মনুষ্য বহুলোকের
শ্রিয়, যজ্ঞসাধক (অগ্নিকে স্তব করিতেছে)।

১৫। দেৰাভিলাষী ব্যক্তিৰ রথ শীঘ্ৰ শূল যেৱপ কোন সৈন্য ঘৰ্থে
প্ৰবেশ কৰে, সেইৱপ দুর্গম পথে প্ৰবেশ কৰে। যে যজমান দেবগণের
মনই স্তুতিবারায় পূজা কৰিতে ইচ্ছা কৰে, সে যজ্ঞশূল্য জনকে অভিভব
কৰে।

১৬। হে যজমান ! তুমি বিনষ্ট হইবে না, হে সোমাভিষবকারী ! বিনষ্ট
হইবে না, হে দেৰাভিলাষী ! বিনষ্ট হইবে না। যে যজমান দেবগণের মনই
স্তুতিবারা পূজা কৰিতে ইচ্ছা কৰে, সে যজ্ঞশূল্য জনকে অভিভব কৰে।

১৭। যে যজমান দেবগণের মনই স্তুতিবারা পূজা কৰিতে ইচ্ছা কৰে,
সে যজ্ঞশূল্য জনকে অভিভব কৰে, কেহ কৰ্মবারা তাৰাকে ব্যাপ্ত কৰিতে
পারে না, সে কৰ্ত্তব্য (ব্রহ্মান) হইতে পৃথক হৱ না, পুজ্বাদি হইতে পৃথক
হৱ না।

১৮। যে যজমান দেবগণের মনই স্তুতিবারা পূজা কৰিতে ইচ্ছা কৰে,
সে যজ্ঞশূল্য জনকে অভিভব কৰে। তাৰার মুক্তিৰ বীৰ্যবানু পুজ্জ হয়,
অৰ্থমন্ত্রমুক্তি ধৰ্ম তাৰারই হয়।

ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ।

୩୨ ଶ୍ଲଋ ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା । କଷମୋତ୍ତମ ମେଧାତିଥି ଖବି ।

୧ । ହେ କଣୁଗନ ! ତୋମରୀ ଇନ୍ଦ୍ରେର ଗାଥାଦ୍ଵାରା ତୀର୍ତ୍ତା ଜାଗିଲେ
ଖଜୀର ସୋମେର କାର୍ଯ୍ୟମୂଳ୍କ କୌର୍ତ୍ତନ କର ।

୨ । ଉପି ଇନ୍ଦ୍ର ! ଜଳ ପ୍ରେରଣ କରତଃ ମୁବିନ୍ଦ, ଅର୍ଣ୍ଣନି, ପିଣ୍ଡ ଦାସ ଓ
ଅହିଶୁବକେ ବଧ କରିଯାଛେ ।

୩ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ହୃଦୟ ମେଘେର ଆବରକଷ୍ଟାନ ବିନ୍ଦ କର, ଏ ବୀରକର୍ମ
ସମ୍ପାଦନ କର ।

୪ । ମେଘେର ନିକଟ ଯେତାପ ଜଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସେଇତାପ ଇନ୍ଦ୍ର ତୋମା-
ଦିଗେର ସ୍ତୁତି ଅବଶ କରନ ଓ ତୋମାଦିଗଙ୍କେ ରକ୍ଷଣ କରନ, ଏଇ ତୀର୍ତ୍ତାର ନିକଟ
ଆର୍ଥନା କରି । ତିନି (ଶତଗତେର) ଦମନକାରୀ ଓ ଶୋଭନ ହୃଦୟିଷିଷ୍ଟ ।

୫ । ହେ ଶୂର ! ତୁ ଦ୍ୱି ହଟ ହଇଯା ତୋତାଗଣେର ଜଳ୍ୟ ଶତନଗୀର ମ୍ୟାଘ
ଗୋ ଓ ଅଶ୍ଵ ନିବାସେର ଦ୍ଵାରା ଅପାରତ କର ।

୬ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଯଦି ଆମାର ଅଭିମୁକ୍ତ ସୋମେ ଅଥବା ତୋତେ ଅଭୂରକ୍ତ
ହୁଏ, ଯଦି ଅପ୍ର ଦାନ କର, ତାହା ହଇଲେ ଦୂରଦେଶ ହଇତେ ଅହେର ସହିତ ନିକଟେ
ଆଗମନ କର ।

୭ । ହେ ସ୍ତୁତିଯୋଗ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଆମରୀ ତୋମାର ତୋତା, ହେ ସୋମପାତ୍ରୀ !
ତୁ ଦ୍ୱି ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଶ୍ରୀତ କର ।

୮ । ହେ ମସରା ! ତୁ ଦ୍ୱି ଶ୍ରୀତ ହଇଯା ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଅକ୍ଷୟ ଅପ୍ର ଦାନ କର,
ତୋମାର ଧନ ପ୍ରଭୃତ ।

୯ । ତୁ ଦ୍ୱି ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଗୋଯୁକ୍ତ, ଅଶ୍ୱ୍ୟୁକ୍ତ ଓ ହିରଣ୍ୟ୍ୟୁକ୍ତ କର; ଆମରୀ
ବେଳ ଅଭୂବିଷିଷ୍ଟ ହେ ।

১০। ইন্দ্র (লোকগণকে) রুক্ষ করিবার জন্য বাহু প্রস্তুত করেন এবং পাঁচন করিবার জন্য সুকার্য্য সম্পাদন করেন, তিনি মহৎ উকুলবিশিষ্ট, আমরা তাহাকে আহ্বান করি।

১১। যিনি যুক্তে বহুকৰ্ম্মবিশিষ্ট হন, তৎপরে এই (শক্ত বধ) করেন এবং যিনি স্তুতিহস্তা, স্তোতাগণের জন্য যাহার অনেক ধন আছে।

১২। সেই শক্ত আমাদিগকে শক্তিবিশিষ্ট করন। ইন্দ্র দানশীল, তিনি সমস্ত রক্ষাদ্বারা আমাদের ছিদ্রসমূহ পরিপূর্ণ করেন।

১৩। যিনি ধৰ্মপালক, মহানু, মুপার এবং সোমাভিষবকারীর সখ; সেই ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে স্তুতি কর।

১৪। তিনি আগমনশীল, মহানু, সংগ্রামে অচল, অম জয়কারী এবং বলপূর্বক বলধনের ঈশ্বর।

১৫। উহার সৎকার্য্যের কেহই নিয়ামক নাই, উনি দান করেন না, ইহা কেহই বলে না।

১৬। সোমপায়ী এবং সোমাভিষবকারী স্তোতাগণের খণ(১) থাকে না। সামান্য ধনবান् যক্তি সোম পান করিতে পারে না।

১৭। স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে গান কর, স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে স্তোত্র উচ্চারণ কর, স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে ব্রহ্ম (স্তোত্রসমূহ) সম্পাদন কর।

১৮। স্তুতিযোগ্য বলবান् ইন্দ্র (শক্তগণ কর্তৃক) অপরিহিত হইয়া শত ও সহস্র (শক্ত) বিদীর্ণ করিয়াছেন; তিনি যজ্ঞকারীর বর্জক।

১৯। হে আহ্বানযোগ্য! তুমি মহুষ্যগণের হব্যের নিকট বিচরণ কর এবং অভিষৃত (সোম) পান কর।

২০। হে ইন্দ্র! ধেনু বিনিষ্ঠে কৌত এবং অলসংহস্ত তোমার এই (সোম) পান কর।

(১). ভংকালে ব্রহ্মণ ও ব্রহ্মিকগণও রূপান্ত হইয়া ব্যাহুল হইতেন, তাহা খন্দেসের অন্তেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

২১। হে ইন্দ্র ! ক্রোধপূর্বক অভিবক্তারীকে ও অহুপযুক্ত হালে অভিবক্তারীকে অভিক্রম করিয়া চলিয়া আইস। তুমি (আমাদের) মত এই অভিষ্ঠত সোম পান কর।

২২। হে ইন্দ্র ! তুমি স্তুতি অবগত হইয়াছ, তুমি দুরদেশ হইতে তিম (দিকে) আগমন কর(২), তুমি পঞ্চজনকে(৩) অভিক্রম করিয়া আগমন কর।

২৩। সূর্য যেন্নপ রঞ্জি দান করেন, তুমি সেইন্নপ (ধন) দান কর, জল যেন্নপ নিম্নদেশে মিলিত হয়, সেইন্নপ আমার স্তুতি তোমার সহিত মিলিত হউক।

২৪। হে অধ্যাত্ম ! সুন্দর হস্তবিশিষ্ট বৌর ইন্দ্রের উদ্দেশে শীত সোম সেক কর, সোমপানার্থে আহ্বান কর।

২৫। তিনি অন্নের জন্য যেষ তেদ করিয়াছেন, নিম্নাভিমুখে জল প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি গোসমূহে পক্ষ (চুক্ষ) প্রদান করিয়াছেন।

২৬। দীপ্তিপ্রতিম ইন্দ্র রূত, ক্রৈবাংত ও অহীশুবকে বধ করিয়াছেন, তিনি হিমজলে যেষ বিজ্ঞ করিয়াছেন।

২৭। তোমরা উগ্র, নিষ্ঠুর, অভিভবকারী এবং অসহমশাল ইন্দ্রের উদ্দেশে দেবশ্রাদ্ধালক্ষ্মোত্ত গান কর।

২৮। সোমন্নপ অন্নের মততা হইলে পর, তিনি দেবগণকে সমন্ব কর্ম বিজ্ঞাপিত করেন।

২৯। সেই একত্রে প্রমত্ত, হিরণ্যকেশবিশিষ্ট অশুদ্ধয় এই যজ্ঞে হিতকর অন্নাভিমুখে ইন্দ্রকে আমন্ন করক।

৩০। হে অন্নকের স্তুত ইন্দ্র ! প্রিয়মেধকর্তৃক স্তুত অশুদ্ধয় সোম পানার্থে তোমাকে আমাদের অভিমুখে আমন্ন করক।

(২) অগ্ন, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব। সারণ।

(৩) গঙ্গার্ঘণ পিতৃগণ, দেবগণ, অসুরগণ ও রাক্ষসগণ। সারণ। পঞ্চজন। বা পঞ্চকুটি শব্দের সারণ বে নানা ছানে নানা অন্তুত অর্থ দিয়াছেন, তাহা আমি দিকার অনুর্ধ্ব করিয়াছি। আমি বত দুর বুবিতে পারিয়াছি, শিঙ্কু নদীর শাখা- সমূহের কুলে পঞ্চ অদেশ ধণ্ডের নিবাসীদিগকেই খধেদের পঞ্চজন বলা হইয়াছে। "Fire Nations."—Max Müller. এই পুস্তকের ৭৯ পৃষ্ঠার ৮ খকের দিকা দেখ।

୩୦ ଶ୍ଲତ ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା । କଣ୍ଠୋଜୀୟ ପ୍ରିୟମେଧ ଥବି ।

୧ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ରା ! ଆମରା ମୋମ ଅଭିଷବ କରିଯାଛି, (ନିଷ୍ଠାଭିଯୁଧେ) ଅମେର ମ୍ୟାଯ ଆମରା ତୋମାର ଅଭିଯୁଧେ (ଗମନ କରିବ), ପବିତ୍ର (ମୋମ) ପ୍ରକୃତ ହଇଲେ ଶ୍ରୋତାଂଗନ ତୋମାର ଉପାମଳ କରେ ।

୨ । ହେ ନିବାସ ପ୍ରଦ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଅଭିଯୁତ ମୋମ ନିର୍ଗତ ହଇଲେ ଉକ୍ତଥବିଶିଷ୍ଟ ନେତାଂଗନ ଶ୍ରୋତ କରିତେଛେ । ଇନ୍ଦ୍ର କଥନ୍ତୁ ମୋରେ ଅମ୍ଯ ତୃଷ୍ଣାର୍ତ୍ତ ହଇଯା ବୃଷଭେର ମ୍ୟାଯ ଶବ୍ଦ କରତଃ (ସଙ୍ଗ) ଛାନେ ଆଗମମ କରିବେଳ ।

୩ । ହେ ଶତଦରମକାରୀ ଇନ୍ଦ୍ର ! କଣ୍ଠଗନକେ ସହନ୍ତସଂଥ୍ୟକ ଅମ୍ଭ ଦାନ କର । ହେ ମୟବା, ବିଚକ୍ଷଣ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଆମରା ଧୃତ, ପିଶଙ୍କନପବିଶିଷ୍ଟ ଓ ଗୋମାନ୍ (ଅମ୍ଭ) ଯାନ୍ତ୍ରା କରିତେଛି ।

୪ । ହେ ମେଧ୍ୟାତିଥି ! ମୋମ ପାନ କର । ଯିନି ଅଶ୍ଵଦୟକେ (ରଥେ) ଯୋଜିତ କରେଲ, ଯିନି ମୋରେ ମହାଯ ହନ, ଯିନି ବଜ୍ରୀ ଏବଂ ଯାହାର ରୂପ ହିରଣ୍ୟା, ମୋମଜନିତ ମତତା ହଇଲେ ପର ମେଇ ଇନ୍ଦ୍ରେର ସ୍ତ୍ରତି କର ।

୫ । ଯାହାର ବୀରହନ୍ତ ମୁଦର, ଦକ୍ଷିଣହନ୍ତ ମୁଦର, ଯିନି ଈଶ୍ଵର ଓ ମୁକ୍ତ ଯିନି ସହନ୍ତକର୍ତ୍ତା, ଯିନି ବଲଧନଶାଲୀ, ଯିନି ପୁରୀ ଭେଦ କରେଲ ଏବଂ ଯିନି (ସଙ୍ଗେ) ଛିର, ମେଇ ଇନ୍ଦ୍ରେର ସ୍ତ୍ରତି କରି ।

୬ । ଯିନି ଧର୍ମକ, ଯିନି (ଶତଗନକର୍ତ୍ତ୍ଵ) ଅପରିହନ୍ତ, ଯୁଦ୍ଧ ଯାହାର ଆଶ୍ରଯ ଗ୍ରହ କରା ହୁଏ, ଯିନି ଅଭୁତ ବମଦାନ୍, ମୋମପାରୀ ଏବଂ ବଲହନ୍ତ (ମେଇ ଇନ୍ଦ୍ର) ପକାର୍ଯ୍ୟ ସମର୍ଥ (ସଜମାନେର) (ଦ୍ରକ୍ଷପ୍ରଦ) ଗାଭୌଦ୍ଧରଣ ।

୭ । ଯିନି ମୁଦର ହମୁବିଶିଷ୍ଟ, ମୋମହାରୀ ପରିତୃଷ୍ଟ ଏବଂ ବଲପୁର୍ବକ ପୁରୀ ଭେଦ କରେମ, ମୋମାଭିଷବ ହଇଲେ (ଖର୍ବିକଣଗନେର) ସହିତ ମୋମପାରୀ ମେଇ ଇନ୍ଦ୍ରକେ କେଂଢାମେ ? କେ ବା ଅମ୍ଭଦାନ କରେ ? ।

୮ । (ଶତଗନେର) ଅଶ୍ଵେଷକାରୀ ହଞ୍ଜୀ ଯେତେପ ମଦଜଳ ଧାରଣ କରେ(୧), ମେଇତେପ ଇନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗେ ମତତା ଧାରଣ କରେନ । (ହେ ଇନ୍ଦ୍ର) ! ତୋମାକେ କେହ ମିଳିତ

(1) ମାନ୍ୟତ୍ତ ବତହତୀର ଉରେଥ ଏଥାମେ ପାତରା କାର ।

କରିତେ ପାରେ ନା, ତୁମি ସୋଭାଭିମୁଖେ ଆଗମନ କର । ତୁମି ବୀର୍ଯ୍ୟ ଏତାବେ
ସର୍ବତ୍ର ବିଚରଣ କରିଯା ଥାକ ।

୯ । ଇନ୍ଦ୍ର ! ଉପ୍ର ହଇଲେ (ଶକ୍ରରା) ତୋହାକେ ଆଜ୍ଞାଦିତ କରିଯା ରାଥିତେ
ପାରେ ନା, ତିନି ଅଚଳ, ତିନି ଯୁଦ୍ଧ ଅଲଙ୍ଘତ ହମ । ଧନବାନ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ! ସଦି ଶ୍ରୋତ୍ବାର
ଆହ୍ଵାନ ଅବଳ କରେନ, (ଅନ୍ୟତ୍ର) ଗମନ କରେନ ନା, କେବଳ (ତଥାୟ) ଆଗମନ
କରେମ ।

୧୦ । ହେ ଉପ୍ର ! ତୁମି ସତ୍ୟାଇ ଏଇକଥିପ, ତୁମି ଅଭୀଷ୍ଟବର୍ଷୀ, ତୁମି କାମବର୍ଷୀ-
ଗମକର୍ତ୍ତକ ଆହୁନ୍ତ ଏବଂ ଆମାଦେର (ଶକ୍ରକର୍ତ୍ତକ) ଅପରିହିତ । ତୁମି ଅଭୀଷ୍ଟ-
ବର୍ଷୀ ବଲିଯା ଖ୍ୟାତ ଆଛ, ଦୂରେ ଏବଂ ସମୀପେ ଅଭୀଷ୍ଟବର୍ଷୀ ବଲିଯା ଖ୍ୟାତ
ଆଛ ।

୧୧ । ହେ ମଘବା ! ତୋମାର ଅଶ୍ଵରଙ୍ଗୁ ଅଭୀଷ୍ଟବର୍ଷୀ; ହିରମୟୀ କଶୀ
ଅଭୀଷ୍ଟବର୍ଷୀ ଏବଂ ତୋମାର ଅଶ୍ଵଦୟ ଅଭୀଷ୍ଟବର୍ଷୀ, ହେ ଶତକ୍ରତୁ ! ତୁମି ଅଭୀଷ୍ଟ-
ବର୍ଷୀ !

୧୨ । ହେ ଅଭୀଷ୍ଟବର୍ଷୀ ! ତୋମାର ଅଭିଷବଣକାରୀ ଅଭୀଷ୍ଟବର୍ଷୀ ହଇଲା
ଅଭିଷବ କକନ; ହେ ଖଜୁଗାମୀ ! (ଧନ) ଦାନ କର, ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଅଶ୍ଵାଭିମୁଖେ
ହିତ ବର୍ଷିତା ତୋମାର ଜନ୍ୟ ଜଳେ ସୋମ ଧାରଣ କରିଯାଇଛେ ।

୧୩ । ହେ ବଲବାନ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ! ସୋମରପ ମଧୁପାନ୍ଧାରେ ଆଗମନ କର । ମୁକର୍ମୀ
ଧନବାନ୍ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଆମାଦେର ନିକଟେ (ଆଗମନ ନା କରିଯା) ଜ୍ଞାତି, ଶ୍ରୋତ୍ବ
ଏବଂ ଉକୁଥ ଅବଳ କରେନ ।

୧୪ । ହେ ହତରୀ ଶତକ୍ରତୁ ! ତୁମି ରଥଶ୍ର ଏବଂ ଈଶ୍ଵର, ରଥେ ଯୋଜିତ
ଅଶ୍ଵଗଣ ଅନ୍ୟେର ସଙ୍ଗ ତିରକ୍ଷାର କରିଯା ତୋମାକେ ଆମାଦେର ସଙ୍ଗେ ଆମାନ୍ତର
କକନ ।

୧୫ । ହେ ମହାମହ ! ଅନ୍ୟ ଆମାଦେର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରୋତ୍ବ ଧାରଣ କର ।
ହେ ଦୀପ୍ତସୋମପା ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମାର ମତତାର ଜନ୍ୟ ଆମାଦେର ସଙ୍ଗ କଲ୍ୟାଣକର
ହିତ ।

୧୬ । ସେ ବୀର ଇନ୍ଦ୍ର ଆମାଦିଗେର ମେତା, ତିନି ତୋମାର, ଆମାର ଏବଂ
ଅନ୍ୟେର ଶାସନେ ଶ୍ରୀଜ ହମ ନୀ ।

୧୭ । ଇନ୍ଦ୍ରାଇ ତାହା ସଲିଯାଇବେ ଯେ, ତ୍ରୌର ମନ ଛଃଶାସ୍ୟ, ତ୍ରୌର କ୍ରତୁ ଲୟୁ(୨) ।

୧୮ । ମୋହାତ୍ତିମୁଖେ ଗମନକାରୀ ଅଷ୍ଟମିଶ୍ରଳ (ଇନ୍ଦ୍ରେର) ରଥ ବହନ କରେ । ଏହି ଅକାରେ ଅଭିଷ୍ଟବର୍ଷୀ (ଇନ୍ଦ୍ରେର ରଥ) ଅଶ୍ଵବିଷୟେ ପ୍ରୋତ୍ସହ ହୁଏ ।

୧୯ । (ହେ ପ୍ରାୟୋଗି !) ତୁମି ଅଧୋଦେଶ ନିରୀକ୍ଷଣ କର, ଉଚ୍ଚଦେଶ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବୁ ମା । ପାଦମୟ ସଂପିଣ୍ଡିତ କର, ତୋଷାର କଣ ଓ ପିକପ୍ରଦେଶ ଯେବେ ଦେଖିତେ ମା ପାଞ୍ଚାଳୀ ଯାଏ । ଯେହେତୁ ତୁମି ଶ୍ରୋତା ହଇଯାଓ ତ୍ରୌ ହଇରାହ(୨) ।

୩୪ ଶ୍ଲ୍ଲକ୍ତ ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା । କର୍ଣ୍ଣଗୋତ୍ତ୍ରୀଯ ନୀପାତିଦିଧି ଝବି ।

୧ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି ଅଥଗନେର ସହିତ କଥେର ମୁଦ୍ରର ସ୍ତତିର ଅଭିମୁଖେ ଆଗମନ କର । ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାଳୋକ ଶାସନ କରେଲ, ହେ ଦୀପୁର୍ବବ୍ୟବିଶିଷ୍ଟ ! ତୁମି ଦ୍ୱାଳୋକେ ଯାଓ ।

୨ । ଏହି ସଜ୍ଜେ ମୋହାନ୍ ଅଭିଷବଧିକୁର ଶବ୍ଦ କରନ୍ତଃ ଧଲିବ ସହିତ ତୋଷାକେ ଦାମ କରନ୍ତ । ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାଳୋକ ଶାସନ କରେଲ, ହେ ଦୀପୁର୍ବବ୍ୟବିଶିଷ୍ଟ ! ତୁମି ଦ୍ୱାଳୋକେ ଯାଓ ।

୩ । ହୁକ ଯେଇପଣ ମେଘୀକେ କଞ୍ଚିତ କରେ, ମେଇକଣ ଏହି ସଜ୍ଜେ ଅଭିଷବଧିକୁର ମୋହାନ୍ତାକେ କଞ୍ଚିତ କରିତେହେ । ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାଳୋକ ଶାସନ କରେଲ, ହେ ଦୀପୁର୍ବବ୍ୟବିଶିଷ୍ଟ ! ତୁମି ଦ୍ୱାଳୋକେ ଯାଓ ।

୪ । କର୍ଣ୍ଣଗ ବୁଢ଼ୀ ଓ ଅପ୍ନ ଲାଭେର ଜଳ୍ୟ ତୋଷାକେ ଏହି ସଜ୍ଜେ ଆହାନ କରିତେହେ । ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାଳୋକ ଶାସନ କରେଲ, ହେ ଦୀପୁର୍ବବ୍ୟବିଶିଷ୍ଟ ! ତୁମି ଦ୍ୱାଳୋକେ ଯାଓ ।

(୨) ଯେହ୍ୟାତିଦିଧି ଏହି ଅଶ୍ରୋତ୍ତମ ପୁରୁଷ ହଇଯାଓ ତ୍ରୌ ହଇଯାଇଲେବ । ତେହି ନମ୍ବେ ଇନ୍ଦ୍ର ସାଧ୍ୟ ସଲିଯାଇଲେବ ତାହା ଏହି ଖାକେ ଉତ୍କ ହଇରାହୁ । ନାରୁମ ।

৫। বর্ষক (বায়ুকে) যেন্নপ প্রথমে সোঁয়াস প্রদান করে, সেইন্নপ আমি তোমাকে অভিযুক্ত সোঁয়া প্রদান করিব। এই ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তিহ্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

৬। হে স্বর্ণের পুরকি! তুমি আমাদের নিকট আগমন কর। হে সমস্ত জগতের ধারক! তুমি আমাদের রক্ষার্থে আগমন কর। এই ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তিহ্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

৭। হে মহামতি, সহস্রক্ষাবান्, বছধন ইন্দ্র! আমাদের নিকট আগমন কর। এই ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তিহ্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

৮। দেবগণের মধ্যে স্তুতিযোগ্য ও ব্রহ্মজগৎকর্তৃক গৃহে বিহিত হোতা (অগ্নি) তোমাকে বহন করিন। এই ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তিহ্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

৯। শোনপক্ষী যেন্নপ তাহার পক্ষবয় বহন করে, সেইন্নপ সমস্তাবী অশুদ্ধ তোমাকে বহন করিব। এই ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তিহ্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

১০। হে দাঁড়ী! তুমি সর্বতোভাবে আগমন কর, তোমার পান্তৰ্ব সোঁয়া স্বাহা করিতেছি। এই ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তিহ্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

১১। উক্থ পাঠ হইলে তুমি এই যজ্ঞে আমাদের সমীক্ষে আগমন কর এবং আমাদিগকে প্রীত কর। এই ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তিহ্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

১২। হে পুষ্টিঅশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র! পুষ্ট এবং সমান লপবিশিষ্ট (অশ্বগণের) সহিত আগমন কর। এই ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তিহ্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

১৩। তুমি পর্বত হইতে আগমন কর, অশুরীক হইতে আগমন কর। এই ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তিহ্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

১৪। হে শূর ! তুমি আমাদিগের জন্য সহস্রসংখ্যক গাত্তি ও অশ্ব দান করু। এই ইন্দ্র দ্বালোক শাসন করেন, হে দৌশুহব্যবিশিষ্ট ! তুমি দ্বালোকে যাও।

১৫। হে ইন্দ্র ! আমাদিগকে সহস্র, অমৃত ও শত (অভিলিষ্ঠিত) দানকরু। এই ইন্দ্র দ্বালোক শাসন করেন, হে দৌশুহব্যবিশিষ্ট ! তুমি দ্বালোকে যাও।

১৬। আমরা ধনের ধারা শোভা পাই, আমরা সকলে এবং ইন্দ্র বলবানু শৃঙ্খলশুণ প্রাপ্ত করি।

১৭। শঙ্কুগামী, বায়ুসদৃশ বেগবানু, আরোচমান, অশ্পি অশ্পি স্যন্দ-
মান (অশ্বগণ) সূর্যের ম্যাং শোভা পাই।

১৮। পারাবত যথম এই সকল রথচক্রের গতি উৎপাদনকারী
অশ্বসমূহকে প্রদান করেন, তখন আমি বনের মধ্যে ছিলাম।

৩৫ স্কৃত।

অধিবয় দেবতা। অবিগোত্তীয় শ্র্যাবাস্থ ঋষি।

১। হে অশ্বিন ! তোমরা, অগ্নি, ইন্দ্র, বরণ, বিষুণ, আনিত্যগণ,
ক্রতুগণ ও বস্তুগণের সহিত একত্রে এবং উষা ও সূর্যের সহিত মিলিত হইয়া
সোম পান করু।

২। হে বলবানু অশ্বিন ! তোমরা সমস্ত প্রজা, চূতজ্ঞাত, দ্বালোক,
পৃথিবী ও পর্বতের সহিত একত্রে এবং উষা ও সূর্যের সহিত মিলিত হইয়া
সোম পান করু।

৩। হে অশ্বিন ! তোমরা এই যজ্ঞে ভক্ষণকারী অয়ন্ত্রিংশ সংখ্যক
দেবগণের সহিত(১) অরুৎগণ ও ভূগুণের সহিত একত্রে এবং উষা ও
সূর্যের সহিত মিলিত হইয়া সোম পান করু।

(১) ৩৩ অন দেবের উল্লেখ।

୪। ହେ ଦେବଅଶ୍ଵିଦ୍ୱାସ ! ତୋମରୀ ସଜ୍ଜ ମେବା କର, ଆମାର ଆହ୍ଲାଦ ଜ୍ଞାତ ହୁଏ, ଏହି ସଜ୍ଜେ ସମ୍ମନ ସବଳ ଅବଗତ ହୁଏ, ଉଷା ଓ ଶୂର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମିଲିତ ହଇଯା ଆମାଦେର ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କର ।

୫। ହେ ଦେବଅଶ୍ଵିଦ୍ୱାସ ! ଯୁବା ପୁକ୍ଷ ସେଇକପ କଳ୍ୟାର (ଆହ୍ଲାଦ) ମେବା କରେ, ମେଇକପ ତୋରା ଏହି ସଜ୍ଜେ ତୋମ ମେବା କର । ଏହି ସଜ୍ଜେ ସମ୍ମନ ସବଳ ଅବଗତ ହୁଏ, ଉଷା ଓ ଶୂର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମିଲିତ ହଇଯା ଆମାଦେର ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କର ।

୬। ହେ ଦେବଅଶ୍ଵିଦ୍ୱାସ ! ଆମାଦେର ସ୍ତ୍ରୀତି ମେବା କର, ସଜ୍ଜ ମେବା କର, ଏହି ସଜ୍ଜେ ସମ୍ମନ ସବଳ ଅବଗତ ହୁଏ, ଉଷା ଓ ଶୂର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମିଲିତ ହଇଯା ଆମାଦେର ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କର ।

୭। ସେମନ ହାରିଦ୍ରବ ପକ୍ଷିଦ୍ୱାସ ବମେ ପତିତ ହର, ମେଇକପ ତୋମରୀ ଅଭିଷ୍ୱତ ମୋମାଭିମୁଖେ ପତିତ ହୁଏ । ମହିଷଦ୍ୱାସର ନ୍ୟାଯ (ଉହା) ଅବଗତ ହୁଏ, ଉଷା ଓ ଶୂର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମିଲିତ ହଇଯା ତ୍ରିମାର୍ଗେ ଗମନ କର ।

୮। ହେ ଅଶ୍ଵିଦ୍ୱାସ ! ହୃଦୟରେ ନ୍ୟାଯ ଏବଂ ପଥିକଦ୍ୱାସର ନ୍ୟାଯ ଅଭିଷ୍ୱତ ମୋମାଭିମୁଖେ ପତିତ ହୁଏ ଏବଂ ମହିଷଦ୍ୱାସର ନ୍ୟାଯ ଅବଗତ ହୁଏ, ଉଷା ଓ ଶୂର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମିଲିତ ହଇଯା ତ୍ରିମାର୍ଗେ ଗମନ କର ।

୯। ହେ ଅଶ୍ଵିଦ୍ୱାସ ! ତୋମରୀ ଶୋନଦ୍ୱାସର ନ୍ୟାଯ ଅଭିଷ୍ୱତ ମୋମାଭିମୁଖେ ପତିତ ହୁଏ ଏବଂ ମହିଷଦ୍ୱାସର ନ୍ୟାଯ ଅବଗତ ହୁଏ, ଉଷା ଓ ଶୂର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମିଲିତ ହଇଯା ତ୍ରିମାର୍ଗେ ଗମନ କର ।

୧୦। ହେ ଅଶ୍ଵିଦ୍ୱାସ ! ତୋମରୀ ପାନ କର, ତୃଣ ହୁଏ, ଆଗମ କର, ମର୍ମାନ ଦାନ କର ଓ ଧର ଦାନ କର ଏବଂ ଉଷା ଓ ଶୂର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମିଲିତ ହଇଯା ଆମାଦିଗଙ୍କେ ବଳ ଦାନ କର ।

୧୧। ହେ ଅଶ୍ଵିଦ୍ୱାସ ! ତୋମରୀ ଅଯ ଜାତ କର, ଅଶଂସା କର, ରଙ୍ଗ କର, ମନ୍ତ୍ରାନ ଦାନ କର ଓ ଧର ଦାନ କର ଏବଂ ଉଷା ଓ ଶୂର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମିଲିତ ହଇଯା ଆମାଦିଗଙ୍କେ ବଳ ଦାନ କର ।

୧୨। ହେ ଅଶ୍ଵିଦ୍ୱାସ ! ତୋମରୀ ଶକ୍ତ ବିମାଳ କର, ମିତ୍ର୍ୟକୁ ହଇଯା ଗମନ କର, ମନ୍ତ୍ରାନ ଦାନ କର ଓ ଧର ଦାନ କର ଏବଂ ଉଷା ଓ ଶୂର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମିଲିତ ହଇଯା ଆମାଦିଗଙ୍କେ ବଳ ଦାନ କର ।

୧୩ । ହେ ଅଖିଦୟ ! ତୋମରୀ ମିତ୍ର ଓ ବକ୍ଷଗୁଣ ଧର୍ମବାନ୍ ଏବଂ ମକ୍ରଗଣ-
ବୁନ୍ଦ । ତୋମରୀ ଶ୍ରୋତାର ଆହ୍ଲାନାଭିଯୁଥେ ଗମନ କର ଏବଂ ଉଷୀ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ
ଆଦିତ୍ୟଗଣେର ସହିତ ଏକତ୍ରେ ଆଶମନ କର ।

୧୪ । ହେ ଅଖିଦୟ ! ତୋମରୀ, ଅଜିରାଗଣ, ବିଷୁ ଓ ମକ୍ରଗଣେର ସହିତ
ଶ୍ରୋତାର ଆହ୍ଲାନାଭିଯୁଥେ ଗମନ କର ଏବଂ ଉଷୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଦିତ୍ୟଗଣେର
ସହିତ ଏକତ୍ରେ ଗମନ କର ।

୧୫ । ହେ ଅଖିଦୟ ! ତୋମରୀ ଖାତ୍ର, ଅଭୌଷିତବର୍ଷୀ ବାଜ ଓ ମକ୍ରଗଣେଯୁକ୍ତ
ହଇୟା ଶ୍ରୋତାର ଆହ୍ଲାନାଭିଯୁଥେ ଗମନ କର ଏବଂ ଉଷୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଦିତ୍ୟଗଣେର
ସହିତ ଏକତ୍ରେ ଗମନ କର ।

୧୬ । ହେ ଅଖିଦୟ ! ତୋମରୀ ଶ୍ରୋତ୍ର ଜୟ କର ଏବଂ କର୍ମ ଜୟ କର । ରାଜ୍ଞୀ-
ଗଣକେ ବଧ କର ଓ ରାଜ୍ଞୀସମୟର ଶାସନ କର । ଉଷୀ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏକତ୍ରେ
ଅଭିଷବକାରୀର ସୋମ (ପାଇ କର) ।

୧୭ । ହେ ଅଖିଦୟ ! ତୋମରୀ ବଳ ଜୟ କର ଓ ମୁଦ୍ରାଗଣକେ ଜୟ କର ।
ବକ୍ଷଗଣକେ ବଧ କର ଓ ରାଜ୍ଞୀସମୟର ଶାସନ କର । ଉଷୀ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସହିତ
ଏକତ୍ରେ ଅଭିଷବକାରୀର ସୋମ (ପାଇ କର) ।

୧୮ । ହେ ଅଖିଦୟ ! ଧେନୁ ଜୟ କର ଏବଂ ଲୋକମକଳ ଜୟ କର, ବକ୍ଷଗଣକେ
ବଧ କର ଓ ରାଜ୍ଞୀସମୟର ଶାସନ କର । ଉଷୀ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏକତ୍ରେ
ଅଭିଷବକାରୀର ସୋମ (ପାଇ କର) ।

୧୯ । ହେ ଅଖିଦୟ ! ତୋମରୀ ଶକ୍ତଗଣେର ଗର୍ବ ଥର୍ବକାରୀ । ତୋମରୀ
ଯେତ୍ରପା ଅତ୍ରିର ଜ୍ଞାନ ଅବଶ କରିବେ, ମେହିନଗ ସୋମାଭିଷବକାରୀ ଶ୍ରୀବାଦେଶେ
ମୁଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅବଶ କର । ଉଷୀ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମିଲିତ ହଇୟା ପ୍ରାତଃକାଳେର
ଯଜ୍ଞେ ସୋମ ପାଇ କର ।

୨୦ । ହେ ଅଖିଦୟ ! ଶ୍ରୀବାଦେଶେର ମୁଦ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଅଭିରାଗେର ମ୍ୟାଯ ଏହଣ
କର । ଉଷୀ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମିଲିତ ହଇୟା ପ୍ରାତଃକାଳେର ଯଜ୍ଞେ ସୋମ ପାଇ
କର ।

୨୧ । ହେ ଅଖିଦୟ ! ଅଧିରଜ୍ଞର ମ୍ୟାଯ ଶ୍ରୀବାଦେଶେର ଯଜ୍ଞାଭିଯୁଥେ ଗମନ କର ।
ଉଷୀ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମିଲିତ ହଇୟା ପ୍ରାତଃକାଳେର ଯଜ୍ଞେ ସୋମ ପାଇ କର ।

୨୨ । ହେ ଅଶ୍ଵିନୀ ! ତୋମାଦେର ରୁଧି ଆମାଦେର ଅଭିଯୁଧେ ଆମାଯାମ କର, ମୋମନ୍ତପ ଥିଲୁ ପାଇ କର, ଯଜ୍ଞେ ଆଗମନ କର, (ମୋମେର) ଅଭିଯୁଧେ ଆଗମନ କର । ଆମି ରକ୍ତାଭିନାଁବୀ ହଇଯା ତୋମାଯ ଆହୁନ କରିତେଛି । ତୁମି ହୃଦୟାଭାକେ ରତ୍ନ ଦାନ କର ।

୨୩ । ହେ ଅଶ୍ଵିନୀ ! ତୋମରୀ ମେତା, ଆମି ବିଚକ୍ଷଣ, ଆମାର ଏହି ଅଶ୍ଵିତ ମମୋବାନ୍ତକ୍ୟୁତ୍ତ ଯଜ୍ଞେ ମୋମନ୍ତାର୍ଥେ ଆଗମନ କର, (ମୋମେର) ଅଭିଯୁଧେ ଆଗମନ କର । ଆମି ରକ୍ତାଭିନାଁବୀ ହଇଯା ତୋମାଯ ଆହୁନ କରିତେଛି । ତୁମି ହୃଦୟାଭାକେ ରତ୍ନ ଦାନ କର ।

୨୪ । ହେ ଦେବଅଶ୍ଵିନୀ ! ତୋମରୀ ଅଭିଯୁତ ସାହାତ୍ମକ ମୋମେ ତୃତ୍ତିଲାଭ କର, ଯଜ୍ଞେ ଆଗମନ କର, ମୋମେର ଅଭିଯୁଧେ ଆଗମନ କର, ଆମି ରକ୍ତାଭିନାଁବୀ ହଇଯା ତୋମାଯ ଆହୁନ କରିତେଛି । ତୁମି ହୃଦୟାଭାକେ ରତ୍ନ ଦାନ କର ।

୩୬ ପୃଷ୍ଠା ।

ଇତ୍ୱ ଦେବତା । ଶ୍ୟାବାନ୍ତ ଝବି ।

୧ । ହେ ଶତକ୍ରତୁ ! ଯେ ମୋମ ଅଭିଷବ କରେ ଓ କୁଳ ବିଜ୍ଞାର କରେ, ତୁମି ତାହାର ରକ୍ତକ ହୋ । ହେ ସଂପତ୍ତି ଯକ୍ରଣ୍ୟୁତ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ! (ଦେବଗଣ) ତୋମାର ଅନ୍ୟ ଯେ ମୋମେର ଭାଗ କଳ୍ପନା କରିଯାଇଲେ, ସମ୍ମତ ମେଳା ଓ ବହୁବେଗ ଅଭିଭୂତ କରତଃ ଜଳମଧ୍ୟେ ଜେତା ହଇଯା ମତ ହଇବାର ଅନ୍ୟ ମେହି ମୋମେର ଭାଗ ପାଇ କର ।

୨ । ହେ ମସବା ! ଶ୍ରୋତାକେ ରକ୍ତ କର, ତୋମାକେ (ମୋମନ୍ତାରେ ଦ୍ୱାରା) ରକ୍ତ କର । ହେ ସଂପତ୍ତି ଯକ୍ରଣ୍ୟୁତ୍ତ ଶତକ୍ରତୁ ! (ଦେବଗଣ) ତୋମାର ଅନ୍ୟ ଯେ ମୋମେର ଭାଗ କଳ୍ପନା କରିଯାଇଲେ, ସମ୍ମତ ମେଳା ଓ ବହୁବେଗ ଅଭିଭୂତ କରତଃ ଜଳମଧ୍ୟେ ଜେତା ହଇଯା ମତ ହଇବାର ଅନ୍ୟ ମେହି ମୋମେର ଭାଗ ପାଇ କର ।

୩ । ତୁମି ଦେବଗଣକେ ଅହେର ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ କର, ତୋମାକେ ବଲେର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହ କର । ହେ ସଂପତ୍ତି ଯକ୍ରଣ୍ୟୁତ୍ତ ଶତକ୍ରତୁ ! (ଦେବଗଣ) ତୋମାର ଅନ୍ୟ ଯେ ମୋମେର ଭାଗ କଳ୍ପନା କରିଯାଇଲେ, ସମ୍ମତ ମେଳା ଓ ବହୁବେଗ ଅଭିଭୂତ କରତଃ ଜଳମଧ୍ୟେ ଜେତା ହଇଯା ମତ ହଇବାର ଅନ୍ୟ ମେହି ମୋମେର ଭାଗ ପାଇ କର ।

৪। তুমি দ্যুলোকের জনক, পৃথিবীর জনক। হে সৎপতি মৰ্কং-গণযুক্ত শতক্রতু ! (দেবগণ) তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন, সমস্ত দেৱা ও বলবেগ অভিভূত কৰতঃ জলমধ্যে জেতা হইয়া মৃত্যু হইবার অন্য সেই সোমের ভাগ পান কর।

৫। তুমি আশ্বের জনক, গাভীর জনক। হে সৎপতি মৰ্কংগণযুক্ত শতক্রতু ! (দেবগণ) তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন, সমস্ত দেৱা ও বলবেগ অভিভূত কৰতঃ জলমধ্যে জেতা হইয়া মৃত্যু হইবার অন্য সেই সোমের ভাগ পান কর।

৬। হে অত্রিমান ! অত্রিগণের স্তোম পূজিত কর। হে সৎপতি মৰ্কংগণযুক্ত শতক্রতু ! (দেবগণ) তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন, সমস্ত দেৱা ও বলবেগ অভিভূত কৰতঃ জলমধ্যে জেতা হইয়া মৃত্যু হইবার অন্য সেই সোমের ভাগ পান কর।

৭। হে ইন্দ্র ! তুমি যেন্নপ যজকারী অত্রির স্তুতি শ্রবণ করিয়াছিলে, মেইনপ অভিষবকারী শ্যাখাশ্বের স্তুতি শ্রবণ কর। তুমি একাকীই যুক্তে স্তোত্রসমূদয় বর্দ্ধিত কৰতঃ অসন্ম্যকে রক্ষা করিয়াছিলে।

৩৭ সূত্র।

ইন্দ্র দেবতা। শ্যাখাশ্ব ঋষি।

১। হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র ! তুমি সংগ্রামে সমস্ত রক্ষার্থী এই স্তোত্র রক্ষা কৰ, সোমাভিষবকারীকে রক্ষা কৰ। হে অনিষ্টনীয়, বজ্রবান্ন হৃতহা ! শাধ্যাদিন সবলের সোম পান কর।

২। হে যজ্ঞপতি উপ ইন্দ্র ! শক্রসেমাগণকে অভিভূত করিয়া সমস্ত রক্ষার্থী রুক্ষা কৰ। হে অনিষ্টনীয়, বজ্রবান্ন হৃতহা ! শাধ্যাদিন সবলের সোম পান কর।

৩। হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র ! এই চূবদের অধিতীর রাজা হইয়া ও সমস্ত রূপাযুক্ত হইয়া শোভা পাও। হে অনিষ্টনীয়, বজ্রবান্ন হৃতহা ! শাধ্যাদিন সবলের সোম পান কর।

୪ । ହେ ଯଜ୍ଞପତି ଈଶ୍ଵର ! ତୁ ମହିମାରୂପେ ଅବହିତ ଏହି ଲୋକଙ୍କର
ପୃଥିକ କରିଯା ଥାକ । ହେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ, ବଜ୍ରବାନ୍ ହୃଦୟ ! ଯାଧ୍ୟଦିନ ସବଳେ
ମୌର୍ୟ ପାଇ କର ।

୫ । ହେ ଯଜ୍ଞପତି ଈଶ୍ଵର ! ତୁ ମହିମାରୂପେ ରକ୍ଷାବିଶିଷ୍ଟ ହଇଯା (ଅଗତ୍ୟେ)
ମହମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟର ଉତ୍ସର । ହେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ, ବଜ୍ରବାନ୍ ହୃଦୟ ! ଯାଧ୍ୟଦିନ
ସବଳେର ମୌର୍ୟ ପାଇ କର ।

୬ । ହେ ଶତୀପତି ଈଶ୍ଵର ! ତୁ ମହିମାରୂପେ ରକ୍ଷାବିଶିଷ୍ଟ ହଇଯା ବଲେର କର୍ମ
ରକ୍ଷା କର, ତୋମାକେ କେହ ରକ୍ଷା କରେ ନୀ । ହେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ, ବଜ୍ରବାନ୍ ହୃଦୟ !
ଯାଧ୍ୟଦିନ ସବଳେର ମୌର୍ୟ ପାଇ କର ।

୭ । ହେ ଈଶ୍ଵର ! ତୁ ମହିମାରୂପ ଯଜ୍ଞବାନୀ ଅତିର ସ୍ତତି ଅବଶ କରିଯାଛିଲେ,
ମେଇକପ ସ୍ତତିକାରୀ ଶ୍ଯାବାନୀର ସ୍ତତି ଅବଶ କର । ତୁ ମହିମାରୂପ ଏକାକୀଇ ଯୁଦ୍ଧ
ଶୋତ୍ରମୁଦୟ ବର୍ଜିତ କରତଃ ତୁ ମହମୁକ୍ତେ ରକ୍ଷା କରିଯାଛିଲେ ।

୫୮ ମୁଦ୍ରା ।

ଈଶ୍ଵର ଓ ଅଧି ଦେବତା । ଶାଂଖଧ ଖବି ।

୧ । ହେ ଈଶ୍ଵର ଓ ଅଧି ! ତୋମରା ବିଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଶ୍ଵରିକ । ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ କର୍ମ୍ମ
ଆମାକେ ଅବଗତ ହୁଏ ।

୨ । ହେ ଈଶ୍ଵର ଓ ଅଧି ! ତୋମରା ଶତହିଂସାକାରୀ, ରଥେ ଗନ୍ଧଶୀଳ,
ଇତ୍ତର୍ହତୀ ଏବଂ ଅପରାଜିତ । ତୋମରା ଆମାକେ ଅବଗତ ହୁଏ ।

୩ । ହେ ଈଶ୍ଵର ଓ ଅଧି ! ଯଜ୍ଞେର ମେତାଗଣ ତୋମାଦେର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ଅନ୍ତର-
ଦାତା ଏହି ମୁଦ୍ରକ ମୁଦ୍ରକ ଦୋହନ କରିଯାଛେ । ତୋମରା ଆମାକେ ଅବଗତ ହୁଏ ।

୪ । ହେ ଏକତ୍ରେ ସ୍ତତିଯୋଗ୍ୟ, ବେତା ଈଶ୍ଵର ଓ ଅଧି ! ଯଜ୍ଞ ମେବା କର,
ଯଜ୍ଞାର୍ଥେ ଅଭିମୂତ ମୋଦେର ଅଭିମୂତେ ଆଗମନ କର ।

୫ । ହେ ଈଶ୍ଵର ଓ ଅଧି ! ତୋମରା ବେତା, ତୋମରା ଯାହାର ବାତା ହୋ
ବହୁ କର, ମେଇ ଏହି ମୁଦ୍ରମ ମେବା କର, ଆଗମନ କର ।

୬ । ହେ ମେତା ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମରା ଗାଁଯାତ୍ରାଗିରିଣିଷ୍ଠ ଏହି ଶୁଷ୍ଟି ଦେବୀ କର, ଆଗମନ କର ।

୭ । ହେ ଧରଜେତା ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମରୀ ଆତଃକାଳେ ମିଲିତ ଦେବ-
ଗଣେର ସହିତ ସୋମପାନାର୍ଥେ ଆଗମନ କର ।

୮ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଅପି ! ତୋମରୀ ସୋମାଭିଷବକାରୀ ଶ୍ଯାବାନ୍ଧେର ଖତ୍ତି-
ଗଣେର ଆହ୍ଲାନ ସୋମପାନାର୍ଥେ ଅବଳ କର ।

୯ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଅପି ! ଆଞ୍ଚଗଣ ଯେଇପେ ତୋମାଦିଗଙ୍କେ ଆହ୍ଲାନ କରି-
ଛାହେ, ମେଇଲପେ ଆମି ରୁକ୍ଷାର୍ଥ ଓ ସୋମପାନାର୍ଥ ତୋମାଦିଗଙ୍କେ ଆହ୍ଲାନ କରି ।

୧୦ । ଯାହାଦେର ଉଦ୍ଦେଶେ ସାମ ଗାଲ କରା ହୁଏ, ଆମି ମେଇ ଜ୍ଞାତିମାନ
ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅପିର ନିକଟ ରକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ।

୩୯ ଶ୍ଲୋକ ।

ଅପି ଦେବତା । କଷମୋତୀଯ ନାଭାକ ରୁହି ।

୧ । ଶ୍ଵରୁମୁଦ୍ରାଧ୍ୟ ଅପିର ସ୍ଵର କରି, ଯଜ୍ଞାର୍ଥେ ଜ୍ଞାତିଦ୍ୱାରା ! ଅପିର ଜ୍ଞାତି
କରି । ଅପି ଆଶାଦେର ଯଜ୍ଞେ ଦେବଗଣଙ୍କେ ହବେଇ ଦ୍ୱାରା ପୁଜା କରନ । କବି
(ଅପି), (ଶ୍ରୀ ଓ ପୃଥିବୀ), ଏହି ଉତ୍ତରେର ଥଥେ ଦୌତ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟ ବିଚରନ କରେନ ।
ଅପି ସମ୍ମତ ଶକ୍ତ ହିଂସା କରନ ।

୨ । ହେ ଅପି ! ହୃତମ ଶ୍ରୋତେର ଦ୍ୱାରା ଆଶାଦେର ଅଜ୍ଞେ ଏହି (ଶକ୍ତର)
ହିଂସା ଦକ୍ଷ କର, ହୃତ୍ୟାନ୍ତାତ୍ମାଗଣେର ଶକ୍ତ ଦକ୍ଷ କର । ସମ୍ମତ ଅଭିଗମନଶୀଳ
ଶୁଚ୍ଚ ଶକ୍ତଗଣ ଏଥାନ ହଇତେ ଚଲିଯା ଯାଉକ । ଅପି ସମ୍ମତ ଶକ୍ତ ହିଂସା କରନ ।

୩ । ହେ ଅପି ! ତୋମର ମୁଖେ ମୁଖକର ହୃତେର ଲ୍ୟାଙ୍କ ଶ୍ରୋତ ହୋଇ କରି ।
ଦେବଗଣେର ଥଥେ ତୁମି (ଆଶାଦେର ଜ୍ଞାତି) ଅବଗତ ହୁଏ, ତୁମି ପୁରାତନ, ମୁଖକର
ଏବଂ ଦେବଗଣେର ହୃତ । ଅପି ସମ୍ମତ ଶକ୍ତ ହିଂସା କରନ ।

୪ । ଯାହା ଯାହା ଯାନ୍ତ୍ରୀ କରେ, ଅପି ମେଇ ମେଇ ଅର ଏମାନ କରେନ । ତିନି
ଅରେଇ ଦ୍ୱାରା ଆହୃତ ହେଇଯା ସଜମୀନେ ପାଞ୍ଚିକର ଓ ବିଷରୋପତ୍ତୋଗଜାନିତ
ମୁଖ ମାନ କରେନ । ତିନି ସମ୍ମତ ଦେବଗଣେର ଆହ୍ଲାନେ (ଥାକେନ) । ଅପି ସମ୍ମ
ଶକ୍ତ ହିଂସା କରନ ।

৫। সেই অগ্নি অভিভবকর আমাদিশ কর্মারা জাত ইন। তিনি
সমস্ত (দেবগণের) হোতা, পশ্চগণে পরিষ্ঠত এবং তিনি শক্তির অভিযুক্ত গমন
করেন। অগ্নি সমস্ত শক্ত হিংসা করে।

৬। অগ্নি দেবগণের অন্ত আমের, অগ্নি মুক্ত্যগণের উৎ বিষয়,
আমের। অগ্নি ধৰ্মদাতা, অগ্নি মৃত্যু হ্যান্ডারা মুক্তরনপে আচৃত হইয়া
(ধনের) হাঁর উদ্বাটন করেন। অগ্নি সমস্ত শক্ত হিংসা করে।

৭। অগ্নি দেবগণের মধ্যে বাস করেন, তিনি যজ্ঞার, প্রাণগণের মধ্যে
বাস করেন। চুমি যেকোপ বিশ্বপোষণ করেন, সেইকোপ তিনি সহৰ্ষে সমস্ত
কার্য পোষণ করেন, অগ্নিদেব দেবগণের মধ্যে যজ্ঞার। অগ্নি সমস্ত শক্ত
হিংসা করে।

৮। যে অগ্নি সপ্তমযুগ(১) বিশিষ্ট ও সমস্ত লৌকিতে আঞ্চিত,
আঁমরা ঊহার নিকট গমন করি। তিনি তিমছামবিশিষ্ট, মাঙ্কাতাৰ অন,
সর্বাপেক্ষা অধিক দশ্য হমন কৱিয়াছেন। তিনি সকলের অধান। অগ্নি
সমস্ত শক্ত হিংসা করে।

৯। কবি অগ্নি, তিম বন্ধুবিশিষ্ট হামে বাস করেন। সেই অগ্নি
হৃত, আঁজ এবং অলকৃত হইয়া এই যজ্ঞে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের(২) যাগ
করে, আমাদের অভিলাষ পূরণ করে। অগ্নি সমস্ত শক্ত হিংসা করে।

১০। হে পুরুষাবী অগ্নি ! তুমি এক হইয়া মুক্ত্যগণের মধ্যে ধনের
দৈশ্বর, দেবগণের মধ্যেও ধনের দৈশ্বর। স্বয়ং সেতুস্তুপ, গমনশৌল জল
উহার চতুর্দিকে গমন করে। অগ্নি সমস্ত শক্ত হিংসা করে।

(১) হুলে “সপ্তমযুগঃ” আছে। অর্থ বোধ হয় সপ্ত শিঙ্কুতীর্থ প্রদেশের, নিবাসীগণ। পরের কথাখলি হইতে এই অর্থই আরও প্রতীয়মান হইতেছে।

(২) ৩৩ দেবের উল্লেখ। -

୪୦ ଲ୍ଲଟ ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଞ୍ଚି ଦେବତା । ନାଭାକ ଖ୍ୟାତି ।

୧ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଞ୍ଚି ! ତୋମାର ଶକ୍ତ ଅଭିଭବ କରୁତଃ ଆମାଦେର ଧନ ଦାନ କର । ଅଞ୍ଚି ଯେତ୍ରପି ବୌଦ୍ଧାରୀ ବନକେ ଅଭିଭବ କରେନ, ଆମରୀ ସେଇତ୍ରପି ମେହି ଧନେର ସାହାଯ୍ୟେ ମୃଢ଼ ଶକ୍ତବଳ ଅଭିଭବ କରିବ । ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଞ୍ଚି ସମ୍ମତ ଶକ୍ତ ହିଁସା କରନ ।

୨ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଞ୍ଚି ! ତୋମାଦେର ଲିକଟ ଧନ ଯାନ୍ତ୍ରା କରିବ ନା; ସର୍ବାଗେନ୍ଦ୍ର ବନଦାମ୍ ମେତାଗଣେର ମେତା ଇନ୍ଦ୍ରେରେ ଯଜ୍ଞ କରିବ । ତିନି ଅଶ୍ଵେ (ଆରୋହଣ) କରୁତଃ କଥନ ଅନ୍ନାଭାର୍ତ୍ତ ଆଗମ କରେନ, କଥନ ଯଜଳାଭାର୍ତ୍ତ ଆଗମ କରେନ । ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଞ୍ଚି ସମ୍ମତ ଶକ୍ତ ହିଁସା କରନ ।

୩ । ମେହି ପ୍ରେସିଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଞ୍ଚି ଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁଲେ ନିବାସ କରେନ । ହେ ମେତ୍ରହୟ ! କବିଗଣ ଜିଜାମା କରିଲେ ତୋମରୀଇ ବ୍ୟୁତାଭିଲାଷୀ ଯଜମାନେର କୃତକର୍ମ ବ୍ୟାଖ୍ୟ କର । ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଞ୍ଚି ସମ୍ମତ ଶକ୍ତ ହିଁସା କରନ ।

୪ । ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧାରୀ ନାଭାକେର ନ୍ୟାୟ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଞ୍ଚିକେ ଅର୍କନୀ କର(୧), ଏହି ସମ୍ମତ ଜଣ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଞ୍ଚିତେ ବର୍ଜାନ, ଇହାରେ କୋଡ଼େ ମହିତୀ ପ୍ରୁଧିବୌ ଓ ହୃଦୟୋକ ଧନ ଧାରଣ କରେନ । ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଞ୍ଚି ସମ୍ମତ ଶକ୍ତ ହିଁସା କରନ ।

୫ । ନାଭାକେର ନ୍ୟାୟ ଖ୍ୟାତ, ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଞ୍ଚିର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଭ୍ରତିପ୍ରେସିଙ୍କ କରିତେହେ । ଇହାରୀ ସତ୍ୟମଲାବିଶିଷ୍ଟ ଓ ଅବକଳ ଦ୍ୱାରାବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥବକେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟାଦିତ କରେନ । ଇନ୍ଦ୍ର ତେଜୋବଳେ ଉଦ୍‌ଧର । ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଞ୍ଚି ସମ୍ମତ ଶକ୍ତ ହିଁସା କରନ ।

୬ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଆଚୀନ ଲୋକେ ଯେତ୍ରପି ଲତାର ଶାଖା ଛେଦ କରେ, ସେଇତ୍ରପି ତୁମି ସମ୍ମତ ଶକ୍ତଦିଗ୍ନିକେ ଛେଦ କର । (ମାସେର ବଳ ବିନାଶ କର, ଆମରୀ ଇନ୍ଦ୍ରେ ଅଭୁତେ ଏହି ମାସକର୍ତ୍ତ୍ଵକ ସଂଘର୍ଷିତ ଅର୍ଥ ଭାଗ କରିବା ଲାଇବ(୨)) ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଞ୍ଚି ସମ୍ମତ ଶକ୍ତ ହିଁସା କରନ ।

(୧) ନାଭାକ ଏହି ଘୃତର ଖ୍ୟାତ ହେଲେ ଦୟରେ ଏହି କଥା କେବଳ କରିବା ବଲିଲେହେ, ତାହା ଯୁଦ୍ଧିତେ ପାରିବା ।

(୨) କାଳ ଅର୍ଦ୍ଦ ଅମାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ମନାତି ।

୭ । ଏହି ଯେ ସକଳ ଲୋକ ଥମବାରୀ ଏବଂ ଶ୍ରତିବାରୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଞ୍ଚିକେ ଆହୁତି କରିତେହେଲ, ତୀହାଦେର ମଧ୍ୟେ ଆମରା ସମେମେ ଆମାଦେର ମହୁଷ୍ୟେର ଜାହାଧ୍ୟେ ଶକ୍ରଗଣକେ ଅଭିଭୂତ କରିବ ଏବଂ ଶକ୍ରଗଣେର ଶ୍ରତି ଭଜନ କରିବ । ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଞ୍ଚି ସମ୍ମତ ଶକ୍ର ହିଁମା କରନ ।

୮ । ଯେ ଶ୍ଵେତରଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଞ୍ଚି ଅଧୋଦେଶ ହିତେ ଦୌଣିର ଢାରୀ ଥରେର ଉପରେ ଗମନ କରେଲ, ତୀହାଦେରଇ ହସ୍ତ ବହନ କରତ: ଯଜମାନଗଣ କର୍ତ୍ତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିତେହେ । ତୀହାରାଇ ଅନିକ ସିଙ୍ଗୁସମ୍ମହିତେ ବନ୍ଧ ହିତେ ମୁକ୍ତ କରିଯାଇଲେନ । ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଞ୍ଚି ସମ୍ମତ ଶକ୍ର ହିଁମା କରନ ।

୯ । ହେ ହରିନାମକ ଅଶ୍ୟକୁ, ବଜ୍ରବାନୁ ପ୍ରେରକ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ମି ପ୍ରୀତି ଅନ୍ତାମ କର, ତୁ ମି ବୀର, ତୁ ମି ଧନ ଦାନ କର, ତୋମାର ଅମେକ ଉପମାନ ବନ୍ଧ ଆଛେ, ତୋମାର ପ୍ରାଚୀନ ଅଶକ୍ତି ଅନେକ ଆଛେ । ଏ ଅଶକ୍ତି ସକଳ ଆମାଦେର କର୍ମ ସମ୍ପଦ କରକ । ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଞ୍ଚି ସମ୍ମତ ଶକ୍ର ହିଁମା କରନ ।

୧୦ । ହେ ତୋତାଗଣ ! ଦୌଣ ଧରଭାକୁ, ଖରୁମତ୍ତେର ଯୋଗ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରତିବାରୀ ସଂକୃତ କର । ଆରା ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନ୍ତ ସକଳ ଭେଦ କରେଲ, ତିନିଇ ସ୍ଵର୍ଗୀୟଜଳ ଜର କରେଲ । ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଞ୍ଚି ସମ୍ମତ ଶକ୍ର ହିଁମା କରନ ।

୧୧ । ହେ ତୋତାଗଣ ! ଉତ୍ତମ ଯଜ୍ଞବିଶିଷ୍ଟ, ବିମାଶରହିତ, ଧରଭାକୁ ଯାଗ-
ଯୋଗ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ସଂକୃତ କର । ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞର ଅଭିମୁଖେ ଗମନ କରେଲ, ତିନି
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନ୍ତ ସକଳ ଭେଦ କରେଲ, ତିନି ସ୍ଵର୍ଗୀୟଜଳ ଜର କରେନ । ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଞ୍ଚି
•ସମ୍ମତ ଶକ୍ର ହିଁମା କରନ ।

୧୨ । ଆମି ପିତାର ନ୍ୟାଯ, ମାଙ୍କାତାର ନ୍ୟାଯ, ଅଞ୍ଜିରାର ନ୍ୟାଯ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ
ଅଞ୍ଚିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୂଳ ଶ୍ରତି ପାଠ କରିଯାଇ । ତୀହାରା ତ୍ରିଭାତୁ ଆଶ୍ୟ-
ବାରୀ(୩) ଆମାଦିଗଙ୍କେ ପାଇମ କରନ; ଆମରା ଧନେର ବ୍ୟାପୀ ହିଇବ ।

(୩) ମୁଲେ “ତ୍ରିଭାତୁ ଶର୍ମଣା” ଆଛେ । ନାମଗ ତୀହାର ଅର୍ଥ ତିପରି ଶୁଣ କରିଯାଇଲେ ।

୪୧ ମୁଦ୍ରଣ ।

ବରଳ ଦେବତା । ନାଭାକ ଥିବି ।

୧ । ହେ କୋତା ! ଅଭୂତ ଧନ ଲାଭାର୍ଥ ଏହି ବକଣେର ଓ ଅତିଶୟ ବିଦ୍ୱାନ ଯକ୍ଷଗଣେର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ଶ୍ଵର କର । ବକଣ କର୍ମବାରୀ ଯଶୁଦ୍ୟଗଣେର ପଣ୍ଡ ସକଳକେ ଗୋମଶୂହେର ମ୍ୟାଯ ରକ୍ଷା କରେନ । ତିମି ସମ୍ମତ ଶକ୍ତ ହିଁସା କରେନ(୧) ।

୨ । ଆସି ମେଇ ବକଣକେଇ ସମ୍ମାନ ସ୍ତତିର ଦୀର୍ଘ ଶ୍ଵର କରିତେଛି, ପିତୃ-
ଗଣେର କୋତାବାରୀ ଶ୍ଵର କରିତେଛି, ନାଭାକ ଥିବିର ସ୍ତତିଦୀରୀ ଶ୍ଵର କରି ।
ତିମି ମନୀମଶୂହେର ବିକଟେ ଉଦ୍ଗାତ ହନ, ତୀହାର ମନୁଷସା, ତିନି ମଧ୍ୟମ ।
ତିମି ସମ୍ମତ ଶକ୍ତ ହିଁସା କରନ ।

୩ । ମେଇ ବକଣ ରାତ୍ରିକେ ଆଲିଜନ କରେନ, ତିନି ଦର୍ଶନୀୟ, ତିନି ଉଚ୍ଚେ
ଗମଳ କରନ୍ତି ମାହାଦୀରୀ ସମ୍ମତ ଜଗଂ ଧାରଣ କରେନ, ତୀହାର କର୍ମାତିଲାୟୀ ପ୍ରା-
ଗନ ତିମ ଉତ୍ସା ବର୍ଜିତ କରେନ । ତିନି ସମ୍ମତ ଶକ୍ତ ହିଁସା କରନ ।

୪ । ଯେ ବକଣ ପୃଥିବୀର ଉଣରେ ଦିକ୍ଷମକଳ ଧାରଣ କରେନ, ତିନି ଦର୍ଶନୀୟ
ମିର୍ଜାଣଙ୍କାରୀ । ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଦ(୨) ଏବଂ ଯେ ପଦେ ଆସିରା ବିଚରଣ କରି ଏ ଉତ୍ସରେଇ
ସକଣେର । ତିନିଇ ଜୈଶର ହଇଯା ଆମାଦେର ଗୋମଶୂହ ରକ୍ଷା କରେନ । ତିନି
ସମ୍ମତ ଶକ୍ତ ହିଁସା କରନ ।

୫ । ଯିଲି କୁବମସମୂହେର ଧାରକ, ଯିଲି ରଞ୍ଜିମଶୂହେର ଅନ୍ତର୍ହିତ ଗୁହ୍ୟ ମାୟ,
ଆମେର, ମେଇ ବକଣ କବି ହଇଯା ଅନେକ କବିର କର୍ମସ୍ଵରୂପ ଛୁଲୋକକେ ପୋରଣ
କରେନ । ତିନି ସମ୍ମତ ଶକ୍ତ ହିଁସା କରନ ।

୬ । ସମ୍ମତ କବି କର୍ମ (ଚକ୍ରେ) ନାଭିର ମ୍ୟାଯ ଯେ ବକଣକେ ଆମ୍ୟର କର୍ତ୍ତାତ୍ମକ,
ମେଇ ଛାନ୍ତରବିଶିଷ୍ଟ ବକଣେର ଶୀତ୍ର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କର । ଶୋଟ୍ ଯେଇନପ ଗୋ
ଗମଦ କରେ, ମେଇନପ ଆମାଦେର ପରିଭବାର୍ଥ ସୁଜ୍ଜେର କର୍ତ୍ତା ଶକ୍ତମନ ଅଶ୍ଵ ଯାଜମା
କରିତେହେ । ତିନି ସମ୍ମତ ଶକ୍ତ ହିଁସା କରନ ।

(୧) ୫୨, ୪୦ ଓ ୪୧ ମୁଦ୍ରଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟେକ ଥିଲେ “ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାଂ ଅମ୍ୟକେ ଶାୟ”
ଶବ୍ଦଗୁମ ଆହେ । ୪୧ ମୁଦ୍ରଣ ମାରଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଶ୍ଵ ମହାଦେଶ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁମିର ଅର୍ଥ
କରିଯାଇଛେ । କିନ୍ତୁ ୪୧ ମୁଦ୍ରଣ ଅଥି ବା ଇନ୍ଦ୍ରର ଉତ୍ତରେ ଆମ୍ୟ ଆହେ ।

(୨) ଶର୍ଗ । ମାରଣ ।

৭। বরণ এই দিক্ষমূহে বাঁশ হইয়া রহিয়াছেন, তিনি শক্রগণের
সমস্ত বাঁশ মগর বিমাশ করেন, তাহার রথের সম্মুখে সমস্ত দেবগণ কর্ণা-
চুক্তাল করেন। তিনি সমস্ত শক্র হিংসা করন।

৮। সেই সমুদ্রস্ন্যোগ বকল অস্তর্হিত হইয়া শীত্র আদিত্যের মাঝে
স্বর্ণে আরোহণ করেন এবং এই দিক্ষমূহে আজাদিগকে দান প্রদান করেন।
তিনি দ্যুতিমাত্ৰ পদব্ধাৱা বাঁয়া নাশ করেন ও স্বর্ণে গমন করেন। তিনি
সমস্ত শক্র হিংসা করন।

৯। অস্তরীক অধিবাসী যে বকণের শ্রেতবর্ণ বিচক্ষণ জ্ঞেজত্বে তিনি
ভুবনে অধিত হয়, সেই বকণের ছান অচল, তিনি সপ্ত সিঙ্গুর দৈশ্বর।
তিনি সমস্ত শক্র হিংসা করন।

১০। যিনি নিজ রশ্মিসমূহকে শ্রেতবর্ণ করেন এবং কৃষ্ণবর্ণ করেন,
তাহার কর্ষ্ণের উদ্দেশে দ্যুলোক ও অস্তরীকলোক নির্মিত হইয়াছে।
আদিত্য যেকপে দ্যুলোক ধারণ করেন, সেইরূপ তিনি অস্তরীকব্ধাৱা দ্যাবা-
পৃথিবী ধারণ করিয়াছেন। তিনি সমস্ত শক্র হিংসা করন।

৪২ শৃঙ্খল।

প্রথম তিবটী শকের বরণ ; অবশিষ্টের অধিষ্ঠয় দেবতা। অস্তরীকা, অধিবা-
স্তৰাক শব্দ।

১। সর্বজ্ঞানী অমুর বকল দ্যুলোককে স্তম্ভিত করিয়াছেন, পৃথিবীর
বিস্তারের পরিমাণ করিয়াছেন, সমস্ত ভুবনের স্ত্রাটক্রুপে আসীন হইয়া-
ছেন। বকণের এই সকল কর্ম অনেক।

২। এই ক্লপে বৃহৎ বকণের বদমা কর, অমৃতের রক্ষক প্রাঞ্জ বকণকে
মমঙ্গার কর। তিনি আবাদিগকে ত্রিপর্ববিশিষ্ট আশ্রয় দান করন,
আবৰ্ত্ত তাহার কোড়ে বর্তমান। দ্যাবা পৃথিবী আবাদিগকে রক্ষা করন।

৩। হে দেববকণ ! এই কর্ণাচুক্তামকারীর কর্ম ও দক্ষতা তৌকু কর।
বাঁহাব্ধাৱা সমস্ত দ্যুরিত্ব অতিক্রম করিতে পারি, তামৃণ মুখে পারবোগ্য
মৌকাতে অধিব্রোহণ করিব।

୫ । ହେ ମାସତ୍ୟ ଅଶ୍ଵିଦୟ ! ବିଶ୍ଵାସ ଏବଂ ଅଭିଯଦଗ୍ରହଣମୟୁହ ମୋର ପାନୀର୍ଥେ ସ୍ଵର୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟର ଦ୍ୱାରା ତୋମାଦେର ଅଭିଯୁତେ ଗମନ କରେ । ଅଶ୍ଵିଦୟ ସମ୍ମତ ଶକ୍ତିଗଣ ହିଁସା କରନ୍ତି ।

୬ । ହେ ମାସତ୍ୟ ଅଶ୍ଵିଦୟ ! ବିଶ୍ଵ ଅତି ଯେତ୍ରପ ସ୍ତ୍ରିଦ୍ୱାରୀ ମୋର-ପାନୀର୍ଥେ ଆହ୍ଵାନ କରିଯାଇଲେମ, (ମେଇତ୍ରପ ଆଶି ଆହ୍ଵାନ କରି) । ଅଶ୍ଵିଦୟ ସମ୍ମତ ଶକ୍ତ ହିଁସା କରନ୍ତି ।

୭ । ହେ ମାସତ୍ୟଦୟ ! ଯେଥାବୀଗଣ ଯେତ୍ରପ ତୋମାଦିଗଙ୍କେ ମୋରପାନୀର୍ଥେ ଆହ୍ଵାନ କରିଯାଇଛେ, ମେଇତ୍ରପ ଆଶି ବ୍ରଜକୀର୍ଥେ ଆହ୍ଵାନ କରି । ଅଶ୍ଵିଦୟ ସମ୍ମତ ଶକ୍ତ ହିଁସା କରନ୍ତି ।

୪୩ ଜୁଲେ ।

ଅଶି ଦେବତା । ଅଜିଯାର ପୁତ୍ର ବିକଳ ଝମି ।

୧ । ଆମାଦେର ଏଇ ଶୋଭାଗ୍ୟ ଅଶିର ଉଦ୍ଦେଶେ ସ୍ତ୍ରତି କରିତେଛେ । ଅଶି ଯେଥାବୀ ଓ ବିଧାତା । ତିନି କଥମ ଯଜମାନେର ହିଁସା କରେନ ନା ।

୨ । ହେ ଜ୍ଞାତବେଦୀ ସର୍ବଦଶୀ ଅଶି ! ତୁ ମି ଦାନ କରିଯା ଥାକ, ଅତ ଏବ ତୋମାର ଉଦ୍ଦେଶେ ମୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରତି କରିତେହି ।

୩ । ହେ ଅଶି ! ତୋମାର ତୌକୁ ଶିଖ୍ୟାସକଳ ଦୌଷିମାନ୍, ପଣ୍ଡଗଣେର ନ୍ୟାଯ ମନ୍ତ୍ରଦ୍ୱାରା ଅରଣ ଭକ୍ଷଣ କରିତେଛେ ।

୪ । ହରଣଶୀଳ ଓ ବାୟୁପ୍ରେରିତ ଓ ଧୂମ ଚିହ୍ନିତ ଅଶି ସକଳ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ପୃଥିକ ପୃଥିକ ଗମନ କରିତେହେ ।

୫ । ପୃଥିକ ପୃଥିକ ସମିକ୍ଷ ଏଇ ଅଶିମ୍ୟୁହ ଉଦ୍ବାର ପ୍ରଜାପକେର ନ୍ୟାଯ ଦୃଢ଼ ହଇଯାଇଲ ।

୬ । ଯଥମ ଅଶି ପୃଥିବୀତେ (ଶୁଣ କାଣ୍ଠ) ଆନ୍ତର କରେନ, ତଥମ ଅଶିର ଗମନ କାଲେ ପାଂଶୁ ସକଳ କୃଷ ବର୍ଣ ହଇଯା ଯାଏ ।

(୧) ଲାଇସ ଏଇ ୪ ଥକେ “ବରଗ ନମନ ଶକ୍ତିଗଣକେ ହିଁସା କରନ୍ତି” ଏଇ ଜନ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଯାଇଛେ । ୫ ଓ ୬ ଥକେ “ଅଶ୍ଵିଦୟ ଶକ୍ତିଗଣକେ ହିଁସା କରନ୍ତି” ଏଇ ତ୍ରପ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଯାଇଛେ ।

୭ । ଅଗ୍ନି ଓସିଥି ସକଳକେ ଅନୁଷ୍ଠାନିପି ମନେ କରନ୍ତି ଭକ୍ତି କରିଯା ଏକା-
ଶିତ ହେଁଲେ ଆଁ, ତକଳ ଓସିଥିର ଏତି ହାବମାନ୍ ହର ।

୮ । ଅଗ୍ନି ଜିହ୍ଵାଦାରୀ (ବମ୍ବପତିଗଣକେ) ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବମତ କରିଯା
ତେଜୋବଲେ ପ୍ରଜ୍ଞମିତ ହଇଯାଏ ବନେ ଶୋଭା ପାଇତେଛେ ।

୯ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ଜଳେର ମଧ୍ୟେ ତୋମାର ଏବେଶେର ହାନି ଆହେ, ତୁମି
ଓସିଥିଗଣକେ ଅବରୋଧ କର, ଆମାର ତାହାଦେର ଗର୍ଭେ ଜୟ ଏହନ କର ।

୧୦ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ସ୍ମରତଦାରୀ ଆହୁତ ଜୁଲର ମୁଖ ତୁମି ଲେହନ କର,
ତୋମାର ଶିଥା ଶୋଭା ପାଇତେଛେ ।

୧୧ । ଯାହାର ହବ୍ୟ ଭକ୍ଷଣଯୋଗ୍ୟ, ଯାହାର ଅନ୍ନ ଅଭିଲଷଣୀୟ, ସେଇ ସୋମ-
ପୃଷ୍ଠ ଅଭୀଷ୍ଟ ବିଧାତା ଅଗ୍ନିର ଶୋଭାଦାରୀ ପରିଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।

୧୨ । ହେ ଦେବଗଣେର ଆହ୍ଵାନକାରୀ, ବରଣୀଯ ପ୍ରଜାମୁକ୍ତ ଅଗ୍ନି ! ତୋମାକେ
ଆମରୀ ନମନ୍ଧାରପୂର୍ବକ ଓ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବକ ଯାନ୍ତ୍ରା କରିତେଛି ।

୧୩ । ହେ ଶୁଚି, ଆହୁତ ଅଗ୍ନି ! ଆମରୀ ତୋମାକେ ଭଞ୍ଜନ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ
ମୂର ନ୍ୟାୟ ଆହାନ କରିତେଛି ।

୧୪ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ତୁମି ବିଶ୍ଵ, ସାଧୁ, ଏବଂ ସର୍ଥ । ତୁମି ବିଶ୍ଵ, ସାଧୁ ଓ
ସର୍ଥ ଅଗ୍ନିର ସାହାଯ୍ୟ ଦୀପ ହିତେଛ ।

୧୫ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ତୁମି ହବ୍ୟଦାୟୀ ବିଶ୍ଵକେ ସହସରାକ ଧନ ଓ ବୀର-
ୟ ମୁକ୍ତ ଅମ ପ୍ରାଣ କର ।

୧୬ । ହେ ଭାତଃ ଅଗ୍ନି ! ହେ ବଲେର ଦାରୀ ଉତ୍ପାଦିତ ! ହେ ବୋହିତ-
ମାନ୍ୟ ଅଶ୍ୟୁକ ! ହେ ଶୁଦ୍ଧକର୍ମ ! ଆମାର ଶୋଭ ମେରୀ କର ।

୧୭ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ଆମାର ସ୍ତତ୍ତ୍ଵ ସକଳ ତୋମାର ନିକଟ ଗମନ କରି-
ତେଛେ । ଏଇକପେ ଗୋ ସକଳ ଉତ୍ସୁକ ଓ ଶକ୍ତିଯାମ ବର୍ଷସେର ଉଦ୍ଦେଶେ ଗୋଟେ
ଗମନ କରେ ।

୧୮ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ତୁମି ଅଜିରାଗଣେର ମଧ୍ୟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ । ମହା ପ୍ରଜାଗଣ
ଅଭିଲଷିତ ସିଙ୍କିର ଅନ୍ୟ ତୋମାର ଏତି ଆସନ୍ତ ହର ।

୧୯ । ସମୀକ୍ଷା, ଆୟୋଜନ, ମେଧାବୀଗଣ ଅନ୍ନମାତ୍ରାର୍ଥ ଅଗ୍ନିକେ ଏତ କରେ ।

୨୦ । ହେ ଅଞ୍ଚି ! ତୁମি ବାନ୍ଧୁ, ହସ୍ଯବାହୀ, ହୋତା ଓ ଅମିକ୍ଷ । ସେ ଶ୍ରୋତାଗଣ ଗୃହେ ସଞ୍ଚ ବିଭାଗ କରେନ, ତାହାରୀ ତୋମାର କ୍ଷବ କରିତେଛେ ।

୨୧ । ହେ ଅଞ୍ଚି ! ସେହେତୁ ତୁମି ଏତୁ, ସକଳ ଦେହେ ସକଳ ଅଜାର ଅଭି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଅତ୍ୟବ ସଂଗ୍ରାମେ ତୋମାକେ ଆହାନ କରିତେଛେ ।

୨୨ । ସେ ଅଞ୍ଚି ହୃତଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ହେଇଯା ଶୋଭା ପାଇତେଛେ, ଯିବି ଆମାଦେର ଏହି ଆହାନ ଶ୍ରବଣ କରେନ, ମେହି ଅଞ୍ଚିକେ କ୍ଷବ କର ।

୨୩ । ହେ ଅଞ୍ଚି ! ତୁମି ଜୀତବେଦୀ, ତୁମି ଶକ୍ତି ହିଁସା କର ଏବଂ ଆମା- ଦେର ଆହାନ ଶ୍ରବଣ କର, ଅତ୍ୟବ ଆମରା ତୋମାଯ ଆହାନ କରିତେଛି ।

୨୪ । ମନୁଷ୍ୟଗଣେର ଈଶ୍ଵର, ମହାନ୍ତ, କର୍ମମନ୍ତରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏହି ଅଞ୍ଚିକେ କ୍ଷତି କରି ତିରି ଶ୍ରବଣ କରନ ।

୨୫ । ସର୍ବତ୍ରଗାମୀ, ବଲ୍ୟୁକ୍ତ, ବଲବାନ୍ତ, ମନୁଷ୍ୟେର ନ୍ୟାଯ ହିତକର ଅଞ୍ଚିକେ ଅନ୍ଧେର ନ୍ୟାଯ ବଲବାନ୍ତ କରିବ ।

୨୬ । ହେ ଅଞ୍ଚି ! ତୁମି ହିଁସକଗଣକେ ହିଁସା କରିଯା ସର୍ବଦା ରାଜ୍କସ- ଗଣକେ ଦରଖାତ କରିଯା ତୌକୁ ତେଜେର ଦ୍ୱାରା ଦୀପ ହେ ।

୨୭ । ହେ ଅଞ୍ଚିରାଗଣେର ମଧ୍ୟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଞ୍ଚି ! ମନୁଷ୍ୟଗଣ ତୋମାକେ ମନୁଷ୍ୟ ନ୍ୟାଯ ଦୀପ କରେ, ତୁମି ମନୁଷ୍ୟ ନ୍ୟାଯ ଅବଗତ ହୁଁ ।

୨୮ । ହେ ଅଞ୍ଚି ! ତୁମି ସର୍ଗୀର ଓ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷଜୀବ ବଲେର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍‌ପାଦିତ, ତୋମାକେ କ୍ଷତିଦ୍ୱାରା ଆହାନ କରି ।

୨୯ । ଏହି ସକଳ ଲୋକ ଏବଂ ଅଜାଗଗ ତୋମାରେ ଭକ୍ତିର୍ଥ ପୃଥକ ପୃଥକ ଅନ୍ତର ପ୍ରେରଣ କରିତେଛେ ।

୩୦ । ହେ ଅଞ୍ଚି ! ତୋମାରେ ଅନୁଗ୍ରହେ ଆମରା ମୁକର୍ମବିଶିଷ୍ଟ ହେଇ ଅତ୍ୟବ ସର୍ବଦଶୀହେଇ ସମ୍ପଦ ଦୂର୍ଗମ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ୱାର୍ଥ ହେବ ।

୩୧ । ଅଞ୍ଚି ହର୍ଷ୍ୟୁକ୍ତ, ବଲ୍ୟୁକ୍ତକେର ପିଲ, ସଜେ ଶଯନକାରୀ ଓ ପବିତ୍ର ଦୀପିଶୁକ୍ତ, ଆମରା ହର୍ଷ୍ୟୁକ୍ତ ମନେ ତାହାର ମିକଟ ସାକ୍ଷାତ କରିତେଛି ।

୩୨ । ହେ ଅଞ୍ଚି ! ତୁମି ବିଭାବସ୍ଥ, ତୁମି ଉଦିତ କ୍ଷର୍ମେର ନ୍ୟାଯ ରଶିର ଦ୍ୱାରା ବଲ ବିଭାଗ କରନ୍ତଃ ଅନ୍ତକାର ନାଶ କରିତେଛ ।

୩୩ । ହେ ବଲବାନ୍ତ ଅଞ୍ଚି ! ତୋମାର ଯେ ମାଲ୍ୟୋଗ୍ୟ ବରଣୀର ଶବ୍ଦ ଆହେ, ତାହା କୌଣସି ହେ ବା, ଆମରା ତାହାର ତୋମାର ମିକଟ ସାକ୍ଷାତ କରି ।

୪୪ ମୁକ୍ତ ।

ଅଥି ଦେବତା । ଅଜିରାର ପୁତ୍ର ବିଜ୍ଞପ ଥିଲା ।

୧ । (ହେ ଖତିକୁଗଣ !) ଅତିଥି ଅଗ୍ନିକେ ହ୍ୟାତ୍ସାରୀ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କର, ହ୍ୟାତ୍ସାରୀ ଆଗରିତ କର ଏବଂ ଉତ୍ଥାତେ ଆହୁତି ଓକ୍ଷେପ କର ।

୨ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ଆମାର ତୋତ୍ର ଦେବୀ କର, ଏଇ ମନୋହର ତୋତ୍ରହାରୀ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇ, ଆମାଦେର ମୁକ୍ତ କାମନା କର ।

୩ । ଦେବଗଣେର ଦୃତ, ହ୍ୟାବାହକ ଅଗ୍ନିକେ ସମୁଦ୍ର ଛାପନ କରି ଓ ତୀର୍ଥାର କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କରି । ତିନି ଯଜ୍ଞେ ଦେବଗଣକେ ଆମରନ କର ।

୪ । ହେ ଦୀତ ଅଗ୍ନି ! ତୁମ ପ୍ରଜାଲିତ ହଇଲେ ତୋମାର ମହେ ଉତ୍ୱଳ ଶିଖା ସକଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ।

୫ । ହେ କାମନାବିଶିଷ୍ଟ ଅଗ୍ନି ! ଆମାର ଘୃତଦାୟିନୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସକଳ ତୋମାର ନିକଟ ଗମନ କରକ, ତୁମ ଆମାଦେର ହ୍ୟ ଦେବୀ କର ।

୬ । ଅଗ୍ନି ହର୍ଷ୍ୟକୁ, ହୋତା, ଖତିକୁ, ବିଚିତ୍ର ଦୀତିଯୁକ୍ତ ଓ ବିଭାବସ୍ଥ, ତୀର୍ଥାକେ କ୍ଷେତ୍ର କରିତେଛି, ତିନି ଅବଶ କର ।

୭ । ଅଗ୍ନି ପ୍ରାଚୀମ, ହୋତା, ସ୍ତତ୍ତ୍ଵଯୋଗ୍ୟ, ପୌତ, କବି, କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରୀ ଏବଂ ଯଜ୍ଞେ ଆଶ୍ରିତ । ତୀର୍ଥାକେ କ୍ଷେତ୍ର କର ।

୮ । ହେ ଅଜିରାଗଣେ ମଧ୍ୟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଗ୍ନି ! ଜ୍ଞାନ୍ୟରେ ଏଇ ସକଳ ହ୍ୟ ଦେବୀ କର ଏବଂ କାଳେ କାଳେ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ କର ।

୯ । ହେ ଭଜନଶୀଲ, ଉତ୍ୱଳ ଦୀତିବିଶିଷ୍ଟ ଅଗ୍ନି ! ତୁମ ପ୍ରଜାଲିତ ହଇଯାଇ ଦେବଗଣକେ ଜାନିତେ ପାରିଯେ । ତୀର୍ଥାକେ ଏଇ ଯଜ୍ଞେ ଆମରନ କର ।

୧୦ । ଅଗ୍ନି ମେଧାବୀ, ହୋତୀ, ହୋହରହିତ, ଧୂମଚିହ୍ନିତ, ବିଭାବସ୍ଥ ଏବଂ ସଜ୍ଜେର ପତ୍ରକାନ୍ତକଳପ । ତୀର୍ଥାର ନିକଟ ସାକ୍ଷାତ୍ କର ।

୧୧ । ହେ ବଲେର ହାଁଗୀ ଉତ୍ୱପାଦିତ ଅଗ୍ନିଦେବ, ବା ହିଂସାକାରୀ ! ଆମାଦିଗଙ୍କେ ରୁକ୍ଷୀ କର, ଶତ୍ରୁଗଣକେ ବିନୀର କର ।

୧୨ । କବି ଅଗ୍ନି ପୁରାତନ, ମନୋହର ତୋତ୍ରହାରୀ ଆଗମାର ଶରୀର ଶୋଭିତ କରିଯା ବିଶେଷ ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହଇତେହେମ ।

୧୩ । ବଲେର ପୁଣ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର ଦୌଷିଣ୍ୟକୁ ଅଗ୍ନିକେ ଏହି ହିଂସାଶୂନ୍ୟ ଯଜ୍ଞେ ଆହାମ କରିତେହି ।

୧୪ । ହେ ମିତ୍ରଗଣେର ପୃଜନୀୟ ଅଗ୍ନି ! ତୁମି ଦେବଗଣେର ସମଭିବ୍ୟାହାରେ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ତେଜେର ସହିତ ଯଜ୍ଞ ଆସିବ ହୁଏ ।

୧୫ । ଯେ ମୁୟ ଗୁହେ ଅଗ୍ନିକେ ଧନ ଲାଭାର୍ଥ ପରିଚର୍ଚା କରେନ, ଅଗ୍ନି ତୋହାକେଇ ଧନ ପ୍ରଦାନ କରେନ ।

୧୬ । ଦେବଗଣେର ମନ୍ତ୍ରକମ୍ବଳପ, ସ୍ଵର୍ଗେର କରୁଦ୍ସ୍ଵର୍ଳପ, ପୃଥିବୀର ପତି ଏହି ଅଗ୍ନି, ଜଲେର ବୀର୍ଯ୍ୟମ୍ବଳପ (ଭୂତମୟହକେ) ପ୍ରୀତ କରିତେହେନ ।

୧୭ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ତୋମାର ମିର୍ମଳ, ଶ୍ରୀବର୍ଣ୍ଣ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଦୌଷିମକଳ ଜ୍ୟୋତିଃ ଅକାଶ କରିତେହେ ।

୧୮ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ତୁମି ସ୍ଵର୍ଗେର ସ୍ଵାମୀ ଏବଂ ବରଣୀୟ ଦାନବୋଗ୍ୟ ଧନେର ଈଶ୍ୱର, ଆସି ତୋମାର ତୋତୀ, ଆସି ଯେବ ମୁଖୀ ହେ ।

୧୯ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ମଣିବୀଗଣ ତୋମାର (ସ୍ଵର୍ତ୍ତ କରେନ), କର୍ମଧାରୀ ତୋମାର ପ୍ରୀତ କରେନ, ଆମାଦେର ସ୍ତ୍ରୀତି ତୋମାଯ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରକ ।

୨୦ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ତୁମି ହିଂସାଶୂନ୍ୟ, ବଲବାଁ, ଦେବଗଣେର ଦୃତ ଓ ଶ୍ଵରକାରୀ । ଆମରା ମର୍ଦଦୀ ତୋମାର ସଥ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ।

୨୧ । ଅଗ୍ନି ଅତିଶୟ ଶୁଦ୍ଧକର୍ମୀ, ତିନି ଶୁଚି, ମେଧାବୀ ଓ କବି, ତିନି ଶୁଚି ଓ ଆଚୂତ ହେଇଁ ଶୋଭା ପାଇତେହେ ।

୨୨ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ଆମାର କର୍ମ ଓ ସ୍ତ୍ରୀତି ମର୍ଦଦୀ ତୋମାର ବର୍ଦ୍ଧିତ କରକ, ଆମରା ସେ ବନ୍ଧୁର କାର୍ଯ୍ୟ କରିତେହି, ତାହା ଅବଗତ ହୁଏ ।

୨୩ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ଆସି ଯାହାଇ ହେ, ତୁମିଇ ତୁମି, ଆମିଇ ଆସି, ତୋମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସତ୍ୟ ହଉକ ।

୨୪ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ତୁମି ବାସପ୍ରଦ, ବମୁଗ୍ରତ ଏବଂ ବିଭାବମ୍ବ, ଆଧରୀ ଯେବ ତୋମାର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା କରିତେ ପାରି ।

୨୫ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ତୁମି ଧୂତବ୍ରତ, ଆମାର ଶନକାରୀ ସ୍ତ୍ରିମକଳ ମଦୀ-ଗନ୍ୟମେତ୍ରପ ସମୁଦ୍ରେ ଉଦ୍ଦେଶେ ଗମନ କରେ, ମେଇନପ ତୋମାର ଉଦ୍ଦେଶେ ଗମନ କରିତେହେ ।

২৬। অগ্নি যুবা, সোকপতি, কবি, সর্বভক্ষক ও বহুকৰ্ম্মা, তাহাকে স্তোত্রবারা শোভিত করিতেছি।

২৭। যজ্ঞের মেতা, তৌকুবিশিষ্ট, বলবান্ম অগ্নির উদ্দেশে আমরা স্তোত্রবারা স্তুতি করিতে ইচ্ছা করি।

২৮। হে পাংবক, তজনীয় অগ্নি! আমাদের স্তোত্রা তোমাতে আসক্ত হউক, হে অগ্নি! তাহাকে সুখী কর।

২৯। হে অগ্নি! তুমি ধৌর, হ্বাদানৰ্থ উপবিষ্ট খেধাবীর ন্যায়, তুমি সর্বদা জাগক হইয়া অস্ত্রীক্ষে ঝৌড়া করিতেছ।

৩০। হে বাসপ্রদ, কবি অগ্নি! পাপ ও হিংসকগণের হন্ত হইতে আমাদিগের কর্ম উদ্ধার করিয়া দাও।

৪৫ সূত্র।

ইন্দ্র দেবতা। কথগোচৌর ত্রিশোক খবি।

১। যে খণ্ডিগণ সম্যক্তভাবে অগ্নিকে দীপ্ত করিতেছেন, যুবা ইন্দ্র যাহাদের সখা, তাহারা পরম্পর যিলিত করিয়া কৃশ বিস্তীর্ণ করিতেছেন।

২। এই খণ্ডিগণের সমধি হৃষৎ, ইহাদিগের স্তোত্র প্রচুর এবং স্বক, মূল, যুবা ইন্দ্র ইহাদিগের সখ।।

৩। কোন অযোক্ষা বাস্তি শক্তগণকর্তৃক বেষ্টিত হইয়া নিজবলে বলবান্ম হইয়া শক্তগণকে অবনত করিলেন? যুবা ইন্দ্র ইহাদিগের সখ।।

৪। বৃত্তহা জাত হইয়া বাণ ধারণ করিলেন এবং মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহারা উপ বলিয়া বিখ্যাত।

৫। বলবতী মাতা প্রত্যুক্তি দিলেন, যে তোমার (শক্ত) আকাঙ্ক্ষা করে, মে পর্বতে মর্ণনীর গজের মাঝ মুক্ত করে।

৬। আরও হে মৰ্যবান্ম! তুমি আমাদের স্তুতি প্রবণ কর, স্তোত্রা তোমার মিকট যাহা কামনা করে, তাহা অদ্যান কর, তুমি যাহাকে মৃচ্ছ কর, সেই মৃচ্ছ হয়।

৭। বৃক্ষকারী ইন্দ্র যখন মুন্দর অশ্লাভাতিজ্ঞাবে যুক্ত গমন করেন তখন তিনি রবীগণের মধ্যে প্রদান রয়েছে ইস।

৮। হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র ! তুমি সমস্ত প্রজা যাহাতে বৃক্ষ প্রাপ্ত হয়, দেইরূপ তুমি প্রয়োগ হও, আমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক অব্যুক্ত হও।

৯। হিংসকগণ যে ইন্দ্রকে হিংসা করিতে পারে না, সেই ইন্দ্র ! আমাদের অভীষ্ট প্রদানবার্থ মুন্দর রথ সমুথে স্থাপন করুন।

১০। হে ইন্দ্র ! আমরা যেন তোমার শক্রগণের নিকট উপস্থিত মা হই, কিন্তু তুমি যখন বহুগোবিশিষ্ট হও, তখন অভীষ্ট প্রদানক্ষম বলিয়া তোমারই নিকট যেন উপস্থিত হই।

১১। হে বজ্রবান ! আমরা মন্দ মন্দ গমন করতঃ অশ্঵বান, বহুধন-বান, বিচক্ষণ ও উপজ্ঞবরহিত হইব।

১২। হে ইন্দ্র ! তোমার স্তোত্রগণের উদ্দেশে নিত্য নিত্য শত ও সহস্রসংখ্যক উৎকৃষ্ট, মুন্দর ও প্রিয় বস্তু প্রদান করিতেছে।

১৩। হে ইন্দ্র ! তোমাকে ধনঞ্জয় ও পরাক্রমশালী, শক্র যথনশালী, ধনাপহারক ও গৃহের মাঝ উপজ্ঞবশ্রম্য বলিয়া জানি।

১৪। হে কবি ! হে হ্মন্ত ! তুমি বণিক, তোমার সমুথে যখন অভীষ্ট যান্ত্রা করিতেছি। তখন সোম সকল তোমায় প্রবৃত্ত করক, তুমি কক্ষুদস্তকপ।

১৫। হে ইন্দ্র ! হে মুস্য ধনবান হইয়া দান করে না এবং তুমি অমর্যাতা, তোমার অসুয়া করে, তাহার ধন আমাদের জন্য আহরণ কর।

১৬। হে ইন্দ্র ! লোক যেমন ঘাস সংগ্ৰহ কৰিয়া পশুকে দেখে, সেই-রূপ আমার এই সখা সকল সোমাভিব করতঃ তোমার দেখিতেছে।

১৭। হে ইন্দ্র ! তুমি বধির নও, তোমার কর্ণ প্রবণ করিতে পারে, অতএব আমরা তোমাকে রক্ষাৰ্থ দূর হইতে আহ্বান করিতেছি।

১৮। হে ইন্দ্র ! আমাদের এই আহ্বান প্রবণ কর ও আপমার রূপ ছৰ্ষণ কর, আমাদের কুদরত্যম বঙ্গ হও।

୧୯ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଆମରା ସଥମ (ଦାରିଜ୍ଞା) ଭାରୀ ବ୍ୟାଖିତ ହଇଯା ତୋମାର ନିକଟ ଗ୍ରହ କରିବ ଓ ତୋମାର କ୍ଷବ କରିବ, ତଥବ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଗୋ ଦାମ କରିବାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଗବ୍ରିତ ହୁଏ ।

୨୦ । ହେ ବଳପତି ! ଆମରା କୌଣ ହଇଯା ମଧ୍ୟେ ଲ୍ୟାର ତୋମାର ଲାଭ କରିବ, ଯଜେ ତୋମାର କାମମା କରିବ ।

୨୧ । ବହୁଧନବିଶିଷ୍ଟ, ଦ୍ୱାରଶୀଲ ଇନ୍ଦ୍ରେର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ଶ୍ରୋତ ପାଠ କର, ଯୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ କେହିଁ ନିବାରଣ କରିତେ ପାରେ ନା ।

୨୨ । ହେ ବ୍ରଷ୍ଟ ! ମୋମ ଅଭିସୂତ ହଇଲେ, ମେଇ ଅଭିସୂତ ମୋମ-ପାନୀର୍ଥ ତୋମାର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ତ୍ୟାଗ କରି, ତୁଣ୍ଡ ହୁଏ, ମଦକର ମୋମ ପାଇ କର ।

୨୩ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଯୁଦ୍ଧଲୋକ ରକ୍ତଭିଲାସୀ ହଇଯା ତୋମାକେ ଯେମ ହିସା ନା କରେ ଏବଂ ତୋମାର ଯେମ ଉପହାସ ନା କରେ, ଜ୍ଞାନିଦେଵୀକେ କଥମ ଭରନ୍ତି କରିବ ନା ।

୨୪ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଏହି ଯଜେ ମହାଧନଲାଭିର୍ଥ ମୁକ୍ତ୍ସାଗଣ ଗବ୍ୟମିଶ୍ରିତ ମୋମ ପାଇଁ ଯତ ହଟୁକ, ତୁମି ଓ ଗୋରମ୍ଭ ଯେନ୍ଦ୍ରପ ମରୋବର ହଇତେ ପାଇ କରେ, ମେଇ-ରଳ ପାଇ କର ।

୨୫ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ହେ ହତହ ! ଦୂରଦେଶେ ଯେ କୃତମ ଏବଂ ପୁରାତମ ଧରମ ପ୍ରେରଣ କରିଯାଇ, ସଭାଛଲେ ତାହାର କଥା କହ ।

୨୬ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି କର୍ତ୍ତର ଅଭିସୂତ ମୋମ ପାଇ କରିଯାଇ ଏବଂ ମହସ୍ଵବାହୁର ଶକ୍ତନାଶ କରିଯାଇ, ଏହି ମମର ଇନ୍ଦ୍ରେର ବୌର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୌଷ୍ଟ ହଇଯାଇଲ ।

୨୭ । ତୁରିଶୁ ଓ ସତୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କର୍ମ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନିଯା ତାହାଦେର ଅମ୍ୟ, ମଂଞ୍ଚାମେ ଅନୁବାୟକେ ଇନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବରିଯାଇଲେମ ।

୨୮ । ହେ ଶ୍ରୋତାଂଗମ ! ତୋମାଦେର ମୁକ୍ତାନଗଣେର ତାରକ, ଶକ୍ରଗଣେର ବିଶର୍ଦ୍ଧିକ, ଗୋବିଶିଷ୍ଟ, ଅଶ୍ଵଦାତା, ମାଧ୍ୟାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଆୟି-ଜ୍ଞାନି କରି ।

୨୯ । ଅଲବକୀ, ମହାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଧନଦାରୀର୍ଥ ମୋମ ଅଭିସୂତ ହଇଲେ ଉତ୍ସୁ ଉଚ୍ଛାରଣ କାଲେ (କ୍ଷବ କରି) ।

୩୦ । ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଲ ବିର୍ମଶଦେର ଦ୍ୱାରା କ୍ଷବକାଳେ, ବିଶ୍ଵୀର ବେଶକେ ତୁଣ୍ଡକେର ଅନ୍ୟ କରିଯାଇଲେମ, ତିନି ଜଲେର ଗମନୀର୍ଥ ପଥ କରିଯାଇଲେମ ।

৩১। হে ইন্দ্র ! তুমি হর্ষযুক্ত হইয়া যাহা ধারণ কর, যাহার পুরা
কর এবং যাহা দান কর, (আমাদের জন্য) তাহা কর মাই কেন ? সুর্যী কর ।

৩২। হে ইন্দ্র ! তোমার মত কর্ম অপ্রে করিলেও পৃথিবীতে অগোক
হয় । হে ইন্দ্র ! তোমার মন আমার অতি গমন করক ।

৩৩। হে ইন্দ্র ! তুমি যাহার দ্বারা আমাদিগকে সুর্যী কর, সেই কৌর্তি-
সকল ও সেই স্তুতিসকল তোমারই যেন হয় ।

৩৪। হে ইন্দ্র ! এক অপরাধে আমাদিগকে বধ করিও না, জ্ঞাই,
তিম এবং বছ অপরাধেও আমাদিগকে বধ করিও না ।

৩৫। হে ইন্দ্র ! তোমার ন্যায় উপ্রা, শক্তদিগের প্রহারকারী, দর্শনীয়,
হিংসাসহ্যকারী দেব হইতে আমি বির্তুয় হই ।

৩৬। হে প্রভুত ধনবান্ন ইন্দ্র ! তোমার সখার সম্ভক্তির কথা বিবেদন
করিতেছি, তোহার পুঁজের সম্ভক্তির কথা বিবেদন করিতেছি, তোমার মন
আমাদের হইতে যেন না কিরিয়া যায় ।

৩৭। হে যন্মুক্ত ! ইন্দ্র ভিন্ন কোন সখা প্রশ্ন করিবার পূর্বেই সখাকে
বলিতে পারে ? আমি কাহাকে হনন করিব ? কেবা আমার নিকট হইতে
ভোগ হইয়া পমায়ন করিবে ? ।

৩৮। হে অভিনাথপ্রদ ইন্দ্র ! সোম অভিষ্মৃত হইলে এবার মান্মক
বাক্তিকে বহুধম দান না করিয়া (সেই সোম) ধূর্ত্তের ম্যাংস (তোমার নিকট
আগমন করে) । দেবগণ অধোমুখ হইয়া বহীর্ণত হয় ।

৩৯। সুস্মর রথবিশিষ্ট, বাক্যমাত্রে রথে যোজিত অশ্বদ্বয়কে আকর্ষণ
করি, যেহেতু তুমি স্তোত্রাদিগকে এই ধন দান করিয়াছ ।

৪০। হে ইন্দ্র ! তুমি সমস্ত শক্তগণকে বিনীর্ণ কর, হিংসা কর, সংগ্রাম
পরিহার কর, স্পৃহনীয় ধন আহরণ কর ।

৪১। হে ইন্দ্র ! তুমি দৃঢ় ছান্মে যে ধন বিন্যাস করিয়াছ, হিন্ম ছান্মে
যাহা বিন্যাস করিয়াছ, সন্দেহযুক্ত ছান্মে যে ধন বিন্যাস করিয়াছ, সেই
স্পৃহনীয় ধন আহরণ কর ।

৪২। হে ইন্দ্র ! তোমার মত যে বহুধম আচ্ছে বলিয়া সকল গোবে
আচ্ছে, সেই স্পৃহনীয় ধন আহরণ কর ।

চতুর্থ অধ্যায়।

৪৬ শুক্ল।

২১ ইতে ২৪ পর্য্যস্ত পৃথুঞ্চবার পুন্ত কনীতের দানস্ততি দেবতা ; ২৫ ইতে ২৮ পর্য্যস্ত
এবং ৩২ শকটীর বায়ু দেবতা ; অবশিষ্টের ইন্দ্র দেবতা। অষ্টপুন্ত বশ কৰি ।

১। হে বহুধনবান, কর্মপূরক ইন্দ্র ! তোমার সদৃশ লোকেরই
আমরা আত্মীয়, ভূমি হরিনামক অশ্বের অধিষ্ঠাতা ।

২। হে ইন্দ্র ! তোমার নিশ্চয়ই অস্ত্রাতা বলিয়া জানি । অস্ত্রাতা
বলিয়া জানি ।

৩। হে অপরিমিত রক্ষাপুত্র শতক্রতু ! তোমার অহিমা স্তোত্রাগণ
স্তুতিদ্বারা স্তুতি করে ।

৪। স্রোহরহিত মুরৎগণ যাহাকে রক্ষা করেন, অর্থমা ও মিত্র যাহাকে
রক্ষা করেন, সেই যন্ত্রময় মুরোগ্য হয় ।

৫। আদিত্যের অনুগ্রহৈত যজমান গোবিশিষ্ট, অশ্ববিশিষ্ট, মুদ্র
বীর্যবিশিষ্ট পুন্ত লাভ করিয়া সর্বদা বর্দ্ধিত হয়, বহুসংখ্যক স্পৃহনীয়
ধনের দ্বারা হৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ।

৬। বলপ্রয়োগকারী, ভয়রহিত, সকলের স্বামী, সেই প্রমিত্ত ইন্দ্রের
নিকট ধন যান্ত্রণ করি ।

৭। সর্বত্রগামী, ভয়রহিত, সমস্ত সহায়ভূত (মুকৎ মেনা) ইন্দ্রেরই ।
গমনশীল হরিগণ আমদ্বাৰ্দ্ধ বহুধনপ্রদ ইন্দ্রকে অভিযুক্ত সোমের নিকট
আনন্দন কৰন ।

৮। হে ইন্দ্র ! তোমার যে হৰ্ষ বরণীয়, যাহাদ্বারা শক্তিশালীকে
অতিশয় বশ কৰ, যাহাদ্বারা শক্তির নিকট ইতে ধন গ্রহণ কৰ, সংগ্রামে
যাহাদ্বারা পার হওয়া যায় না ।

୯ । ହେ ମନ୍ଦିର ବରଣୀର ଇନ୍ଦ୍ର ! ଯୁଦ୍ଧ ଦୁଷ୍ଟର ଶକ୍ରଗଣେର ପାରଗ ଏବଂ
ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟାତ, ହେ ମର୍ବାପେକ୍ଷୀ ବନ୍ଦବାନ୍ନ ବାସିଥାଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମାର ମେହି ହର୍ମେ
ମହିତ ଆମାଦେର ଯଜ୍ଞେ ଆଗମନ କର, ଆମରା ଗୋଯୁକ୍ତ ଗୋଟେ ଗମନ କରିବ ।

୧୦ । ହେ ମହାଧରବାନ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଆମାଦେର ଗୋଲାଭେର ଇଛା ହଇଲେ,
କିମ୍ବା ଅଶ୍ଵମାଟେର ଇଛା ହଇଲେ, କିମ୍ବା ରଥ ଲାଭେର ଇଛା ହଇଲେ, ପୂର୍ବକାଳେର
ନୟାଯ ଦାନ କର ।

୧୧ । ହେ ଶୂର ଇନ୍ଦ୍ର ! ସତ୍ୟାମି ତୋମାର ଧନେର ଇନ୍ଦ୍ରଜୀବା ଜାନି ନା,
ହେ ମର୍ବାନ୍ନ, ବଜ୍ରବାନ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଶୀଘ୍ର ଧନ ଦାନ କର, ଅମ୍ଭେର ଦ୍ୱାରା
ଆମାଦେର କର୍ମ ରକ୍ଷା କର ।

୧୨ । ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦଶନୀୟ, ଅତ୍ରିକଗଣ ଯାହାର ମଥା, ଯିନି ବହୁଲୋକେର
କୁତ୍ତ, ତିନି ସମ୍ମତ ଆତବତ୍ତ ଅବଗତ ଆହେନ, ସମ୍ମତ ମହୁସ୍ୟଗଣ ହବ୍ୟ ପ୍ରହଳନ କରନ୍ତି
ସର୍ବକାଳେ ମେହି ବଲବାନ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଆହ୍ଵାନ କରେ ।

୧୩ । ମେହି ବହୁ ଧନବାନ୍ନ, ମର୍ବାନ୍ନ, ବିତ୍ରହା ଇନ୍ଦ୍ର ସଂଗ୍ରାମେ ଆମାଦେର ରକ୍ଷକ
ଏବଂ ଅତ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହଉନ ।

୧୪ । ହେ ଶୋତାଗଣ ! ତୋମାଦେର ଜଳ ସୌଭାଗ୍ୟିତ ମତତା ଉଂପନ୍ନ
ହଇଲେ, ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜାୟୁକ୍ତ, ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟାତ, ସୌର୍ଯ୍ୟବାନ୍ନ ଶକ୍ରଗଣେର ଅବନତି-
କର, ବୌର ଇନ୍ଦ୍ରକେ ତୋମାଦେର ଯେନ୍ନପ ବାକ୍ୟ କ୍ରୂର୍ତ୍ତି ହୁଏ, ମେହିରପେ ମହତ୍ତ୍ଵ କୁତ୍ତ-
ଦ୍ୱାରା କ୍ଷବ କର ।

୧୫ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ମି ଆମାର ଶରୀରେର ଜଳ ଏଥନେଇ ଧନେର ଦାତା ହୁଏ ।
ସଂଗ୍ରାମେ ଅଶ୍ଵବାନ୍ନ ଧନେର ଦାତା ହୁଏ । ହେ ପୁରୁଷ ! ପୂର୍ବଦିଗଙ୍କେ ଧନ ଦାନ
କର ।

୧୬ । ସମ୍ମତ ଧନେର ଇଶ୍ଵର ଏବଂ ବାଧୀନୀଦ, ଯୁଦ୍ଧକଞ୍ଚକାରୀ ଶକ୍ରର
ଅଭିଭବକର (ଇନ୍ଦ୍ରକେ କ୍ଷବ କରିଲେ) । ତିନି ଶୀଘ୍ର ଧନ ଦାନ କରିବେଳ ।

୧୭ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ମି ମହାନ୍ନ, ଆମି ତୋମାର ଆଗମନ ଇଛା କରି,
ତୁ ମି ଗମନଶୀଳ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣଗାୟୀ ଓ ମେଚକ, ତୋମାର ଯଜ୍ଞ ଓ କ୍ଷତିଦ୍ୱାରା କ୍ଷବ କରି,
ତୁ ମି ସକ୍ରମଗଣେର ମେତୀ, ସକଳ ମହୁସ୍ୟର ଇଶ୍ଵର, ମନ୍ଦାର ଓ କ୍ଷତିଦ୍ୱାରା ତୋମାର
ଗୁଣ ଗାଲ କରି ।

১৮। যাহারা মেষের পতনশীল জলের সহিত গমন করে, সেই অচুত-
ধনিযুক্ত মুকুৎগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিব এবং সেই যজ্ঞে মহাধনিযুক্ত
মুকুৎগণ যে মুখ দিতে পারেন, তাহা আপ্ত হইব।

১৯। তুমি দুর্মিতিগণের বিনাশক, (তোমার নিকট যান্ত্রা করি), হে
অত্যন্ত বলবান ইন্দ্র ! আমাদের জন্য উপযুক্ত ধন আহরণ কর। তোমার
বৃক্ষ সর্বদা ধনপ্রেরণতৎপর। হে দেব ! উৎকৃষ্ট ধন আহরণ কর।

২০। হে দাতা, উপ্র, বিচির, প্রিয়সত্যভাষী, শক্ত পরাভবকারী,
সকলের স্বামী ইন্দ্র ! শক্ত পরাভব কর, ভোগযৈগ্য অমৃক্ত ধন মুক্তে
আমাদিগকে প্রদান কর।

২১। যেহেতু অশ্বের পুত্র বশ(১) কর্যার পুত্র পৃথুঞ্জা রাজার
নিকট প্রাপ্তঃকালে ধন প্রাপ্ত করিয়াছেন, অতএব যে দেবশূল্য যশুষ্য পূর্ণধন
প্রাপ্ত করিয়াছে, সে আগমন করক।

২২। আমি ষষ্ঠিসহস্র অবৃত অশ্ব লাভ করিয়াছি। বিংশতিশত
উক্ত লাভ করিয়াছি, কৃষ্ণবর্ণ দশশত বড়বা লাভ করিয়াছি। তিনি ছান্মে
শুভবর্ণযুক্ত দশসহস্র গো লাভ করিয়াছি(২)।

২৩। দশটী কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব রথ নেমি প্রবর্তিত করিতেছে। তাহারা
অত্যন্ত বেগবানু, বলবানু মস্তনকারী।

২৪। উৎকৃষ্ট ধনযুক্ত কর্যাপুত্র পৃথুঞ্জাৰ দাম এই—তিনি হিরণ্যা
রথ দিয়াছেন, তিনি অতিশয় দাতা ও আজ্ঞ। তিনি অত্যন্ত অমৃক্ত কৌর্তি
লাভ করিয়াছেন।

২৫। হে বায়ু ! তুমি মহাধনীর্থ এবং পূজনীয় বলার্থ আমাদের
নিকট আগমন কর। তুমি প্রচুর ধন দাতা, তোমায় স্তুতি করিতেছি, তুমি
মহা ধনদাতা, এখনই তোমার স্তুতি করি।

(১) পৃথুঞ্জা অশ্বের পুত্র বশকে যে ধন প্রদান করিয়াছিলেন, এই চার্তুটী
শ্লোকে তাহারই অশ্বস্তা করা হইয়াছে। অবিবাহিতা কর্যার পুত্র হইলে সেই
পুত্রকে কে “কানীত” (কর্যাপুত্র) বলে।

(২) এ রকে যে অশ্ব ও উক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ বড়বা ও শুভবর্ণযুক্ত গোর সংখ্যা
দেওয়া হইয়াছে, তাহা অশ্বের বাস্তব, তাহার সন্দেহ নাই। এত গুরু কোরণ এক
অনেকেই অসম্ভব অন্তর এবং কেহ কাহাকে দান করা ও অসম্ভব।

২৬। হে সেমিপাণী, দীপ্তি ও পুত সোমের পানকর্তা বায়ু! যিনি
অশ্বে গমন করেন, গৃহে বাঁস করেন, ত্রিশুণিত সপ্ততিসংখ্যক গাভীর
স্বাহায্যে গমন করেন, তিনিই তোমার সৌম্যপ্রদান্মার্থ সোমবৃক্ত হইয়াছেন
ও অতিষবকারী সহিত সহিত মিলিত হইয়াছেন।

২৭। যে (শুণ্যস্থান) আপনি আমাকে এই বিচিত্র ধন দান করিব
মনে করিয়া ছত্র হইয়াছিলেন, তিনি আপনার কার্যাধ্যক্ষ তরুন, অক্ষ,
মুক্ত্য স্বত্ত্বাতে আভী করিলেন।

২৮। যে (শুণ্যস্থান) যিনি উচ্থ্য ও বপু নামক রাজা অপেক্ষাও অধিক
বলবান, সেই স্মৃতবৎ শুক রাজা যে শশ, অশ, উষ্ট্র ও কুকুর পৃষ্ঠে প্রেরণ
করিয়াছেন, তাহা এই(৩), ইহা তোমারই অনুগ্রহ।

২৯। একশে ধনাদির প্রেরকৃ সেই রাজার অনুগ্রহে সেচক অশ্বের
ম্যায় ষষ্ঠিসহস্র সংখ্যক প্রিয় গাঁটীও লাভ করিলাম।

৩০। গাভীসমূহ যেন যুথে গমন করে, সেইজপ বলীবর্দি সকল
আমার নিকট আগমন করিতেছে। বলীবর্দি সকল আমার নিকট আগমন
করিতেছে।

৩১। উষ্ট্রগণ যথন বস্তুভিযুথে প্রেরিত হইয়াছিল, তথন শত উষ্ট্র
আমার জন্য ডাকাইয়া আনিলেন। শ্রেতবর্ণ গাভীর মধ্যে বিংশতিশত
গাভী আনিলেন।

৩২। আমি বিপ্র, আমি গো ও অশ্বের রক্ষক, বলুথ সামক দাসের
নিকট শত (গো ও অশ) প্রাণ করিলাম(৪), হে বায়ু! এই লোক সকল
তোমার, ইহারা ইন্দ্রকর্ত্তক ও দেবগণ কর্তৃক ইক্ষিত হইয়া আনন্দিত হন।

(৩) অশ ও উষ্ট্র পৃষ্ঠে জ্বর্য প্রেরণ করার পথা এখনও আছে, কিন্তু কুকুর কি কথন ও জ্বর্য বহন করিত? গাভী ও বলীবর্দির উল্লেখ গরের কক্ষে
দেখ।

(৪) "Professor Roth conjectures that the correct reading is *Satam Dasaán*, I received a hundred slaves."—Muir's *Sanskrit Texts*, vol. V, p. 461.

৩৩। এছে তাহাতা শৰ্ণাত্তরণবিশিষ্ট, পুজনীয় (রাজদণ্ড) কল্যানে(৫) অশ্বের পুজ্জ বশের অভিমুখে আনয়ন করিতেছেন।

৪৭ সূত্র।

আদিত্য দেবতা। আপ্ত্যত্ত্বিত

১। হে মিত্র! হে বৃক্ষ! হ্যাদায়ীকে তোমার বক্ষে
মহৎ, তোমরা যে যজ্ঞানকে শক্ত হস্ত করিতে রক্ষা করিতে
করিতে গাঁথে না। তোমরা রক্ষা করিলে উপজ্বব থাকে না, তোমাদের
রক্ষাই সুরক্ষা।

২। হে আদিত্যগণ! তোমরা কি প্রাকারে দুঃখ নিবারণ করিতে হয়,
তাহা জান। পঙ্কজীগণ যেমন (আপমাদের শিশুদের উপরে) পক্ষ বিস্তার
করে, সেইরূপ আমাদিগকে সুখ অদান কর। তোমরা রক্ষা করিলে
উপজ্বব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

৩। পঙ্কজীগণের পক্ষের ন্যায় তোমাদের যে সুখ আছে, তাহা আমা-
দিগকে অদান কর। হে সর্ববর্ণন্য আদিত্যগণ! সমস্ত গৃহের উপস্থৃত
ধন তোমার নিকট যান্ত্রা করিতেছি। তোমরা রক্ষা করিলে উপজ্বব
থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

৪। অকৃষ্টচিত্ত আদিত্যগণ যাহার উদ্দেশে গৃহ ও জীবমোপযোগী
অস্ত অদান করেন, তাহার জন্য ইহারা সমস্ত মনুষ্যের ধনের অধিপতি হন।
তোমরা রক্ষা করিলে উপজ্বব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

(৫) মূলে “যৌথনা” আছে। বহুপক্ষের সহিত শৰ্ণাত্তরণবিশিষ্ট কল্যান বা দাসী ও রাজাদ্বারা দাস করা হইয়াছিল। এই অষ্টম মণ্ডলে অনেক ক্ষাটন রাজা-দিগের অকৃত দাসের উল্লেখ আছে, ঋগ্ঘেদের প্রথম অংশে এক্ষণ দেখা যায় নাই। তাঁকালিক সমাজে সকলেই নিজ নিজ কুল্য হজ্জ সম্পাদন করিতে সমর্থ ছিল, কেবল ধনবানুগণ খড়িন ভাঙ্গাইয়া আঁড়বুরের সহিত বড় বড় যজ্ঞ করিতেন। কৈমে এই-
ক্ষণ ধনবানু ও রাজাদিগের সংখ্যা বাঢ়িতে লাগিল, যজ্ঞের আঁড়বুর বাঢ়িতে লাগিল, ঋক্তিকগণের ক্ষয়তা বাঢ়িতে লাগিল এবং লাভও বাঢ়িতে লাগিল, তাহার পরিচয় আয়োজন পাইতেছি।

৫। রথগাঁথী লোকে যেমন দুর্গম প্রদেশ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ, আমরা পাপ পরিত্যাগ করিব, আমরা ইন্দ্রজল মুখ ও আদিত্যদণ্ড রক্ষা লাভ করিব। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই মুরক্ষ।

৬। শুষ্ঠুযগণ ক্লেশ দ্বারাই তোমাদের ধন প্রাপ্ত হুর, হে দেবগণ ! তোমরা শৌচ গমনশৈল, তোমরা যে যজ্ঞমানকে প্রাপ্ত হও, সে অপ্প ধন লাভ করে। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই মুরক্ষ।

৭। হে আদিতাগণ ! যাহার উদ্দেশে বিস্তীর্ণ মুখ প্রদান কর, সে বাস্তি তীক্ষ্ণ হইলেও ক্রোধ তোহার বিস্ত করিতে পারে না, অপরিহার্য দ্রুঃখও তোহার নিকট গমন করে না। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই মুরক্ষ।

৮। হে আদিতাগণ ! আমরা তোমাদের আশ্রয়েই থাকিব, যোদ্ধা-গণ এইরূপে বর্ষের আশ্রয়ে অবস্থিতি করে। তোমরা আমাদিগকে মহা-অবিষ্ট ও অপ্পঅনিষ্ট হইতে রক্ষা কর। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই মুরক্ষ।

৯। অদিতি আমাদিগকে রক্ষা করন, অদিতি আমাদিগকে মুখ প্রদান করন। তিনি ধনবান, খিত্র, বৰুণ ও অর্যমার মাতা। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই মুরক্ষ।

১০। হে আদিতাগণ ! তোমরা আমাদিগকে শরণীয়, ভজনীয়, রোগরহিত, ত্রিশুণযুক্ত গৃহযোগ্য মুখ প্রদান কর। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই মুরক্ষ।

১১। হে আদিতাগণ ! চর সকল যেমন কুল হইতে দর্শন করে, সেই-রূপ তোমরা উপর হইতে বিশ্বমুখে আমাদিগকে দর্শন কর। অশ্঵কে যেমন ভাল ঘাটে লইয়া যাও, সেইরূপ আমাদিগক ভাল পথে লইয়া চল। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই মুরক্ষ।

১২। হে আদিতাগণ ! এই জগতে আমাদের হিংসক বলবান্ত ব্যক্তির মুখ যেন না হয় ! গোসমূহের মুখ হউক, ধেনুসমূহের মুখ হউক, অঙ্গাভি-

লাখী বীরের সুখ হউক। তোমরা রক্ষা করিলে উপজ্বব থাকে না,
তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

১৩। হে আদিভ্যুদেবগণ ! যে সকল পাপ আবির্ভূত হইয়াছে ও যে
সকল পাপ অস্ত্রিত রহিয়াছে, আমি আশ্চর্যিত, আমার যেন তাহার
কোনটাই না হয়। উহাদিগকে দূরে স্থাপন কর। তোমরা রক্ষা করিলে
উপজ্বব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

১৪। হে স্বর্গের ছুহিতা (উষা)! আমাদের গোসমৃহে যে দুঃস্বপ্ন
আছে ও আমাদের যে দুঃস্বপ্ন হইয়াছে। হে বিভাবয়ী! আশ্চর্যিতের
জন্য তাহা দূর করিয়া দাও। তোমরা রক্ষা করিলে উপজ্বব থাকে না,
তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

১৫। হে স্বর্গের ছুহিতা ! আভরণকারীর অধিবা মালকারীর(১) যে
দুঃস্বপ্ন আছে, আশ্চর্যিতের নিকট হইতে তাহা দূর হউক। তোমরা রক্ষা
করিলে উপজ্বব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

১৬। হে উষাদেবী ! স্বপ্নে অশ্঵কর্ণ এবং শার্ণ পাইলে আশ্চর্যিত
হইতে দুঃস্বপ্নজনিত কষ্ট দূর কর। তোমরা রক্ষা করিলে উপজ্বব থাকে না,
তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

১৭। যে শ্রকারে (যজ্ঞার্থ) পশুর ক্ষদর্যাদি এবং তাহার শৃঙ্খাদি ক্রমে
ক্রমে বিলুপ্ত হয়, খণ্ড যেমন ক্রমে শোধ করিতে হয়, সেইরূপ আশ্চর্য-
িতের সমস্ত দুঃস্বপ্ন ক্রমে ক্রমে দূর করিব। তোমরা রক্ষা করিলে উপজ্বব
থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

১৮। আমরা অদ্য জয় করিব, আমরা অদ্য সুখ লাভ করিব, আমরা
অদ্য অপাপ হইব। হে উষাদেবী ! যে হেষু আমরা দুঃস্বপ্ন হইতে ভীত
হইয়াছি, অতএব সেই ভয় অপগত হউক। তোমরা রক্ষা করিলে উপজ্বব
থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

(১) মূলে “নিকঁ . . ক্ষণবতে অজঁ বা” অর্থাৎ স্বর্ণকার বা মাল্যকার।

୪୮ ପୃଷ୍ଠା ।

ମୋମ ଦେବତା । କଣ୍ପୁତ ଅଗ୍ନାଥ ଖବି ।

୧ । ଆମି ମୁଦ୍ରର ଏଙ୍ଗାଯୁକ୍ତ, ମୁଦ୍ରର ଅଧ୍ୟାତ୍ମବିଶିଷ୍ଟ ଓ ମୁଦ୍ରର କର୍ମ-
ବିଶିଷ୍ଟ । ଆମି ଯେମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଜିତ ସାତୁ ଅପ୍ରେର ଆସ୍ତାଦିମ ପ୍ରହଳାଦିତେ
ପାରି । ବିଶ୍ୱଦେବଗଣ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଗଣ ଏହି ଅନ୍ନ ମନୋହର ବଲିଯା ଇହାଦିଗେର ନିକଟେ
ଉପସ୍ଥିତ ହନ ।

୨ । ହେ ମୋମ ! ତୁମି ହନ୍ଦୟ ମଧ୍ୟେ ଗମନ କର, ତୁମି ଅନ୍ତିତ, ତୁମି ଦେବ-
ଗଣେର କ୍ରୋଧ ପୃଥକ କର । ହେ ଇଙ୍କ ! ତୁମି ଇନ୍ଦ୍ରେର ସଥ୍ୟ ଲାଭ କରିଯା ଶ୍ରୀଭ୍ରାତା ଅଶ୍ଵ
ସେ ରତ୍ନ ଭାର ବହନ କରେ, ମେଇର ଆମାଦେର ଧନ ବହନ କର ।

୩ । ହେ ଅମୃତ ମୋମ ! ଆମରା ତୋମାକେ ପାଇଁ କରିବ ଓ ଅମର ହଇବ,
ପରେ ଦ୍ୱାତିମାନ୍ ସ୍ଵର୍ଗେ ଗମନ କରିବ ଓ ଦେବଗଣକେ ଅବଗତ ହଇବ(୧) । ଶକ୍ତ
ଆମାଦେର କି କରିବେ ? ଆମି ମୁସ୍ତ୍ରୀ, ହିଂସାକାରୀ ଆମାର କି କରିବେ ? ।

୪ । ହେ ମୋମ ! ପିତା ଯେମନ ପୁତ୍ରେର ସଥ୍ୟ, ମେଇର ଆମରା ତୋମାଯା
ପାଇଁ କରିଲେ, ତୁମି ହନ୍ଦୟେର ମୁଖକର ହୁ । ହେ ଅମେକେର ପ୍ରଶଂସତି ମୋମ !
ତୁମି ବୁଦ୍ଧିମାନ୍, ତୁମି ଆମାଦେର ଜୀବନାର୍ଥ ଆଯୁ ପ୍ରବର୍ଦ୍ଧିତ କର ।

୫ । ଏହି ସର୍ବକ୍ଷର, ବ୍ରଜକରଣାତିଲାବୀ ମୋମ ପୌତ ହଇଯା ଗୋମୁହଙ୍କେ
ସେ ରତ୍ନ ପର୍ବେ ପର୍ବେ ରଥ ଯୋଜନା କରେ, ମେଇର ପର୍ବେ ପର୍ବେ ଆମାକେ କର୍ମୀ
ଘୋର୍ଜିତ କରକ । ଆରଣ୍ୟ ଚରିତରାତ୍ରିଲ ହଇତେ ଆମାକେ ବ୍ରଜା କରକ ଏବଂ
ଆମାକେ ବ୍ୟାଧି ହଇତେ ପୃଥକ୍ କରକ ।

୬ । ହେ ମୋମ ! ତୁମି ପୌତ ହଇଯା, ମଥିତ ଅଗ୍ନିର ନ୍ୟାଯ ଆମାକେ ଦୀତ
କର, ଆମାଦିଗକେ ବିଶେଷକପେ ଦର୍ଶନ କର, ଆମାଦିଗକେ ଅତିଶର ଧରବାନ୍ କର ।
ହେ ମୋମ ! ଏକଣେ ତୋମାକେ ଆନନ୍ଦାର୍ଥ କ୍ଷବ କରିତେଛି, ଅତଏବ ତୁମି ଧର-
ବାନ୍ ହଇଯା ପୁଣି ଆଶ ହୁ ।

(୧) ମୁଲେ ଏହିର ଆହେ, “ଅପାମ ମୋମ ଅମୃତାଃ ଅଭୃତ ଅଗମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଃ
ଅବିଦ୍ୟାମ ଦେବାନ୍ ।” ମୋମ ପାଇ କରିଯା ଜ୍ୟୋତି; ଅର୍ଦ୍ଧାଂ ସର୍ବ ଗମନ କରିବାର କଥା
ଏଥାମେ ଆହେ ।

୭ । ଆମରା ଅଭିଜ୍ଞାନ୍ୟକୁ ଘନେ ପିତୃକ ଧନେର ଲାଯ ଅଭିଭୂତ ସୋମ ପାନ କରିବ, ହେ ରାଜୀ ମୋମ ! ତୁ ମି ଆମାଦେର ଆୟୁ ବର୍କ୍ଷିତ କର । ଶ୍ରୀ ଏଇକପେ ଦିବସ ମକ୍କଳେ ବର୍କ୍ଷିତ କରେନ ।

୮ । ହେ ରାଜୀ ମୋମ ! ଆମାଦିଗକେ ସ୍ଵଭିର ଜନ୍ୟ ମୁଖୀ କର, ଆମରା ବ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତ, ଆମରା ତୋମାରଇ ହୈବ । ତୁ ମି ଆମାଦିଗକେ ଅବଗତ ହୋ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଆମାଦେର ଶକ୍ତ ପ୍ରମକ୍ଷ ହେଇଯା ଗମନ କରିତେଛେ, କ୍ରୋଧ ଓ ଗମନ କରିତେଛେ । ଏଇ ଉତ୍ସଯ ଶକ୍ତରଇ ଦଣ୍ଡ ହିତେ ଆମାଦିଗକେ ଉକ୍ତାର କର ।

୯ । ହେ ମୋମ ! ତୁ ମି ଆମାଦେର ଶରୀରେର ରକ୍ଷକ, ତୁ ମି କର୍ମମେତା, ଅତଏବ ତୁ ମି ଗାତ୍ରେ ଗାତ୍ରେ ନିଷବ୍ନ ହୋ । ଆମରା ସଦିଶ ତୋମାର ବ୍ରତେର ବିମ୍ବ କରି, ତଥାପି ହେ ଦେବ ! ତୁ ମି ଉତ୍ସକ୍ଷଟ ଅର୍ଥ୍ୟୁକ୍ତ ଓ ଉତ୍ସମ ସଖ୍ୟ ହେଇଯା ଆମାଦିଗକେ ମୁଖୀ କର ।

୧୦ । ହେ ମୋମ ! ତୁ ମି ଉଦରେର ପୌଡ଼ା ଜମ୍ବାଇଓ ଲା, ତୁ ମି ସଖ୍ୟ, ଆମି ତୋମାର ସହିତ ମିଲିତ ହୈବ । ମୋମପୀତ ହେଇଯା ଆମାକେ ହିଂସା କରିବେଳ ଲା । ହେ ହରିନାମକ ଅଶ୍ୱ୍ୟୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଏଇ ଯେ ମୋମ ଆମାତେ ନିହିତ ହୈବାହେ, ଇହାରଇ ଜନ୍ୟ ଚିରକାଳ ଜଟରେ ଅବଶ୍ଵାମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିତେଛି ।

୧୧ । ମେହି ସକଳ ଚିକିତ୍ସାର ଅସାଧ୍ୟ କଟିଲ ପୌଡ଼ା ଅପଗତ ହଟକ, ଏଇ ସକଳ ପୌଡ଼ା ବଲବାନ୍ତ ହେଇଯା ଆମାଦିଗକେ ଏକାନ୍ତ କଞ୍ଚିତ କରିତେଛେ । ସହାୟ ମୋମ ଆମାଦିଗକେ ଆପ୍ତ ହେଇରାହେଲ, ଇହା ପାର କରିଲେ ଆୟୁ ବର୍କ୍ଷିତ ହୟ, ଆମରା ମୁୟା, ଆମରା ଇହାର ନିକଟ ଗମନ କରିବ ।

୧୨ । ହେ ପିତୃଗଣ ! ଯେ ମୋମ ପୌତ ହେଇଲେ ମରଣରହିତ ହେଇଯା, ଆମରା ମର୍ଣ୍ଣ, ଆମାଦେର ହୃଦୟେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ହୃଦୟାରୀ ମେହି ମୋମେର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିବ, ଅତଏବ ଉତ୍ତାର ଅମୁଗ୍ରହ ବୁଦ୍ଧିତେ ଅମୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରିଯା ମୁଖୀ ହୈବ ।

୧୩ । ହେ ମୋମ ! ତୁ ମି ପିତୃଗଣେର ସହିତ ମିଲିତ ହେଇଯା ଦ୍ୟାବାପୃଥିବୀକେ ବିସ୍ତର୍ଣ୍ଣ କରିଯାଇଛୁ, ଆମରା ହୃଦୟାରୀ ଏଇ ମୋମେର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିବ, ଆମରା ଧନେର ପତି ହୈବ ।

୧୪ । ହେ ଜ୍ଞାନକର୍ତ୍ତା ଦେବଗଣ ! ଆମାଦିଗକେ ମିଠ ବାକ୍ୟ ବଳ, ସ୍ଵପ୍ନ ଆମାଦେର ଯେତ ବଶୀଭୂତ ନା କରେ, ମିଳକଗଣ ଯେତ ଆମାଦେର ମିଳ୍କୀ ନା କରେ,

ଆମରା ବେଳ ସର୍ବଦା ମୋହେର ଖିଯ ହିଁ, ଯେନ ମୁଦ୍ରର ଶୋଭ୍ୟକୁ ହିଁଯା ଶୋଭ
ଉଚ୍ଚାରଣ କରିତେ ପାରି ।

୧୫ । ହେ ମୋମ ! ତୁମି ସକଳ ଦିକୁ ହିଁତେ ଆମାଦେର ଅଭିନାତା, ତୁମି
ଅର୍ଗନାତା ଓ ସର୍ବଦଶୀ, ତୁମି ଅବେଶ କର । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି ଏକତ୍ର ଶ୍ରୀତି-
ଶୁଭ ହିଁଯା ରଙ୍ଗାର ସହିତ ପଞ୍ଚାତ୍ମାଗେ ଓ ସମୁଖତ୍ମାଗେ ଆମାଦିଗକେ
ରଙ୍ଗୀ କର ।

୪୯ ଶ୍ଵତ୍ସ(୧) ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ।

୧ । ଆମି ଯାହାତେ (ଧନ) ଲାଭ କରିତେ ପାରି, ଏଇକପେ ମୁଦ୍ରର ଧନବିଶିଷ୍ଟ
ଇନ୍ଦ୍ରକେ ତୋମାଦେର ମନ୍ୟାଧୀନ କରତ : ଅର୍ଚମା କର, ତିନି ମଘବୀ ଓ ବଲ୍ଦମୟୁକ୍ତ,
ତିନି ଶୋଭାଗ୍ନକେ ସହଜ ମହାନ ଦାନ କରିଯା ଥାକେନ ।

୨ । ତିନି ସଗରେ ଗମନ କରିତେଛେନ, ଯେନ ଶତ ମେଳାର (ପତି), ତିନି
ହୃଦୟାର୍ଥୀର ଅନ୍ୟ ହୃଦୟ କରିତେଛେ । ତିନି ବଞ୍ଚୋକେର ପାଲକ, ତୀର୍ଥାର
ଉଦ୍ଦେଶେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରମ ପରିତେର ରମେର ନ୍ୟାର ଶୀତ କରେ ।

୩ । ଯେ ସକଳ ମୋମ ମନ୍ଦକର, ହେ ଶ୍ରୀତିଭାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମାର ଅନ୍ୟ ତାହା
ଅତିଶ୍ୱତ ହିଁଯାଛେ । ହେ ବଜ୍ରବାମୁ ଶୂର ! ଧର୍ମାର୍ଥ ଜଳ ସକଳ ସମ୍ପ୍ରତି ଆପଣ
ବାସଶ୍ଳାନ ଅନୁପ ସରୋବରକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିତେହେ ।

୪ । ତୁମି ମୋହେର ପାପଶୂନ୍ୟ, ତ୍ରାଣକାରୀ, ଅର୍ଗପ୍ରଦ, ମୁଦ୍ରରତ୍ୟ ରମ ପାନ
କର । କାରଣ ତୁମି ଅମତ ହିଁଲେ ଆପଣିଇ ଗର୍ବିତ ହିଁଯା ଥାକ ଏବଂ କୁଞ୍ଜାର
ନ୍ୟାର ଆମାଦିଗକେ (ଅଭିରବିତ) ଦାନ କରିଯା ଥାକ ।

(୧) ୪୯ ହିଁତେ ୫୨୭୩ ହିଁତେ ୧୧୯ ଶ୍ଵତ୍ସକେ ବାଲଧିଲ୍ୟ କରିଛି । ମାର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ବାଲଧିଲ୍ୟ
ଶ୍ଵତ୍ସକେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ରାତ୍ରି, ଶୁଦ୍ଧାର୍ ଏଣ୍ଟିଲିର ଅବୁବାଦ ଅଭିଶର ଅମାଧ୍ୟ । ଏତରେଯ
ବାହାନେର ଶିକାର ମାର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ବଲିଯାଛେ, ସେ ଆଟଟି ମାତ୍ର ବାଲଧିଲ୍ୟ ଶ୍ଵତ୍ସ ଆହେ, କିନ୍ତୁ
ମକ୍ଷୟୁଲାରେ ଏକାଶିତ ଏହେ ଏକାଦଶଟି ଦେଖା ବାଯ, ବୋଧ ହୁଏ ନୀରମ ଯେ ଏଣ୍ଟିଲିଲି
ଦର୍ଶନ କରିଯାଇଲେ, ତାହାତେ ଆଟଟି ମାତ୍ର ଛିଲ । ବାହା ହଟକ ଏହି ବାଲଧିଲ୍ୟ ଶ୍ଵତ୍ସ-
ଶିକ୍ଷାକେ ଅଭିଧାରୀତି ଆଚୀନକାଳ ହିଁତେ ଶଥଦେର ଅନ୍ୟ ଶ୍ଵତ୍ସ ହିଁତେ କରକ୍କାଟ ପ୍ରଥକର୍ତ୍ତାବେ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ହିଁଯାଛେ । ଶଥଦେର ଶ୍ଵତ୍ସ ଗନ୍ଧାର ନମର ଏହି ଶିଲି ଲେଇଯା ଶିଲିମେ ୧୦୩୮
ଶ୍ଵତ୍ସ ହୁ, ଏଣ୍ଟିଲି ଛାଡ଼ିଯା ଶିଲିମେ ୧୦୧୭ ଶ୍ଵତ୍ସ ହୁ ।

୫ । ହେ ଅଷ୍ଟବାନ୍ ଇଞ୍ଜ ! କଣ୍ଠଗଣେର ଉଦ୍ଦେଶେ ତୁମି ଯେ ଶୌଭିକର ଦାଳ
କରିଯାଇଛ, ମେହି ଦାଳ ଶୋମକେ ଆଶୁ କରିତେହେ, ଅଭିଷବଧକାରିଗଣ ଆହ୍ଲାଦ
କରିଲେ, ତୁମି ଅଶେର ନ୍ୟାୟ ମେହି ଶୋମ ଅଭିଯୁକ୍ତ କ୍ରତ ଆଗମନ କର ।

୬ । ସମ୍ପ୍ରତି ଆମରା ବିଭୂତିବିଶିଷ୍ଟ, ଅକ୍ଷୟଧନ୍ୟୁକ୍ତ, ଉତ୍ତର, ଦୀର୍ଘ ଇଞ୍ଜର
ନିକଟ ମନ୍ଦକାରେ ସହିତ ଗମନ କରିବ । ହେ ବଜ୍ରୟୁକ୍ତ ଇଞ୍ଜ ! ଜଳବିଶିଷ୍ଟ କୃପ
ଯେତେପାଇଁ ଜଳ ମେହି ସେକ କରେ, ମେହିକପ କ୍ଷୋତ୍ର ସକଳ ତୋମାର ମିଳୁ କରିତେହେ ।

୭ । ଏକଣେ ସେଖାନେଇ ଥାକ, ସଜେଇ ଥାକ, ଅଷ୍ଟବା ପୃଥିବୀତେଇ ଥାକ,
ମେହି ଥାଳ ହିତେଇ, ହେ ଉତ୍ତର ମହାବତି (ଇଞ୍ଜ) ! ତୁମି ଉତ୍ତର ଏବଂ ଆଶ୍ରଗାମୀ
(ଅଶେର) ସହିତ ଆମାଦେର ସଜେ ଆଗମନ କର ।

୮ । ତୋମାର ଯେ ଗମନଶୀଳ ହରିଗଣ ଆହେ, ତାହାରୀ ବାୟୁର ନ୍ୟାୟ
ଶୌଭଗ୍ୟମୀ ଓ ଶକ୍ତପରାଭବକାରୀ । ତୁମି ଉତ୍ତାଦିଗେର ସାହାଯ୍ୟେ ମୂର୍ଖଗଣେର
ନିକଟ ଗମନ କର ଏବଂ ସମ୍ମତ ବଞ୍ଚିଜାତ ଦର୍ଶନ୍ୟାର୍ଥ ଜଗତେ ଗମନ କରିଯାଇ
ଥାକ ।

୯ । ହେ ଇଞ୍ଜ ! ତୋମାର ଏତେପରିମିତ ଗୋବିଶିଷ୍ଟ ଧର ଯାନ୍ତ୍ରା କରି,
ହେ ସୟବୀ ! ଯେ ହେତୁ ତୁମି ମେଧ୍ୟାତିଥି ଓ ନୌପାତିଥିକେ ଧର ବିଷୟେ ରଙ୍ଗ କରିବା
ହାହିଲେ ।

୧୦ । ହେ ମୟବା ! ଯେ ହେତୁ ତୁମି କଣ୍ଠ, ଅମଦମ୍ୟ, ପକ୍ଷ, ଦଶତ୍ରଜ, ଗୋଶର୍ଫ
ଓ ଖରିଷ୍ଟାକେ ଗୋଯୁକ୍ତ ଓ ହିରଣ୍ୟୟୁକ୍ତ (ଧର) ଦାଳ କରିଯାଇଛିଲେ ।

୫୦ ମୁକ୍ତ ।

ଇଞ୍ଜ ଦେବତା ।

୧ । (ଧର) ଲାଭେର ଅଳ୍ୟ ବିଧ୍ୟାତ ଏବଂ ମୁନ୍ଦର ଧରବିଶିଷ୍ଟ ଶକ୍ରେ ଅର୍ଚନା
କର । ତିନି ଅଭିଷବଧକାରୀ ଓ ସ୍ତତିକାରୀକେ ସହାୟ ସହାୟ କମଳୀୟ
ଧର ଦାଳ କରେନ ।

୨ । ଇହାର ଅନ୍ତର୍ମୟହ ଶତ ଶତ ଏବଂ ଦୁତର ଇଞ୍ଜେର ଅର ଅଭୂତ । ଯଥର
ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୋହ ସକଳ ଇହାକେ ପ୍ରସତ କରେ, ତଥର ଇଲି ପର୍ବତେର ନ୍ୟାୟ
ଥାନ୍ୟାନ୍ୟାତ୍ମା ହିଇଯା ଧରବାନ୍ୟାଗଣେର ଶୌଭି ଉତ୍ତପାଦନ କରେନ ।

୩ । ଅଭିମୁକ୍ତ ମୋର ସକଳ ଯଥର ପ୍ରିୟ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଯାଇଛେ, ତଥର ହେ ବାସପ୍ରଦ ଇନ୍ଦ୍ର ! ହୃଦୟରୀ ଉଦ୍‌ଦେଶେ ଗାତ୍ରୀଗଣେର ନ୍ୟାୟ ଜଳସମୂହ ଆମାର ଯଜ୍ଞେ ନିହିତ ହଇଯାଇଛେ ।

୪ । ହେ ଶ୍ଵରିକୁଣ୍ଠ ! ତୋମାଦେର ରକ୍ଷାର୍ଥ କର୍ମସକଳ ପାପଶୂନ୍ୟ ଆହୁଯ-
ମାନ ଇନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ମୃଦୁ କରନ କରିତେହେ । ହେ ବାସପ୍ରଦ ! ମୋର ଆହୁତ
ହଇଯା ଶୋତ୍ରକାଳେ ତୋମାର ସମୁଖେ ନିହିତ ହଇତେହେ ।

୫ । ଇନ୍ଦ୍ର ଆମାଦେର ମୁଖ୍ୟବିଶିଷ୍ଟ ମୋମେ ପ୍ରେରିତ ହଇଯା ଅଥେର ନ୍ୟାୟ
ଗମନ କରିତେହେନ । ହେ ଆମାଦବାନ୍ (ଇନ୍ଦ୍ର) ! ତୋମାର ଶୋତ୍ରାଗଣ ଏହି
ମୋର ମୁହଁରୁ କରିତେହେ, ତୁମି ପୁକର ପୁକର ଆହ୍ଵାନକେ ପ୍ରୀତିକର କର ।

୬ । ଦୀର, ଉପ, ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଧନେର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୀତିକାରୀ ଏବଂ ମହାଧମେର
ବିଭୂତିଶ୍ଵରପ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ସ୍ତ୍ରତି କରି । ହେ ବଜ୍ରବାନ୍ ! ଜଳବିଶିଷ୍ଟ କୃପେରନ୍ୟାୟ
ସର୍ବଦୀ ବ୍ୟାଣ୍ଡିଯୁକ୍ତ ଧନେର ସହିତ ହୃଦୟାୟୌ (ଯଜମାନେର ମନ୍ଦଲେର) ଅନ୍ୟ
ପାଇ କର ।

୭ । ହେ ଦର୍ଶନୀୟ, ମହାମତି ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି ଦୂରଦେଶେଇ ଥାକ, ପୃଥିବୀତେଇ
ଥାକ, ଅଥବା ସ୍ଵର୍ଗେଇ ଥାକ, ଦର୍ଶନୀୟ ହରିଗଣକେ ରଥେ ଯୋଜିତ କରତଃ ଆଗମନ
କର ।

୮ । ତୋମାର ଯେ ବ୍ରଥବାହକ ଅଷ୍ଟ ଆଇଛେ, ତାହାରା ହିଂସାରୁହିତ, ଉହା
ବାୟୁର ବେଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ; ଇହାଦେର ସାହାଯ୍ୟେ ଦମ୍ୟଗଣକେ ନିହିତ କରିଯାଇ । ତୁମି
ମୁହଁକେ ବିଦ୍ୟାତ କରିଯାଇ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତ ବନ୍ଧୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଯାଇ (୧) ।

୯ । ହେ ଶୂର ମିବାସପ୍ରଦ (ଇନ୍ଦ୍ର) ! ତୋମାର ଏତ୍ୟପରିମିତ ମୂତମ
(ଧମେର) କଥା ଜୀବି, ତୁମି ଏଇରାପେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଧନ୍ୟାର୍ଥ ଏତ୍ୟକେ ଏବଂ ଦଶତ୍ରଙ୍ଗ-
ବିଶିଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁକେ ରକ୍ଷା କରିଯାଇଲେ ।

୧୦ । ହେ ସବ୍ବା ! ହେ ବଜ୍ରବାନ୍ ! ପବିତ୍ର ଯଜ୍ଞେ କଣ୍ଠକେ ଏବଂ ଶତରାଣୀ-
ଭିଲାସୀ ଦୀର୍ଘନୀଥକେ ଏବଂ ଗୋଶର୍ଵାକେ ଯେ ଅଳ୍ପାରେ ରକ୍ଷା କରିଯାଇ, ଅଥ-
ଦ୍ୱାରା ମେଇରାପେ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ରକ୍ଷା କର ।

(୧) ଅର୍ଦ୍ଦାଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟଦିଗଙ୍କେ ନିହିତ କରିଯାଇ ମାନବ ଆର୍ଦ୍ଦଗଣକେ ଉତ୍ସତ କରିଯାଇ ।

৫১ স্তুতি।

ইন্দ্ৰ দেবতা।

১। হে ইন্দ্ৰ ! তুমি সাম্রাজ্য মনুৱ জন্য যেৱপে অভিযুক্ত সোম পান
কৱিয়াছিলে, হে মঘবা ! পুষ্ট এবং শীত্রগামী গোবিশিষ্ট মেধ্যাতিথি ও
নীপাতিথিৰ জন্য যেৱপ (সোম পান কৱিয়াছিলে)।

২। পার্বত্যান (খৰি) হৃক, শয়ান অক্ষমুকে উর্জ্জে স্থাপিত কৱিয়া
উপবেশন কৱাইয়াছিলেন। দম্যাগণেৰ পক্ষে হৃকন্ধুৰূপ খৰি তোষাকৃত্ক
রক্ষিত কৱিয়া সহস্র গো রক্ষা কৱিয়াছিলে।

৩। যাহাকে উক্তথেৰ দ্বাৰা লাভ কৱা যায়, যিনি খণ্ডিকৃতক প্ৰেৰিত
হইয়া সকলেৰ জাতা, বৃক্ষাভিলাষী, সেই ইন্দ্ৰেৰ অভিযুক্তে সেৱাৰ্থ সৃতন
স্তুতি উচ্চারণ কৱ।

৪। উক্তম স্থানে যাহার উদ্দেশে সপ্তশীর্ষবিশিষ্ট ও স্থানত্যযুক্ত
অচৰ্ণামন্ত্র উচ্চারিত কৱে, তিনি এই বিশৃঙ্খুৰূপ শক্ত্যুক্ত কৱিয়াছেন
এবং বল উৎপাদন কৱিয়াছেন।

৫। যিনি আমাদেৱ ধৰ্মাতা সেই ইন্দ্ৰকে আমৱা আহ্বান কৱি,
আমৱা উইঁৱ মৃতন অনুগ্ৰহ বুজি আনি, আমৱা যেন গোযুক্ত গোটে গুৰু
কৱিতে পাৰি।

৬। হে বাসপ্ৰদ, স্তুতিভাকৃ, মঘবা ইন্দ্ৰ ! তুমি দান কৱিব বলিয়া
যাহাকে দান কৱ, সে ধনেৰ পুষ্টিলাভ কৱে। তুমি এইন্দ্ৰ, অতএব
আমৱা অভিযুক্ত সোমবিশিষ্ট হইয়া তোষায় আহ্বান কৱিতেছি।

৭। হে ইন্দ্ৰ ! তুমি কখনও নিঃস্ত অসব হও না, তুমি হব্যদাহীৰ
সহিত যিলিত হও। তুমি দেবতা, তোষার দান বারুদ্বাৰ লিকটে আসিয়া
যিলিত হয়।

৮। যিনি বলপূৰ্বক অন্তু প্ৰয়োগ কৱিয়া শুষ্ঠকে বিমাশ কৱতঃ কৃপ
পূৰ্ণ কৱিয়াছিলেন, যিনি ঐ ছ্যালোককে প্ৰথিত কৱতঃ স্তুতি কৱিয়াছেন
এবং যিনি পাৰ্থিব হইয়া সমস্ত বস্তু উৎপাদন কৱিয়াছেন।

୯ । ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧ ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦାସଗଣ(୧), ଯାହାର ଧରମାଳକ ଓ ଶୋଭା, ଯିମି ଆର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ପବିକର ମୟୁଥେ ଉପହିତ ହନ, ମେହି ଧରମାଳା ତୋଯାର ସହିତ ମିଳିତ ହନ ।

୧୦ । ତୁରାଯୁକ୍ତ ବିଅଗଗ, ମୟୁକ୍ତ ହୃଦୟାବୀ ଅଞ୍ଚଳୀମୁଖ ଉଚ୍ଚାରନ କରିତେ-
ହେବ, ଇହାର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ଧର ପ୍ରଥିତ ହିତେଛେ, ପୁରୁଷୋଚିତ ବଳ ପ୍ରଥିତ ହଇଯାଛେ,
ଅଭିଯୁତ ସୋମ ପ୍ରଥିତ ହିତେଛେ ।

୫୨ ଟଙ୍କା ।

ଇତ୍ତା ଦେବତା ।

୧ । ହେ ଇତ୍ତା ! ବିବନ୍ଧାନୁ(୧) ମୟୁର ସୋମ ପୁରୈ ଯେଜପେ ପାନ କରିଯାଇ,
ତ୍ରିତେର ବଳ ଯେଜପ ଯୋଗାଇଯାଇ, ଆସୁର ସହିତ ଯେଜପ ପ୍ରମତ୍ତ ହଇଯାଇ ।

୨ । ମାତରିଶ୍ଵା ଯଜ୍ଞୀର ପୃଷ୍ଠ ଅଭିଷବ କରିତେ ଆରଣ୍ଡ କରିଲେ, ତୁମ
ଯେଜପ ପ୍ରମତ୍ତ ହଣ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୀକ୍ଷିବିଶିଷ୍ଟ ଦଶଶିଥୀ ଓ ଦଶୋଲୋର ସୋମ ପାନ
କରିଯା ଥାକ ।

୩ । ଯିନି କେବଳ ଉକ୍ତ ଧାରଣ କରେଲ, ଯିନି ହୃଷ୍ଟଜପେ ସୋମପାନ
କରେଲ, ଯାହାର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ମିତ୍ରେର କର୍ମେର୍ ନିକଟ ବିଷ୍ଣୁ ତିର ପଦ ଜ୍ଞେପ କରିଯା-
ଛିଲେମ ।

୪ । ହେ ବେଗବାନୁ, ଶତକ୍ରତୁ ଇତ୍ତା ! ତୁମ ଯାହାର ଯଜ୍ଞେ ଭୂତି କାମନା କର,
ହେ ଇତ୍ତା ! ମେହି ତୋଯାକେ ଆସୁରୀ ଆଭାତିଲାବୀ ହଇଯା, ଗୋଦୋହକ ଯେବେ
ଦୁର୍ଦ୍ଵାର୍ତ୍ତୀ ଗାଭୋ ଆହୁମାନ କରେ, ମେଇଜପ ଆହୁମାନ କରିତେହି ।

(୧) ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଲାର୍ଯ୍ୟଗଣେର ଉତ୍ତରଥ । ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଯ୍ୟଦିଗେର ବାଗୀ
କଥେ ବଶୀକୃତ ବା ଶିକ୍ଷିତ ହିଯା ଆର୍ଯ୍ୟର୍ ଓ ଶ୍ରୀତିନୀତି ଏହନ କରିଯାଇଲି ଓ ଇତ୍ତା
ଦିକେ ଭୂତି କରିତ, ତାହା ଅତୀର୍ଥାନ ହିତେଛେ । ଇହାରାଇ ପ୍ରଥମ “Hinduized
Aborigines.”

(୨) ମୁଲେ “ମନୋ ବିବନ୍ଧତି” ଆହେ । ଏଥାଲେ ମୟୁକ୍ତ ବିବନ୍ଧାଦେଶେ ପୁରୁଷ
ବଲିତେ ନା, ମୟୁକ୍ତେ ହିବସାନ ବଲିତେହେ ।

৫। যিনি আমাদের দাতা, তিনি আমাদের পিতা, তিনি মহান্ত, তিনি উগ্র, তিনি ঐশ্বর্যকর্তা। উগ্র, মধ্যা, প্রভুত থবিশিষ্ট ইন্দ্র আমাদিগকে গভী ও অশ্ব প্রদান করন।

৬। হে ইন্দ্র ! তুমি বাহাকে দান করিতে ইচ্ছা কর, সে ধর্ম পুষ্টিলাভ করে। আমরা ধনাভিলাষী হইয়া বসুপতি ও শতক্রুত ইন্দ্রকে স্নোত্বারা আহ্বান করিতেছি।

৭। তুমি কখন কখন আমে পতিত হও, তুমি উভয় একার (প্রাণীকে) রক্ষা কর। হে দ্বীরাবান্ন আদিত্য ! তোমার মুখকর আহ্বান অমর হ্যালোকে অবস্থান করে।

৮। হে স্তুতিভাক্ত, দাতা মধ্যা ! তুমি হ্যালীকে দান কর। হে বাসপ্রদ ! তুমি যেমন কখন শুধির আহ্বান অবগ করিয়াছিলে, সেইরণ আমাদের বাক্য, স্তুতি এবং অহ্বান অবগ কর।

৯। ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রাচীম স্নোত্র পাঠ কর, এবং স্নোত্র উচ্চারণ কর, যজ্ঞের পূর্বকালীন মহতী স্তুতি উচ্চারণ কর এবং স্নোত্রার মেধা বর্ক্ষিত কর।

১০। ইন্দ্র প্রভুত থন প্রেরণ করেন, দ্যাবা পৃথিবীকে প্রেরণ করিয়া ছেন, শূর্যকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং শ্বেতবর্ণ শৃঙ্গ (পদাৰ্থ সমূহকে) প্রেরণ করিয়াছেন। গবামিণিত সোম ইন্দ্রকে সম্বৰ্কনপে প্রমত্ত করিয়াছিল।

৫০ মৃক্ত।

ইন্দ্র দেবতা।

: । তুমি ধর্মীগণের উপর্যাক্রম, অভীষ্ঠবর্যীগণের জ্যেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষ, শক্তপুরবিদ্যারী, ধনজ ও স্বামী। হে মধ্যা ইন্দ্র ! আমি ধনার্থ তোমার যান্ত্রিক করিতেছি

। ২। যিনি অভ্যহ বর্জনাম হইয়া আয়ু, কুৎস এবং অধিতিথকে বৃক্ষ করিয়াছিলে, আমরা সেই হরিমাত্রক অশুক্র শতক্রুত ইন্দ্রকে অঙ্গাভিমাষী হইয়া আহ্বান করিতেছি।

୩ । ସେ ମୋର ମକଳ ଦୂରଦେଶେ ସୌକମ୍ଯହ ଯଥେ ଅଭିଭୂତ ହୁଏ, ଯାହାରା ନିକଟେ ଅଭିଭୂତ ହସ, ସେଇ ମମନ୍ତ ମୋରେର ରୁମ ଆୟାଦେର ଅଭିଷବ ଥିଲୁର ପେରଣ କରିଯାଇ ବାହିର କରକ ।

୪ । ତୁମି ଯେଥାମେ ମୋର ପାଇ କରିଯା ତୃପ୍ତ ହୁଏ, ମେଥାମେ ମମନ୍ତ ଶକ୍ର-ଗଣକେ ବିଲାଶ କର ଓ ପରାତ୍ମତ କର, ମମନ୍ତ ଧରି ଉପଭୋଗ ଯୋଗ୍ୟ ଇଉକ । ଶିକ୍ଷିଗଣେର ମଧ୍ୟେ ମୋର ତୋମାର ମଦକର ।

୫ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି କଲ୍ୟାଣତମଃ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି, ତୁମି ଯିତମେଧା, କଲ୍ୟାଣକର, ଅତୀଷ୍ଠପ୍ରଦ, ବଞ୍ଚୁସ୍ଵରପ ରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟେର ମହିତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଛାମେ ଆଂଗମନ କର ।

୬ । ଯୁଦ୍ଧେ ଦୁରାବାନୁ, ସାଧୁଲୋକେର ପାଲକ, ମମନ୍ତ ମୋକ୍ଷେର ଅଧୀଶ୍ୱର, ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଅଞ୍ଜାଗଣେର ମଧ୍ୟେ ପୁଜନୀର କରା, ଯାହାତୀ କର୍ମସମ୍ମଦ୍ବାରା (ମୁଖଳ) ଅବର୍ତ୍ତି କରେନ, ସେଇ ଉତ୍କୁଥୁତୁଚ୍ଚାରଣକାରୀଗଣ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନଭାବେ ସଜ୍ଜ ସମ୍ପାଦନ କରନ ।

୭ । ତୋମାର ମର୍ବାପେକ୍ଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯାହା କିଛୁ ଆହେ (ତାହା ଯେନ ଆମରା ପାଇ), ଆମରା ରକ୍ଷାର୍ଥ ତୋମାରଇ ହିଁବ, ଯୁଦ୍ଧକାଳେ ତୋମାରଇ ହିଁବ । ଆମରା ଜ୍ଞାତି ଏବଂ ଆହୁମଦ୍ବାରା ତୋମାଦେର ଭଜନ କରନ୍ତଃ ଜ୍ଞାତି ପାଠ କରିବ ।

୮ । ହେ ହରିନାମକ ଅଶ୍ଵବିଶିଷ୍ଟ (ଇନ୍ଦ୍ର) ! ଆମି ଅଶ୍ଵାତିଲାବୀ, ଅଶ୍ଵ-ତିଲାବୀ ଓ ଗବାତିଲାବୀ ହିଁରା ତୋମାର ସ୍ତୋତ୍ର କରି ଏବଂ ତୋମାର ରଙ୍ଗାଲାଟ କରିଯା ଯୁଦ୍ଧେ ଗମନ କରି । ଭରେର ମମନ୍ତ ତୋମାକେଇ ଶକ୍ରଗଣେର ମସୁଦେ ଛାଂଗନ କରି ।

୫୪ ଲ୍ଲକ୍ଷ ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା । ୩ ଓ ୪ ଖକେ ଅର୍ଯ୍ୟାମ୍ୟ ଦେବେରେ ଜ୍ଞାତି ଆହେ ।

୯ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଜ୍ଞାତିକାରୀଗଣ ସ୍ତୋତ୍ରଦ୍ଵାରା ତୋମାର ଏଇ ବୀର୍ଯ୍ୟେର ଅଶ୍ଵଂଶ କରିତେହେଲ । ତାହାରା ଜ୍ଞାତି କରିଯା ବଳ ଲାଭ କରିଯାଇଲ । ପୌରଗଣ କର୍ମ-ଦ୍ଵାରା ହୃଦ କ୍ରମଶୀଳ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ବାଣୀ କରିଯାଇଲ ।

২। হে ইন্দ্র ! যাহাদের (মোমাভিষবে) তুমি অমৃত হও, তাহারা উৎকৃষ্ট কর্মদ্বারা তোমায় ব্যাপ্ত করিতেছে। যেকোন সম্ভর্ত ও কৃশের অতি প্রিয় হইয়াছিলে, সেইকল আমাদের অতি প্রিয় হও।

৩। সমস্ত দেবগণ সমান প্রীতিযুক্ত হইয়া আমাদের অভিযুক্তে এবং আমাদের সমীপে আগমন করল। বশু ও কন্দ্রগণ রুক্ষার্থ আগমন করল, মকুগণ আহ্বান অবণ করল।

৪। পৃষ্ঠা, [বিষ্ণু, সরষ্টা, সপ্তসিঙ্গু, জল, বায়ু, পর্বত, বন্ধুত্ব আমার যজ্ঞ রুক্ষ করল, পৃথিবী তাহার অবণ করল।

৫। হে ইন্দ্র ! তোমার যে ধন আছে, হে শ্রেষ্ঠ মন্তব্য ! হে হৃত্তব্য ! একত্রে অমৃত হইয়া সমৃক্ষ ও দানার্থ সেই ধনের সহিত প্রবৃক্ষ হও, তুমি তজনীয়।

৬। হে যুক্তপতি, মুকুর্মা ও নৃপতি ! তুমিই আমাদের যুক্তে লইয়া যাও, শুরু যায় (দেবগণ) স্তোত্র এবং যজ্ঞকালে উক্তগার্থ যিলিত হন।

৭। আর্য ইন্দ্রে অনেক আশীর্বাদ আছে, মনুষ্যগণের আয়ু আছে, হে মন্তব্য ! আমাদিগকে ব্যাপ্ত কর, রক্ষিত অন্ন দান কর।

৮। হে ইন্দ্র ! আমরা স্তুতিদ্বারা তোমার পরিচয়া করিব, হে শক্তকর্তু ! তুমি আমাদিগের। হে ইন্দ্র ! তুমি প্রাক্কণের উদ্দেশ্যে প্রচুর সূল এবং অক্ষীণ ধন প্রেরণ কর।

৫৫ পৃষ্ঠা।

ইন্দ্র দেবতা।

১। ইন্দ্রের কর্ম ভূরি বলিয়া জানিয়াছি। হে দম্যুগণের রক্ষক ! তোমার ধন আমাদের অভিযুক্তে আগমন করিতেছে।

২। আকাশে যেকোন তারা শোভা পায়, সেইকল শত শত রূপ শোভা পাইতেছে, তাহারা মহত্বে ছালেককে যেন স্তুতি করিতেছে।

৩। শতবেণু, শতশা, শতমুক্ত চর্ষ, শতবলুজ স্তুক এবং চারিশত অঙ্গী(১)রহিয়াছে ।

৪। হে কৃগোত্রীয়গণ ! তোমরা অঘে অঘে বিচরণ করতঃ অথ-
গণের ন্যায় পুনঃ পুনঃ গমন করতঃ মুন্দর দেববিশিষ্ট হইয়াছ ।

৫। সপ্তসংখ্যাবিশিষ্ট, অন্মোর অনূল, ইন্দ্রের উদ্দেশেই মহাঅঘ
অক্ষিণ হইতেছে । শামৰ্বণ পথ অক্রিতম করিয়া চক্ষুদ্বারা গৃহীত
হইতেছে ।

৫৬ সূত্র ।

অগ্নি দেবতা ।

১। হে দস্যুগণের হৃকস্তুপ ! তোমার অঙ্গীণ ধন দর্শিত হইয়াছে,
তোমার সেনা ছালোকের ন্যায় বিস্তৃত ।

২। তৃষ্ণি দস্যুর হৃকস্তুপ, তোমার নিতাধন হইতে আমাকে দশসহস্র
অগ্নি কর ।

৩। আমাকে একশত গৰ্দভ, একশত মেষী(১) এবং একশত দাঁস
অগ্নাম কর ।

৪। অশ্বয়ের ন্যায় সেই একাশ ধন শুক্রপ্রজ্ঞ বাস্তির উদ্দেশে
ঙ্গাহাসের মিকট গমন করে ।

৫। অগ্নি জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি জ্ঞানবানু, মুন্দর রথবিশিষ্ট এবং
হৃষ্যবাহী । তিনি শুভ্র করণে গমনশৈল ও হৃহৎ হইয়া শোভা পাইতে
হেল, সৰ্পে স্বর্য্যাও শোভা পাইতেছেন ।

(১) মূলে এক এই “শতং বেহুন্ শতং শুবঃ শতং চৰ্ষাপি মুত্তামি শতং মে
বলুজ স্তুকাঃ অঙ্গীণাং চতুঃশতং ।” এসকল শব্দের অর্থ বুবিতে পারি নাই ।

(২) মূলে উর্ণবজি আছে, অর্থ মেষী । পশ্চর সচিত দাসগণকেও দান
করা অধা ছিল, তাহা বাধেদের অনেক মূলে দেখিতে পাওয়া যায় । “One
hundred Slaves.”—Muir’s Sanscrit Texts (1884), Vol. v., p. 461.

৫৭ পৃষ্ঠা।

অশ্বিনী দেবতা।

১। হে নাসত্যদ্বয় ! তোমরা পুর্বকালে নির্মিত রথের সাহায্যে যজ্ঞে
আগমন কর । তোমরা যজ্ঞৌষ ও দেবতা ; তোমরা নিজ কর্মবলে তৃতীয়
সবন পান কর ।

২। দেবগণের সংখ্যা ক্রয়ক্রিংশ(১), তাহারা সত্য, তাহারা যজ্ঞের
সমুখে দৃষ্ট হন । হে দৌশিমানু অশ্বিবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয় ! তোমরা আমাদের,
এই সোম যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া পান কর ।

৩। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা দ্যুলোক, চুলোক ও অস্তুলোকের
অভীন্দবর্যৈ, তোমাদের উদ্দেশে স্তুতি করিয়াছি । যাহারা সহস্র স্তুতি
করে, যাহারা গোঘাঁগে প্রস্তুত হয়, পানীর্থ তাহাদের সকলের নিকট
উপস্থিত হও ।

৪। হে নাসত্যদ্বয় ! এই তোমাদের ভাগ নিহিত হইয়াছে, এই
তোমাদের স্তুতি, তোমরা আগমন কর, আমাদের জন্য মধুমান্ত সোম
পান কর, হব্যদায়ীকে কর্মদ্বাৰা রক্ষা কর ।

৫৮ পৃষ্ঠা।

অশ্বি দেবতা।

১। সহস্র খত্তিকগণ যাহাকে বহু প্রকারে কল্পনা করতঃ এই যজ্ঞ
সম্পাদন করিতেছেন, যিনি বাঁকা উচ্ছারণ না করিলেও স্তুতিকারীরপে নিযুক্ত
আছেন, তাহার বিষয়ে যজমানের কি জ্ঞান আছে ? ।

২। এক অশ্বি, বহু প্রকারে সমিক্ষ হইয়াছেন, এক স্তৰ্ণ্য সমন্বয়ে বিশে
প্রচুর হইয়াছেন, এক উষ্ণ এই সমন্বয়ে প্রকাশিত করিতেছেন । এই
একই সর্বশেষ কারণে হইয়াছেন(১) ।

(১) ৩৩ অন্ত দেবের উল্লেখ ।

(১) “একই বৈ ইদং বিবৃত্ব সর্বৎ ।” মূলে এই আছে ।

୩ । ଯୋତିଷ୍ଠାନ୍, କେତୁମାନ୍, ଚକ୍ରତ୍ୱବିଶିଷ୍ଟ, ମୁଖକର ବୁଧସ୍ଵରଗ ଓ
ଉପବେଶନଯୋଗ, ଅଣ୍ଟିକେ ଅନ୍ତର ପରିମାଣେ ପାଇନାର୍ଥ ଏହି ଯଜ୍ଞେ ଆହ୍ଵାନ କରି,
ତୀହାର ସହିତ ମିଳି ହିଲେ ବିଚିତ୍ର ଧରନାତ ହୁଏ ।

୯ ଲେଖ ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ବକ୍ରଣ ଦେବତା ।

୧ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ବକ୍ରଣ ! ଯହାଯଜ୍ଞେ ସୋମାଭିଷବେ ତୋମାଦିଗଙ୍କେ ଆହ୍ଵାନ
କରିତେଛି, ଏହି ତୋମାଦେର ଭାଗଧୟ, ଉତ୍ସାର ଅଭୁମରଣ କର, ଅତି ଯଜ୍ଞେ ସବନ
ମକଳକେ ପୋରଣ କର, ସୋମାଭିଷବକାରୀ ଯଜ୍ଞାଳକେ ଦାନ କର ।

୨ । ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ବକ୍ରଣ ଅବଶ୍ଵିତ କରିତେଛେ, ତୀହାରୀ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେର ପାରେ
ପଥେ ଗମନ କରିତେହେ । କୋମନ୍ ଦେଵଶୂଳ ବ୍ୟକ୍ତି ତୀହାଦେର ଶକ୍ତି ହିତେ
ପାରେ ନା । (ତୀହାଦେର ଅଭୁଗ୍ରହ) ମୁସମ୍ପାର ଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜଳ ମହିମା ଲାଭ
କରିତେହେ ।

୩ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ବକ୍ରଣ ! ଏକଥାର ସତ୍ୟ, ଯେ ସନ୍ତ୍ଵାନି ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ କୃଣ
ଖସିର ସୋମ ପ୍ରଥାର ଦୋହନ କରିତେହେ, ତୋମରା ଶୁଭକର୍ମେର ପାଲକ । ସେ
ଅହିଂସିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତୋମାଦିଗେର କର୍ମଦ୍ଵାରା ପାଲନ କରେ, ସେଇ ହବ୍ୟଦୀୟାକେ
ହ୍ୟବ୍ୟଦୀୟା ପାଲନ କର ।

୪ । ହୃଦୟଶୀଳ, ଅନ୍ତୁତ ଦାନଶୀଳ, କମଳୀର, ସନ୍ତୁଭଗିଣୀଗଣ ଯଜ୍ଞଗୃହେ
ଅନ୍ତୁତ ମାନବିଶିଷ୍ଟ (ହିନ୍ଦୁରାତ୍ମନ) । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ବକ୍ରଣ ! ଯାହାରା ତୋମାଦେର
ଉଦ୍ଦେଶେ ହୃଦୟ କରେ, ତୀହାଦେର ଉଦ୍ଦେଶେ (ସଜ) ଧାରଣ କର ଏବଂ ସଜ-
ମାନକେ ଦାନ କର ।

୫ । ଦୌଷିଣ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ବକ୍ରଣେର ଲିକଟ ଯହାସୋଭାଗ୍ୟ ଲାଭେର ଜନ୍ୟ
ଇନ୍ଦ୍ରେର ସତ୍ୟ ମହିମା କୌର୍ତ୍ତନ କରିବ । ଆସରା ହୃଦୟ କରଣ କରି, ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ବକ୍ରଣ ଶୁଭ
କାର୍ଯ୍ୟର ପତି, ତୀହାରା ତ୍ରିସନ୍ତ୍ରମଃଧ୍ୟକ (କାର୍ଯ୍ୟଦ୍ଵାରା) ଆମାଦିଗଙ୍କେ ରକ୍ଷା କରନ ।

୬ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ବକ୍ରଣ ! ତୋମରା ପୂର୍ବେ ଖସିଗମକେ ଯେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ବାକୀ,
ଶୁଭ ଏବଂ ଶୁଭ ପ୍ରାଣ କରିଯାଇ ଏବଂ ଯେ ସକଳ ହୃଦୟ ଅନ୍ଦାନ କରିଯାଇ,
ଆସରା ସୀର ଏବଂ ଯଜ୍ଞେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ତଥଃ ଘାରା ମେହିମା ମହିମା କରିବ ।

୧ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଯେ ଧରମକ୍ଷିତେ ମନେର ତୃପ୍ତି ହୟ, ଗର୍ବ ଆମ୍ବାୟନୀ, ଯାମାନକେ ତାହାଇ ଅନ୍ତର କର, ଆମାଦିଗକେ ଅଜ୍ଞା, ପୁଣି ଏବଂ ଭୂତି ଅନ୍ତର କର । ଆମରା ଦୀର୍ଘଯୁଃ ହିତେ ପାରି ଏହି ଜଳ୍ୟ ଆମାଦେର ଆଶ୍ରମ ରକ୍ଷା କର । ଇତି ବାଲଖିଳ୍ୟ ସମାପ୍ତ ।

୬୦ ଲ୍ଲଟ ।

ଅଧି ଦେବତା । ଅଗମଥେର ପୁନ୍ତ ରଗ ଶ୍ଵର ।

୨ । ହେ ଅଧି ! ଅଧିଗଣେର ସହିତ ଆଗମନ କର, ତୋମାଯେ ହୋତା ବଲିଙ୍ଗୀ ବରନ କରିତେଛି; ସ୍ଵତତ୍ରତା ହବିଅନ୍ତି କୁଣ୍ଡେ ଉପବେଶନ କରାଇଥା ତୋମାକେ ଅନୁକ୍ରତ କରୁକ ।

୩ । ହେ ବଲେର ପୁଣ୍ୟ ଅଞ୍ଜିରା ! କ୍ରକ ମକଳ ଯଜ୍ଞେ ତୋମାକେ ଲାଭ କରିବାର ଜଳ୍ୟ ଗମନ କରିତେହେ । ବଲେର ପୁଣ୍ୟ ଅନ୍ତିଶ୍ରୀ ଜ୍ଵାଳାୟକ୍ଷେତ୍ର, ପୁରାତନ ଅଧିକେ ଆମରା ଯଜ୍ଞେ ଶ୍ଵର କରି ।

୪ । ହେ ତୁମି ! ତୁମି କବି, ତୁମି କଲେର ବିଧାତା । ହେ ପାବକ ! ତୁମି ହୋତା ଓ ଯାଗଯୋଗ୍ୟ । ହେ ଶ୍ରୀ ! ତୁମି ଆମୋଦଯୋଗ୍ୟ, ତୁମି ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଯାଗଯୋଗ୍ୟ, ଯଜ୍ଞେ ବିପ୍ରଗଣ ମନମନ୍ତ୍ରଦ୍ୱାରା ତୋମାର ଶ୍ରୁତି କରେ ।

୫ । ହେ ଅଧି ! ତୁମି ରଙ୍ଗକ, ସତ୍ୟସକଳ, ତୁମି କବି, ତୁମିଇ ସର୍ବତଃ ବିଜ୍ଞୁତ । ହେ ସମିଦାୟାନ, ଦୀପ ଅଧି ! ବିଶ୍ଵ କ୍ଷୋଭାଗଣ ତୋମାର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିତେହେ ।

୬ । ହେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଚିକାରୀ ଅଧି ! ଦୀପ ହଣ ଓ ଦୀପ କର । ଏଜାଗଣେର ଅନ୍ୟ ଶ୍ରୋତାର ଜଳ୍ୟ ସୁଧ ଅନ୍ତର କର । ତୁମି ଯତ୍ନ । ଆମର କ୍ଷୋଭାଗଣ ଦେବଦୂତ ସୁଧ ଆଶ ହଟୁକ । ତାହାର ଶକ୍ତପରାତବକର ଓ ସୁଅଧିବିଶିଷ୍ଟ ହଟୁକ ।

৭। হে অগ্নি ! পৃথিবীকু শুক কাঠ যে প্রকারে দক্ষ কর, হে মিত্রগণের পুজক ! আমাদের স্রোতকারীকে এবং যে আমাদের মন্দ করিতে চায় তাহাকে সেই প্রকারে দক্ষ কর ।

৮। হে অগ্নি ! আমাদিগকে হিংসাকারী বলবানু মন্ত্রের বশীভূত করিও না । যে মন্দ কথা কয়, তাহার বশীভূত করিও না । হে যুবতী ! তোমরা রক্ষাকার্য হিংসাশূন্য আপদ হইতে উদ্ধারকারী ও সুখকর । উহা দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর ।

৯। হে অগ্নি ! আমাদিগকে এক খকের দ্বারা রক্ষা কর, দ্বিতীয় খকের দ্বারা রক্ষা কর । হে বলপতি ! তিনি বাক্যের দ্বারা পালন কর । হে বাসগ্রাম ! চারি বাক্যের দ্বারা পালন কর ।

১০। সমস্ত রাক্ষস ও দানবশূন্য লোক হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর । সংগ্রামে আমাদিগকে রক্ষা কর । তুমি নিকটবর্তী ও বন্ধুস্বরূপ ; যজ্ঞের জন্য ও সমৃদ্ধির জন্য তোমায় প্রাপ্ত হইব ।

১১। হে পাদক অগ্নি ! আমাদিগকে অমরবর্জন, প্রশংসনীয় ধন প্রদান কর । হে সমৌপবর্তী ধনদাতা ! আমাদিগকে মুনীতিদ্বারা অনেকের স্মৃহনীয় অভ্যন্তর কৌর্তিযুক্ত ধন দান কর ।

১২। যে ধনদ্বারা আমরা যুক্তে দ্বর্বানু শক্ত ও অন্তর্কেপকদিগের হন্ত হইতে উদ্ধার হইয়া তাহাদিগকে হিংসা করিব, (তাহা প্রদান কর), তুমি প্রজ্ঞাবলে বাসগ্রাম, তুমি আমাদিগকে বর্জিত কর । অহম্বারা বর্জিত কর ; আমাদিগের ধনপ্রাপ্ত কর্ত্তৃ সকল মুসল্পন্ন কর ।

১৩। হ্যভের ল্যায় শৃঙ্খ তীক্ষ্ণ করতঃ অগ্নি যন্তক কল্পিত করিতে হৈল । অগ্নির হয়সকল তীক্ষ্ণ, কেহ উহা নিবারণ করিতে পারে না । অগ্নির দস্ত উত্তম, তিনি বলের পুত্র ।

১৪। হে ব্রহ্মিদেব অগ্নি ! যেহেতু তুমি বর্জিত হও, অতএব তোমার দস্ত কেহ নিবারণ করিতে পারে না । হে অগ্নি ! তুমি হোতা, তুমি আমাদের হ্বয় উত্তমরূপে হোম কর, আমাদিগকে বরণীয় বহুধর দান কর ।

১৫। হে অগ্নি ! মাতৃভূত বলে বর্তমান (অরণিদ্বয়ে) নিদ্রা ঘাই-তেছ । যন্ত্রযগণ তোমাকে সম্মান করে, পঞ্চাং তুমি অনলস হইয়া

হ্রদায়ীর হ্রয় দেবগণের নিকট বহন কর। অনন্তর দেবগণের মধ্যে শোভাপান্তি।

১৬। হে অগ্নি ! সেই তোমাকেই সপ্ত হোতান্তব করে। তুমি দান-শীল ও অক্ষীণ। তুমি তাপপ্রদ তেজোবলে মেঘকে ভেদ কর। হে অগ্নি ! আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া অগ্রে গমন কর।

১৭। হে (স্তোত্রাংগণ) ! তোমাদের জন্য অগ্নিকেই আহ্বান করি। আমরা বহি' ছিম করিয়াছি ও হ্রয় নিধান করিয়াছি, অগ্নি কর্মধারী বহুলোকে বর্ণমান ও সমস্তলোকের হোতা।

১৮। হে অগ্নি ! উত্তম সাময়ুক্ত গৃহে (যজমান) প্রজ্ঞাবলে প্রজ্ঞাবান্ত লোকের সহিত তোমার স্তব করিতেছে। হে অগ্নি ! আমাদের রক্ষার্থ আপন ইচ্ছায় নিকটবর্তী নান্মা রূপধারী অগ্নি আহ্বণ কর।

১৯। হে অগ্নি ! হে দেব ! হে স্তুতি ! তুমি প্রজাগণের পালক, রাক্ষস-গণের সন্তাপপ্রদ। তুমি যজমানের গৃহপালক, উহা কখন ত্যাগ কর না, তুমি মহান्, তুমি হ্রলোকের পাতা, যজমান গৃহে সর্বদা বর্ণমান।

২০। হে দীপ্তধন অগ্নি ! রাক্ষসাদি আমাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট না হউক, জ্বালান্তগণের পৌত্র যেন প্রবিষ্ট না হয়। দাঁরিদ্র্য, হিংসাকারী ও বলবান্মু রাক্ষসগণকে বহুদূরে পরিহার কর।

৬১ স্কৃত।

ইন্দ্র দেবতা। অগ্নাদের পুত্র তর্গ খণ্ডি।

১। ইন্দ্র আমাদের এই উভয়বিধ বাক্য প্রবণ করন। আমাদের সহগায়ী কর্মযুক্ত হইয়া মঘবান্মু অত্যন্ত বল লাভ করতঃ সোমপানার্থ আগমন করন।

২। দাঁবাপৃথিবী সেই শোভমান হাতিপ্রদ ইন্দ্রের সংস্কার করিয়া-হেন। তাহাকে বলের জন্য সংস্কার করিয়াছিলেন। এই জন্য হে ইন্দ্র ! তুমি উপমালভূত দেবগণের মুখ্য হইয়া বেদীতে উপবিষ্ট হও এবং তোমার মম সোমাভিলায়ী।

৩। হে বহুমবানু ইন্দ্র ! তুমি (জর্টে) অভিযুক্ত সৌম সেক কর, হে হরিমামক অশ্বযুক্ত ইন্দ্র ! তোমাকে সংগ্রামে শক্রগণের অভিভবকারী, কাহারও দ্বারা অধৰ্মনীয় ও আমোর ধৰ্ষক বলিয়া জানি ।

৪। হে যমবানু ইন্দ্র ! তোমার সত্য কেহ হিংসা করিতে পাঁচে না, যাহাতে ক্রতুদ্বারা (ফল) কামনা করিতে পারি তাহাই হউক, হে হযুক্ত বজ্রবানু ! তোমার আশ্রয়ে অশ্ব ভজনা করিব এবং শীত্র শক্রগণকে অভিভব করিব ।

৫। হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র ! সমস্ত বৃক্ষার সহিত অভিমত ফল প্রদান কর । হে শূর ! তুমি যশস্বী ও ধনপ্রাপক, তোমাকে ভাগ্যের ন্যায় পরিচর্যা করি ।

৬। হে ইন্দ্র ! তুমি অশ্বের পোষক, তুমি গোসমূহের সংখ্যা হৃদি কর, তুমি হিরণ্যগুণারীর ও উৎস সন্দৃশ । তুমি আমাদের যাহা দান করিতে বাসনা কর, তাহা কেহই হিংসা করিতে পাঁচে না । অতএব যাহা যান্ত্রী করি, তাহা আহরণ কর ।

৭। হে ইন্দ্র ! তুমি আগমন কর । তুমি ধনদানার্থ পরিচর্যাকারীকে ধন প্রদান কর । আমি গাঁভী ইচ্ছা করি, আমাকে গোসমূহ প্রদান কর । আমি অশ্ব ইচ্ছা করি, আমাকে অশ্ব প্রদান কর ।

৮। হে ইন্দ্র ! তুমি বহুশত ও বহুমহস্ত পশুযুথ প্রদানের অনুমতি কর । নগরবিদারক ইন্দ্রকে বৃক্ষার্থ স্বব করতঃ বিবিধ বাক্যযুক্ত হইয়া তাহাকে আমাদের অভিযুক্তে আনন্দ করিব ।

৯। হে ইন্দ্র ! হে শতক্রতু ! হে অপ্রতিহত ক্রোধবিশিষ্ট ! হে সংগ্রামে অহক্ষার বিশিষ্ট ! যে মেধাশূন্য, বা মেধাবী তোমার স্বব করে, তোমার অশুগ্রহে সে আনন্দিত হয় ।

১০। উগ্রবাহ, বধকারী, নগরবিদারী ইন্দ্র যদি আমার আহ্বান শ্রবণ করেন, তাহা হইলে আমরা ধনাভিলাষে ধনপতি, বহুক্ষৰ্ম্মা ইন্দ্রকে স্তোত্রবার্তা আহ্বান করিব ।

১১। আমরা পাপী, আমরা ইন্দ্রকে জানি না । আমরা ধনশূন্য, আমরা অশ্বিন্দিত, আমরা ইন্দ্রকে জানি না, অতএব একগে আমরা

সোম অভিষুত হইলে তাহার জন্য একত্রিত হইয়া ইন্দ্রকে স্থা করিয়া লইব।

১২। উগ্র ও যুক্ত শক্রগণের অভিভবকর ইন্দ্রকে আমরা ঘোষিত করিব। তাঁহার পূজা ধ্যানের ন্যায় (অবশ্য প্রদেয়)। তিনি অহিংসমীয়, রথস্বামী এবং বহু অশ্বের সহিত খ্রিলিত বেগবান্ন অশ্বকে জানেন, তিনি দাতা, তিনি (বহুলোকের মধ্যে) আমাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৩। হে ইন্দ্র ! যাহা হইতে আমরা তয় পাই, তাহা হইতে আমাকে অভয় প্রদান কর। হে মৰ্যবন্ন ! তুমি সমর্থ, আমাদের অভয় প্রদানার্থ রক্ষাকার্য সম্পাদনদ্বারা শক্রগনকে ও হিংসাকারীগণকে বিলাশ কর।

১৪। হে ধনস্বামী ! তুমই মহাধনের পরিচয়াকারীর গৃহের বর্দ্ধ-য়িতা। হে মৰ্যবান্ন ! হে স্তুতিভাক ! তুমি এইরূপ হওয়ায় আমরা সোম অভিষ্ব করতঃ তোমায় আহ্বান করিতেছি।

১৫। এই ইন্দ্র সকলের জ্ঞাতা, ইনি বৃত্তহা, ইনি পরপালয়িতা ও বর-গীর। মেই ইন্দ্র আমাদের (পুরু) রক্ষা করুন। শেষ পুরু রক্ষা করুন, মধ্যম পুরু রক্ষা করুন, আমাদিগকে সম্মুখ ও পশ্চাত্ত উভয় দিক্ক হইতে রক্ষা করুন।

১৬। হে ইন্দ্র ! তুমি আমাদিগকে পশ্চাত্তাগ হইতে, পূর্ব ভাগ হইতে ও উধোতাগ হইতে ও উত্তর ভাগ হইতে, সর্ব দিক্ক হইতে রক্ষা কর। হে ইন্দ্র ! দৈব ভয় আমাদের নিকট হইতে দূরে লিঙ্গেণ কর, অদেব অন্তর শন্ত দূর করিয়া দেও।

১৭। হে ইন্দ্র ! অন্য ও কল্য এবং পরেও আমাদিগকে ভাণ কর। হে সাধুগণের পালক ! আমরা তোমার জ্ঞাতা, সকল দিন আমাদিগকে রক্ষা কর।

১৮। এই মৰ্যবান্ন শূর, বহুধৰ্মবিশিষ্ট, ইন্দ্র ধীরত্বের জন্য সকলের সহিত খ্রিলিত হন। হে শতক্রতু ! তোমার মেই দুই অভিলাষপ্রদ বাছ বজ্জ প্রহণ করক।

୬୨ ଲ୍ଲକ୍ଷ ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା । କଣେର ପୁତ୍ର ପ୍ରଗାଢ଼ ଥରି ।

୧ । ଯେ ହେତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ସେବା କରେଲ, ଅତେବ ଉହାର ଉଦ୍ଦେଶେ ସ୍ଵତି ଉଚ୍ଚାରଣ କର । ସୋମ୍ୟୁକ୍ତ ଲୋକେ ଇନ୍ଦ୍ରେର ଅନୁର ଅନ୍ନ ଉକୁଥମନ୍ତ୍ରଦାରୀ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରେ । ଇନ୍ଦ୍ରେର ଦାନ କଳ୍ୟାଣକର ।

୨ । ଅମହାୟ, ଅମୃତ, ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣେର ମୁଖ୍ୟ, ବିଳାଶେର ଅଶକ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଜାଗଣକେ ଓ ସମନ୍ତ ଜ୍ଞାତବସ୍ତ୍ରକେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହିତେଛେ । ଇନ୍ଦ୍ରେର ଦାନ କଳ୍ୟାଣକର ।

୩ । ଧନ ଦାତା ଇନ୍ଦ୍ର ଅଧୋଜିତ ଅଶ୍ଵର ସାହୀଯେ ଭୋଗ କରିତେ ଇଚ୍ଛା କରିତେଛେ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମি ସାଂପର୍ଯ୍ୟପ୍ରଦ, ତୋମାର ମହତ୍ତ୍ଵ ସ୍ଵତିଦୋଷ୍ୟ । ଇନ୍ଦ୍ରେର ଦାନ କଳ୍ୟାଣକର ।

୪ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଆଗମନ କର, ତୋମାର ଉତ୍ସାହବର୍ଦ୍ଧକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଵତି କରିବ । ହେ ସର୍ବାପେକ୍ଷଣ ବଲବାନ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି ଏଇ ସ୍ଵତିଅୟୁକ୍ତ ଅନ୍ନଭିଲାସୀ ଶୋତାର ମଞ୍ଜଳ କରିତେ ଇଚ୍ଛା କର । ଇନ୍ଦ୍ରେର ଦାନ କଳ୍ୟାଣକର ।

୫ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମାର ମନ ଗର୍ବିତ ହିତେଓ ଗର୍ବିତ, ତୁମି ତୌତ୍ର ମୋମ ପ୍ରଦାନଦାରୀ ପରିଚର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ନମନ୍ତାରଦାରୀ ଅନନ୍ତରକାରୀ ସଜମାନକେ (ଅଭିମତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କର) । ଇନ୍ଦ୍ରେର ଦାନ କଳ୍ୟାଣକର ।

୬ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି ସ୍ଵତିଦାରୀ ପରିଚିନ୍ତା ହଇଯା ଅମୂଳ୍ୟ ଯେମନ କୁପ ଦର୍ଶନ କରେ, ମେଇକୁପ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଦର୍ଶନ କରିତେହ ଏବଂ ଶ୍ରୀତ ହଇଯା ଅନ୍ତକୁ ମୋମ୍ୟୁକ୍ତ (ସଜମାନେର) ଉପଯୁକ୍ତ ବଙ୍ଗୁ ହିତେଛ । ଇନ୍ଦ୍ରେର ଦାନ କଳ୍ୟାଣକର ।

୭ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମାର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ତୋମାର ଅଞ୍ଜା ଅନୁମରଣ କରତଃ ସମନ୍ତ ଦେବଗନ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଞ୍ଜା ଧାରଣ କରେ । ତୁମି ଗୋପତି, ବହଲୋକ ସ୍ଵତ । ଇନ୍ଦ୍ରେର ଦାନ କଳ୍ୟାଣକର ।

୮ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମାର ମେଇ ଉପମାନଚୂତ ବଳ ସଜ୍ଜାର୍ଥ ସ୍ଵତି କରି । ହେ ସଜ୍ଜପତି ! ତୁମି ବଲେର ଦାରୀ ହତକେ ହମନ କରିଯାଇ । ଇନ୍ଦ୍ରେର ଦାନ କଳ୍ୟାଣକର ।

୯ । ଅଶ୍ୱରବତୀ ରମ୍ଭୀ ସେବନ ରମାଭିଲାସୀ (ପୁରୁଷକେ ବଶୀଭୂତ) କରେ, ମେଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ଯଶୁରଗଣକେ ବଶୀଭୂତ କରେନ । ଉହାରା (ସମ୍ବସରାଦି) କାଳ ଲାଭ କରେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଉହାଦିଗଙ୍କେ ଜ୍ଞାନାଇଯ୍ୟ । ଦେବ, ଅତ୍ୟବ ତିନି ସର୍ବତ୍ର ବିଖ୍ୟାତ । ଇନ୍ଦ୍ରେର ଦାନ କଲ୍ୟାଣକର ।

୧୦ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ବଲ ପଶୁବିଶିଷ୍ଟ ସେ (ସଜମାନଗଣ) ତୋମାର ଅନୁଭୁତି ମୁଖଭୋଗ କରେ, ତୋହାର ତୋମାର ଉତ୍ପନ୍ନ ବଲ ପ୍ରଭୂତନଙ୍କେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରେ, ତୋମାଯ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରେ, ତୋମାର ଅଞ୍ଜଳି ବର୍ଦ୍ଧିତ କରେ । ଇନ୍ଦ୍ରେର ଦାନ କଲ୍ୟାଣକର ।

୧୧ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ସାବଧନ ନୀତିପାଇ, ତାବଦ ତୋମାତେ ଓ ଆମାତେ ମିଳିତ ଛଇବ । ହେ ହରହା, ବଜ୍ରବାନ୍ ଓ ଶୂର ! ଅନ୍ଦାରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଓ ତୋମାର ଦାନେର ଅଶ୍ଵସା କରିବେ । ଇନ୍ଦ୍ରେର ଦାନ କଲ୍ୟାଣକର ।

୧୨ । ଆମରା ଇନ୍ଦ୍ରକେ ମତାଇ ସ୍ଵବ କରିବ, ମିଥ୍ୟା ସ୍ଵବ କରିବ ନା, ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ରବିରତଦିଗଙ୍କେ ପ୍ରଭୂତ ପରିମାଣେ ବସ କରେନ, ଅଭିଷବକାରୀଙ୍କେ ପ୍ରଭୂତ ଜ୍ୟୋତିଃ ଅନ୍ଦାନ କରେନ । ଇନ୍ଦ୍ରେର ଦାନ କଲ୍ୟାଣକର ।

୬୩ ଶ୍ଵତ୍ର ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା; କେବଳ ଶୋଷ ଝକେର ଦେବଗଣ ଦେବତା । କଣେର ପୁତ୍ର ପ୍ରଗାଥ ଝବି ।

୧ । ତିନି ଅଧିନ, ତିନି ପୂଜ୍ୟଗଣେର କର୍ମପ୍ରସ୍ତୁତ କମନୀୟ, ତିନି ଆଗମନ କରିତେଛେନ । ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଲାଭ କରିବାର ଉପାୟସ୍ଵରୂପ କର୍ମ ସକଳକେ ପିତା ଯହୁ ଦେବଗଣେର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରାପ୍ତ ହିୟାଛିଲେନ ।

୨ । ସୋମାଭିଷବେ ନିୟୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାତା ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଗରିତାଗ କରେ ନା, ଉକ୍ତ ଓ ଶ୍ରୋତ୍ର ସକଳ ଉଚ୍ଚାରଣ କରା ଉଚିତ ।

୩ । ବିଦ୍ଵାନ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଜଳିଗଣେର ଜନ୍ମ ଗୋମକଳ ଅପାରିତ କରିଯାଛିଲେବେ, ତୋହାର ମେଇ ପୁରୁଷତ୍ଵରେ ସ୍ଵତି କରି ।

୪ । ଇନ୍ଦ୍ର ପୁର୍ବେର ନୀଯା ଏକାଲେଓ କବିଗଣେର ବର୍ଜନିତା, ଶୋତାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାହକ, ମୁଖକର, ଅଞ୍ଚଳୀୟ ମୋହର ହୋମକାଳେ ଆମାଦିଗେର ରକ୍ତାର୍ଥ ଗମନ କରନ ।

୫ । ସ୍ଵାହାଦେଵୀର ପତିର ଉଦ୍ଦେଶେ ଯାଗକାରୀଗଣ, ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମାରେ କୌର୍ବିମକଳ ଗାନ୍ଧ କରିତେଛେ, ଶୋତାଗଥ ଶୀଘ୍ରଥିନ ଦାନାର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରେର ସ୍ଵବ କରିତେହେ ।

୬ । ସମ୍ମନ ବୀର୍ଯ୍ୟ, ସମ୍ମନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଶ୍ରୋତାଗଣ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଅଧିର ବଲିଆଁ ଜୀବନେ ।

୭ । ସଥିନ ପଥିବ ଜନପଦେର ଲୋକ ଇନ୍ଦ୍ରେଇ ଉଦ୍ଦେଶେ ସ୍ଵତି ଘୋଷଣୀ କରେ, ତଥିନ ଇନ୍ଦ୍ର ଆପନାର ମହିମାଯାର ଶକ୍ତିଗଣକେ ବଥ କରେନ । ଆର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୋତାକୃତ ପୁଜାର ନିବାସମୟାନ ।

୮ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଯେହେତୁ ତୁମି ମେଇ ସକଳ ପୌର୍ଣ୍ଣକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇ, ଅତ୍ରଏବ ତୋମାଯ ଏଇ ସ୍ଵତି କରିତେଛି, ଚକ୍ରେର ପଥ ରଙ୍ଗୀ କର ।

୯ । ହୃଦୀପ୍ରଦ ଇନ୍ଦ୍ରେଇ ଅନ୍ତର ନାନା ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧ ଲକ୍ଷ ହିଲେ (ଲୋକ ସକଳ) ଜୀବବାର୍ତ୍ତେ ନାନା ପ୍ରକାର କର୍ମ କରେ, ପଶୁଗଣେର ନ୍ୟାୟ ତୋହାରା ଯବ ଗ୍ରହଣ କରେ ।

୧୦ । ଆମରା ଶ୍ରୋତକାରୀ, ରକ୍ଷାଭିଲାସୀ ଖତ୍ତିକ । ତୋମାଦେର ସହିତ ଯେମ ଆମରା ମର୍ଦ୍ଦବିଶିଷ୍ଟ ଇନ୍ଦ୍ରେଇ ବର୍ଦ୍ଧନାର୍ଥ ଅନ୍ତର ପାଲକ ହଇ ।

୧୧ । ତୁମି ସାଗକାଲେ ଆହୁତ୍ୱୁତ ଓ ତେଜୋବିଶିଷ୍ଟ । ହେ ଶୂର ଇନ୍ଦ୍ର ! ମନ୍ତ୍ରେର ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟାଇ ତୋମାର ସ୍ଵତ କରିବ, ସହାଯତାର ଜୟ ଲାଭ କରିବ ।

୧୨ । ଜଳମେକବିଶିଷ୍ଟ ଭୟକୁ ଘେଗଣ ଏବଂ ଆହୁତାନେ ଆନନ୍ଦଯୁକ୍ତ ଯେ ବ୍ରତହସ୍ତା ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ଵତିକାରୀ ଓ ଶାନ୍ତପାଠକାରୀ ଯଜମାନେର ନିକଟ ବେଗେ ଆଗମନ କରେନ, ତିନିଓ ଆମାଦେର ରଙ୍ଗୀ କରନ । ଇନ୍ଦ୍ରେଇ ଦେବଗଣେର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ।

୬୪ ଶ୍ରେଣୀ ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା । ଅଗାଥ ଖବି ।

୧ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ସ୍ଵତି ସକଳ ତୋମାର ଉତ୍ସମନପେ ଅମତ୍ତ କରକ, ହେ ବଜ୍ରବାନ୍ ! ଥମ ଅନ୍ଦାନ କର, ସ୍ଵତି ବିଦେଶୀଗଣକେ ବିନାଶ କର ।

୨ । ଲୁକ୍ଷ ଧନରହିତଗଣକେ ପଦଦ୍ଵାରା ବାଧା ଅନ୍ଦାନ କର । ତୁମି ମହାନ୍, ତୋମାର କେହ ଅତିଦନ୍ତ୍ଵୀ ନାହିଁ ।

୩ । ତୁମି ଅଭିସୁତ ମୋମେର ଦେଖର, ତୁମି ଅଭିସୁତ ମୋମେର ଦେଖର, ତୁମି ଅନ୍ତମ୍ୟରେ ରାଜୀ ।

୪ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଆଗମନ କର, ଅହୁଯାଦିଗେର ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗଗୁହ ଶଦେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରତଃ ସର୍ବ ହଇତେ ଗମନ କର । ତୁମି ଦ୍ୟାବ୍ୟପ୍ରଥିବୀକେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଥାଏ ।

୫ । ତୁମି ଜ୍ଞାତାଗଣେର ଜନ୍ୟ ପର୍ବବିଶିଷ୍ଟ ଶତ ଏବଂ ସହସ୍ର ଜ୍ଞାନବିଶିଷ୍ଟ ମେଘକେ ବିଦୀର୍ଘ କରିଯାଇ ।

୬ । ମୋଯ ଅଭିଷ୍ୱତ ହଇଲେ ଆମରୀ ଦିବାରୁତ୍ତ ତୋମାର ଆହ୍ଵାନ କରି, ଆମ୍ବାଦେର ଅଭିଲାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ।

୭ । ମେଇ ହାତିଆଦ, ନିତାକ୍ରଣ, ବିଜ୍ଞାନକ୍ଷବିଶିଷ୍ଟ, ଅନବନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର କୋଥାଯ ଆଛେନ ? କୋନ୍ତୁ ଜ୍ଞାତ ! ତ୍ରୁଟି କରେ ? ।

୮ । ହାତିଆଦ ଇନ୍ଦ୍ର ପୌତ ହଇଯା କୋନ୍ତୁ ସଜମାନେର ସଜ ଅବଗତ ହୁ ? । କୋନ୍ତୁ ସଜମାନ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଶ୍ଵର କରିବେ ଭାବେ ? ।

୯ । ସଜମାନଦକ୍ଷ ଦାନ ତୋମାର ସେବା କରେ, ହେ ହୃଦୟ ! ଶାନ୍ତ ପାଠ କାଲେ ମୁନ୍ଦର ବୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାତ ସକଳ ତୋମାର ସେବା କରେ । ତୁମି କୀର୍ତ୍ତି ? କେ ଯୁଦ୍ଧ ନିକଟରୁତ୍ତେ ହୁ ? ।

୧୦ । ବହସଂଥ୍ୟକ ମହୁଧ୍ୟେର ମଧ୍ୟେ ଆମି ତୋମାର ଜନ୍ୟ ମୋଯ ଅଭିଷବ କରିତେଛି, ତାହାର ନିକଟ ଆଗମନ କର, କ୍ରତଗାମୀ ହୁ ? ଏବଂ ପାଇ କର ।

୧୧ । ଏହି ମୋଯ ଶର୍ଯ୍ୟଗାବତୀ(୧), ଶୁଦ୍ଧେମା ନଦୀତେ ତୋମାର ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରମତ୍ତ କରେ, ଆଜୀକୀୟତେ ତୋମାର ସର୍ବାପେକ୍ଷା ପ୍ରମତ୍ତ କରେ ।

୧୨ । ତୁମି ଅନ୍ୟ ମେଇ ଯନ୍ମୋହ ମୋଯ ଆମ୍ବାଦେର ଧନେର ଜନ୍ୟ ଓ ଶତଦେର ବିନାଶକର ମତତାର ଜନ୍ୟ ପାଇ କର । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଶ୍ରୀତ୍ର ମୋଯପାତ୍ରେର ଦିକେ ଗମନ କର ।

୬୫ ଶ୍ଲେଷ୍ଟ ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା । ଅଗ୍ରାଧ ଝବି ।

୧ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ସେ ହେତୁ ଲୋକେ ପୂର୍ବଦିକ, ପରିଚମଦିକ, ଉତ୍ତରଦିକ ଓ ନିମ୍ନଦିକ ହଇତେ ତୋମାକେ ଆହ୍ଵାନ କରେ, ଅତ୍ୟବ ଶ୍ରୀତ୍ର ଅଶ୍ୱେ ସାହ୍ୟୟେ ଆଗମନ କର ।

(୧) “ମୂଳେ ଶର୍ଯ୍ୟଗାବତୀ” ଆଛେ । ଶାଯଳ ପୂର୍ବେ “ଶର୍ଯ୍ୟଗା” ନଦୀ ବିଶେଷେର ନାମ ବଲିଯା ବ୍ୟାଖ୍ୟ କରିଯାଇଲେନ, କିନ୍ତୁ ଏଥାବେ ଶର୍ଯ୍ୟଗା ଶବ୍ଦେ ଶରତ୍କଳ କରିଯାଇନ, ଶୁଦ୍ଧେମା ନଦୀର ଏକଟୀ ନାମ । ଆଜୀକୀୟା ବିପାଶା ନଦୀର ଅର୍ଦ୍ଧାଂ ଆଧୁନିକ ବେଶୀ ନଦୀର ଏକଟୀ ନାମ । ୩୦ । ୧୫ । ୫ ଖକେର ଟିକା ଦେଖ ।

২। তুমি ছ্যালোকের প্রত্ববগে প্রমত্ত হও; ভূলোকে প্রমত্ত হও,
অরের অপাদানভূত অস্তরীক্ষে প্রমত্ত হও।

৩। অতএব হে ইন্দ্র ! তোমাকে স্তুতিধারা আহ্বান করি। তুমি
মহান् ও প্রভূত। সৌমপানার্থ ও ভোগার্থ তোমাকে গাভীর ন্যায় আহ্বান
করি।

৪। বৃথষ্ঠাজিত অশ্঵গণ তোমার যহিমা ও তোমার তেজঃ আহ্বান
করক।

৫। হে ইন্দ্র ! বাক্য ও স্তুতিধারা তোমার স্তব করা হইতেছে। তুমি
অহান্ত, তুমি উগ্র, তুমি ঐশ্বর্যকারী, তুমি আগমন করতঃ সৌম পাল কর।

৬। আমরা অভিযুত সোমবিশিষ্ট ও অহুবিশিষ্ট হইয়া তোমাকে
আমাদের কুশে উপবেশনার্থ আহ্বান করিতেছি।

৭। হে ইন্দ্র ! যে হেতু তুমি অনেক যজমানের সাধারণ, অতএব
আমরা তোমায় আহ্বান করিতেছি।

৮। হে ইন্দ্র ! অধৰ্য্য প্রভৃতি সকলে সোমসম্বন্ধীয় মধু প্রস্তর দ্বারা
অভিষব করিতেছে। তুমি প্রীত হইয়া উহা পাল কর।

৯। হে ইন্দ্র ! তুমি স্বামী, তুমি সমস্ত স্তোতাগণকে অতিক্রম করিয়া
দর্শন কর ; শীঘ্ৰ আগমন কর, আমাদিগকে মহাঅম্ব প্রদান কর।

১০। ইন্দ্র হিরণ্যবর্ণ গোসমূহের রাজা, তিনি আমাদের দাতা হউন।
হে দেবগণ ! যম্বম্ব ইন্দ্র হিংসিত না হউন।

১১। আমি গোসহস্তের উপরি ধারিত, বৃহৎ, বিস্তীর্ণ, আঙ্গাদকর,
নির্মল হিরণ্য স্বীকীর করি।

১২। আমি অবক্ষিত ও দুঃখী, আমার লোক সকল অপরিমিত ধরে
ধনবান্ত হউক। দেবগণ প্রীত হইলে অৱ লাভ করা যায়।

৬৬ স্কৃত।

ইন্দ্র দেবতা। এগাথের পুজ কলি খবি।

১। তোমরা বাধাযুক্ত ইন্দ্র। বেগবান্ন অশ্বের সাহায্যে যিনি ধৰ
প্রদান করেন, সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে হৃহৎ সাম গান করতঃ পরিচর্যা কর।
লোকে যেমন হিতকারী কুটুম্বগোষ ব্যক্তিকে আহ্বান করে, আমি সেইরূপ
অভিযুক্ত সোমযুক্ত যজ্ঞে সেই ইন্দ্রকে আহ্বান করি।

২। দুর্জন্ধ শক্রগণ সুন্দর হযুযুক্ত ইন্দ্রকে নিবারণ করিতে পারে ন।
ছির দেবগণ তাহাকে নিবারণ করিতে পারে না, মহুষগণও পারে ন।
তিনি সোমপানজনিত আনন্দলাভের উদ্দেশে প্রশংসকারী, সোমাভিষবকারী
স্তোতার উদ্দেশে দাম করেন।

৩। যে শক্র পরিচর্যার যোগ্য, যিনি অশ্ববিদ্যাকুশল, যিনি আদৃত,
যিনি ছিরণ্য। যে আশ্চর্যাভূত হৃত্রহ। ইন্দ্র বহুল গোসমৃহকে অপার্য্য
করতঃ চালিত করেন।

৪। যিনি তুমিতে নিখাত সংগৃহীত বহুধন যজ্ঞানের উদ্দেশে
উঠাইয়া দেন। সেই বজ্রযুক্ত উত্তম হযুযুক্ত হরিদৰ্শ অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র যাহা
ইচ্ছা করেন, কর্মস্থারা তাহাই সিদ্ধ করেন।

৫। হে বহুলোকের স্তুত শূর ইন্দ্র ! পুরুকালের ন্যায় স্তোত্রাগণের
নিকট যাহা কামনা করিয়াছ, তাহাই আমরা শৌভ্র তোমায় প্রদান করিয়াছি,
তাহা যজ্ঞই হউক, উত্থই হউক, আর বাক্যাই হউক, প্রদান করিয়াছি।

৬। হে পুরুষ ও বজ্রবান্ন ও স্বর্গযুক্ত সোমপায়ী ! সোম অভিযুক্ত
হইলে মন্দযুক্ত হও। তুমিই স্তোত্রকারী সোমাভিষবকারীর উদ্দেশে সর্বা-
পেক্ষা অধিক পরিমাণে কমনীয় ধনের দাতা হও।

৭। আমরা একগে এবং কলা এই বজ্রযুক্ত ইন্দ্রকে আপ্যায়িত
করিব। তাহারই উদ্দেশে এই যুক্তে অভিযুক্ত সোম আহরণ কর। স্তোত্
ৃত হইলে তিনি যেন আগমন করেন।

৮। শোর যদি ও সকলের নিবারণকারী এবং পথগামীদিগের বিমাশক,
তথাপি সে ইন্দ্রের কার্য্যে ব্যাঘাত করিতে পারে না, হে ইন্দ্র ! সেই

তুমি পৌত হইয়া আগমন কর। হে ইন্দ্র ! বিচিত্র কর্মবলে বিশেষরূপে আগমন কর।

৯। কোন্তোকৃষকর কার্য ইন্দ্রের অনাচরিত আছে? উইঁর কোন্
অকার পৌকৃষ কার্য অতিগোচর না হয়? এই হৃতহা জ্ঞানবিধি বিখ্যাত।

১০। ইন্দ্রের মহাবল কখনু অধর্মক হইয়াছিল? ইন্দ্রের ইন্দ্রব্য কবে
অহিংসিত হইয়াছিল? হে ইন্দ্র! সমস্ত সুদৰ্শন দিবস গণনাকারীদিগকে(১)
এবং বণিকদিগকে তাড়নাদিদ্বারা অভিভব করেন।

১১। হে হৃতহা, পুরুষ, বজ্রবানু ইন্দ্র ! তোমারই উদ্দেশে আমরা
অনেকে ভূতির ন্যায় সূতন স্তোত্র প্রদান করি।

১২। হে বহুকর্মবানু ! বহুসংখ্যক আশা তোমাতেই অবস্থিত, রক্ষণ
তোমাতেই অবস্থিত। স্তোতাগণ তোমাকে আহ্বান করে। অতএব
হে ইন্দ্র ! অরির সবল সকল অতিক্রম করিয়া আমাদের সবমে আগমন
কর, হে মহাবল ! আমাদের আহ্বান অবশ কর।

১৩। হে ইন্দ্র ! আমরা তোমারই, আমরা তোমার স্তোতা হইয়াছি।
হে পুরুষ মঘবা ! তোমা ভিন্ন আর কেহ মুখপ্রদ নাই।

১৪। হে ইন্দ্র ! তুমি আমাদিগকে এই দারিদ্র্য, এই ক্ষুধা এবং এই
বিদ্বার হন্ত হইতে মোচিত কর। তুমি আমাদের উদ্দেশে রক্ষণ এবং বিচিত্র
কর্মবারা অভিমত প্রদান কর। হে সর্বাপেক্ষণ বলবান ! তুমি উপায়জ !

১৫। তোমাদেরই সোম অভিষূত হউক। হে কলিগণ(২) ! ভৌত হইও
না। এই রাজসানি দূর হইয়া যাইতেছে। ইহারা আগনিই অপগত
হইতেছে।

(১) মূলে “বেকনাটান অঃ দশঃ” আছে।

(২) মূলে “কলয়” আছে।

৬৭ সূত্র।

আদিতাগণ দেবতা। সমস্ত মানব মহামীনের পুত্র মৎস্য; মিত্র ও বক্ষের
পুত্র মান্য, অথবা অনেকগুলি বৎস্য জালবক্ষ হইয়। এই সূত্র করিয়াছিল,
অতএব তাহারাই শৰি(১)।

১। অভিযত ফল মাত্তার্থ, মুখপ্রদ, বলবান্তু আদিতাগণের নিকট রক্ষ।
যাচ্ছা করিতেছি।

২। মিত্র, বক্ষ, অর্ধমা, আদিতাগণ যেহেতু দুঃসহ বলিয়া আলেন,
অতএব অহস্তি পার করিয়া দিউন।

৩। আদিতাগণের বিচিত্র সূত্রিযোগ্য ধন আছে, তাহা হ্যদামী
যজমানের জন্য।

৪। হে বক্ষাদি ! তোমরা মহান্ত, হ্যদামার প্রতি তোমাদের রক্ষ।
মহতী; অতএব তোমাদের রক্ষা প্রার্থনা করিতেছি।

৫। হে আদিতাগণ ! আমরা জীবিত; ইদানীঁ আমাদিগের অভি-
ধাবন কর। হে আচ্ছান্ত শ্রবণকারীগণ ! মৃত্যুর পূর্বে আগমন করিও।

৬। আন্ত অভিষ্঵কারীকে দাঁতব্য তোমাদের যে বরণীয় ধন আছে,
যে গৃহ আছে, তদ্বারা প্রীত করিয়া আমাদিগের প্রতি মিষ্ট কথা কও।

৭। হে দেবগণ ! পাপশীলের মহাপাপ আছে, অপাপ যক্তির
রমণীয় স্তুকৃত আছে। হে পাপশূন্তা আদিতাগণ ! আমাদের অভিস্থিত
প্রদান কর।

৮। জাল যেন আঘায় বক্ষম না করে, মহাকুর্মের জন্য আমাদিগকে
জাল হইতে যেন ত্যাগ করে। ইন্নই বিখ্যাত এবং সকলের বশকারী।

৯। হে দেবগণ ! তোমরা আমাদিগকে পরিহার কর। আমাদিগকে
রক্ষা করিতে ইচ্ছা করত; হিংসক রিপুদিগের জালদ্বারা আমাদিগকে বাধী
দিও না।

(১) মৎস্যগণের কোনও উরেখ এ সূত্রে নাই, সূত্রবাঁ মৎস্য এই সূত্রের শৰি
বিবেচনা করিবার কোনও কারণ নাই। সূত্রে যে জালের উরেখ আছে, সে মাট্টুর
জাল নহে, সৎসারের বিপদজাল, বা শক্রতাজাল, বা পাপজাল। এই অর্থ করিলেই
সূত্রের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা হয়।

১০। হে দেবীঅদিতি ! তুমি মহতী, আমি অভিমত লাভের জন্ম তোমার ক্ষব করিতেছি ।

১১। হে অদিতি ! সকলদিক হইতে রক্ষা কর । ক্ষীণ, উপগুরু-বিশিষ্ট জলে হিংসাকারীর জাল আমাদের তনয়কে যেন হিংসা না করে ।

১২। হে বিজ্ঞীনগমনবিশিষ্টা ও গুরুতরা (অদিতি) ! তুমি পুজ্জের জীবন্মার্থ আমাদিগকে জীবিত রাখ ।

১৩। সকলের শীর্ষস্থানীয়, মনুষ্যদিগের অহিংসাকারী, শুন্দর কীর্তি-মুক্ত ও প্রোত্তৱ্যহীন হইয়া যাহারা আমাদিগের কর্ম রক্ষা করেন ।

১৪। হে আদিত্যগণ ! সেই তোমরা, হিংসাকারীদিগের মুখ হইতে মুক্ত চোরের ন্যায় আমাদিগকে রক্ষা কর ।

১৫। হে আদিত্যগণ ! এই জাল আমাদের হিংসা করিতে অক্ষম হইয়া অপগত হউক । লোকের দুর্বৰ্দ্ধিও অপগত হউক ।

১৬। হে শুন্দর দানশীল আদিত্যগণ ! তোমাদের আংশের আংশের পুর্বের ন্যায় একশণেও নানা তোগ উপভোগ করিব ।

১৭। হে প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত দেবগণ ! যে পাপকারী শক্ত ব্যরস্তার আমাদের প্রতি গমন করিতেছে, আমাদের জীবন্মার্থ তাহাদিগকে পৃথক কর ।

১৮। হে আদিত্যগণ ! (তোমাদের অনুগ্রহে) বন্ধন যেমন বন্ধ পুরুষকে ত্যাগ করে, সেইরূপ যে জাল আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছে, সেই জাল স্মরণিযোগ্য এবং ভজনাযোগ্য হউক ।

১৯। হে আদিত্যগণ ! তোমাদের ন্যায় বেগ আমাদের নাই । এই বেগ আমাদিগকে মুক্ত করিতে সমর্থ । তোমরা আমাদিগকে স্মর্থ কর ।

২০। হে আদিত্যগণ ! বিবস্তানের আযুধ সদৃশ এই কৃত্রিম জাল পূর্ব-কালে এবং এই কালে জীৰ্ণ ব্যক্তিকে বধ করে না ।

২১। হে আদিত্যগণ ! দ্বেষকারীগণকে উন্মূলিত কর । পাতকগণকে বিলাশ কর । জালকে বিলাশ কর । সর্বব্যাপী পাপকে বিলাশ কর ।

ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ।

୬୮ ସ୍ତ୍ରୀ ।

ଶେଷ ଛୁଟି ଝକେର ଥକ ଓ ଅଶ୍ଵମେଧେର ଦାନନ୍ଦତି ଦେବତା; ଅପରଙ୍ଗଲିର ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା । ଅଞ୍ଜିରାଗୋତ୍ରେଃପର ପ୍ରଯମେଧ ଝରି ।

୧ । ହେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଲବାନ୍ ଏବଂ ସଂପତ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ତୁମି ବହୁକର୍ମୀ ଏବଂ
ହିସକଗଣେର ଅଭିଭବକାରୀ, ଆମରୀ ରକ୍ତ ଏବଂ ମୁଖେର ଜନ୍ୟ ତୋମାକେ ରଥେର
ନ୍ୟାୟ ଆବର୍ତ୍ତିତ କରିତେଛି ।

୨ । ହେ ପ୍ରଭୃତ ବଲଶାଲୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଜ୍ଞ, ବହୁକର୍ମୀ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟୀୟ ଇନ୍ଦ୍ର !
ତୁମି ବିଶ୍ୱବାଣ୍ଶ ମହାତ୍ମର ଦୀର୍ଘାବୀ (ଅଗର) ଆପୁରିତ କରିଯାଇ ।

୩ । ତୁମି ମହାମ୍, ତୋମାର ମହାତ୍ମାର ପୃଥିବୀତେ ବାଣ୍ଶ ହିରଣ୍ୟ ବଜ୍ର
ହନ୍ତଦୟେ ଅହଣ କରେ ।

୪ । ଆମି ମହନ୍ତ (ଶତ୍ରୁଗଣେର) ପ୍ରତିଗମନକାରୀ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଲୀୟ ବଳେର
ପାତ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ତୋମାଦିଗେର ଲୋକମୟହେର ଗମନେର ସହିତ ଏବଂ ରୁଥେର ଗମନେର
ସହିତ ଆହାନ କରି(୧) ।

୫ । ନେତାଗଣ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ସାଂହାକେ ନାମା ପ୍ରକାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆହାନ କରେନ,
ମେଇ ସର୍ବଦା ବର୍ଜମାନ ଇନ୍ଦ୍ରକେ (ମାହାଯାର୍ଥେ) ଆଗମନେର ଜଳ୍ୟ (ଆହାନ
କରି) ।

୬ । ଅପରିମିତ ଶରୀରବିଶିଷ୍ଟ ଓ ଜ୍ଞାତିଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ଓ ମୁଦ୍ରର ଧର-
ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଧନମୟହେର ଘାଁମୀ ଉପ ଇନ୍ଦ୍ରକେ (ଆହାନ କରି) ।

୭ । ଯିନି ବେତୀ ଏବଂ ମରୁଷ୍ୟଗଣେର ଯଜ୍ଞମୁଖଚିହ୍ନିତ ଆମୁପୂର୍ବିକ ଜ୍ଞାତି
(ଆବଶ୍ୟକ କରିତେ) ସଙ୍କଷମ, ମେଇ ଇନ୍ଦ୍ରକେଇ ଆମି ମହା ଧନ ଲାଭ କରିବାର ଜମ୍ୟ
ସୋମ ପାନେ ଆହାନ କରି ।

(୧) ଧର୍ମ ମରୁଷ୍ୟଗଣକେ, ଅଥବା ଯଜ୍ଞମାନଗଣକେ ସହୋଦମ କରିଯାଇ ବଲିତେଛେ ।

৮। হে বলবান্ন ! মনুষ তোমার সখ্য ব্যাপ্ত করিতে পারে না, তোমার বল ব্যাপ্ত করিতে পারে না ।

৯। হে বজ্রবান্ন ! আমরা যেন তোমাকর্তৃক রক্ষিত হইয়া এবং তোমার সাহায্যে জনে (স্নান করিবার জন্য) এবং পূর্ণা (দর্শন করিবার জন্য) সংগ্রামে মহৎ ধন জয় করি ।

১০। হে সুতির দ্বারা অভ্যন্ত সুতিধোগ ইন্দ্র ! আমি প্রাঞ্জ, যাহাতে তুমি আমাদিগকে সংগ্রামে রক্ষা কর, আমরা তোমাকে সেইরপে যজ্ঞের দ্বারা যান্ত্রিক করি, তোমাকে সুতিদ্বারা যান্ত্রিক করি ।

১১। হে বজ্রবান্ন ! তোমার সখ্য স্বাদু, তোমার (ধনাদির) অগমন স্বাদু এবং তোমার যজ্ঞ বিজ্ঞারযৈগ্য ।

১২। আমাদের পুন্নের জন্য প্রভৃত দান কর, আমাদের পৌত্রের জন্য প্রভৃত দান কর এবং আমাদের নিবাসের জন্য প্রভৃত দান কর আমাদের জীবনের জন্য (অভিলিখিত) অদান কর ।

১৩। মনুষ্যগণের জন্য হিত প্রার্থনা করি, গাতীর জন্য হিত প্রার্থনা করি, রথের জন্য মুন্দর পথ প্রার্থনা করি, যজ্ঞ প্রার্থনা করি ।

১৪। ছয় জন মেতা সোমজন্য, হর্যহেতু, উপত্বোগাহ ধনযুক্ত হইয়া দুইজন দুইজন করিয়া আমার নিকট আগমন করে ।

১৫। ইন্দ্রের নিকট হইতে ঋজুগামী (অশুদ্ধ) গ্রহণ করিয়াছি, ঋক্ষের পুন্নের নিকট হইতে হরিবর্ণ (অশুদ্ধ) গ্রহণ করিয়াছি এবং অশ্বমেধের পুন্নের নিকট হইতে রোহিতবর্ণ (অশুদ্ধ) গ্রহণ করিয়াছি(২) ।

১৬। অতিথিদের পুন্নের নিকট হইতে স্মরথবিশিষ্ট (অশুসমূহ) গ্রহণ করিয়াছি; ঋক্ষের পুন্নের নিকট হইতে মুন্দর অভিশু(৩) বিশিষ্ট (অশুসমূহ) গ্রহণ করিয়াছি এবং অশ্বমেধের পুন্নের নিকট হইতে সুরূপ (অশুসমূহ) গ্রহণ করিয়াছি ।

(২) ঋক্ষের পুন্নের ও অশ্বমেধের পুন্নের যজ্ঞে ইন্দ্রের তাঁহার পিতা। অতিথিদের সহিত আগমন করিয়া ঋধিকে অশুদ্ধ অদান করিয়াছিলেন। সারণ ।

(৩) দীপ্তিবিশিষ্ট, অথবা লাগামবিশিষ্ট ।

୧୭ । ଅତିଥିରେ ପୁନ୍ର ଶୁଦ୍ଧକର୍ମୀ ଇନ୍ଦ୍ରୋତର ନିକଟ ହିତେ ବଧୁଯୁକ୍ତ ଛୟଟୀ ଅଶ୍ଵ(୪), (ଶକ୍ତିପୁନ୍ର ଓ ଅଶ୍ଵମେଧପୁନ୍ରମତ ଅଶ୍ଵେ) ସହିତ ପ୍ରହଳ କରିଯାଇଛି ।

୧୮ । ଦୀପିମତୀ, ମେଚନମର୍ଥ ଅଶ୍ଵବିଶିଷ୍ଟା, ଦୀପିମତୀ ଏବଂ ମୁଦ୍ରର କଶବତୀ (ବଡ଼ବା) ଓ ଏଇ ଖୁଜୁଗାମୀ (ଅଶ୍ଵଗଣେର) ମଧ୍ୟେ ଆହଁଛେ ।

୧୯ । ହେ ଅପ୍ରାଦଗଗ ! ଲିନ୍ଦକ ମୁଦ୍ରାଯେ ଯେଳ ତୋମାଦିଗେର ଅତି ଲିନ୍ଦା ଆରୋପ ନା କରେ । ।

୬୯ ମୁଦ୍ରଣ ।

ଏକାଦଶ ଋକେର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଦର ବିଶ୍ଵଦେବଗଣ ଦେବତା; ଶୈରାର୍ଦ୍ଦର ବରଙ୍ଗ ଦେବତା; ଅବଶିଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଲିର ବରଙ୍ଗ ଦେବତା । ପ୍ରିୟମେଧ ଋଷି ।

୧ । ଯିନି ବୌରଗଣେର ହର୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେଲ, ମେଇ ଇନ୍ଦ୍ରୋର ଉଦ୍ଦେଶେ ତୋମରା ତିନ୍ତୀ ସ୍ତୋତ୍ରବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ନ ସଂଗ୍ରହ କର । ତିନି ଯଜ୍ଞଭୋଗାର୍ଥ ରହୁପ୍ରଜ୍ଞାବିଶିଷ୍ଟ, କର୍ମଦାରୀ ତୋମାଦିଗେର ସଂଧକାର କରିତେଛେ ।

୨ । ଉଷାଗଣେର ଉତ୍ପାଦକ, ମନୀଗଣେର ଶବ୍ଦ ଉତ୍ପାଦକ, ଗୋସମୂହେର ପତି (ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଆହ୍ଵାନ କର), ଯେହେତୁକ ତିନି କ୍ଷିରପ୍ରଦ, (ଗାଭୀ ହିତେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅନ୍ନ) ଇଚ୍ଛା କରିତେଛେ ।

୩ । ଦେବଗଣେର ଅନ୍ତର୍ହାଲେ, ଆଦିତୋର ଦୀପିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦେଶେ ଯାହାରୀ ଅବେଶ ଲାଭ କରିତେ ପାଇର, ଯାହାଦେର ଦୁଃଖେ କୃତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୟ, ମେଇ ଗାଭୀ ସକଳ ସବନତ୍ରେ ଇନ୍ଦ୍ରେ ମୋମ ମିଶ୍ରିତ କରିତେଛେ ।

୪ । ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋସମୂହେର ସ୍ଵାମୀ, ଯଜ୍ଞେର ପୁନ୍ର, ସାଧୁଲୋକେର ପାଲକ, ତିନି ଯାହାତେ ଜାନିତେ ପାଇଲେ, ମେଇଲପେ ସ୍ତତିବାକ୍ୟଦ୍ୱାରୀ ତାହାର ଅଚ୍ଛଳୀ କର ।

୫ । ହରିଲାମକ ଅଶ୍ଵଗଣ ଦୀପିଯୁକ୍ତ ହଇଯା କୁଶୋପରି (ଇନ୍ଦ୍ରକେ) ତାଗ କରିଯାଇଛେ, ଆମରୀ କୁଶଛିତ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଭୂତି କରିବ ।

(୪) ବଧୁଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ଵକି ? ଅଶ୍ଵେର ମହିତ ବୋଧ ହୟ ଅଶ୍ଵୀ ଦାନ ଓ କରା ହଇଯାଇଲ, ନିଷେର ଶକ୍ତ ଦେଖ ।

৬। ইন্দ্র যথেন চারিদিক হইতে সমৌপস্থিত মধুল প্রতি করেন, তখন গোসমূহ মেই বজ্রযুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে সোমের সহিত মিলিত করিবার উপযুক্ত মধু দোহন করেন।

৭। যথেন ইন্দ্র ও আমি স্বর্ণের গৃহে গমন করি, তখন আদিত্যের এক বিংশতি ছানে(১) মধুপান করিয়া উভয়ে মিলিত হই।

৮। হে প্রিয়মেধগণ ! তোমরা ইন্দ্রকে অচ্ছন্ন কর। বিশেষক্রমে অচ্ছন্ন কর, পুত্রগণ পুরবিদ্বারীকে ঘেরপ (অচ্ছন্ন করে), সেই রূপ ইন্দ্রের অচ্ছন্ন করক।

৯। গরু গরু ধনিযুক্ত বাদ্য ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে, গোধা(২) চতুর্দিকে শব্দ করিতেছে। পিঙ্গলবর্ণ জ্যোতি শব্দ করিতেছে, অতএব ইন্দ্রের উদ্দেশে উৎকৃষ্ট স্মৃতি কর।

১০। যথেন শুভর্বণ, মুন্দর দোহনবিশিষ্ট নদীসকল অত্যন্ত প্রয়োক্ত হয়, তখন ইন্দ্রের পার্মার্থ অত্যন্ত প্রয়োক্ত সোম অহণ কর।

১১। ইন্দ্র পান করিলেন, অগ্নি পান করিলেন, বিশ্বদেবগণ তৃপ্ত হইলেন, বক্ষণ এই গৃহে বাস করুন, বৎসের সহিত মিলিত গোসকল ঘেরপ বৎসের জন্য শব্দ করে, সেইরূপ উদকুসমূহ বক্ষণের স্মৃতি করিতেছে।

১২। হে বক্ষণ ! তুমি সুদেব, রশ্মিসমূহ ঘেরপ সূর্যাভিযুখে ধ্বনিত হয়, সেইরূপ তোমার তালুতে সশুল্দী অমুক্ষণ প্রবাহিত হইতেছে।

১৩। যে ইন্দ্র বিবিধ গমনবিশিষ্ট রুথে সম্বক্ষ অবগণকে হ্বয়দাতার নিকটে গমনার্থ ছাড়িয়া দেন, যে ইন্দ্র উপর্যাঙ্কল, যাঁহাকে সকলে পথ ছাড়িয়া দেন, সেই ইন্দ্র (যজে) গমনকালে (জনের) নেতা হন।

১৪। শক্র (সংগ্রামে শক্রদিগকে) অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন সমস্ত দ্বেষকারীগণকে অতিক্রম করিয়া গমন করেন। কমলীয়, উৎকৃষ্ট ইন্দ্র বাক্যব্রাহ্মা তাড়না করুতঃ মেঘ ভেদ করেন।

(১) একবিংশতি ছান বর্ধা—ব্রাহ্মণাস, পাঁচবাতু, তিনলোক, আর আদিত্য।
সার্যণ।

(২) হত্যা। সার্যণ।

୧୫ । ଏହି ଇନ୍ଦ୍ର, କୁଦ୍ରଶୀର କୁମାରେର ନ୍ୟାୟ ହୃତ ରଥେ ଅଧିକାଳ କରି-
ତେବେଳା । ଇନ୍ଦ୍ର ପିତାମାତାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ମୃଗସ୍ଵରୂପ, ବହୁକର୍ମୀ (ମେଘକେ)
ପରିପକ୍ଷ କରିତେବେଳା ।

୧୬ । ହେ ମୁନ୍ଦର ହୃଦୟିଶିଷ୍ଟ ରଥଶ୍ଵାମୀ ! ତୁମି ସ୍ଵଚ୍ଛଦଗମନକାରୀ, ଦୀପ୍ତ,
ମହାପାଦିବିଶିଷ୍ଟ, ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ହିରଣ୍ୟ ରଥେ ଆରୋହଣ କର, ପରେ ଆସରୀ ଛୁଜଳେ
ମିଲିତ ହେବ ।

୧୭ । ଅପବାନ୍ତୁଗଣ ଆପରିଇ ଦୀପ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରକେଇ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଦେଖା କରି-
ତେବେ, ପରେ ସଥଳ ଗମନାର୍ଥ ଏବଂ ହ୍ୟାଦୀନାର୍ଥ (ସ୍ତ୍ରତି ସକଳ) ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଆବ-
ର୍ତ୍ତିତ କରେ, ତଥନ ମୁହଁପିତ ଧନ (ଆପ୍ତ ହୁଏ) ।

୧୮ । ପ୍ରିସମେଦାଗଣ ଇହାଦିଗେର ପୁରୌତର ଛାନ ଆପ୍ତ ହଇଯାଛେ,
ତୋହାରୀ ପୂର୍ବପ୍ରଦାନେର ନିର୍ମିତ କୁଶ ବିକ୍ରීର କରିଯାଛେ ଏବଂ ହ୍ୟ ହୃଦୟ
କରିଯାଛେ ।

୭୦ ଟଙ୍କା ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା । ପୁରହଣ୍ୟ ଋଷି ।

୧ । ଯିନି ଘୁଷାଗଣେର ରାଜ୍ୟ, ଯିନି ରଥେ ଗମନ କରେଲ, ଯାହାର ଗମନେ
କେହ ବାଧା ଦିତେ ପାରେ ନା, ମୟନ୍ତ ମୈତ୍ୟେର ଉକ୍ତାରକର୍ତ୍ତା, ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ହୃଦୟର
ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଶ୍ଵର କରି ।

୨ । ହେ ପୁରହଣ୍ୟ ! ରକ୍ଷାର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଅମ୍ବନ୍ତ କର । ତୋହାର ପାଦକ
ଇନ୍ଦ୍ରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱାରା । ତିନି ହଞ୍ଜେ ଦର୍ଶନୀୟ ବଜ୍ର ଧାରଣ କରେଲ, ଏ
ବଜ୍ର ଆକାଶେ ଦୂର୍ଯ୍ୟମାନ ଦୂର୍ଯ୍ୟେର ନ୍ୟାୟ ।

୩ । ସର୍ବଦୀ ବ୍ରଦ୍ଧିଶୀଳ, ସକଳେର ଦ୍ୱାତା, ମହାନ୍ ଓ ଅନ୍ୟୋର ଅଭିଭବକର
ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଯିବି ସଜ୍ଜେର ଦ୍ୱାରା (ଅଯୁତ୍ତଳ) କରେଲ, ତିନି କିମ୍ବ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମେର
ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରକେ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିତେ ପାରେ ନା ।

୪ । ଅନ୍ୟୋର ଅସହ, ଉତ୍ତର ଓ ଶତ୍ରୁସେନାର ଅଭିଭବକର ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଶ୍ଵର
କରି । ଇନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟଙ୍କ କରିଲେ ମହତ୍ତ୍ଵ ଓ ବହୁବେଗବିଶିଷ୍ଟତା ଥେବୁ ସକଳ ଦ୍ୱାତି
କରିଯାଇଲ, ଛୁଲୋକମକଳ ଏବଂ ପୃଥିବୀମକଳ ଓ ଦ୍ୱାତି କରିଯାଇଲ ।

୫ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଛୁଲୋକ ତୋମାର ପରିମାଣ କରିତେ ପାରେ ନା, ପୃଥିବୀ ଶତ ଶତ ହଇଲେଓ ତୋମାର ପରିମାଣ କରିତେ ପାରେ ନା, ସହସ୍ର ର୍ଷାଓ ଏକାଶ କରିତେ ପାରେ ନା, ଯାହା କିଛୁ ଜୟିଯାଇଛେ, ତାହା ଏବଂ ଦ୍ୟାବାପ୍ରଥିବୀ ତୋମାର ପରିମାଣ କରିତେ ପାରେ ନା ।

୬ । ହେ ଅଭିଲାଷପ୍ରଦ, ଅଭ୍ୟନ୍ତ ବଳବାନ୍, ଧନବାନ୍, ବଜ୍ରବାନ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ମୁଁ ମହା ବଲେର ଦ୍ୱାରା ବଳ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିଯାଇ । ଆମାଦେର ଗୋମୟରେ ନିଷିଦ୍ଧ ଆମାଦିଗକେ ବିଚିତ୍ର ରକ୍ଷାକାର୍ଯ୍ୟଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷଣ କର ।

୭ । ହେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ଵଦୟକେ ଉଠେ ଯୋଜିତ କରେ, ଇନ୍ଦ୍ର ତାହାରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ୟ ହରିଦୟ ଯୋଜିତ କରେଲ ; ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବରହିତ, ମେ ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ପାଇଯ ନା ।

୮ । ତୋମରୀ ପୁଞ୍ଜନୀୟ, ମହନୀୟ ଏବଂ ଦାନୀର୍ଥ ମିଳିତ ଇନ୍ଦ୍ରେର ପରିଚର୍ଦ୍ୟା କର । ଜନଲାଭାର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଆହ୍ଵାନ କରା ଉଚିତ ; ନିନ୍ଦ୍ରାଲାଭାର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଆହ୍ଵାନ କରା ଉଚିତ ; ସଂଗ୍ରାମେ ଆହ୍ଵାନ କରା ଉଚିତ ।

୯ । ହେ ବାସପ୍ରଦ, ଶୂର ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ମୁଁ ଆମାଦିଗକେ ମହା ଧନ ଲାଭେର ଜନ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କର । ହେ ଶୂର ! ହେ ଘସବା ! ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ମହା ଧନ ଦାନେର ଜନ୍ୟ ଏବଂ ମହତୀ କୀର୍ତ୍ତି ଦାନେର ଜନ୍ୟ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟବିଶିଷ୍ଟ ହୁଏ ।

୧୦ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ମୁଁ ଯଜ୍ଞାଭିଲାଷୀ, ଯେ ତୋମାକେ ନିର୍ଦ୍ଦୀପ କରେ, ତାହାର (ଧର ଅପହରଣ କରିଯା) ତୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀତି ଶ୍ରୀପ୍ରାଣ ହୁଏ । ହେ ତପଶୀର, ପ୍ରତ୍ୱାତିଥନବିଶିଷ୍ଟ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ମୁଁ ଉକ୍ତଦୟର ମଧ୍ୟେ ଆମାଦିଗକେ ଆଶ୍ଚର୍ମିତ କର ; ଆମର ବଧ କର, ଅନ୍ତେର ଦ୍ୱାରା ଦାସକେ ମାରିଯାଇ ଫେଲ (୧) ।

୧୧ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମାର ସଥା ପରିବର୍ତ୍ତ ଅନ୍ୟରପାଇତିଥାରୀ, ଆମାମୁଷ, ସଜ୍ଜରହିତ, ଦେବଦେହୀ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ର୍ଷା ହିତେ ନିମ୍ନେ ନିକ୍ଷେପ କରେଲ ; ତିନି ଦୟାକେ ମୃତ୍ୟୁର ହଣ୍ଡେ ପ୍ରେରଣ କରେଲ ।

୧୨ । ହେ ବଳବାନ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ମୁଁ ଆମାଦେର ଜନ୍ୟ ଏଇ ଭାଜା ଯବେର ନ୍ୟାୟ ଗୋମୟରେ ହଣ୍ଡେ ପ୍ରେରଣ କର ; ତୁ ମୁଁ ଆମାଦିଗକେ ଅଭିଲାଷ କରିବେଛ, ଆମର ଅଭିଲାଷ କରିବା ଆମର ପ୍ରେରଣ କର ।

(୧) ୧୦ ଓ ୧୧ ଲ୍ଲଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତଦିଗେର ଉଲ୍ଲେଖ ।

১৩। হে সখাগণ ! কর্ম করিতে ইচ্ছা কর। সেই হিংসাকাঙ্গী ইজ্জকে কেমন করিয়া স্তুতি করিব ? তিনি শক্রগণের ভক্ষক এবং সুরুৱা ; তিনি কথমও অবনত হন না ।

১৪। হে সকলের পূজনীয় ইজ্জ ! বল্লসংখ্যক খবি এবং হ্বান্দায়ীগণ তোমার স্তব করে। হে হিংসক ইজ্জ ! তুমি এক এক করিয়া বহুতর প্রকারে শ্রেষ্ঠাংগণকে বহুবৎস দান কর ।

১৫। এই মন্তব্য তিনি জন হিংসকের নিকট হইতে যুক্ত বিজ্ঞত, গোণ বৎস কর্ণে ধারণ করতঃ আমাদের নিকট আনয়ন করন। স্বারী এইস্তপে হমন্তার্থ অজ্ঞাকে আনয়ন করে ।

৭১ মৃত্ত ।

অগ্নি দেবতা । সুদিতি এবং পুরুষীড় খবি ।

১। হে অগ্নি ! তুমি আমাদিগকে বল্লসংখ্যক অদ্বাতাংগণ হইতে লক্ষ মহাধনের দ্বারা পালন কর ; শক্রলোকের হস্ত হইতেও রক্ষা কর ।

২। হে প্রিয়জ্ঞাত অগ্নি ! পুরুষস্বভবেশুলভ ক্রোধ তোমাকে ধাধা দিতে পারেন। এবং তুমিই রাত্রিবান् ।

৩। হে বলের পুত্র প্রশংসনীয় তেজোযুক্ত অগ্নি ! তুমি সমস্ত দেব-গণের সহিত অবস্থিত হইয়া আমাদিগকে সকলের ব্রহ্মীয় ধন প্রদান কর ।

৪। হে অগ্নি ! যে অদ্বাতা ধনবানুগণ হ্বান্দায়ীকে তুমি পালন কর, সেই ব্যক্তিকে পৃথক করিয়া দেও ।

৫। হে মেধাবী অগ্নি ! তুমি যে ব্যক্তিকে ধন লাভের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে অবর্ত্তিত কর, সে তোমার রক্ষার দ্বারা গোবিন্দিষ্ট হয় ।

৬। হে অগ্নি ! তুমি হ্বান্দায়ী অর্ত্তের অন্য বহুবীরবিশিষ্ট ধন প্রদান কর, বাসযোগ্য ধনের অভিযুক্তে আমাদিগকে প্রেরণ কর ।

৭। হে জ্ঞাতবেদা ! আমাদিগকে রক্ষা কর, অমিষ্টাতিসারী হিংসা-বুক্তি মর্ত্তের হস্তে আমাদিগকে সমর্পণ করিও না ।

୮ । ହେ ଅଞ୍ଜି ! ତୁମି ହୋତମାନ, କୋନ ଦେବରହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତୋମାର ଧନ ଦାନ ଦେଇ ରହିତ କରିତେ ନା ପାଇରେ ।

୯ । ହେ ବଲେର ପୁନ୍ନ ସଖା, ବାସଅନ୍ତ ଅଞ୍ଜି ! ଆମରା ଶ୍ରୋତା, ତୁମି ଆମାଦିଗଙ୍କେ ମହାଧନ ପ୍ରଦାନ କର ।

୧୦ । ଆମାଦେର ସ୍ତ୍ରତି ସକଳ ଦାହକର ଶିଥାବିଶିଷ୍ଟ, ଦର୍ଶନୀୟ ଅଞ୍ଜିର ଅଭିମୁଖେ ଗମନ କରକ । ସଜ୍ଜ ସକଳ ରକ୍ଷାର ନିର୍ମିତ ହଵାବିଶିଷ୍ଟ ହଇଯା ଅଭୂତ ଧରବିଶିଷ୍ଟ, ଅନେକେର ସ୍ତ୍ରତ ଅଞ୍ଜିର ଅଭିମୁଖେ ଗମନ କରକ ।

୧୧ । ସ୍ତ୍ରତି ସକଳ ବଲେର ପୁନ୍ନ, ଜ୍ଞାତବେଦୀ ବରଣୀର ଅଞ୍ଜିର ଅଭିମୁଖେ ଗମନ କରକ, ଅଞ୍ଜି ଅମର, ଯମୁନା ମଧ୍ୟେ ଥାକେମ, ତିନି ଦୁଇ ପ୍ରକାର । ଯମୁନ୍ୟଗଣେର ମଧ୍ୟେ ତିନି ହୋମସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରକାରୀ ।

୧୨ । ଦେବଗଣେର ଯାଗେର ଅନ୍ୟ ତୋମାଦେର ଅଞ୍ଜିକେ ସ୍ତବ କରିତେଛି, ଯଜେ ଅହୁତ ହଇଲେ ଅଞ୍ଜିକେ ସ୍ତବ କରିତେଛି, କର୍ମକାଳେ ଶ୍ରଥମେ ଅଞ୍ଜିକେ ସ୍ତବ କରିତେଛି, (ଶତ) ଉପହିତ ହଇଲେ ଅଞ୍ଜିକେ ସ୍ତବ କରିତେଛି, କ୍ଷେତ୍ରେ ଫଳ ମାର୍ଗାର୍ଥ ଅଞ୍ଜିକେ ସ୍ତବ କରିତେଛି ।

୧୦ । ଅଞ୍ଜି ବରଣୀର ଧନେର ଦୀଶ୍ୱର, ଆମରା ତୋହାର ସଖା, ତିନି ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଅନ୍ନଦାନ କରନ । ପୁନ୍ନେର ଅନ୍ୟ, ପୋତେର ଅନ୍ୟ ସେଇ ବାସଅନ୍ତ ଅଙ୍ଗପାଳକ ଅଞ୍ଜିର ନିକଟ ବହୁଧନ ଯାନ୍ତ୍ରା କରି ।

୧୪ । ହେ ପୁକମୌଢ଼ ! ତୁମି ରକ୍ଷାର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଜିକେ ଗାଥାହାରୀ ସ୍ତବ କର, ତୋହାର ଶିଥା ଦାହକର, ଧନାର୍ଥ ତୋହାକେ ସ୍ତ୍ରତି କର, ଅନ୍ୟ ଲୋକେଓ ତୋହାକେ ସ୍ତ୍ରତି କରେ, ମୁଦିତିର ଜମ୍ୟ ଗୃହ ଯାନ୍ତ୍ରା କର ।

୧୫ । ଶକ୍ରଗନକେ ପୃଷ୍ଠକ କରିବାର ଜମ୍ୟ ଅଞ୍ଜିକେ ସ୍ତବ କରି, ମୁଖ ଏବଂ ଅଭ୍ୟ ମାନେର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଜିକେ ସ୍ତବ କରି; ଅଞ୍ଜି ସମନ୍ତ ଏଜାଗଣେର ମଧ୍ୟ ଝାଜାର ମାଘ, ଖବିଗଣେର ବାସଅନ୍ତ ଏବଂ ଆହ୍ଵାନବୋଗ୍ୟ ହଟନ ।

୭୨ ଟଙ୍କା ।

ଅଗ୍ନି ଦେବତା । ଅଗାଧେର ପୁଣ ହର୍ଯ୍ୟତ ଥିବି ।

୧ । ତୋମରା ଶୀଘ୍ର ହ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ତ୍ତ କର, ଅଗ୍ନି ଆସିଯାଇଛେ, ଅଧ୍ୟୁ ପୁଣ-
ରାଯ ସଜ୍ଜ ଭଜନ କରିତେଛେ, ଉମି ହବି ଏନ୍ଦାମ କରିତେ ଆମେ ।

୨ । ଅଗ୍ନିର ସହିତ ସଜ୍ଜାମେର ସଥ୍ୟ, ସଂହାପନକର୍ତ୍ତା, ହୋତା, ତୀକ୍ଷ୍ନ
ଅଂଶବିଶିଷ୍ଟ ଅଗ୍ନିର ନିକଟେ ଉପବେଶନ କରିତେଛେ ।

୩ । ସଜ୍ଜାମେର ଅଭିନବିତ ମିଳିର ଜନ୍ୟ ତୋହାରୀ ଆପନାଦେର ଏହା
ବଳେ ମେହି କଜ୍ଜ ଅଗ୍ନିକେ ସମ୍ମୁଖେ ଛାପନ (କରିତେ) ଇଚ୍ଛା କରିତେଛେ, ଜିହ୍ଵା
ଆତ (ସ୍ତ୍ରତି) ଦ୍ୱାରା ନିନ୍ଦିତ ଅଗ୍ନିକେ ଗ୍ରହଣ କରିତେଛେ ।

୪ । ସେ ଅନୁରୌକ ସମ୍ମତ ହୁହ ବନ୍ଧୁକେ ଅତିକର୍ମ କରେ । ଅନ୍ନଦାତା ଅଗ୍ନି
ଦେଇ ଅନୁରୌକକେ ଅଭିଶଯ ତାପ ଏନ୍ଦାନ କରିତେଛେ । ତିନି ଶିଥାଦ୍ଵାରା
ମେଘକେ ବଧ କରିତେଛେ ଏବଂ ଜଳର ଉପର ଆରୋହନ କରିଯାଇଛେ ।

୫ । ବନ୍ଦେରେ ମ୍ୟାର (ଚଞ୍ଚଳ), ଶ୍ରେତବର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ନି, ଏହି ଜଗତେ ନିରୋଧକାରୀ
ବ୍ୟକ୍ତିର ନିକଟ ଗମନ କରେନ, ଶୋତାକେ କାମନା କରେନ ।

୬ । ଏହି ଅଗ୍ନିର ମାହାତ୍ୟଯୁକ୍ତ, ଅଶ୍ଵବିଶିଷ୍ଟ ସେ ଏକାଓୟୁଗ ଓ ରଥେର
ରଙ୍ଜୁ ଆଛେ ।

୭ । ସଂଶ୍ଲେଷିତକୁ ଶର୍ଦ୍ଦୟୁକ୍ତ ମିଳୁନଦୀର ସାଠେ ଜଳ ଦୋହନ କରିତେଥେ ।
ଦୁଇ ଜଳ ଖତ୍ତିକୁ ଅପର ପାଁଚ ଜନକେ ଅବର୍ତ୍ତିତ କରିତେଛେ ।

୮ । ପରିଚର୍ଯ୍ୟାକାରୀ ଦଶ (ଅଞ୍ଚୁଲି) ଦ୍ୱାରା ଯାଚିତ ହଇଯା ଇନ୍ଦ୍ର ଆକାଶେ
ମେଘ ହଇତେ ତିନ ଏକାର ରଶିଦ୍ଵାରା ଅଲବର୍ଷଣ କରିଯାଇଲେ ।

୯ । ତିନବର୍ଣ୍ଣବିଶିଷ୍ଟ, ବେଗବାନୁ ଅଗ୍ନି ମୂଳ ଶିଥାର ସହିତ ଯଜେ
ଗମନ କରିତେଛେ । ହୋଇଲିପାଦକ ଅଧ୍ୟୁୟଗନ ମଧୁଦାରୀ ଉହାର ପୁଜା
କରିତେଛେ ।

୧୦ । ଉପରିଭାଗେ ଚକ୍ରବିଶିଷ୍ଟ, ପରିଗିତ ଦୀପି, ମିଳୁଥଦ୍ଵାରଯୁକ୍ତ,
ଅଞ୍ଜିଣ, ରଙ୍ଗକାରୀ ଅଗ୍ନିର ଉପରେ ଅବନତ ହଇଯା ଉହାକେ ମିଳ କରିତେ
ଛେ ।

১১। আদরযুক্ত অধৰ্মুগণ সমীপবর্তী হইয়াই রুক্ষাকারী অগ্নির বিসর্জন সময়ে একাণ্ডাতে মধুসেক করিতেছেন।

১২। বন্ধুর দ্বারা দোহনীয় পুচুর দুক্ষের অংশে জল হইলে, হে গো সকল ! তোমরা রুক্ষাকারী অগ্নির নিকটে গমন কর ! অগ্নির উভয় কর্ম হিরণ্য।

১৩। হে অধ্যুর্যগণ ! দুক্ষ দোহন করা হইলে দ্যাবাপৃথিবীতে আগ্রিত এবং মিশ্রযোগ্য দুক্ষ সেক কর। অমস্তুর অঙ্গাদুক্ষে অগ্নিকে স্থাপন কর।

১৪। তাহারা আপমাদিগের নিবাসস্থলপ অগ্নিকে জানিয়াছে, বৎস যেহেতু অবনীয় সহিত মিলিত হয়, সেইস্তপ গো সকল আপম বন্ধুজনের সহিত মিলিত হইতেছে।

১৫। শিখাদ্বাৰা ভক্ষণকারী (অগ্নি) অন্ন (ইন্দ্ৰ ও অগ্নিকে) পোষণ করে, অন্তরীক্ষে উপকাৰ কৰে, ইন্দ্ৰ ও অগ্নিতে সমস্ত অন্ন প্রদান কর।

১৬। গমনশীল বায়ু চঞ্চল পাদযুক্ত, মাধ্যমিকী বাকু হইতে স্মর্যের সম্মুশ্যদ্বাৰা বৰ্ণিত অন্ন ও রস প্রাপ্ত কৱিতেছেন।

১৭। হে মিৰি ও বকণ ! স্মৰ্য উদিত হইলে তিনি সোঁম শ্বীকার কৰেন, উহা আতুরের উষ্ম। এই হৃষ্যত খৰিৰ যে স্থান হয় স্থাপন কৰিবার উপযুক্ত, তথা হইতে অগ্নি শিখাদ্বাৰা ছালোক ব্যাপ্ত কৰেন।

৭৩ স্কৃত।

অধিবক্তৃ দেবতা। সন্দৰ্ভ শব্দ।

১। হে অধিবক্তৃ ! আমি যজ্ঞাভিমানী, আমাদের জন্য উদিত হও, রথ ঘোজিত কৰ। তোমাদের রুক্ষ আমাদের সমীপবর্তী হউক।

২। হে অধিবক্তৃ ! অতিশয় বেগবান্ত রথে লিমেষ মধ্যে আগমন কৰ ! তোমাদের রুক্ষ আমাদের সমীপবর্তী হউক।

৩। হে অধিবক্তৃ ! অতিৰিক্ত অন্য হিমজলের দ্বারা অৰ্পণ নিবারণ কৰ ! তোমাদের রুক্ষ আমাদের সমীপবর্তী হউক।

୪। ତୋମରୀ କୋଥାର ଆଛ? କୋଥାର ସାଇତେହ? ଶ୍ରେନପକ୍ଷୀର ଯତ
କୋଥାର ପତିତ ହଇତେହ? ତୋମାଦେର ରଙ୍ଗ ଆମାଦେର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହଟକ ।

୫। କୋମ କାଲେ, କୋମ ଛାଲେ, ଅନ୍ୟ ଆମାଦେର ଏଇ ଆହ୍ରାମ ଅବଶ
କରିବେ, ତାହା ଆନି ନା । ତୋମାଦେର ରଙ୍ଗ ଆମାଦେର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହଟକ ।

୬. ସଥାକାଳେ ଅତିଲୟ ଆହ୍ରାମଷୋଗ୍ୟ ଅଶ୍ଵିଦୟର ନିକଟ ଗମନ କରି,
ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବାଙ୍କବେର ନିକଟ ଗମନ କରି । ତୋମାଦେର ରଙ୍ଗ ଆମାଦେର
ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହଟକ ।

୭। ହେ ଅଶ୍ଵିଦୟ! ତୋମର ଅତିର ଜଳ ରଙ୍ଗାକାରୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଯା
ଛିଲେ । ତୋମାଦେର ରଙ୍ଗ ଆମାଦେର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହଟକ ।

୮। ହେ ଅଶ୍ଵିଦୟ! ମରୋହର ସ୍ତତିକାରୀ ଅତିର ଜଳ ଅଶ୍ଵିକେ ଡାପ ହଇତେ
ପୃଥକ କର । ତୋମାଦେର ରଙ୍ଗ ଆମାଦେର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହଟକ ।

୯। ସମ୍ପୁଦ୍ଧି ତୋମାଦେର ସ୍ତତିକାରୀ ଅଶ୍ଵିର ଧାରାକେ ଶରନ କରାଇଯା-
ଛିଲେ(୧) । ତୋମାଦେର ରଙ୍ଗ ଆମାଦେର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହଟକ ।

୧୦। ହେ ହଳ୍ଟିଥର, ଧନବିଶିଷ୍ଟ ଅଶ୍ଵିଦୟ! ଏହି ଛାଲେ ଆଗମନ କର,
ଆମାର ଆହ୍ରାମ ଅବଶ କର । ତୋମାଦେର ରଙ୍ଗ ଆମାଦେର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ
ହଟକ ।

୧୧। ହେ ଅଶ୍ଵିଦୟ! ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହଳ୍ଦେର ନ୍ୟାୟ ତୋମାଦିଗକେ ପୁନଃ ପୁନଃ ଆଇନ
.ଆଇନ ବଲିତେ ହୟ କେନ ? ତୋମାଦେର ରଙ୍ଗ ଆମାଦେର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହଟକ ।

୧୨। ହେ ଅଶ୍ଵିଦୟ! ତୋମାଦେର ଉତ୍ତରେ ଉେପତି ଛାନ ଏକଇ, ତୋମା-
ଦେର ବଞ୍ଚନ ଏକ । ତୋମାଦେର ରଙ୍ଗ ଆମାଦେର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହଟକ ।

୧୩। ହେ ଅଶ୍ଵିଦୟ! ତୋମାଦେର ଯେ ରୁଥ ଆଛେ, ମେଦାବାପୃଥିବୀ ଏବଂ
ଲୋକମୟହେ ଗମନ କରେ । ତୋମାଦେର ରଙ୍ଗ ଆମାଦେର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ
ହଟକ ।

୧୪। ହେ ଅଶ୍ଵିଦୟ! ସହ୍ର ଗୋସମ୍ଭବ ଏବଂ ସହ୍ର ଅଶ୍ରସମ୍ଭବର ସହିତ
ଆମାଦେର ନିକଟ ଆଗମନ କର । ତୋମାଦେର ରଙ୍ଗ ଆମାଦେର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ
ହଟକ ।

(୧) ଲକ୍ଷ୍ମେଶ୍ୱର ପେଟକ ଘର୍ଯ୍ୟେ ଅବେଶ କରିଯାଇଲେ ଏବଂ ପରେ ଅଶ୍ଵିଦୟର
ଅନୁଥରେ ନିର୍ମାତ ହଇଯାଇଲେ । ୫। ୭୮। ୫ ଖକ ରେଖ ।

১৫। হে অশ্বিনুর ! সহস্রসংখ্যক গোসমৃহ ও অশ্বসমৃহের সাহায্যে আমাদের নিবারণ করিওন। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক।

১৬। হে অশ্বিনুর ! উষা শুভৱর্ণ, তিনি যজ্ঞবতী, তিনি জ্যোতিঃ লিঙ্ঘাণ করেন। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক।

১৭। কুঠারবিশিষ্ট ব্যক্তি যেন্নপ বৃক্ষ ছেদন করে, অত্যন্ত দৈশ্মিকান, স্বর্দ্ধ সেইরূপ তমঃ নিবারণ করেন, অতএব অশ্বিনুকে (আহ্বান করি)। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক।

১৮। হে পর্বতবক্ষারী সপ্তবধি ! তুমি কৃষ্ণপেটক মধ্যে আরুত হইয়াছিলে, পরে তাহাকে নগরের ন্যায় দক্ষ করিয়াছিলে। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক।

৭৪ চূক্ত।

শেষ ভিন্নটী খকের শুভর্কা নামক রাজাৰ দানস্তুতি দেবতা ; অপরগুলিৰ অধি দেবতা। গোপন খবি।

১। তোমরা অচাতিলাহী, সমস্ত প্রজাগদেৰ অতিথি ও অনেকেৰ প্রিয় অধিঃ স্তুতি সম্পাদন কৰ, আমি তোমাদেৰ সুখেৰ জন্য স্তোত্ৰেৰ ছাঁৱাৰ পুত্ৰবাক্য উচ্চারণ কৰিব।

২। যাহার উদ্দেশে ঘৃত হোম কৰা হয় এবং লোকে যাহার উদ্দেশে ইহ্য দাঁৰ কৰত : স্তুতিদ্বাৰা অশংসা কৰে।

৩। যিনি (স্তোতাৰ) অশংসা কৰেন, যিনি জ্ঞাতবেদী এবং যিনি যজ্ঞে অদৃষ্ট ইহ্যসমৃহ দ্যুলোকে প্ৰেরণ কৰেন।

৪। যাহার শিথাসমূহে খকপুত্র মহানু শুভর্কা বৰ্জিত হইয়াছেন, সেই হৃতহস্তা জ্যেষ্ঠ এবং মহুষ্যগণেৰ হিতকৰ অধিৱ নিকট আমি উপস্থিত হইয়াছি।

৫। তিনি অৱগুহিত, জ্ঞাতবেদী ও স্তুতিযোগ্য, তিনি তমঃ দূৰ কৰেন, তাহার উদ্দেশে ঘৃত হোম কৰা হয়।

৬। বাধাৰিশিষ্ট এই সকল লোকে যজ্ঞ কৰত : ও তন্ম সংযত কৰত : ইহৰেৰ ছাঁৱা তাহার স্তুতি কৰে।

৭। হে শুক্তি সুজ্ঞাত, সুক্রতু, অমৃত এবং দর্শনীয় অগ্নি! আমরা তোমার এই স্তুতি করিলাম।

৮। হে অগ্নি! উহা অত্যন্ত সুখকর, অচূত অগ্নবিশিষ্ট ও তোমার প্রিয় হউক। তুমি উহা দ্বারা উত্তমরূপে স্তুত হইয়া হৃদি আশ্চর্ষ হও।

৯। উহা অচূর অগ্নবিশিষ্ট, উহা সংগ্রামে অঘের উপরি অচূত অগ্ন ধারণ করক।

১০। যিনি বলপূর্বক (শক্তির) অম্ব ও প্রসংশনীয় (ধন) হিংসা করেন, সেই দীপ্ত এবং (ধৰ্মদ্বারা) রথপূরুক অগ্নিকে মহুষ্যগণ গমনশীল অশ্বের ন্যায় ও সৎপত্তি ইঙ্গের ম্যায় (পরিচর্ষ্যা করন)।

১১। হে অগ্নি! গোপবন স্তুতি করাতে, তুমি অব প্রদান করিয়াছ ; তুমি সর্বত্র গমনশীল ও পারক, তুমি তাহার আহ্বান অবল কর।

১২। লোক বাধ্যাত্মক হইয়াও অব লাভের জন্য তোমার স্তুতি করে, তুমি সংগ্রামে প্রবৃক্ষ হও।

১৩। আমি আহ্বত হইয়া শক্তিগণের গর্ভ থক্কর্কারী, খক্কপুত্র শুভর্বা রাজার অদৃষ্ট লোমমুক্ত অশ্ব চতুর্ষের উন্নত লোমবিশিষ্ট মন্তক হস্তদ্বারা ঘাঁজেন্তে করিব।

১৪। অত্যন্ত অগ্নবিশিষ্ট শুভর্বা রাজার চারিটী অশ্ব দ্রুতগামী ও উত্তম রথযুক্ত হইয়া পক্ষী সকল বেকল তুঁফকে বহন করিয়াছিন, সেইকল অব বহন করিতেছ।

১৫। হে মহামনী পক্ষী(১)! তোমাকে সত্যই বলিতেছি, হে জল! এই সর্বাপেক্ষা অধিক বলবানু শুভর্বা হইতে অধিক অশ্ব আর কোন মহুষ্য দান করিতে পারে না।

(১) আধুনিক বাবীনদী। ১০। ৭৫। ৫ খকের দীকা দেখ।

৭৫ স্তুতি ।

অগ্নি দেবতা ! অঙ্গীরামুভ বিজ্ঞপ্তি শব্দি ।

১। হে অগ্নি ! রথীর ন্যায় তুমি দেবগণের আহ্বানে অত্যন্ত পটু অশুগণকে ঘোষিত কর; তুমি হোতা, তুমি অধীন হইয়া উপবেশন কর ।

২। হে দেব ! তুমি দেবগণের নিবট আমাদিগকে বিদ্বানশ্চেষ্ট বলিয়া বল এবং সমস্ত বরণীয় (ধৰ্ম অথবা হৃদয়) সার্থক কর ।

৩। হে যুবতম, বলের পুত্র আহৃত অগ্নি ! তুমি সত্ত্বাবান্ত ও যজ্ঞাহ ।

৪। এই অগ্নি শত ও সহস্রসংখ্যক অংশের স্বামী, শিরোবিশিষ্ট, কবি ও ধনপতি ।

৫। হে গৌরশীল (অগ্নি) ! ঋক্তগণ যেকপ রথনেমি আনন্দিত করে, সেইজন্ম তুমি একত্রে আহৃত (দেবগণের) সহিত অতি নিকটবর্ত্তী যজ্ঞ আনন্দিত কর ।

৬। হে বিজ্ঞপ্তি ! তুমি নিত্য বাক্যাদ্বারা তৃষ্ণ ও অভীষ্টবর্ষী অগ্নির স্তুতি কর ।

৭। আমরা গাভীগণের জন্য অমৃতচ ক্ষুবিশিষ্ট, এই অগ্নির শিখাদ্বারা কোনু পণির হিংসা করিব ? ।

৮। আমরা দেবগণের পরিচারক, যেকপ দুক্ষপ্রদাতী গাভীকে পরিত্যাগ করি ইয় না, যেকপ গাভীগণ কৃশ (বৎসকে) পরিত্যাগ করে না, সেইজন্ম আমাদের পরিযোগ করিও না ।

৯। সম্মুক্তরঞ্জ যেকপ লোকাকে বাঁধা প্রদান করে, সেইজন্ম যেমন শক্রসকলের তুষ্টি বুকি আমাদের বাঁধা না দেয় ।

১০। হে অগ্নিদেব ! যমুষ্যগণ বল লাভের জন্য তোমার উদ্দেশ্যে নমস্কার শক্ত উচ্ছারণ করে, তুমি বলদ্বারা শক্ত নাশ কর ।

১১। হে অগ্নি ! আমরা গাভী লাভ করিতে পারিয বলিয়া তুমি বহুধম দান কর, তুমি সমৃক্ষিকারী, তুমি আমাদিগকে সমৃক্ত কর ।

১২। তুমি ভারবাহী ব্যক্তির ন্যায় আমাদিগকে এই সংগ্রামে পরিত্যাগ করিও ন। তুমি ধম অয় কর, উহা (শক্রগণের সহিত) ছিল হইতেছে!

১৩। হে অগ্নি! এই বাধাসমূহ, অন্য মৌকের ভর (উৎপাদন করক), তুমি আমাদের বলোপেত বেগ বর্জিত কর।

১৪। যে নমস্কারারীর, অথবা অদৃষ্ট যাগবিশিষ্ট ব্যক্তির কর্তৃ সেবা করে, তাহারই লিকট অগ্নি বিশেষরূপে গমন করেন।

১৫। শক্র সেনা হইতে পৃথক (সেনাগণকে) অভিযুক্তি কর; যাহাদের মধ্যে আমি আছি, তাহাদের রক্ষা কর।

১৬। হে অগ্নি! তুমি পিতা, আমরা পুর্বের ম্যায় (একাণে) তোমার রক্ষা অবগত আছি, অনন্তর তোমার সুখ যান্ত্রী করি।

১৬ সূত্র।

ইন্দ্র দেবতা। কৃগোত্তীয় কুরমূতি থষি।

১। এই প্রাঞ্জ ইন্দ্রকে শক্ত চেছদনের অন্য আহ্বান করি, তিনি স্তীর বলে সকলের স্থানী এবং যন্ত্রণগ্রবিশিষ্ট।

২। এই ইন্দ্র যন্ত্রণে মিলিত হইয়া শক্ত সক্ষিপিষ্ঠ বজ্রারা বৃত্তের মন্তক চেছদ করিয়াছেন।

৩। ইন্দ্র বর্জিত ও যন্ত্রণে মিলিত হইয়া বৃত্তকে বিদীর্ণ করিয়াছেন এবং অন্তরীক্ষের অল অপস্ত করিয়াছেন।

৪। যিনি যন্ত্রণযুক্ত হইয়া সোমপানার্থে এই স্বর্গ অয় করিয়াছেন, ইনিই (সেই) ইন্দ্র।

৫। ইনি যন্ত্রণযুক্ত, খঙ্গী, সোমবিশিষ্ট, ওজন্মী এবং যহাত্ম, আমরা স্বতিষ্ঠারা তাহাকে আহ্বান করি।

৬। আমরা যন্ত্রণযুক্ত ইন্দ্রকে এই সোমপানার্থে পুরাতন তোত্রারা আহ্বান করি।

৭। হে মেচেনসর্প, অমেকের আহুত শতক্রতু ! তুমি মুকৎগণের সহিত এই যজ্ঞে সোম পান কর ।

৮। হে বজ্রবান ! তোমার এবং মুকৎগণের অন্য সোম অভিযুক্ত হইয়াছে, উক্ত অঙ্গোচ্ছারণকারী ব্যক্তিগণ অন্তরের সহিত আহুত করিতেছে ।

৯। হে ইন্দ্র ! তুমি মুকৎগণের সখা, তুমি আমাদের স্বর্ণপ্রাপ্তিহেতু যজ্ঞে(১) অভিযুক্ত সোম পান কর এবং বলপূর্বক বজ্র তৌক্ষ কর ।

১০। তুমি অভিযবণ ফলকে অভিযুক্ত সোমপান করতঃ বশের সহিত উঠিয়া হয়ুন্নয় কল্পিত কর ।

১১। তুমি শক্রগণকে বিনাশ কর, দ্যাবাপৃথিবী উভয়েই তোমার কল্পনা করে; তুমি সর্বদা মন্ত্রদিগনকে বিনাশ কর ।

১২। অষ্টদিক ও নবদিকব্যাপী(২) যজ্ঞস্পর্শী স্তুতিও ইন্দ্র অপেক্ষা স্ম্যম । আমি মেই স্তুতি সম্পাদন করিতেছি ।

৭৭ স্কৃত।

ইন্দ্র দেবতা। হৃষিস্তি খবি ।

১। ইন্দ্র অশ্বিয়াই বহু কর্মবিশিষ্ট হইয়া মাত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উগ্র কে এবং প্রসিদ্ধ কে ? ।

২। শবসী তৎক্ষণাত বলিলেন, হে পুনর ! উর্গবাত, অহীন্ত্ব প্রভৃতি অমেকে আছে, তাহাদের নিষ্ঠার করা উচিত ।

৩। হৃতহা ইন্দ্র তাহাদিগকে রজ্জুঘারা (রথ চক্রের) অরসমূহের ন্যায় মুগপৎ আকর্ষণ করিলেন এবং দম্যগণকে হমন করিয়া প্রহৃক হইলেন ।

৪। ইন্দ্র, সোমপূর্ণ ত্রিশটী কমনীয় পাত্র মুগপৎ পান করিলেন(১) ।

(১) এইস্থানে ও অন্য অনেক স্থানে “দিবিষ্টযু” শব্দ আছে। যত্ত্বারা স্বর্গ পাও হওয়া যায়, এই বিশ্বাস ইহাদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে ।

(২) চারিদিক ও চারি কোণ এবং আনন্দিত্য লইয়া মৰদিক । সারল ।

(৩) ইন্দ্র অশ্বিয়াতেই অভিশর শূর ও সোমধীর, তাহা এই চারি খকে অসর্পিত হইল ।

୫ । ଇନ୍ଦ୍ର ମୂଳରହିତ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ପ୍ରଦେଶେ ଜ୍ଞାନିକାରୀଙ୍କେ ବୁନ୍ଦି କରିବାର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଚାରିଦିକ ହିତେ ମେବକେ ହିଂସା କରିଲେମ ।

୬ । ଏହି ଇନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କରନ୍ତଃ ବିସ୍ତୃତ ବାଣ ପ୍ରାଣ କରିଯା ମେବ ସକଳକେ ବିକ୍ଷି କରିଲେମ ।

୭ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମାର ଏକମାତ୍ର ବାଣ ଶତାବ୍ଦିବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ସହଶ୍ର ପତ୍ର-ବିଶିଷ୍ଟ ; ତୁ ଯି ଏହି ବାଣକେଇ ସହାୟ କର ।

୮ । ଜ୍ଞାନିକାରୀ ପୁରୁଷ ଏବଂ ତ୍ରୀଲୋକେର ଆହାରାର୍ଥ ମେହି ବାନଦାରୀ (ପ୍ରତ୍ୱତ ଥର) ଆହରଣ କର, ଆତମାତ୍ରେଇ ଅଭୂତ ଏବଂ ଛିର ହେ ।

୯ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ଯି ଏହି ସକଳ ଅତାପ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ଚତୁର୍ଦିକେ ପରିଣତ ପରିତ ବିର୍ମାଣ କରିଯାଇ ; ବୁନ୍ଦିତେ ଉତ୍ସାହର ସ୍ଥିରଭାବେ ଧାରଣ କର ।

୧୦ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମାର ଯେ ସମ୍ମତ ଜଳ ଆହେ, ବିଷୁ ତାହା ଅନ୍ଦାନ କରିତେହେଲ, ତିଲି ଉକଗତିବିଶିଷ୍ଟ ଓ ତୋମାର ବାଣୀ ପ୍ରେରିତ(୨) । ଇନ୍ଦ୍ର ଶତ ମହିଷ ଓ କୌର ପକ୍ଷ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ବରାହ ଦାନ କରିଯାଇଲେ(୩) ।

୧୧ । ତୋମାର ଧୟୁଃ ବହୁ ବାଣକେପୀ, ମୁଲିର୍ମିତ ଓ ମୁଥକର, ତୋମାର ବାଣ କର୍ଯ୍ୟମାଧିଳ କ୍ରମେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣଯତ ; ତୋମାର ବାହୁଦୟ ରମ୍ଯୀର ଏବଂ ଘର୍ମତ୍ତେନୀ ଉତ୍ସାହ ମୁମ୍ଭୁତ ଓ ଯଜ୍ଞବର୍ଧିକ ।

୭୮ ପୃଷ୍ଠା ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା । କୁଳମୁଦ୍ରି ଖବି ।

୧ । ହେ ଶୂର ଇନ୍ଦ୍ର ! ପୁରୋଡାସ ନାୟକ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଆହାର କରନ୍ତଃ ଶତ ଏବଂ ସହଶ୍ର ଗାୟୀ ଦାନ କର ।

୨ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ଯି ଆମ୍ବଦେର ଗୋ ଏବଂ ଅଶ୍ଵ ଅନ୍ଦାନ କର, ଯମୋହର ହିରଥର ଅଲକ୍ଷାର ଯୁଗମ୍ଭେ ଅନ୍ଦାନ କର ।

(୨) ବିଷୁର ଅର୍ଥ ଖଥେଦ ଲୁର୍ଯ୍ୟ । ଲୁର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୁ ଜଳ (ଅର୍ଦ୍ଦୀଂ ରଷ୍ଟି) ଉତ୍ସାହ କରେଲ, ତିଲି ଇନ୍ଦ୍ରାର ପ୍ରେରିତ ଏବଂ ତିଲି ଉକଗତିବିଶିଷ୍ଟ, ଅର୍ଦ୍ଦୀଂ ଆକାଶେ ଜୟଣ କରେଲ ।

(୩) ମହିଷ ଓ ବରାହ ବାଣଜ୍ଞଦା ଛିଲ ।

୩ । ହେ ଶତ୍ରୁ ପରୀଜନକାରୀ, ବାସଅନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମାରେ କଥା ଶୁଣୀ ଯାଏ
ତୁମି ଆସାଦିଗକେ ବଳସଂଖ୍ୟକ କର୍ଣ୍ଣଭବନ ପ୍ରଦାନ କର ।

୪ । ହେ ଶୂର ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମା ତିନ୍ଦି ଅନ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ କେହ ନାହିଁ, ତୋମା
ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ସମ ଭାଗକାରୀ ଅଥବା ଉତ୍ସମ ଦାତା ନାହିଁ, ଖର୍ଦ୍ଦିକୁଗଣେର ଲେଭାଓ
ନାହିଁ ।

୫ । ଇନ୍ଦ୍ର କାହାକେଓ ଅବଜ୍ଞା କରେନ ନା, ତିମି ପରିଚୁତ ହଲ ନା, ତିମି
ସମ୍ମନ ଜଗଂ ଦର୍ଶନ କରେନ ଏବଂ ଶ୍ରବନ କରେନ ।

୬ । ଇନ୍ଦ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅହିଂସିତ, ତିମି କୋଥକେ ମନେ ଛାନ ଦେମ ନା,
ଲିଙ୍ଗାର ପୁର୍ବେଇ ଛାନ ନାହିଁ ।

୭ । ଦ୍ଵାରାଷିତ, ହତ୍ୟାତୀ, ସୋମପାତ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ରେର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟକାରୀର
କର୍ମଧାରୀଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହେ ।

୮ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ସମ୍ମ ଧନ ତୋମାତେ ସନ୍ଦତ ହଇଯାଛେ, ହେ ସୋମପାତ୍ରୀ !
ସମ୍ମ ସୋଭାଗ୍ୟ ସନ୍ଦତ ହଇଯାଛେ, ମୁଦ୍ରାମ ସର୍ବଦାଇ ବୁଟିଲତାରହିତ ।

୯ । ଆସାର ମନ ଯବାତିଲାୟୀ, ଗବାତିଲାୟୀ, ହିରଣ୍ୟାଭିଲାୟୀ ଓ ଅଶ୍ୱାଭି-
ଲାୟୀ ହଇଯାଇ ତୋମାରେ ନିକଟ ଗମନ କରିତେଛେ ।

୧୦ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଆସି ତୋମାର ଆଶାତେଇ ହଣ୍ଡେ ଦାତ(୧) ଧାରନ
କରିତେହି, ହେ ମସବା ! ପୂର୍ବାହିଷ, ଅଥବା ପୂର୍ବ ସଂଗ୍ରହୀତ ଯବେର ମୁଣ୍ଡି ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ।

୨୯ ଟଙ୍କା ।

ସୋମ ଦେବତା । ହର୍ଷ ଖର୍ଦ୍ଦ ।

୧ । ଏହି ସୋମ କର୍ଣ୍ଣ, କେହ ଇହାକେ ପ୍ରାଣ କରିତେ ପାରେ ନା, ଇନି ବିଶ-
ବେତୀ ଏବଂ ଉତ୍ସିଦ । ଇନି ଖର୍ଦ୍ଦ, ମେଧାବୀ ଏବଂ ସ୍ତରିଯୋଗ୍ୟ ।

୨ । ଯାହା ନମ୍ବ, ଇନି ତାହା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରେନ, ଯାହା କମ୍ପ ଇନି ତାହା
ଆରୋଗ୍ୟ କରେନ, ସମ୍ମ ହଇଯାଓ ଦର୍ଶନ କରେନ, ପଞ୍ଜୁ ହଇଯାଓ ଗମନ କରେନ ।

୩ । ହେ ସୋମ ! ତୁମି ଶରୀରକୁଳକାରୀ, ଅନ୍ୟକୃତ ଅପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହିତେ
ବୁଝାଇ କର ।

(୧) ମୁଲେ “ଦାତ” ଆହେ । ଶଶ୍ୟ କାଟିବାର କାଣେ ।

୪ । ହେ ଶ୍ରୀଷ ସୋମବାନୁ ! ତୁ ଯି ପ୍ରଜା ଓ ବଲେର କାରୀ ଦ୍ୟାଳୋକ ଓ ପୃଥିବୀର ସକାଶ ହିତେ ଆମାଦିଗେର ଶକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଥକ୍ କର ।

୫ । ଧାର୍ତ୍ତାଭିନାନୀଷିଗଣ ସଦି ଧନିର ନିକଟ ଗମନ କରେ, ଦାତାର ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଭିକ୍ଷୁକେର ଅଭିନାନୀଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ।

୬ । ସଥଳ ପୁରୀଖ ଲଟ୍ଟ ଧନ ଲାଭ କରେ, ତଥବେ ସଜ୍ଜାଭିନାନୀଷିକେ ପ୍ରେରଣ କରେ ଏବଂ ଦୌର୍ଘ ଆୟୁଃ ଲାଭ କରେ ।

୭ । ହେ ସୋମ ! ତୁ ଯି ଆମାଦେର ହଦୟେ ମୁଦ୍ରର, ମୁଖକର, ସଜ୍ଜସ କ୍ଷାମକ, ମିଶଳ ଏବଂ ମନ୍ଦଳକର ।

୮ । ହେ ଦୋଷ ! ତୁ ଯି ଆମାଦିଗକେ ଚକ୍ରଲାଙ୍ଘ କରିଥିଲା, ହେ ରାଜ୍ଞ ! ତୁ ଯି ଆମାଦିଗକେ ଭୌତ କରିଥିଲା, ଆମାଦେର ହଦୟ ଦୀଖିଦ୍ୱାରା ବଧ କରିଥିଲା ।

୯ । ତୋମାର ପୁରେ ଦେବଗଣେର ଛର୍ମତି ଯେମ ନା ପ୍ରବେଶ କରେ, ହେ ରାଜ୍ଞ ! ଶକ୍ତଦିଗକେ ଦୂର କର, ହେ ସୋମମେକୀ ! ହିସକଦିଗକେ ବିମାଶ କର ।

୮୦ ଶ୍ଲକ୍ଷ ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା । ନୋଧାର ପୁତ୍ର ଏକଦ୍ୟ ଖବି ।

୧ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମା ଭିନ୍ନ ମୁଖଦାତାକେ ବଲୁମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଲା, ହେ ଶତକ୍ରତୁ ! ତୁ ଯି ଆମାଦେର ମୁଖୀ କର ।

୨ । ଯେ ଅହିସକ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବେ ଆମାଦିଗକେ ଅନ୍ନ ଲାଭାର୍ଥ ରଙ୍ଗ କରିଯାଇଛେ, ତିନି ଆମାଦିଗକେ ମର୍ବଦୀ ମୁଖୀ କରନ ।

୩ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ଯି ଆରାଧୀକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କର ; ତୁ ଯି ଅଭିସବନକାରୀର ରଙ୍ଗକ ; ଅତେବ ତୁ ଯି ଆମାଦିଗକେ ବଲୁମାନ ପ୍ରଦାନ କର ।

୪ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ଯି ଆମାଦେର ପଞ୍ଚାଂ ଅବହିତ ରଥକେ ରଙ୍ଗ କର, ହେ ବଜ୍ରବାନ ! ଉହାକେ ସମ୍ମୁଖଭାଗେ ଆନନ୍ଦ କର ।

୫ । ହେ ହତ୍ତା ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ଯି ଏକଗେ କେନ ଶଦ ଶୂନ୍ୟ ହଇଯା ଆଛ, ଆମାଦେର ରଥକେ ପ୍ରଧାନ ବନ୍ଦ, ଅଗ୍ନାଭିନାନୀ ହଇଯା ଅନ୍ନ ସମୌପବର୍ତ୍ତୀ କରିଯାଇଥାଏ ।

୬ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଆମାଦେର ଅନ୍ତାଭିଳାସୀ ରୁଥକେ ରୁକ୍ଷା କର । ତୋମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆହେ ? ଆମାଦିଗଙ୍କେ ସଂଆସେ ମର୍ବତୋତ୍ତାବେ ଜମଶୀଳ କର ।

୭ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଦୃଢ଼ ହୁଏ, ତୁମି ମଗରେର ନାଁଯ ସଜ୍ଜମହୀ, କ୍ଷତି କ୍ରିୟା ଯଥାକାଳେ ତୋମାର ନିକଟ ଗମନ କରେ, ତୁମି ସଜ୍ଜନିଷ୍ପାଦକ ।

୮ । ରିନ୍ଦାଭାକୁ ସତି ଯେବେ ଆମାଦେର ମିକଟ ଉପହିତ ନା ହୁଏ, ବିଜ୍ଞୌର ଦିକ୍ଷମୟୁହେ ମିହିତ ଧନ ଆମାଦେର ହଟକ, ଶକ୍ରମୟହ ବିନାଶ ଓଣ୍ଟ ହଟକ ।

୯ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି ଯଥମ ସଜ୍ଜସମ୍ଭାବୀର ଚତୁର୍ଥ ନାମ ଧାରଣ କରିଯାଛ, ତଥନେଇ ଆସିବା ଉହା କାମନା କରିଯାଛି, ତୁମିହ ଆମାଦେର ପାଞ୍ଜକ, ତୁମିହ ଆମାଦେର ଅତିପାଳନ କରିତେଛ ।

୧୦ । ହେ ମରଣରହିତ ଦେବଗଣ ! ଏକହୃଦୟ ଖରି ତୋମାଦିଗଙ୍କେ ଓ ଦେବ-ପତ୍ରୀଗଣଙ୍କେ ବର୍କ୍ଷିତ କରିତେଛେ, ତୃପ୍ତ କରିତେଛେ, ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶେ ପ୍ରଚୂର ଧରନ ଦାନ କର, କର୍ମଧର ଇନ୍ଦ୍ର ଓଣ୍ଟକାଲେଇ କ୍ରତ ଆଗମନ କରନ ।

୮୧ ଲୁଙ୍କ ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା । କହୁଗୋତ୍ତ୍ଵୀର କୁମୀଦୀ ଖରି ।

୧ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି ମହାହନ୍ତବିଶିଷ୍ଟ, ତୁମି ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଦିବାର ଜନ୍ୟ ଶକ୍ରବାନ୍ ବିଚିତ୍ର, ଅହଂଯୋଗ୍ୟ ଧରନ ଦର୍ଶିଣ ହଣ୍ଡେ ପ୍ରାହଣ କର ।

୨ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଆମରୀ ତୋମାର ଜାନି, ତୁମି ବହୁକର୍ମୀ, ବହୁଦୀତା, ବହୁ-ଧରବାନ୍ ଏବଂ ବହୁରୁକ୍ଷାଧୂକ୍ତ ।

୩ । ହେ ଶୂର ଉନ୍ନ ! ତୁମି ଦାନ କରିତେ ଇଚ୍ଛା କରିଲେ, ଦେବଗଣ ଓ ମୁଖ-ଗଣ ଭୟକର ହସଭେର ନ୍ୟାୟ ତୋମାକେ ନିବାରଣ କରିତେ ପାଇର ନୀ ।

୪ । ତୋମରୀ ଆଗମନ କର, ଇନ୍ଦ୍ରକେ କ୍ଷବ କର, ତିନି ଅଯଃ ଦୌପ୍ୟମାନ ଧରେଇ ଅଧିପତି, ଧନେର ଜ୍ଵାରୀ ଅନ୍ୟ ଧନୀର ନ୍ୟାୟ ଯେବେ ବାଧା ଅନ୍ଦାନ ନୀ କରେମ ।

୫ । ଇନ୍ଦ୍ର ତୋମାଦେର ଜ୍ଞତିର ଅଶ୍ରୁ କରନ ଏବଂ ତଦମୁକ୍ତପ ଗାଁନ କରନ, ତିନି ସାଧତୋତ ଅବଶ କରନ, ଧର୍ମଧୂକ୍ତ ହଇଯା ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଅମୁଗ୍ରହ କରନ ।

৬। হে ইন্দ্র ! আমাদের জন্য আগমন কর, বায় ও দক্ষিণ উভয়
হল্কে দান কর, আমাদিগকে ধন হইতে পৃথক করিও না ।

৭। হে ইন্দ্র ! তুমি ধনের নিকট গমন কর, হে শক্র অভিভবকারী !
তুমি সাহকার মনে অনমধ্যে যে অত্যন্ত অদাতা, তাহার ধন আহরণ কর ।

৮। হে ইন্দ্র ! বিপ্রগণের ভজনীয়, তোমার যে ধন আছে, যাচিত
হইয়া আমাদিগকে অদান কর ।

৯। হে ইন্দ্র ! তোমার অস্ত আমাদের নিকট শৌভ্র আগমন করক ;
সে অস্ত সকলের প্রীতিকর । আমাদের স্নোতা সকল নানা অভিলাষ্যুক্ত
হইয়া শৌভ্র তোমাকে স্মৃতি করিতেছে ।

ସଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟାୟ ।

୮୨ ଲ୍ଲଟ ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା । କଥପୁଣ୍ଡ ହୃଦୀନୀ ଖବି ।

୧ । ହେ ରୂତହନ୍ ! ସଜ୍ଜ ମଧୁର ଜନ୍ୟ ଦୂରଦେଶ ହିତେ ଓ ସମୀପଦେଶ ହିତେ
ଆଗମନ କର ।

୨ । ତୌତ୍ର ଯଦକର ମୋମ ଅଭିଯୁତ ହିଇଲାଛେ, ଆଗମନ କର, ପାନ କର
ଏବଂ ମତ ହଇଯା ଉତ୍ତାର ମେବା କର ।

୩ । (ମୋମଳପ) ଅନ୍ତରଦ୍ଵାରା ମତ ହଣ । ଉହୀ ତୋମାର ଶକ୍ତନିବାରକ
କ୍ରୋଧେର ଜନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାଣ ହଟକ । ତୋମାର ଜ୍ଵଦ୍ୟେ ମୋମ ମୁଖକର ହଟକ ।

୪ । ହେ ଶକ୍ତରହିତ ! ଶ୍ରୀନ୍ଦ୍ର ଆଗମନ କର, ଯେହେତୁ ତୁମି ହୃଦୀକ ହିତେ
ଦୀପ୍ୟମାନ ସମୀପଙ୍କ ସଜ୍ଜ ପ୍ରଦେଶେ ଉକ୍ତଥମନ୍ଦବାରା ଆହୂତ ହିତେଛ ।

୫ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଏଇ ମୋମ ପ୍ରକରନାରୀ ଅଭିଯୁତ ଏବଂ ଗବ୍ୟଦ୍ଵାରା ମିଶ୍ରିତ
ହଇଯା ତୋମାର ଆନନ୍ଦାର୍ଥ ଆହୂତ ହିତେଛ ।

୬ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଆମାର ଆହାନ ଶ୍ରୀନ୍ଦ୍ର କର, ଆମାଦେର ଅଭିଯୁତ ଓ
ଗବ୍ୟଯୁକ୍ତ ମୋମ ପାନ କର ଏବଂ ବିବିଧ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କର ।

୭ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଯେ ଅଭିଯୁତ ମୋମ ଚମଦ ଓ ଚମୁ ନାମକ ପାତ୍ରେ ରହିଯାଛେ,
ତାହା ପାନ କର । ତୁମି ଈଶ୍ୱର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାନ କର ।

୮ । ଜମେର ମଧ୍ୟେ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ନ୍ୟାଯ ଚମୁର ମଧ୍ୟେ ଯେ ମୋମ ଦୃଷ୍ଟ ହୟ, ତୁମି
ଈଶ୍ୱର, ତୁମି ତାହା ପାନ କର ।

୯ । ଶ୍ୟେମପକ୍ଷୀ ଅନୁରୀକ୍ଷ ତିରମୁତ କରିଯା ପଦଦ୍ଵାରା ଯେ ମୋମ ଆହରଣ
କରିଯାଛିଲ, ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି ଈଶ୍ୱର, ତୁମି ତାହା ପାନ କର(୧) ।

(୧) ସଜ୍ଜର୍କେଦେର ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଉତ୍ତ ଆଛେ, ସେ ଗାୟତ୍ରୀ ଶ୍ୟେମଲପ ଧାରଣ କରିଯା ପଦଦ୍ଵାରର
ମୋମ ଆନିଯାଛିଲେ । ଉହା ପ୍ରାତଃ ସବନ, ଯାଧ୍ୟାଦିନ ସବନେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜନ
ହଇଯାଛିଲ । ଆମରା ପୂର୍ବେଇ ବ୍ୟାକିଲେ ଯେ, ଶ୍ୟେମପକ୍ଷୀ ସେ ଗାୟତ୍ରୀଲପ ଧରିଯାଛିଲ, କେ
ଉପାଧ୍ୟାନ ଖର୍ମେଦ ନାହିଁ, ପରେ କଲ୍ପିତ ହଇଯାଛେ ।

৮৩ স্তুতি।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। কুসীমী কষি।

১। হে দেবগণ ! দেবগণের কান্দবর্ণ, সেই অহারক্ষা আমাদের পালনার্থ প্রার্থনা করিতেছি।

২। হে দেবগণ ! বৃক্ষ, শিত, অর্ধ্যমা সর্বদা আমাদের সহায় ইউন, তাহারা অকৃষ্টজ্ঞানবান্ত ও আমাদের বর্জক ইউন।

৩। হে সত্যের মেতা দেবগণ ! নোকাদ্বারা জলের ল্যাঙ আঁমাদিগকে বিস্তৃত বছ (শক্রসেনা হইতে) পাঁয়ে লহিয়া যাও।

৪। হে অর্ধ্যমা ! ভজনীয় ধন আমাদের ইউক। হে বৃক্ষ ! প্রশংসনীয় ধন আমাদের ইউক। আমরা ভজনীয় ধন প্রার্থনা করি।

৫। হে অকৃষ্টজ্ঞানযুক্ত শক্রভক্ত ! তোমরা ভজনীয় ধনের ঈশ্বর। হে আদিত্যগণ ! যাহা পাঁপিটের তাহা আমার নিকট উপস্থিত ইউক।

৬। হে শুভ্রদানশীল দেবগণ ! আমরা গৃহেই থাকি, অথবা পথে গমন করি, আমরা হ্যবর্জনার্থ তোমাদিগকেই আহ্বান করি।

৭। হে ইন্দ্র ! হে বিষ্ণু ! হে মুকুৎগণ ! হে অশ্বিন্দ্র ! এক জাতীয়গণের মধ্যে আমাদেরই নিকট আগমন কর।

৮। হে শুভ্রদানশীলগণ ! অনন্তর আমরা তোমাদের সকলের এবং পরে তোমাদের মাতৃগর্তে ছুইটী ছুইটী করিয়া জন্ম গ্রহণ করায়, যে জ্ঞাত্ব আছে, তাহাই একাণ করিব।

৯। তোমরা শুভ্রাবশীল, ইন্দ্র তোমাদের জ্ঞেষ্ঠ, তোমরা দীপ্তযুক্ত, তোমরা যজ্ঞে অবস্থিতি কর। অনন্তর আমি তোমাদিগকে শুব করিতেছি।

୮୪ ମୃତ୍ତ୍ଵ ।

ଅଗ୍ନି ଦେବତା । କବିର ପୁନ୍ତ୍ର ଉତ୍ତମା ଖରି ।

୧ । ଶ୍ରୀଯୁତମ ଅତିଧିଓ ମିତ୍ରେର ନ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀ ଏବଂ ରୁଥେର ନ୍ୟାୟ ଧର-
ବାହକ ଅଗ୍ନିକେ ତୋମାଦେର ଅମ୍ଭ ସ୍ତବ କରିଲେହି ।

୨ । ଦେବଗଣ, ସେ ଅଗ୍ନିକେ ଅକୁଣ୍ଡଜ୍ଞାନବିଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଷେର ନ୍ୟାୟ ମନୁଧ-
ଗଣେର ମଧ୍ୟ ତୁହି ଥ୍ରକାରେ ଚୂପିତ କରିଯାଇଛେ ।

୩ । ହେ ସର୍ବ କନିଷ୍ଠ ! ହ୍ୟାମ୍ବାରୀର ମୋକ ସକଳକେ ପାଂଜଳ କର, ସ୍ତ୍ରି
ଆବଶ କର, ସ୍ଵଯଂସେ ସନ୍ତାନଗଣକେ ରଙ୍ଗା କର ।

୪ । ହେ ଅଗ୍ନିରୀ ! ହେ ବଲେର ପୁନ୍ତ୍ର ! ହେ ଦେବ ! ତୁମି ସକଳେର ବର-
ଗୀଯ ଓ ଶକ୍ତଦିଗେର ଅଭିଗାମୀ, କିନ୍ତୁ ବାକୋ ତୋମାର ସ୍ତ୍ରତି କରିବ ? ।

୫ । ହେ ବଲେର ପୁନ୍ତ୍ର ! କୌଦୂଷ ଯଜମାନେର ଅଭିଆୟ ଅଭୁମାରେ ଆସରା
(ହ୍ୟ) ଦାଳ କରିବ ଏବଂ କଥନଇ ବୀ ଏଇ ନମକ୍ଷାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ? ।

୬ । ତୁମିହି ଆମାଦିଗେର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ଆମାଦେର ସମ୍ମ ସ୍ତ୍ରତିକେଇ ଉତ୍ସମଧୁ-
ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ଅଭୟନ୍ତ ଧରବିଶିଷ୍ଟ କର ।

୭ । ହେ ଦଂ୍ପତି ଅଗ୍ନି(୧) ! ତୁମି ଏକଣେ କୌଦୂଷ ବ୍ୟକ୍ତିର ବହକର୍ମ
ପ୍ରୀତ କର । ତୋମାର ସ୍ତ୍ରତି ଧର ଲାଭକର ।

୮ । ଯଜମାନଗଣ ଆପନାର ଗୃହେ ମୁଦ୍ର ପ୍ରଜ୍ଞାବିଶିଷ୍ଟ, ମୁକର୍ମୟକୁ, ଯୁଦ୍ଧେ
ଅଗ୍ରଗାମୀ, ବଲବାନ୍ ଅଗ୍ନିର ପରିଚର୍ୟା କରେ ।

୯ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧୁ ପାଲନେର ସହିତ ଅଗୃହେ ବାସ କରେ,
ସାହାକେ କେହ ହିଂସା କରିଲେ ପାରେ ନା, ସିନି ଶକ୍ତକେ ହିଂସା କରେଲ, ତିମିହି
ମୁଦ୍ର ପୁନ୍ତ୍ରାଦିଯୁକ୍ତ ହଇଯା ବର୍କିତ ହମ ।

(୧) ଗାର୍ହପତ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଜୀବାପତି ସ୍ଵରପ ।

୮୫ ଲ୍ଲକ୍ଷ ।

ଅଶ୍ଵିନୀ ଦେବତା । ଆଜିରିଲ କୃଷ୍ଣ ଖ୍ୟାତି ।

୧ । ହେ ନାସତ୍ୟ ଅଶ୍ଵିନୀ ! ତୋମରୀ ଉଭୟେ ଆମାର ଆହ୍ଵାନ ଶ୍ରବଣ
(କରିଯା) ମଦକର ସୋମ ପାନାର୍ଥ ଆମାଦେର ସଜ୍ଜେର ପ୍ରତି ଆଗମନ କର ।

୨ । ହେ ଅଶ୍ଵିନୀ ! ମଦକର ସୋମ ପାନାର୍ଥ ଆମାଦେର ସ୍ତୋତ୍ର ଶ୍ରବଣ କର ।
ଆମାଦେର ଆହ୍ଵାନ ଶ୍ରବଣ କର ।

୩ । ହେ ଅଶ୍ଵୁନ୍ତ, ଧରବାନ୍ ଅଶ୍ଵିନୀ ! ମଦକର ସୋମ ପାନାର୍ଥ ଏହି କୃଷ୍ଣ
ଖ୍ୟାତି ତୋମାର ଆହ୍ଵାନ କରିଦେଛେ ।

୪ । ହେ ନେତ୍ରାଦୟ ! ମଦକର ସୋମ ପାନାର୍ଥ ବିପ୍ର ସ୍ତୁତିକାରୀ କୃଷ୍ଣକେ
ଅହିଂସନୀୟ ଗୃହ ପ୍ରଦାନ କର ।

୬ । ହେ ଅଶ୍ଵିନୀ ! ଏହି ପ୍ରକାରେ ସ୍ତୁତିକାରୀ ହସ୍ୟଦାତାର ଗୃହେର
ଉଦ୍ଦେଶେ ମଦକର ସୋମ ପାନାର୍ଥ ଆଗମନ କର ।

୭ । ହେ ବର୍ଷଗଣୀଲ, ଧରଯୁନ୍ତ ଅଶ୍ଵିନୀ ! ମଦକର ସୋମ ପାନାର୍ଥ ଦୃଢ଼ାଙ୍ଗ ରଥେ
ରାମଭ ଯୋଜିତ କର ।

୮ । ହେ ଅଶ୍ଵିନୀ ! ତିଳଟି ବଞ୍ଚୁରବିଶିଷ୍ଟ ତିଳକେଣ ରଥେ ମଦକର ସୋମ
ପାନାର୍ଥ ଆଗମନ କର ।

୯ । ହେ ନାସତ୍ୟ ଅଶ୍ଵିନୀ ! ମଦକର ସୋମ ପାନାର୍ଥ ଆମାର ସ୍ତୁତି
ବାକ୍ୟେର ପ୍ରତି ତୋମରୀ ଶୌଭ୍ୟ ଆଗମନ କର ।

৮৬ স্কৃত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। কঙ্কের পুত্র বিশ্বক ঋবি(১)।

১। হে দত্ত ভিষ্ণুদ্বয় ! তোমরা উভয়ে মুখকর। তোমরা দক্ষের স্তুতিকালে উপস্থিত ছিলে। তোমাদিগকে বিশ্বক সন্তানের জন্য আহ্বান করিতেছেন। আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। (অশ্ব সকল) মোচন কর।

২। হে অশ্বিদ্বয় ! বিমলা নামক ঋবি পূর্বীকালে কি প্রকারে তোমাদের স্তুতি করিয়াছিলেন, যে তোমরা ধনলাভার্থ মন করিয়াছিলে। সেই তোমাদিগকে বিশ্বক সন্তানের জন্য আহ্বান করিতেছে। আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। (অশ্ব সকল) মোচন কর।

৩। হে অনেকের পালক অশ্বিদ্বয় ! বিষ্ণুপুর উৎকৃষ্ট ধন বাঞ্ছা পুরণার্থ তোমরা তাঁহাকে ইন হন্তি অদান কর। সেই তোমাদিগকে বিশ্বক সন্তানের জন্য আহ্বান করিতেছে। আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। (অশ্ব সকল) মোচন কর।

৪। হে অশ্বিদ্বয় ! বীর, ধনতোগী, অভিষ্টসোমযুক্ত, দূরেছিত বিষ্ণুপুরকে আহ্বান করিতেছি, পিতার ন্যায় উহারও মুস্তিত অভ্যন্ত স্বাতু। আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। (অশ্ব সকল) মোচন কর।

৫। হে অশ্বিদ্বয় ! সবিভাদেব সত্যদ্বারা রশ্মি সংযত করেন। পরে সত্যের শৃঙ্খকে বিশেষরূপে প্রথিত করেন। সত্যই তিনি সেনাযুক্ত শক্ত অভিভব করেন। সত্যদ্বারা আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। (অশ্ব সকল) মোচন কর।

(১) কঙ্কের পুত্র বিশ্বকার নামক ঋবির পুত্র বিষ্ণুপুর বিনষ্ট হইলে, অশ্বিদ্বয় সেই নষ্ট পুত্র আনিয়া দিয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। ১। ১১৬। ২৩
ও ১। ১১৭। ৭ ঋক দেখ।

୮୭ ପୃଷ୍ଠା ।

ଅଶ୍ଵିନ୍ଦୁ ଦେବତା । ବିଶିଷ୍ଟର ପୁତ୍ର ଛ୍ଯାଙ୍କୀକ, ଅଥବା ଅଜିରାର ପୁତ୍ର
ପ୍ରିୟମେଧା ଖବି, ଅଥବା କୁକୁଇ ଖବି ।

୧ । ହେ ଅଶ୍ଵିନ୍ଦୁ ! ଦ୍ଵାନ୍ତିକୁ ତୋମାର କ୍ଷୋତ୍ରା, ବର୍ଣ୍ଣକାଳେ ହୃପେର ନ୍ୟାଯ
ତୋମରୀ ଆଗମନ କର । ହେ ମେତାଦ୍ଵାରା ! ଏହି କ୍ଷୋତ୍ରା ଦ୍ଵାନ୍ତିମାନ, ଯଜ୍ଞେ ଅଭି-
ସ୍ତୁତ ମଦକର ମୌମେର ପ୍ରିୟତମ । ଅତ୍ରାବ ଗୌରମୃଗ ଯେତ୍ରପ ତଡ଼ାଗାଦିର ଜଳ
ପାନ କରେ, ମେଇତ୍ରପ ଅଭିସ୍ତୁତ ମୌମ ପାନ କର ।

୨ । ହେ ଅଶ୍ଵିନ୍ଦୁ ! ରସବାନ୍ତୁ, କ୍ଷରଣଶୀଳ ମୌମ ପାନ କର । ହେ
ମେତାଦ୍ଵାରା ! ଯଜ୍ଞେ ଉପବେଶନ କର । ମହୁଷେର ଗୁହେ ଅମ୍ବତ ହଇଯା ତୋମରୀ
ହୋଯେ ସହିତ ମୌମ ପାନ କର ।

୩ । ହେ ଅଶ୍ଵିନ୍ଦୁ ! ପ୍ରିୟମେଧା (ଯଜମାନ) ସମ୍ମତ ରକ୍ଷାର ସହିତ ତୋମା-
ଦିଗକେ ଆହାନ କୁରିତେଛେ । ଯେ ବହି ଆଶ୍ରତ କରିଯାଛେ, ମେଇ ଯଜମାଲେର
ସର୍ବଦେବ ମେବିତ ହବିର ଉଦ୍ଦେଶେ ତୋମରୀ ପ୍ରାତଃକାଳେ ଗୁହେ ଆଗମନ କର ।

୪ । ହେ ଅଶ୍ଵିନ୍ଦୁ ! ରସବାନ୍ତୁ ମୌମ ତୋମରୀ ପାନ କର, ପରେ ଶୁଦ୍ଧର
ବର୍ହିତେ ଉପବେଶନ କର; ପରେ ପ୍ରାତଃ ହଇଯା ଗୌରମୃଗଦ୍ଵାରା ଯେତ୍ରପ ତଡ଼ାଗା-
ଦିତେ ଗମନ କରେ, ମେଇତ୍ରପ ସର୍ବ ହଇତେ ଆମାଦେର ଜ୍ଞାତି ଅଭିମୁଖେ ଆଗମନ
କର ।

୫ । ହେ ଅଶ୍ଵିନ୍ଦୁ ! ତୋମରୀ ଶ୍ରିକୁ ରାପବାନ୍ତୁ ଅଥେର ସହିତ ଇଦାନୀଂ
ଆଗମନ କର । ହେ ଦର୍ଶନୀୟ ଶୁଦ୍ଧର ରଥ୍ୟୁକ୍ତ, ଜଳେର ପାଲକ, ଯଜ୍ଞେର ବର୍କକ
ଅଶ୍ଵିନ୍ଦୁ ! ମୌମ ପାନ କର ।

୬ । ହେ ଅଶ୍ଵିନ୍ଦୁ ! ଆମରୀ କ୍ଷୋତ୍ରା ଓ ବିଅ, ଆମରୀ ଅନ୍ନ ଲାଭାର୍ଥ
ତୋମାଦିଗକେ ଆହାନ କରିତେଛି । ତୋମରୀ ଶୁଦ୍ଧର ଗମନଶୀଳ ଓ ବଳକର୍ମୀ ।
ଆମାଦେର ଜ୍ଞାତିହାରୀ ଆହୁତ ହଇଯା ଶୀଘ୍ର ଆଗମନ କର ।

୮୮ ପୃଷ୍ଠା ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା । ଗୋତ୍ମ ନୋଧା ଖବି ।

୧ । ଗୋତ୍ମ ଧେଶୁଗଣ ଦିବସେ ଯେତୁପ ବେଳେ ଆହ୍ଵାନ କରେ, ସେଇତୁପ ଦଶନୀୟ, ଶତନାଶକ, ଦୁଃଖ ଦୂର କର ଓ ମୋହରଳ ପାମେ ଅଗ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରକେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରୀ ଆମରୀ ଆହ୍ଵାନ କରିତେଛି ।

୨ । ଇନ୍ଦ୍ର ଦୀଖିତି ଲିବାସହାରମ୍ବରଣ, ହର୍ଷ ଲିବାସକାରୀ, ଉତ୍ତମ ଦାନ-
ଯୁକ୍ତ, ପର୍ବତେର ମାଘ ବମ୍ବେ ଦ୍ଵାରା ଆସିଥ ଓ ବହୁଲୋକେର ତୋଜରିତବ୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ରେର
ନିକଟ ଶଦବୀନ୍ମ ଶତ ଓ ମହାମୁଖ୍ୟକ ଧନମୁକ୍ତ, ଗୋଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନ ଯାନ୍ତ୍ରା କରି ।

୩ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ହୃଦ ଓ ଦୃଢ଼ ପର୍ବତ ସକଳଙ୍କ ତୋଷାକେ ଲିବାରଣ କରିତେ
ପାରେ ନା, ମାନୁଷ ସ୍ନୋତାକେ ଯେ ଧର ଦିତେ ଇଚ୍ଛା କର, କେହିଏ ତାହା ହିଂସା
କରିତେ ପାରେ ନା ।

୪ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! କର୍ମ ଓ ବଲଦ୍ଵାରା ତୁମି ଶତଦିଗେର ବିନାଶକ, ତୁମି
ଆପନାର କର୍ମ ଏବଂ ବଲେର ଦ୍ଵାରା ସମ୍ମନ ଜୀତ ବଞ୍ଚିକେ ଅଭିଭବ କର । ଅର୍କନୀ-
ମସ୍ତ୍ର ରକ୍ଷାର୍ଥ ତୋଷାୟ ଆବର୍ତ୍ତିତ କରିତେଛେ, ଗୋତ୍ମଗଣ ତୋଷାକେ ଆବିର୍ଭୂତ
କରିଯାଇଛେ ।

୫ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମୋକେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦେଶ ହଇତେଇ ତୁମି ସକଳେର
ଅଧିନ । ପାର୍ଥିବ ଲୋକ ତୋଷାର ବ୍ୟକ୍ତ କରିତେ ପାରେ ନା । ତୁମି ଆମା-
ଦେର ଅନ୍ନ ବହନ କରିତେ ଇଚ୍ଛା କର ।

୬ । ହେ ମସବାନ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି ଯେ ଧର ହୃଦୟାୟୀକେ ପ୍ରଦାନ କର, ତାହାର
କେହ ଲିରୋଧକ ନାହିଁ । ତୁମି ଧର ପ୍ରେରକ ଓ ଅଭିଷ୍ଟ ଦୀନଶୀଳ ହଇଯା ଆମା-
ଦେର ଉଚ୍ଚୟେର ଧନ ଲାଭାର୍ଥେ ସ୍ନୋତ ଅବଗତ ହୁଏ ।

୮୯ ପୃଷ୍ଠା ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା । ନୃମଧେ ଓ ପୁରୁମଧ ଖବି ।

୧ । ହେ ଅକ୍ରମ ! ଇନ୍ଦ୍ରେର ଉଦ୍ଦେଶେ ପାପବିନାଶକାରୀ ହୃଦ ପାତ୍ର କର ।
ଯଜ୍ବର୍କକ (ବିଶ୍ୱଦେବଗଣ) ତୁମିମାନ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରେର ଉଦ୍ଦେଶେ ଏହି ଗାରଦ୍ଵାରା ଦୀଖ,
ମର୍ବଦୀ ଆଗନ୍ତୁକ ଜୋତିଃ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାଛିଲେମ ।

୨ । ଶ୍ରୋତରହିତଗଣେର ବିନାଶକ ଇନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ହିଁସା ଦୂରୀକୃତ କରିଯାଇଛିଲେ । ପରେ ଦ୍ୱାତିଥାନ୍, ଯଶୋଯୁକ୍ତ ହଇଯାଇଲେନ । ହେ ମୁହଁ ଦୀପିବିଶିଷ୍ଟ ମର୍କଙ୍ଗମ୍ୟୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଦେବଗନ୍ତ ତୋମାର ସଖ୍ୟାର୍ଥ ତୋମାର ବରଣ କରିଯାଇଛିଲେ ।

୩ । ହେ ମର୍କଙ୍ଗନ୍ ! ଇନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍, ତୀହାର ଉଦ୍ଦେଶେ ଶ୍ରୋତ ଉଚ୍ଛାରଣ କର, ମୁହଁ, ଶତକ୍ରତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଶତ ପର୍ବବିଶିଷ୍ଟ ବଜେର ଦ୍ୱାରା ମୁହଁକେ ବଧ କରିଯାଇଲେ ।

୪ । ହେ ଶକ୍ରବଧାର୍ଥ ଉଦ୍ୟାନ୍ ! ତୋମାର ଅତି ଅଭୁତ ଅଳ୍ପ ଆହେ, ତୁମି ଅଗଳ୍ବମନେ ଆସାନ୍ଦିଗକେ ତାହା ଏନାନ୍ କର । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଆମାଦେଇ ମାତୃତ୍ଵତ ଜଳମୟୁହ ବେଗେ ତୁମି ଅଭିଯୁଥେ ଧାବମାନ୍ ହଟକ, ଜଳାବରକ ଶକ୍ତିକେ ବିମାନ କର, ମ୍ରଗ ଜାଯ କର ।

୫ । ହେ ଅପୂର୍ବ ମସବାନ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି ମୁହଁ ହମନାର୍ଥ ସଥନ ପ୍ରାତୁର୍ଭୂତ ହଇଯାଇ, ତଥନ ପୃଥିବୀକେ ଦୃଢ଼ କରିଯାଇ ଏବଂ ଦ୍ୱାଲୋକକେ ନିରନ୍ତ୍ର କରିଯାଇ ।

୬ । ତଥନ ତୋମାର ଜନ୍ୟ ସଜ୍ଜ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଇଯାଇଁ, ହାସ୍ୟକର ଅର୍ଚନାମନ୍ତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହଇଯାଇଁ, ତଥନ ତୁମି ସମ୍ମନ ଜାତ ଏବଂ ଜନିତଦ୍ୟ ବିଶ୍ୱକେ ଅଭିଭୂତ କରିଯାଇ ।

୭ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି ଅପକ (ଗୋସମୁହେ) ପକ ଦୁର୍ଫ ପ୍ରେରଣ କରିଯାଇ, ଦ୍ୱାଲୋକେ ଶ୍ରୀଯକେ ଆରୋହଣ କରିଯାଇ । ସାମନ୍ଦାରୀ ପ୍ରବର୍ଗେର ନ୍ୟାୟ ଶୋଭନ ସ୍ତତିଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରକେ ତୌଳ୍ଯ କର । ସ୍ତତିତୋଗୌ ଇନ୍ଦ୍ରେର ଜନ୍ୟ ଶ୍ରୀତିକର ମୁହଁ ସାମ ଗାନ୍ଧ କର ।

୧୦ ମୁଦ୍ରଣ ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା । ବୃଦ୍ଧମେଧ ଓ ପୁରମେଧ ଶବ୍ଦ ।

୧ । ସମ୍ମନ ଯୁଦ୍ଧ ଆହାନ୍ୟୋଗ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ଆମାଦେର ଶ୍ରୋତ ନେବା କକନ, ମହମ ମକଳ ଦେବୀ କକନ । ତିନି ମୁହଁ, ତୀହାର ମୌର୍କୀ ଅବିମନ୍ଦୁ, ତିନି ସ୍ତତିଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୋଧନ ଯୋଗ୍ୟ ।

୨ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି ମକଳେର ମୁଖ୍ୟଧନ ଦାତା, ତୁମି ସତ୍ୟ, ତୁମି (ଶ୍ରୋତାଗଣକେ) ଐଶ୍ୱର୍ୟମୁକ୍ତ କର । ତୁମି ବର ଧରବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ବଲେର ପୁତ୍ର । ତୁମି ମହାନ୍, ତୋମାର ଯୋଗ୍ୟ ଧନ ସଞ୍ଜଜମା କର ।

৩। হে স্তুতিভোগী ইন্দ্র ! আমরা (তোমার জন্য) যে যথোচ্চতৃত
স্তোত্র করিতেছি। হে হর্যশ ! তুমি তাহাঁতে যোজিত হও, তুমি তাহা
সেবা কর। হে ইন্দ্র ! তোমার জন্য যে স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছে, তাহাও
সেবা কর।

৪। হে ময়বানু ইন্দ্র ! তুমি সত্তা, তুমি কাহারও নিকট অবনত না
হইয়া প্রভুত হৃতকে নাশ করিয়াছ। হে ইন্দ্র ! তুমি হ্বয়দাতার অভিযুক্তে
ধন যাঁহাতে যায়, তাহা সম্যক্রূপে কর।

৫। হে বলপতি ইন্দ্র ! তুমি উপাঞ্জিত সোমবানু হইয়া যশস্বী
হইয়াছ, তুমি একাকী অপ্রতিগত এবং পরাজয়ে অশক্য হৃতগণকে, অমুষ্য-
দিগের রক্ষক বজ্রাবু হনন করিয়াছ।

৬। হে অমুর ইন্দ্র ! তুমি প্রকৃষ্টজ্ঞানবান, তোমারই নিকট (গৈত্রিক
বিত্তের) ভাগের ন্যায় ধন যাঁক্ষণি করি। হে ইন্দ্র ! তোমার কীর্তির
ন্যায় গৃহ (ছালোকে) প্রকাণ্ডভাবে অবস্থিতি করিতেছে। তোমার মুখ
সকল আশ্বাদিগকে ব্যাপ্ত করক।

১১ স্কৃত।

ইন্দ্র দেবতা। অপালা খবি।

১। অলের অভিযুক্তে গমন কালে কম্যা পথে সোমও লাভ করিলেন ;
গৃহে আমরন কালে (সোমকে) বলিলেন ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমাকে অভিষব
করি, সমর্থ ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমায় অভিষব করি(১)।

(১) পূর্বকালে অত্রির কম্যা অপালা নামী ব্রহ্মবাদিমী কোন কারণে দ্রুই রোগে
আক্রান্ত হওয়ায় যামী কর্তৃক পরিত্যজ হইয়া পিতার আর্তমে তপস্য। করিয়াছিলেন,
সোম ইন্দ্রের প্রিয় এই ভাবিয়া তিনি ইন্দ্রকে সোম দার্বার্থে এক দিন নদীতীরে
গমন করিয়াছিলেন। স্থান করিয়া পথে সোমও পাইয়াছিলেন, কিন্তু পথে তিনি
তাহাকে খাইয়া কেলিয়াছিলেন। খাইবার সময় দন্ত বর্ষণজাত যে শব্দ হইয়া-
হিল ইন্দ্র তাহাকেই অভিষব প্রস্তরের ধূলি মনে করিয়া তাহার নিকট গমন
করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন এখানে কি সোম অভিযুক্ত হইতেছে ? তিনিও
বলিলেন না, স্বত বর্ষণজাত শব্দ হইতেছে। ইন্দ্র তাহা শনিয়া করিয়া খাইবার
উপর করিলেন। তাহাতে ব্রহ্মবাদিমী বলিলেন, আপনিত গৃহে গৃহে সোম

২। হে ইন্দ্র ! তুমি বীর, তুমি অত্যন্ত দীপ্তিমান, তুমি গৃহে গৃহে গমন কর, এই দন্তদ্বারা অভিযুক্ত, অষ্টয়ব শক্ত, অপূর্ণ এবং উক্তপ্রস্তুতি-বিশিষ্ট সোম পান কর ।

৩। হে ইন্দ্র ! তোমায় জানিতে ইচ্ছা করি, (এখন) তোমার সহিত অধিগত হইব না । হে সোম ! হ'হার উদ্দেশে অথব অন যন্ত্র পরে ক্রতৃ বেগে ক্ষরিত হও ।

৪। সেই ইন্দ্র বলবার আমাদিগকে সামর্থ্যমুক্ত করন, আমাদিগকে বহুসংখ্যক করন, তিনি আমাদিগকে অনেক বার ধনবাল্য করন । আমরা পতিকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এখানে আসিয়াছি, আমরা ইন্দ্রের সহিত সঙ্গত হইব ।

৫। হে ইন্দ্র ! আমার পিতার মন্তক ও ক্ষেত্র এবং আমার উদ্দেশ সমীপস্থিত প্রদেশ এই ভিনটী স্থান আছে, ইহাদিগকে উৎপাদনশীল কর ।

৬। আমাদের পিতার যে উপর ক্ষেত্র আছে, আমার এই শরীর ও আমার পিতার মন্তক এই সমস্তকে লোমমুক্ত কর ।

পানের অন্য গমন করেন, আপনি কেন ক্ষিরিয়া যাইতেছেন ? আপনি আমার দণ্ড্রা হইতেই সোম পান করন । পরে, ইন্দ্রই আসিয়াছেন ইহা নিশ্চয় জানিয়া তিনি সোমকে বলিলেন, হে সোম ! উপস্থিত ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রথম আন্তে আন্তে পরে ক্রতৃ গমন কর । ইন্দ্র তাঁহাকে কামনা করিয়া তাঁহার মুখ হইতেই সোম পান করিলেন । তখন অপালা বলিলেন আমি স্বকর্তৃত্বে আক্ষণ্য হওয়ায় স্থায়ী কর্তৃক পরিষ্ক্রিয় হইয়াছি, এক্ষণে ইন্দ্র আমার সহিত সঙ্গত হইলেন । ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া বলিলেন, আমি তোমার জন্য কি করিতে পারি, বর প্রাৰ্থনা কর । তখন অপালা বলিলেন আমার পিতার মন্তকে কেশ আই এবং তাঁহার ক্ষেত্রে কল উৎপন্ন হয় না । এবং আমার গোপনীয় স্থান লোমশূন্য, আমাদের শকল দোষ দূর কর । ইন্দ্র উহার পিতার দোষ হইটি পরিহার করিয়া উহাকে তিমবার আপনার রথ, শকট এবং যুগের ছিদ্রের মধ্যে দিয়া আকর্ষণ করিলেন তাঁহাতে উহাঁ দোষমুক্ত তৃক তিনি বাৰ উন্মুক্ত হইল । অথব বাৰের তৃক হইতে শল্যকেন্দ্র উৎপত্তি হইল, ছিতৌয় ধীর তৃক হইতে গোধার উৎপত্তি হইল এবং তৃতীয় ধীরের তৃক হইতে কললাস হইল এবং ব্রহ্মবাদিনীৰ বৰ্ণ স্মর্যের ন্যায় উজ্জল হইল । সায়ল । এই স্মৃকের ও এক জন নামী ঋবি । কিন্তু অস্তুত অতি কল্যাণী এ স্মৃক রচিত নহে, অতি কল্যাণ সহচে একটা পুরাতন উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া সেই বৎশৌগণ এই স্মৃক বোধ হয় রচনা করিয়াছেন ।

৭। হে শতকর্তু ! তুমি রথের ছিদ্রে, শকটের ছিদ্রে এবং স্বর্গের ছিদ্রে তিমবার (নিষ্ঠৰ্ষণভারা) শোধন করতঃ অপালকে সূর্য সম্বৰ্ধ চর্মবিশিষ্ট করিয়াছিলে ।

৯২ সূত্র ।

ইন্দ্র দেবতা । শতকর্ক বা সূকক খবি ।

১। (হে খত্তিকৃগণ !) তোমাদের সোমপালকারী ইন্দ্রকে বিশেষরূপে স্তব কর । তিনি সকলের অভিভবকারী, শতকর্তু এবং মহুষ্যদিগকে সর্বা-পেক্ষণ্য অধিক ধূম দান করেন ।

২। তোমরা সকলের আঁচ্ছৃত, সকলের স্তুত, গাথায়োগ্য এবং সন্নাতন বলিয়া প্রসিদ্ধ দেবতাকে ইন্দ্র বলিয়া! সম্বোধন কর ।

৩। ইন্দ্রই আমাদের মহাধনের দাতা, মহা অঞ্জের দাতা, তিনিই মর্ত্তনকারী । যহান্ত ইন্দ্র, আমাদের অভিযুক্তে আগত ধূম আমাদিগকে প্রদান করন ।

৪। সুন্দর শিরস্ত্রাণযুক্ত ইন্দ্র, হোমকারী সুদক্ষ খবির যবশ্চিন্তিত ক্ষত্রণশীল সোম অরূপরূপে পাল করিয়াছিলেন ।

৫। সোমপালার্থ ইন্দ্রকেই তোমরা বিশিষ্টরূপে অচলা কর । সোমই ইন্দ্রকে বর্চিত করেন ।

৬। দ্যোতিমান ইন্দ্র সোঘের মদকর রস পাল করিয়া বলদ্বারা সমস্ত চূবন অভিভব করেন ।

৭। সকলের অভিভবকারী এবং তোমাদের সমস্ত তোত্রে বিস্তৃত ইন্দ্রকেই রুক্ষার্থ অভিযুক্তে আগমন করাও ।

৮। তিনি শক্রদিগের সম্প্রাহারক, সৎ, অন্যকর্তৃক অনভিগত, অহিস্তি, সোমপালকারী ও সকলের মেতা । ইহার কর্ম কেহ নির্বারণ করিতে পারে না ।

৯। হে স্তুতিদ্বারা সম্বোধনযোগ্য ইন্দ্র ! তুমি বিদ্বান্ত, তুমি শক্র-দিগের নিকট ইহাতে আমাদিগকে প্রভুত ধূম দান কর, শক্রদিগের ধূম-দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর ।

১০। হে ইন্দ্র ! এই (ভ্যালোক) ইইতেই শতবলযুক্ত ও সহঅ-
বলযুক্ত অম্বদ্বাৰাযুক্ত হইয়া আমাদের বিকট আগমন কৰ।

১১। হে সমৰ্থ ইন্দ্র ! আমৱাৰা কৰ্মবান্ধু, আমৱাৰা কৰ্ম কৱিব। হে
পর্বতবিদ্বান্বক, বজ্রবান্ন ইন্দ্র ! সংগ্ৰামে অশ্বেৰ দ্বাৰা জয় লাভ কৱিব।

১২। (গোপাল) যেকপ তৃণদ্বাৰা গাঁভীগণকে সন্তুষ্ট কৰে, হে
শতক্রতু ! তোমাকে সকল দিক্ষ ইইতে উক্তথত্ত্বে সেইকপ সন্তুষ্ট
কৱিব।

১৩। হে শতক্রতু ! সমন্ব বিশ্বই অভীষ্টযুক্ত, হে বজ্রবান্ন ! আমৱাৰা
অশংসন্নীয় অভীষ্ট যে লাভ কৱি।

১৪। হে বলপুত্র ! অভীষ্ট কাতৰ শব্দযুক্ত মহুষ্যগণ তোমাতেই
অবছান কৰে, অতএব হে ইন্দ্র ! কোনও দেবতাই তোমাকে অভিক্রম
কৱিতে পাৱে ন।

১৫। হে অভিনাৰ্থী ! তুমিসৰ্বাপেক্ষা ধূমপ্রদ, ভয়কর শক্ত-
দূৰকাৰী ও অনেকেৰ ধাৰণ সমৰ্থ, তুমি কৰ্মদ্বাৰা আমণ্ডিগকে চালিত কৰ।

১৬। হে শতক্রতু ! যে সৰ্বাপেক্ষা যশস্বী সোম পূৰ্বকালে তোমাৰ
জন্ম আমৱাৰা অভিষব কৱিয়াছি, তদ্বাৰা অমন্ত হইয়। ইনানীং আমণ্ডিগকে
প্ৰস্তুত কৰ।

১৭। হে ইন্দ্র ! তোমাৰ প্ৰস্তুতা সৰ্বাপেক্ষা নাৰাবিধ কৌৰ্ণিযুক্তা,
সৰ্বাপেক্ষা পাপহন্তা এবং সৰ্বাপেক্ষা বলদ্বাতা।

১৮। হে বজ্রবান্ন, যথাৰ্থকৰ্ম্মা, সোমপৎ, দৰ্শনীয় ইন্দ্র ! সমন্ব
মহুষ্যেৰ মধ্যে তোমাৰ দৰ্শ যে ধন আছে, তাৰাই আমৱাৰা জ্ঞানিব।

১৯। মৃত্যাযুক্ত ইন্দ্ৰের উদ্দেশে আমাদেৱ স্তুতিবাক্য সকল অভিযুক্ত
সোমকে শুব কৰক ; স্তুতিকাৰীগণ অচনীয় সোমকে পূজা কৰক।

২০। সমন্ব ত্ৰি যে ইন্দ্ৰে অধিষ্ঠিত, সমসংখ্যক হোত্ৰকগণ যাহাতে
আীত হল, সোম অভিযুক্ত হইলে সেই ইন্দ্ৰকে আহ্বান কৱিতেছি।

২১। হে দেবগণ ! তোমৱাৰ ত্ৰিকৰকে জীৱসাধন যজ্ঞ বিজ্ঞার
কৱিয়াছিলে। আমাদেৱ স্তুতিবাক্য সেই হজ্জকেই বৰ্ণিত বকক।

২২। সিঙ্গুসকল যেরূপ সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ সোমসকল তোমাতে প্রবিষ্ট হউক। হে ইন্দ্র ! তোমায় কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।

২৩। হে অভিলাষ়ণ্ড, আগরণশীল ইন্দ্র ! তুমি স্বমহিমায় সোম পানে ব্যাপ্ত হইয়াছ। উহা তোমার জঠরে প্রবেশ করিতেছে।

২৪। হে হৃতহা ইন্দ্র ! সোম তোমার কুক্ষির পক্ষে পর্যাপ্ত হউক, করণশীল সোম তোমার শরীরে পর্যাপ্ত হউক।

২৫। এই অস্তকক্ষ খবি অশ্লাভের জন্য অত্যন্ত গান করিতেছে, গো লাভের জন্য অত্যন্ত গান করিতেছে, ইন্দ্রের গৃহার্থ অত্যন্ত গান করিতেছে।

২৬। হে ইন্দ্র ! সোম অভিমুত হইলে, তুমি তাহাদের পানার্থ পর্যাপ্ত হও। হে সমর্থ ইন্দ্র ! তুমি ধন দাতা, সোম তোমার জন্য পর্যাপ্ত হউক।

২৭। হে বজ্রবান্ন ইন্দ্র ! আমাদের স্তুতিবাক্য অতিদূর হষ্টিতেও তোমার ব্যাপ্ত কক্ষ। আমরা স্নেতা, তোমার লিকট হইতে প্রচুর ধন লাভ করিব।

২৮। হে ইন্দ্র ! তুমি বৌরণগকেই কামনা কর, তুমি শূর, তুমি ধৈর্য-বান, তোমার ধন সকলের আরাধনীয়।

২৯। হে বজ্র ধনবান্ন ইন্দ্র ! সমন্ত যজমান তোমার দান ধারণ করে, হে ইন্দ্র ! আমার সহায় হও।

৩০। হে অঘপতি ইন্দ্র ! তস্মাযুক্ত স্নেতার ন্যায় হইও না, অভিমুত গবাযুক্ত সোম পানে ছষ্ট হও।

৩১। হে ইন্দ্র ! আমুখক্ষেপী শূর সকল রাত্রিকালে আমাদের নিয়ন্ত্রণ হউক। আমরা তোমার সহায়তায় তাহারিগকে বিলাশ করিব।

৩২। হে ইন্দ্র ! তোমার সহায়তা লাভ করিয়া, আমরা শক্রদিগকে নিরাকৃত করিব, তুমি আমাদিগের এবং আমরা তোমার।

৩৩। হে ইন্দ্র ! তোমাকে কামনা করিয়া পুনঃ পুনঃ তোমার স্তুতি করিয়া, তোমার সধান্নপ স্নেতা সকল তোমারই পরিচর্যা করিতেছে।

୯୩ ପୃଷ୍ଠା ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା । ଶୁକ୍ଳ ଖବି ।

(୧) ହେ ଶୂର୍ଯ୍ୟ ! ବିଶ୍ୱାସ ଧରିବିଶିଷ୍ଟ, ଅଭିଲାଷପ୍ରଦ, ମରହିତ-
କର କର୍ମଯୁକ୍ତ, ଔଦ୍‌ଦ୍‌ଵିଶିଷ୍ଟ ଯଜମାନେର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେ ଉଦ୍‌ଦିତ ହୁଏ ।

୨। ଯିନି ବାହୁବଲେ ନବମବତିଙ୍ଗାକ ପୁରୀଭେଦ କରିଯାଇଲେବେ, ଗେ
ହତହା ଅଛିକେ ବଥ କରିଯାଇଲେବେ ।

୩। ମେଇ କଳ୍ପନକର, ବନ୍ଦୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଆମାଦିଗେର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ଅଶ୍ୱ୍ୟୁକ୍ତ,
ଗୋଯୁକ୍ତ, ଯବମୁକ୍ତ ଧର ଅଭୂତ ପରୋବିଶିଷ୍ଟ ଗାଭୀର ନ୍ୟାୟ ଦୋହନ କରନ ।

୪। ହେ ହତହା, ଶୂର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଆମ ଯଥକିଷ୍ଣିଃ ପଦାର୍ଥର ଅଭିଯୁଧେ
ଆତୁଭୂତ ହଇଯାଇ, ଅମଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଗର ତୋମାର ବଶୀଭୂତ ହଇଯାଇ ।

୫। ହେ ଅହୁଙ୍କ, ସଂପତ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ! ଯଦି ଆପମାକେ ଅସର ମନେ କର,
ତବେ ତୋମାର ମେଇ ମନେ କରାଇ ମତ୍ୟ ।

୬। ଦୂରଦେଶେ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏଦେଶେ ଯେ ମକଳ ସୌମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୁଏ,
ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ଯଦି ମେଇ ମକଳେରଇ ଅଭିଯୁଧେ ଗମନ କର ।

୭। ଆମରା ମହାନ୍ ହତକେ ହବନାର୍ଥ ମେଇ ଇନ୍ଦ୍ରକେଇ ଅନ୍ଧାରୀ ବଲବାନ୍
କରିବ । ଧରବର୍ଷୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଭିଲାଷପ୍ରଦ ହିତେ ।

୮। ମେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଧରାର୍ଥ ହକ୍ତ ହଇଯାଇବେ, ତିନି ସର୍ବପେକ୍ଷା ଓଜନ୍ମୀ, ତିନି
ମୋହପାଳାର୍ଥ ହାପିତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯଶସ୍ଵୀ, ଜ୍ଞାନବାନ୍ ଏବଂ ମୋହାର୍ ।

୯। ଜ୍ଞାନବାକ୍ୟଦ୍ଵାରୀ ବଜ୍ରେର ନ୍ୟାୟ ତୌଳ୍ୟକୃତ, ବଲ ସହିତ ଅମଭିଭୂତ,
ବହାମୁ, ଅହିଂସିତ ଇନ୍ଦ୍ର (ଧନାଦି) ବହମ କରିବେ ଇନ୍ଦ୍ରା କରେନ ।

୧୦। ହେ ଜ୍ଞାନବାନ୍ ! ହେ ମହାନ୍ ! ତୁ ଯଦି ଆମାଦେର କାମନୀ
କର, ତବେ ତୁ ଯଦି ତୁରମାନ ହଇଯା ହୁର୍ମୁହୁମ୍ବାନେ ଆମାଦେର ପଥ କରିଯା ଦାଁଓ ।

୧୧। (ହେ ଇନ୍ଦ୍ର !) ଅଳ୍ୟାପିଶ କେହ ତୋମାର ମନେର ଅଧିବା ଘକୀର
ରାଜୋଃ ହିଂସା କରେ ନା ; ଦେବଗଣ ହିଂସା କରେ ନା ଏବଂ ସଂତ୍ରୋଧେ ତୁରମାନ
ବ୍ୟକ୍ତିଶ ହିଂସା କରେ ନା ।

১২। হে শোভন ইন্দ্ৰিয়! দ্যাবাপুদ্ধিবী দেবৌদ্বয় তোমার
অপ্রতিরোধীয় বলের পূজা করে।

১৩। তুমি, কৃষ্ণর্ণ এবং রোহিতবর্ণ গোসমূহে এই দীপ্তিমান ছুক-
ছাপন করিতেছ।

১৪। যথন সমস্ত দেবগণ অহির দীপ্তি হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন
এবং তাহার মৃগন্তপী (অহি) হইতে তর পাইয়াছিলেন।

১৫। তথন আমার ইন্দ্ৰ (হৃত্যাসুরের) মিবারক হইয়াছিলেন, অজ্ঞাত-
শক্ত, হৃত্যা ইন্দ্ৰ গৌরুষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

১৬। (হে শুভ্রিকৃগণ!) প্রসিদ্ধ, হৃত্যাস্তা, বলস্তুপ ইন্দ্ৰের (স্তুতি কঠিন)
তোমাদিগকে প্রচুর ধন দান করি।

১৭। হে বল নামবিশিষ্ট, বহুকৃত স্তুত ইন্দ্ৰ ! যথন তুমি প্রত্যেক
সামৈ উপস্থিত হইয়াছ, তখন (আমরা) এই গবাতিলাবী বুদ্ধিযুক্ত হইব।

১৮। হৃত্যাস্তা, বল অভিষবণ্যস্তুপ ইন্দ্ৰ, আমাদের অভিলম্বিত অবগত
হউন, শক্ত আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন।

১৯। হে অভিষ্টবৰ্ষী! তুমি কোনু অভিগমনের দ্বাৰা আমাদিগকে
শ্রম কৰিবে? কোনু অভিগমমের দ্বাৰা স্তোতাগণকে (ধন) প্রদান কৰিবে।

২০। অভীষ্টবৰ্ষী, সেচনসমৰ্থ হৃত্যা, নিযুৎবিশিষ্ট ইন্দ্ৰ, কাহার যজ্ঞে
সোমপালের জন্য খত্তিকৃগণের সহিত বিবার করিতেছেন?

২১। তুমি মত হইয়া আমাদিগকে সহস্রসংখ্যক ধনদান কর, তুমি
হ্যাতার নিয়ন্তা বলিয়া অবগত হও।

২২। জলবিশিষ্ট এই সকল সোম অভিযুক্ত হইয়াছে, ইন্দ্ৰ পান কৰন,
এই অভিলাবে ইহারা ইন্দ্ৰের পালাৰ্থে গমন কৰিতেছে। ইহারা তক্ষিত হইলে
পৌতিকু হৱ, ইহারা জলের নিকট গমন কৰে।

২৩। যজ্ঞে বৰ্ক্কনকাৰী, যজ্ঞকাৰী হোতাগণ যজ্ঞাস্তে দিবসের অভিমুখে
মিজ তেজোবিশিষ্ট হইয়া ইন্দ্ৰকে বিসর্জন কৰিতেছে।

২৪। প্রসিদ্ধ ইন্দ্ৰের সহিত শ্রম, হিৱায় কেশযুক্ত অশৰ্য, হিতকু
অংশের অভিযুখে ইন্দ্ৰকে বহন কৰক।

২৫। হে বিভাবস্তু! তোমার জন্ম এই সোম অভিযুত হইয়াছে, কুশ আন্তর্ণীর হইয়াছে, অতএব তোমাদের জন্ম সোমপালার্থ ইঞ্জকে আহ্বান কর।

২৬। তুমি ইঙ্গের উদ্দেশে, হ্বয়মায়ী ইন্দ্র তোমার উদ্দেশে দীপ্যমান বল প্রেরণ কর, রত্ন প্রেরণ কর, স্তোত্বাঙ্গণের জন্মাও প্রেরণ কর, তোমরা ইন্দ্রকে আচ্ছা কর।

২৭। হে শতক্রতু! তোমার উদ্দেশে বৌর্যাবান্ন (সোম) ও সমস্ত স্তোত্র সম্পাদন করিতেছি, হে ইন্দ্র! তুমি স্তোত্বাঙ্গণকে সুখী কর।

২৮। হে ইন্দ্র! যদি তুমি আমাদের সুখী করিতে চাও, তাহা হইলে হে শতক্রতু! তুমি আমাদের কল্যাণ সম্পাদন কর, অম সম্পাদন কর ও বল সম্পাদন কর।

২৯। হে ইন্দ্র! যদি তুমি আমাদের সুখী করিতে চাও, তাহা হইলে হে শতক্রতু, তুমি সমস্ত মঙ্গল আমাদের জন্ম আহ্বান কর।

৩০। হে ইন্দ্র! যেহেতু তুমি আমাদিগকে সুখী করিতে ইচ্ছা কর, অতএব হে শ্রেষ্ঠ হৃত্রহ! আমরা অভিযুত সোমবিশিষ্ট হইয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

৩১। হে সোমপতি ইন্দ্র! হরিগণের সাহায্যে আমাদের অভিযুত সোমের নিকট আগমন কর, আমাদের অভিযুত সোমের নিকট আগমন কর।

৩২। শ্রেষ্ঠ হৃত্রহ, শতক্রতু ইন্দ্র দুইপ্রকারে জ্ঞাত হয়েন। সেই তুমি হরিগণের সাহায্যে আমাদের অভিযুত সোমের নিকট আগমন কর।

৩৩। হে হৃত্রহ! যেহেতু তুমি এই সোমসমূহের পানকর্তা, অতএব হরিগণের সহিত অভিযুত সোমের নিকট আগমন কর।

৩৪। ইন্দ্র! ই অর্থাৎ দাতা! ও অমর শ্বচুক্ষাদেবকে(১) আমাদের দান কর। বলবান্ন ইন্দ্র রাজকে আমাদের দান কর।

(1) শ্বচুক্ষ অর্থে শ্বচু, স্পষ্টই বোধ হইতেছে।

୧୫ ମୁଦ୍ରଣ ।

ଶର୍ମଣ୍ଗଳ ଦେବତା । ବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥବା ପୁତ୍ରଦକ ଖରି ।

୧ । ସହବାନ୍, ଯକ୍ଷଗଣେର ମାତ୍ରା ଗୋ ମୋହ ପାଇ କରାଇତେଛେ, ତିଲି ଆଶ୍ରାତିଲାବିଷୀ, ଯକ୍ଷଗଣେର ବ୍ରଦ୍ଧ ସଂଘୋଜ୍ଞମକାରିଣୀ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜ୍ୟ ।

୨ । ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେବଗଣ ଇହାର କୋଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଇଲୁ । ଆପଣ ଆପଣ ବ୍ରତ ଧୀରଣ କରେନ, ଶୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସରିଲୋକ ଏକାଶମାର୍ଥ ଇହାର ସମୀକ୍ଷାପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ।

୩ । ସର୍ବତ୍ରଗାୟୀ ଆମାଦେର ତୋତାଗଣ ସର୍ବଦା ମୋହ ପାଇର୍ଥ ଯକ୍ଷଗଣକେ କ୍ଷବ କରିତେଛେ ।

୪ । ଏହି ମୋହ ଅଭିମୁତ ହଇଯାଇଁ, ଅଭାଵତଃ ଦୀଶ ଯକ୍ଷଗଣ ଏବଂ ଅର୍ଥ-ଦ୍ୱାୟ ଇହାର ଅଂଶ ପାଇ କରନ ।

୫ । ଯିତ୍ର, ଅର୍ଦ୍ଧମା ଓ ବକଣ, ଦଶାପିତ୍ରଦ୍ଵାରା ଶୋଧିତ ଶାନ୍ତରେ ଅବଶ୍ଵା-ପିତ, କ୍ଷତ୍ୟଜନବିଶିଷ୍ଟ ମୋହପାଇ କରିତେଛେ ।

୬ । ଇଲ୍ଲ ପ୍ରାତଃକାଳେ ହୋତାର ଲ୍ୟାଯ ଅଭିମୁତ ଏବଂ ଗ୍ୟାୟୁକ୍ତ ମୋହ ମେବାର ଅଣଂମା କରିତେଛେ ।

୭ । ଆଜ୍ଞ ଯକ୍ଷଗଣ ଜଳେର ଲ୍ୟାଯ ଡିର୍ଘକଗଭିବିଶିଷ୍ଟ ହଇଯା କବେ ଦୀଶ ହଇବେ ? ଶକ୍ତଶୋଧକ ଯକ୍ଷଗଣ କବେ ଶୁଙ୍କ ବଳ ହଇଯା ଆଗମଳ କରିବେ ? ।

୮ । ହେ ଯକ୍ଷଗଣ ! ତୋମରୀ ମହେ, ତୋମାଦେର ତେଜଃ ଅତଃତ ହରିଣୀର । ତୋମରୀ ଦ୍ୟାତିରାନ୍, କବେ ତୋମାଦେର ରଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବ ? ।

୯ । ସେ ଯକ୍ଷଗଣ ସର୍ବ ପାର୍ବିବ ପଦାର୍ଥକେ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିଃକେ ଅଧିତ କରିଯାଇଛେ, ମୋହପାଇର୍ଥ ତୋହାଦିଗକେ (ଆହ୍ଲାନ କରିତେଛି) ।

୧୦ । ହେ ଯକ୍ଷଗଣ ! ତୋମାଦିଗେର ବଳ ପରିଜ, ତୋମରୀ ଅତିଶୟ ଦ୍ୟାତି-ମାସ୍ ; ଏହି ମୋହ ପାଇର୍ଥ ତୋମାଦିଗକେ ମସ୍ତର ଆହ୍ଲାନ କରିତେଛି ।

୧୧ । ଯାହାରୀ ଦ୍ୟାବାପୃଥିବୀକେ ଭ୍ରମିତ କରିଯାଇଛେ, ଏହି ମୋହର ପାଇର୍ଥ ତୋହାଦିଗକେ ଆହ୍ଲାନ କରିତେଛି ।

୧୨ । ସର୍ବତଃ ବିଜ୍ଞତ, ପରତେ ହିତ, ଜଲବର୍ଷୀ ଯକ୍ଷଗଣକେ ଏହି ମୋହ ପାଇର୍ଥ ଆହ୍ଲାନ କରିତେଛି ।

১৫ স্তৰ।

ইন্দ্র দেবতা। তিরচী শব্দ।

১। হে সুতিভাকৃ ইন্দ্র ! সোম অভিযুক্ত হইলে, আমাদের সুতিবাক্য
রথীর ন্যায় তোমার অভিযুক্ত অবস্থিত হয়, যাতা বৎসের অভিযুক্ত যেনোপ
শব্দ করে, সেইন্দ্রণ তোমার উদ্দেশে শব্দ করে।

২। হে সুতিভাকৃ ইন্দ্র ! দীপ্তিমাল, অভিযুক্ত সোম তোমার লিঙ্কট
আগমন করক, এই অন্নের ভাগ শীত্র পান কর। হে ইন্দ্র ! চারিদিকে
তোমার জন্ম চক পুরোডাসাদি নিহিত আছে।

৩। হে ইন্দ্র ! শ্যেনকর্তৃক আহত অভিযুক্ত সোম আনন্দার্থ স্থথে
পান কর, যেহেতু তুমি বহুতর প্রজার পালক ও রাজা।

৪। যে তিরচী তোমার পূজা করিতেছে, তাহার আহ্বান অবগ কর।
তুমি মহামূ, তুমিই সুবীরযুক্ত ও গবাদিযুক্ত ধনমালে আমাদিগকে পূর্ণ কর।

৫। হে ইন্দ্র ! যে ব্যক্তি তোমার উদ্দেশে নৃতন যদকর বাঁক্য
উৎপাদন করে, সেই স্তোত্তর উদ্দেশে তুমি পুরাতন, সত্যযুক্ত, প্রয়োগ,
সকলের হৃদয়ঙ্গম রক্ষাকার্য সম্পাদন কর।

৬। যে ইন্দ্র আমাদের সুতি ও উকুখ বর্জিত করেন, তাঁহাকেই স্তব
করিব। আমরা তাঁহার বহুত বীর্য সন্তোগ করিবার অভিনাশে তাঁহার
ভজনা করিব।

৭। শীত্র আগমন কর, শুক সাম ও শুক উকুখসমূহের দ্বারা বিশুক
ইন্দ্রকে স্তব করিব(১), দশাপবিত্রের দ্বারায় শোধিত সোম বর্জিত ইন্দ্রকে হষ্ট
করুক।

(১) পূর্বকালে ইন্দ্র বৃত্তবধ করিলে ব্রহ্মত্যা তাঁহাতে প্রবেশ করে।
তাঁহাতে তিনি শ্বিগণের লিঙ্কট গমন করিয়া বলেন, আমি অপবিত্র হইয়াছি,
আমাকে পবিত্র করুন। শ্বিগণ-সামগ্ৰণব্রাহ্মণ তাঁহাকে পবিত্র করিয়াছিলেন।
তখন সোম ও হরিঃ ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রাহ্লাদ হইল। এইসকে শ্বিগণ পরম্পর
কথোপকথন করিতেছেন। সার্ব। কিন্তু খুকে বৃত্ত সংহারে ব্রহ্মত্যা পুন
উৎপন্ন হওয়ার কথা নাই এবং শ্বিগণের দ্বারা সে পাপ শুণু করিবার কথা ও
নাই। বিশুক স্তোত্রব্রাহ্মণ বিশুক ইন্দ্রকে অর্জন করার কথা আছে মাত্র। বাল
কোচিত পৌরাণিক গল্প আবলম্বন করিয়া কথেদের অর্থ করিতে গেলে অনেক
স্থানে আমরা কথেদের পবিত্র ভাব কল্পুবিত করি।

୮ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ଯି ଶୁଦ୍ଧ, ତୁ ଯି ଆଗମନ କର । ତୁ ଯି ଶୁଦ୍ଧ, ପ୍ରକଳ୍ପ-କାର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗମନ କର । ତୁ ଯି ଶୁଦ୍ଧ, ଥିଲ ଛାପନ କର । ତୁ ଯି ଶୁଦ୍ଧ ଓ ମୋମାହି, କୃଷ୍ଣ ହୁଏ ।

୯ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ଯି ଶୁଦ୍ଧ, ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଥିଲ ଦାଓ । ତୁ ଯି ଶୁଦ୍ଧ, ଇବ୍ୟ-ଦାନୀଙ୍କେ ଉତ୍ତର ଦାଓ, ତୁ ଯି ଶୁଦ୍ଧ, ହତ୍ତଗଣଙ୍କେ ସଥ କରିଯା ଥାକ, ତୁ ଯି ଶୁଦ୍ଧ, ଅର ଡୋଗ କରିତେ ଇଚ୍ଛା କରିଯା ଥାକ ।

୧୬ ମୁଦ୍ରଣ ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା । ସମ୍ବନ୍ଧଗଣେର ପୁତ୍ର ଛ୍ୟାତାନ୍ ଶ୍ରୀ, ଅଥବା ତିରଞ୍ଜୁଟୀ ଶ୍ରୀ ।

୧ । ଉଷା ମକଳ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରେର ଭାବେ ଆପନାଦେର ଗତି ବର୍କ୍ଷିତ କରିତେହେ । ରାତ୍ରି ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରେର ଅଳ୍ୟ ଅପର ରାତ୍ରେ ମୁଦ୍ରର ବାକ୍ୟବିଶିଷ୍ଟ ହୁଏ । ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରେର ଅଳ୍ୟ ମର୍ବିତୋବ୍ୟାଣ ମାତୃହାନୀଯ ସମ୍ପଦ ନିଷ୍ଠୁ(୧) ମମୁଷ୍ୟଦେର ତରଣାର୍ଥ ମୁଖେ ପାରିଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ।

୨ । ଅମହାୟ ଅନ୍ତେର ଦ୍ୱାରା ଏକବିତ ଏକବିଂଶତି ସଂଖ୍ୟକ ପରିତ ସାମୁ-
ସମୁହ ବିକ୍ଷି ହିଁଯାଇଛି । ଅଭିଲାଷଅନ୍ତ, ପ୍ରମଦ ଇନ୍ଦ୍ର ଯାହା କରିଯାଇଛେ, ମର୍ତ୍ତା,
ଅଥବା ଦେବ ତାହା କରିତେ ପାଇର ନା ।

୩ । ଇନ୍ଦ୍ରେର ବଜ୍ର ଅରୋନିର୍ମିତ, ତିହା ତାହାର ହତେ ମୁଦ୍ରକ; ତାହାର
ହତେ ବର୍ତ୍ତର ବଳ ଆହେ । ଯୁଦ୍ଧଗମନ କାଳେ ଇନ୍ଦ୍ରେର ମନ୍ତ୍ରକେ ଶିରଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୃତି
ଥାକେ(୨) । (ତାହାର ଆଜ୍ଞା) ଶ୍ରୀବାର୍ଣ୍ଣ ସକଳେ ତାହାର ମମୌପେ ଆଗମନ
କରେ ।

୪ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମାକେ ଯଜ୍ଞାର୍ଦ୍ଦିଗେର ମୁଧ୍ୟଓ ଯଜ୍ଞାର୍ଥ ମନେ କରି,
ଅଚ୍ୟତ ପଦାର୍ଥେର ଚୁତିକାରୀ ମନେ କରି, ତୋମାକେ ଦୈନ୍ୟଦିଗେର କେତୁ ବଲିଆ
ମନେ କରି, ମମୁଷ୍ୟଗଣେର ଅଭିମତ ଫଳବର୍ଷକ ବଲିଆ ମନେ କରି ।

୫ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ଯି ସଥମ ବାହୁଦୟେ ଶକ୍ତଦିଗେର ଗର୍ବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କର, ବଜ୍ର, ଅହିର
ହଲଗାର୍ଥ ଥାରଣ କର, ସଥମ ମେଘ ସକଳ ଶଦ କରେ, ସଥମ ଅଳ୍ୟମୁହ ଶଦ କରେ, ସଥମ
ଚାରି ଦିକ୍ଷ ହଇତେ ଅଞ୍ଜିମର କରତଃ ଜ୍ଞାନିକାରୀଗାନ ଇନ୍ଦ୍ରେର ପରିଚର୍ଯ୍ୟାନ କରେ ।

(୧) ୧୦ । ୧୫ । ୫ ଖକେର ଜୀବା ଦେଖ ।

(୨) ମୁମ୍ବେ “କର୍ତ୍ତବ୍ୟ” ଆହେ । ମାରଣ ଅର୍ଥ କରିଯାଇବେ “ଶିରଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୃତୀବି ।”

୬। ବିନି ଏହି ସମ୍ମନ କୁତଗଥକେ ହଞ୍ଚି କରିଯାଇଛେ, ସମ୍ମନ ବର୍ଜାତ ଥାହାର ପରେ ଉପର ହଇଯାଇଛେ, ଆସରା ଭ୍ରତିଦାରୀ ମେହି ବିତ ଇନ୍ଦ୍ରେ ଯିତ୍ର ହଇବ, ବନ୍ଦୋବର୍ଷାରୀ ଅଭିନାବପ୍ରଦ ଇଙ୍କିକେ ଆୟାଦେର ଅଭିମୁଖୀନ କରିବ ।

୭। ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ସେ ବିଶ୍ଵଦେବଗଣ ତୋମାର ସଥ୍ୟ ହଇଯାଇଲେନ, ତାହାରୀ ହତେର ମିଶ୍ରାଳ ହିତେ ଭୌତ ହଇଯା ପଲାଯନ କରତଃ ତୋମାର ତ୍ୟାଗ କରିଯାଇଗଲେନ । ଅକ୍ରମଗଣେର ମହିତ ତୋମାର ସଥ୍ୟ ହଇଲ । ପରେ ତୁ ମି ସମ୍ମନ ଶକ୍ତ ମେଳ(୩) ଅନ୍ତର କରିଲେ ।

୮। ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତିଥିଟି ସଂଧ୍ୟକ ମକ୍ରଗଣ ଏକବୀତୁତ ଗୋସମୂହେର ମାତ୍ର ତୋମାର ବର୍ଜିତ କରିଯାଇଲେନ ବଲିଯା ଯଜ୍ଞାର୍ହ ହଇଯାଇଛେ ; ଆସରା ମେହି ଇନ୍ଦ୍ରେ ନିକଟ ଗମନ କରିବ । ଆୟାଦେର ଭଜନୀର ଧର ଦାନ କର, ତୋମାର ଉଦ୍ଦେଶେ ଶକ୍ତଶୋବକ ବଳ ଦିଖାନ କରିବ ।

୯। ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମାର ତୌଳ୍ୟ ଆୟୁଧ, ତୋମାର ମର୍ମ ସୈନ୍ୟ, ତୋମାର ବର୍ଜେର କେ ଅଭିକୁଳତା କରିତେ ପାଇରେ ? ହେ ଖଜୀଷୀ ! ତୁ ମି ଚକ୍ରର ଦ୍ୱାରା ଆୟୁଧ-ରହିତ, ଦେବତ୍ରୋହି ଅନୁରଦ୍ଧିଗଙ୍କେ(୪) ମୂର କରିଯା ଦାଓ ।

୧୦। ପଞ୍ଚ ଲାଭେର ଅଳ୍ୟ ଯହାନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର, ଅନୁତ୍ତର କଳ୍ୟାଣତ୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ରେର ଉଦ୍ଦେଶେ ମୂଢର ଭ୍ରତ ପ୍ରେରଣ କର । ଭ୍ରତିଭାବୁ ଇନ୍ଦ୍ରେର ଉଦ୍ଦେଶେ ବଳତର ଭ୍ରତ ଦିଖାନ କର, ଇନ୍ଦ୍ର ପୁରେର ଅଳ୍ୟ ବହୁବଳ ପ୍ରେରଣ କକନ ।

୧୧। ଉତ୍ତର ବାହିତ, ଯହାନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରେର ଉଦ୍ଦେଶେ ମନୀ ପୌରକାରୀ ଲୋକାରୁ ମାତ୍ରର ଭ୍ରତ ଉତ୍ତାରଣ କର । ବଳ ବିଜ୍ଞୁତ, ଶ୍ରୀତିପ୍ରଦ ଇନ୍ଦ୍ର ଧର ପ୍ରେରଣ କକନ, ପୁରେର ଅଳ୍ୟ ବହୁବଳ ପ୍ରେରଣ କକନ ।

୧୨। ଇନ୍ଦ୍ର ଥାଣ ଘୌକାର କରେନ, ତାହା କର, ମୂଢର ଭ୍ରତ ଉତ୍ତାରଣ କର, ତୋତ୍ରାରୀ ଇନ୍ଦ୍ରର ପରିଚର୍ଯ୍ୟ କର । ହେ ଭୋତା ! ଅମୃତ ହୁଏ, ରୋହନ କରିବନ୍ତେ, ବାକ୍ୟ ଅବଶ କରାଓ, ଇନ୍ଦ୍ର ବହୁବଳ ଏମାନ କରିବେନ ।

(୩) ଯୁଲେ “ବିଃ ବନ୍ତ ମର୍ମ” ଆହେ । ଅମ୍ବାନ୍ୟ ଥାବେ ନାତଜର ମହାତେର ଉତ୍ତରେ ଆହେ, ଏଥାବେ ତୋମାର ନର ଶଳ ଅର୍ଦ୍ଦୀ ୧୦ ମହାତେର ଉତ୍ତରେ ଦେଖା ଥାଏ ।

(୪) ଯୁଲେ “ଆସ୍ୟାଶାନ, ଅହରୀ, ଆମେବା” ଆହେ । ଅର୍ଦ୍ଦ ଆୟୁଧଶୂନ୍ୟ, ଆମାଶୂନ୍ୟ, ବସବାନ୍ୟ ଅଭିନାବ । ଯେତେ କରୁ ଆମାଶୂନ୍ୟଦିବେର ଉତ୍ତରେ, ୧୦, ୧୫ ଓ ୧୫ ଶତ ଦେଖ ।

୧୩ । ମନସହିତ(୫) ମୈଯେର ସହିତ କ୍ରତଗମନକାରୀ କୃଷ୍ଣ ଅଂଶୁମତୀ ନନ୍ଦୀଭୀରେ ଅବହାନ କରିତେହିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଜାଦାରୀ ସେଇ ଶବ୍ଦକାରୀକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ । ମୁଖ୍ୟଦିଗେର ହିତୋଭିଥାରେ ହିଂସାକାରୀବୀ ମେଳାଦିଗକେ ବନ୍ଦ କରିଲେବ ।

୧୪ । (ଇନ୍ଦ୍ର ବଲିଲେବ), କ୍ରତଗାମୀ କୃଷ୍ଣକେ ଦେଖିତେ ପାଇଲାମ୍, ମେ ଅଂଶୁମତୀ ନନ୍ଦୀର ଶୁଚଛାନେ ବିଶ୍ଵତ ଏଦେଶେ ବିଚରଣ କରିତେହେ ଓ ଶରୀର ନାମ ଅବଶ୍ଵିତ କରିତେହେ । ହେ ଅଭିଲାଷାଦ ମନୁଷ୍ୟ ! ଆମି ଇଚ୍ଛା କରି, ତୋମରୀ ଯୁଦ୍ଧ କର ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ତୀର୍ଥାକେ ସଂହାର କର ।

୧୫ । କ୍ରତଗାମୀ କୃଷ୍ଣ ଅଂଶୁମତୀ ନନ୍ଦୀର ମହିପେ ଦୀପିତାନ ହେଇଲା । ଶରୀର ଧାରଣ କରିତେହେ । ଇନ୍ଦ୍ର ହିମ୍ପତିକେ ସହାୟ ଲାଭ କରିଯା ଦେବଶୂଳ ଆଗମନଶୀଳ ମେଳାଗଳକେ ବନ୍ଦ କରିଲେବ ।

୧୬ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ମିହି ମେଇ କର୍ମ କରିଯାଇ, ତୁ ମିହି କଶ୍ୟବାମାତ୍ରେଇ ଶର୍କ୍ରଶୂଳ ମନୁଷ୍ୟକର (ଶର୍କ୍ର ହେଇଯାଇ), ଅକ୍ଷକାରାହୃତ ନାମାପ୍ରଧିବୀକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇ, ମହେଶୁକ୍ଳ ଭୂବନମୟହେର ଉଦ୍ଦେଶେ ଆନନ୍ଦ ଧାରଣ କରିଯାଇ ।

୧୭ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ମି ମେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇ । ହେ ବଜ୍ର ! ତୁ ମିହି କୁଶଳ ହେଇଲା ଅଭୁପଦ ବଳ ବଜ୍ରେ ଦ୍ଵାରା ବଟେ କରିଯାଇ, ତୁ ମିହି ଆୟୁଧେର ଦ୍ଵାରା ଶ୍ଵୟକେ ମିନ୍ଦ୍ରମୁଖ କରିଯା ବନ୍ଦ କରିଯାଇ, ତୁ ମି ଆପନାର କାର୍ଯ୍ୟଦ୍ଵାରା ଗୋଲାଭ କରିଯାଇ ।

୧୮ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ମିହି ମେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇ, ହେ ଅଭିଲାଷାଦ ! ତୁ ମି ମୁଖ୍ୟଦିଗେର ଉପତ୍ତିରେ ହତ୍ତା, ଅତ୍ୟବେଳ ଅତ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଯାଇଲେ, ତୁ ମି ଶ୍ଵୟମାନ ମିଳୁଗଳକେ ଗମନାର୍ଥ ଛାଡ଼ିଯା ଦିଯାଇଲେ, ପରେ ଦାସଗଣେର ଅଧିକୃତ ଜଳ ଜର କରିଯାଇଲେ ।

୧୯ । ମେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଶୋଭନ ଅଞ୍ଜାବିଶିଷ୍ଟ ଓ ଅଭିଭୂତ ମୋର ପାରାର୍ଥ ଆମନ୍ତିତ । ତୀର୍ଥାର କୋଥ କେହ ମହ କରିତେ ପାଇଲେ ନା, ତିଥି ଦିବସେର ଆୟାର ଧନବାନ, ତିଥି ଏକାକୀଇ ମୁଖ୍ୟେର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ତିଥି ହତ୍ତା, ତିଥି ମକଳ ଶର୍କ୍ର ଦୈତ୍ୟ ବିମାଣ କରେଲ ।

(୫) ଇନ୍ଦ୍ରକର୍ତ୍ତକ ହୃଦ ନାମକ ଅନ୍ତାର୍ଯ୍ୟ ମୋରୀ ଓ ତୀର୍ଥାର ଦୈତ୍ୟର ବିଳାଶେର କଥା ଆମରୀ ପୂର୍ବେ ପାଇଯାଇ ।

୨୦ । ମେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ହତହା, ତିଲି ଅଶୁଦ୍ଧାଗଣେର ପୋଥକ, ତିଲି ଆହାମ୍-
ଘୋଗ୍ୟ, ତୋହାକେ ଶ୍ରୁତିଦ୍ୱାରା ହୋଇ କରିବ, ତିଲି ଆମାଦେର ବିଶେଷ ରୁକ୍ଷକ ଓ
ଧରମବାଜ୍, ତିଲି କୌର୍ତ୍ତିପ୍ରଦ, ଅମେର ଦାତା, ତିଲି ଆମରପୁର୍ବକ କଥା ବଲିଯା
ଥାକେବେ ।

୨୧ । ମେଇ ହତହା ଇନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍, ତିଲି ଆତମାତ୍ରେଇ ତେଣୁକାଣ୍ଡ ଆହାମ୍
ଘୋଗ୍ୟ ହଇଯାଇଲେ । ଅଶୁଦ୍ଧାଗଣେର ହିତକର ବଳକାର୍ଯ୍ୟ କରତଃ ପୌତ ଲୋମେର
ମ୍ୟାର ମଧ୍ୟାଗଣେର ଆହାମ୍ବଦୋଗ୍ୟ ହଇଯାଇଲେ ।

୧୨ ମୁଦ୍ରଣ ।

ଇନ୍ଦ୍ର ମେବଡା । ରେତ ଖରି ।

୧ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି ମୁଖବାନ୍ । ତୁମି ଅଶୁଦ୍ଧଗଣେର ଲିକଟ ହଇତେ^(୧)
ଯେ ଭୋକ୍ତ୍ଵ ଧଳ ଆହରଣ କରିଯାଛ, ହେ ଧନବାନ୍ ! ତାହାର ଦ୍ୱାରା ତୋତକାରୀକେ
ବର୍ଜିତ କର, ଉହାରୀ ବହି ଆଞ୍ଚିର୍ କରିଯାଛ ।

୨ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି ଯେ ଗୋ, ଯେ ଅର୍ଥ ଏବଂ ଯେ ଅବିନଶ୍ରତ ଧଳ (ଧାରଣ କର),
ଯଜମାନ ଦକ୍ଷିଣ୍ୟାବୁଦ୍ଧ ହଇଯାଇ ମୋମାଭିଷବ କରିଲେ ତାହାକେଇ ମେ ଧଳ ଅନ୍ତର କର ।
ଯଜ୍ଞବିହୀନଙ୍କେ ଅନ୍ତର କରିବାନ କରିବାନ ।

୩ । ଅଦେବାଭିନାୟୀ, ବ୍ରତରହିତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଵପ୍ନାଚକ୍ଷୁପ ହଇଯା ମିଳା ଯାଇ,
ମେ ଆପନାର ଗଭିଦ୍ୱାରାଇ ପୋଷଣୀୟ ଧରମିଳାଣ କରକ, ତୁମି ତାହାକେ କର୍ମ-
ବ୍ରହ୍ମହିତ ଅଦେଶେ ଛାପନ କର ।

୪ । ହେ ଶକ୍ର ! ହେ ହତହା ! ତୁମି ଯେ ଦୂରଦେଶେ ଥାକ, ବା ସେ ଲିକଟ ଦେଶେଇ
ଥାକ, ତଥା ହଇତେ, ଏଇ ଭୁଲୋକ ହଇତେ ସ୍ଵର୍ଗାଭିମୁଖେ କେଶରବିଶିଷ୍ଟ ଅଶ୍ଵେର ମ୍ୟାର,
ଏଇ ଶ୍ରୁତିଦ୍ୱାରା ଅଭିଭୂତ ମୋମବାନ୍ ଯଜମାନ ଯଜ୍ଞେ ଆନୟନ କରିପାରେ ।

୫ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଯଦି ସ୍ଵର୍ଗର ଦୀପ ଛାମେ ଥାକ, ଯଦି ଜୟମ୍ଭେର ମଧ୍ୟେ
କୋମ ଛାମେ ଥାକ, ହେ ହତହା ! ଯଦି ବାପୁଥିବୀର କୋମ ଛାମେ ଥାକ, ଅଥବା
ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ଥାକ, ଆଗମ କର ।

(୧) ଏଥାନେ ବୋଧ ହେ ଅନ୍ତର ଅର୍ଥେ ଧରମାନ ଅବାର୍ଦ୍ଧଗନ । ଅନ୍ତରୀଗଣେ
ଲିକଟ ହଇତେ ଧଳ କାଢିବୁ ଲାଇଯା ଭୋମାର ଟଙ୍ଗାଳକ ଆର୍ଦ୍ଧଗନକେ ଦୀପ, ଏଇ ବୋଧ ହେ
ଧଳର ମର୍ମ । ଶୈତର ଧଳେ ହଇଟୀ ଯଜ୍ଞବିହୀନ ଓ ଦେବବିହୀନ ଲୋକେର ଉତ୍ତରେ ଦେଖ ।

৬। হে মোহগা, বলপতি ইন্দ্র ! সোম অভিযুক্ত হইলে সুবাক্যযুক্ত, বহুপরিযিত ধনের দ্বারা ও বলদাঁথন অরের দ্বারা আমাদিগকে আমন্দিত কর ।

৭। হে ইন্দ্র ! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না, আমাদের সহিত একত্র সোম পানে অবস্থ হও, তুমি আমাদিগকে রক্ষায় স্থাপন কর, তুমিই আমাদিগের বন্ধু হে ইন্দ্র ! তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না ।

৮। হে ইন্দ্র ! আমাদের সহিত অভিযুক্ত সোম মধুপানার্থ উপবেশন কর । হে রघব ! স্তোতাকে মহারক্ষ প্রিমান কর, অভিযুক্ত সোমে আমাদের সহিত (উপবেশন কর) ।

৯। হে বজ্রবান् ইন্দ্র ! দেবগণ তোমাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না, মর্ত্যগণও পারে না । তুমি বলদ্বারা সমস্ত ভূতজ্ঞাতকে অভিভূত কর, দেবগণ তোমার ব্যাপ্ত করিতে পারে না ।

১০। সমস্ত সেনা পরম্পর শিলিত হইয়া শক্ত পরাজয় কর, স্তোতাকে তৌক্ষ করিতেছে এবং অত্যন্ত প্রকাশার্থ (সূর্যোদ্যমক) ইন্দ্রকে স্তুতি করিতেছে, কন্দুম্বারা বলিষ্ঠ ও (শক্তদিগের) সম্মুখ বিনাশকারী, উগ্র, উজ্জ্বলী প্রযুক্ত ও বেগবান् ইন্দ্রকে বরগীর ধনের অম্য স্তব করিতেছে ।

১১। রেভগণ এই ইন্দ্রকে সোমপানার্থ সম্যকুরপে স্তুতি করিয়া-ছিল । স্বর্গের পালক ইন্দ্রকে বর্জনার্থ যথন (স্তুতি করে), তথন কর্মধারী ইন্দ্র ধনের দ্বারা এবং পাঁচমের দ্বারা শিলিত হন ।

১২। রেভগণ মেমির ন্যায় ইন্দ্রকে দর্শনমাত্রেই নমস্কার করে, মেধাবীগণ ঘৰকে(২) স্তোত্রদ্বারা নমস্কার করে, তোমারা স্তুতি দীপ্তিযুক্ত এবং অঙ্গোহী, তোমরা স্তুত্যযুক্ত হইয়া ইন্দ্রের কর্ণে অচ্ছন্ন মন্ত্রদ্বারা স্তব কর ।

১৩। সেই বহুবান্ন, উগ্র, যথার্থ বলধারী, অপ্রতিরোধমৌর, ইন্দ্রকে বাঁরস্থার আমৃতান করি । পূজ্যতম, যাগযোগ্য ইন্দ্র, আমাদের স্তুতিদ্বারা আবর্তিত হউন । বজ্রী ধনের অম্য সমস্তই আমাদের সুপথ করুন ।

(২) ইন্দ্র মুহূর্ত হইয়া মেধাবিধি খবিকে দর্শন করিয়া গোহাছিলেন । সাধুর ধন্পটি বোধ হয় কাধের রচনার পরে কল্পিত ; খন্দেনের কবি বোধ হয় কেবল ঔর যুক্তপুরুষ । বা সরাহিতকারিঙ্গ দেখিয়া ঘৰের সহিত তলজা করিয়া দেখিলে ।

১৪। হে সর্বাপেক্ষা বলবানু ! হে শক্র ! হে ইন্দ্র ! তুমি এই সকল
পৃষ্ঠী বলের ভাঁর। বিলাশ করিবার অন্য অবগত হও। হে বজ্র ! সমস্ত
চুতজ্ঞাত তোমার ভয়ে কম্পিত হয়, দ্যাবা পৃথিবী ভয়ে কম্পিত হয়।

১৫। হে শূর ! হে চির ইন্দ্র ! তোমার অশন্ত সত্ত্ব আমাকে রক্ষ।
করক, হে বজ্রবানু ইন্দ্র ! জলের ম্যার বহুপাপ হইতে আমাদিগকে পাঁচ
কর। হে রাজা ইন্দ্র ! বহুক্ষণ এবং স্মৃহনীয় ধর আমাদের অভিযুক্ত করে
অদান করিবে ?।

ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ।

୯୮ ଟଙ୍କା ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା । ଅଜିରାଶୋଭୀର ନୃମେଧ ଖବି ।

୧ । ମେଧାଵୀ, ମହାନ୍, କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ବିହାନ୍, ସ୍ତୁତି-ଅଭିଲାଷୀ ଇନ୍ଦ୍ରେ
ଉଦ୍ଦେଶେ ହୁଏ ଶୋଭ ଗାନ କର ।

୨ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ମୁ ଅଭିଭବିତା ହୁଓ, ତୁ ମୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକେ ପ୍ରମୌଣ କରିଯାଇ ;
ତୁ ମୁ ବିଶ୍ଵକର୍ମୀ, ବିଶ୍ଵଦେବମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ମହାନ୍ ।

୩ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ମୁ ଜ୍ୟୋତିଃଦ୍ଵାରା ଛାଲୋକେର ଅକାଶକ, ସ୍ଵର୍ଗକେ
ଅକାଶିତ କରତଃ ଗମନ କରିଯାଇଲେ ; ଦେବଗନ ତୋମାର ସଥ୍ୟ ଲାଭେର ଜଳ
ଯତ୍ତ କରିଯାଇଲେମ ।

୪ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ମୁ ଶ୍ରୀ ଏବଂ ମହେ ବ୍ୟକ୍ତିଦିଗେର ଜୟକାରୀ ;
ତୋମାକେ କେହ ଗୋପନ କରିତେ ପାରେ ନା ; ତୁ ମୁ ପରିତେର ନ୍ୟାୟ ସର୍ବତଃ
ବିନ୍ତୁତ ଏବଂ ସ୍ଵର୍ଗେର ପତି ; ତୁ ମୁ ଆମାଦେର ମିକଟ ଆଗମନ କର ।

୫ । ହେ ସତ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି, ମୋମପା ଇନ୍ଦ୍ର ! ସେହେତୁ ତୁ ମୁ ଦ୍ୟାବାପୃଥିବୀ
ଉତ୍ସରକେଇ ଅଭିଭୂତ କରିଯାଇ, ଅତ୍ୟବ ତୁ ମୁ ମୋମାଭିଦବକାରୀର ବର୍ଦ୍ଧକ ହୁ
ଏବଂ ସ୍ଵର୍ଗେର ପତି ହୁ ।

୬ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ମୁ ବଚ୍ଚପୁରୀ ଭେଦ କରିଯା ଥାକ ; ତୁ ମୁ ଦୟାହତୀ,
ମନୁଷ୍ୟେର ବର୍ଦ୍ଧକ ଏବଂ ଛାଲୋକେର ପତି ।

୭ । ହେ ସ୍ତୁତିଭାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଜଳେ ଗମନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଯେତେପା (କୌଡ଼ାର୍ଦ୍ଦେ
ଶମୀପର୍ବତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣେର ପ୍ରତି) ଅଳ ବିସ୍ତୃତ କରେ, ମେଇନ୍ଦ୍ର ଆମରା ମଞ୍ଚପତି ତୋମାର
ଉଦ୍ଦେଶେ ମହେ କମଳୀର ଶୋଭ ପ୍ରେରଣ କରିତେହି ।

୮ । ହେ ବଜ୍ରବାନ୍, ଶୂର ଇନ୍ଦ୍ର ! ମନୀଗଣ ଯେତେପା ଉଦକହାନ ବର୍ଦ୍ଧକ କରେ,
ମେଇନ୍ଦ୍ର ଆମରା ଜୋତିବାରା ଅହୁକ ତୋମାକେ ଅତି ଦିବସ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ।

୯ । ଗନ୍ଧଶୀଳ ଇନ୍ଦ୍ରେ ଅଶ୍ଵତ୍ଥ ମୁଗବିଶିଷ୍ଟ ମହିରଥେ ତୋହାର ବାହନଭୂତ ଏବଂ ବାଞ୍ଚାତ୍ରେ ଯୋଜିତ ଅଶ୍ଵଦୟକେ ସ୍ତୋତ୍ରଗଣ ସ୍ତୋତ୍ରେ ଦ୍ଵାରା ମୋଜିତ କରେନ ।

୧୦ । ହେ ଶତକ୍ରତୁ, ବିଚକ୍ଷଣ, ବୌର୍ଯ୍ୟାପେତ ଏବଂ ମେଳାଗଣେର ଅଭିଭବକର ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି ଆମାଦିଗଙ୍କେ ବଳ ଏବଂ ଧନ ଦାନ କର ।

୧୧ । ହେ ମିବାସପ୍ରଦ, ଶତକ୍ରତୁ ! ତୁମି ଆମାଦେର ପିତା ଏବଂ ମାତ୍ରା ହୁଏ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆସରା ତୋମାର ମୁଖ ଘାଁଞ୍ଚା କରିବ ।

୧୨ । ହେ ବଲବାନୁ, ବଲକର୍ତ୍ତ୍ରକ ଆହୁତ ଶତକ୍ରତୁ ! ତୁମି ବଳାଭିଲାଷୀ, ଆମି ତୋମାର ସ୍ତୁତି କରିତେଛି ; ତୁମି ଆମାଦିଗଙ୍କେ ମୁନ୍ଦର ବୌର୍ଯ୍ୟାପେତ ଧନ ଦାନ କର ।

୧୯ ଜୁଲାଇ ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା । ମୃମ୍ଭେ ଝବି ।

୧ । ହେ ବଞ୍ଚବାନୁ ଇନ୍ଦ୍ର ! ହସ୍ତେର ଦ୍ଵାରା ଭରଣଶୀଳ ନେତାଗଣ ତୋମାକେ ଅନ୍ୟ ଏବଂ କଳ୍ୟ ମୋମ ପାଇ କରାଇଯାଇଛେ ; ତୁମି ଏହି ଯଜ୍ଞେ ସ୍ତୋତ୍ରବାହକଗଣେର (ସ୍ତୋତ୍ର) ଅବଶ କର ଏବଂ ଗୃହେ ଉପାଗତ ହୁଏ ।

୨ । ହେ ମୁନ୍ଦର ହୃଦିଶିଷ୍ଟ, ଅଶ୍ଵବାନ୍, ସ୍ତୁତିଭାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ! ପରିଚାରକଗଣ, ତୋମାର ଜଳ୍ୟ ମୋମ ଅଭିମୁତ କରିତେହେ, ତୁମି ମତ ହୁଏ । ଆସରା ତୋମାର ବିକଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିତେହେ, ମୋମ ଅଭିମୁତ ହଇଲେ ତୋମାର ଅନ୍ତର ଉପମାଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଅଶ୍ଵସମୀଯ ହଟକ ।

୩ । ସାମାନ୍ୟିତ (ରଶ୍ମିମୂହ) ଯେତେପ ଶ୍ର୍ଵ୍ୟାକେ ଭଜନୀ କରେ, ମେଇକ୍ଷପ ତୋମରା ଇନ୍ଦ୍ରେର ସମ୍ବନ୍ଧ (ଧନ) ଭଜନୀ କର ; ତିମି ବଲଦ୍ଵାରା ଜୀବି ଓ ଜନିଯାମାନ୍ୟ ଧରମ୍ସମୂହ (ଉତ୍ପାଦନ କରେଲ), ଆମରା (ଡେହା ପୈତୃକ) ଭାଗେର ନ୍ୟାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।

୪ । ପାଂପଶୂନ୍ୟ ବାଜିର ଅତି ଯିମି ଦାନଶୀଳ ଓ ଧନ ଦାତା, ମେଇ ଇନ୍ଦ୍ରେ ଶ୍ରୀ କର ଥେବେବୁ ଇନ୍ଦ୍ରେର ଦାନ କଲ୍ୟାଗକର । ତିମି ଆସି ଯମକେ ଦାନ ବିହୟେ ଶେରିଥ କରିଲା ଏହି ପରିଚର୍ଷାକାରୀର ଇଚ୍ଛାର ବାଧା ଦେମ ମା ।

୫ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ମୁକ୍ତେ ସମ୍ପତ୍ତ ବୃଦ୍ଧକାରୀଗଣକେ ଅଭିଭୂତ କର । ହେ ଶତକଗଣେର ବାଧକ ! ତୁ ମୁହିଁ ଅମ୍ବଜଳମାଶକ, ଅନନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତ (ଶତକଗଣେର) ହିଂସକ ଏବଂ ବାଧକଗଣେର (ବାଧକାମକାରୀ) ।

୬ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ମାତା ଯେତପ ଶିଖୁର ଅଶୁଗମନ କରେ, ମେଇନ୍ଦ୍ରପ ମାତୃଭୂତ ଦ୍ୟାବାପ୍ତିଧିରୀ ତୋଥାର ବଳ ହିଂସକେ ଅଶୁଗମନ କରେ । ଯେହେତୁ ତୁ ମୁହିଁ ହତ୍ତକେ ବଧ କର, ଅତେବ ସର୍ବତ୍ତ ସଂଗ୍ରାମକାରୀଗଣ ତୋଥାର କୌଥେ ଥିଲୁ ହୁଏ ।

୭ । ଜରାରହିତ, (ଶତକଗଣେର) ପ୍ରେରକ, ଅପ୍ରତିହିତ, ବେଶଶାଳୀ, ଅନ୍ତଶୀଳ, ଗମନଶୀଳ, ରଥଶୈଷ୍ଠ, ଅହିଂସିତ ଓ ଜଳବର୍କିକ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ତୋଥରୀ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ଅଗ୍ରଗାସୀ କର ।

୮ । (ଶତକଗଣେର) ସଂକ୍ଷର୍ତ୍ତା, ହୃଦୟ ଅସଂକ୍ଷତ, ବଳକୁଂ, ବହୁରଙ୍ଗାବିଶିଷ୍ଟ, ଶତକ୍ରତୁ, ସାଧାରଣ ଓ ଧର୍ମକୁଂଠକ ଓ ବନ୍ଧୁପ୍ରେରକ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଆମରୀ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ଆହ୍ଵାନ କରି ।

୧୦୦ ମୁଦ୍ରଣ ।

ଦ୍ୱାରମ ଓ ଏକାଦଶ ଖକେର ବାକ୍ ଦେବତା ; ଅବଶିଷ୍ଟର ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ।

ଭୃତ୍ୟଗୋତ୍ତ୍ରୀୟ ନେମ ଖବି ।

୧ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଆମି ପୁନ୍ତେର ସହିତ (ଶତ ଜୟାର୍ଥେ) ତୋଥାର ଅଗ୍ରେ ଅଗ୍ରେ ଗମନ କରି, ସମ୍ପତ୍ତ ଦେବଗଣ ଆମାର ପଞ୍ଚାତେ ଅଭିଗମନ କରେନ ; ସଥଳ ତୁ ମୁହିଁ ଆମାକେ (ଶତଧମେର) ଭାଙ୍ଗ ଦାନ କର, ଅତେବ ଆମାର ସହିତ ପୋକୁମ ପ୍ରକାଶ କର ।

୨ । ତୋଥାକେ ଅଗ୍ରେ ଯନ୍ତ୍ରକର (ମୋହନ୍ତପ) ଅବଦାନ କରିଲେହି, ଅଭିସୁତ ମୋହ ତୋଥାର ହଦୟେ ମିହିତ ହୃତ । ତୁ ମୁହିଁ ଆମାର ଦଙ୍ଗିଳ ପାଞ୍ଚେ ସଥଳାପେ ଅବଦାନ କର, ଅନ୍ତର ଆମରୀ ତୁଇଜନେ ବହୁମଂଧ୍ୟକ ହତ୍ତ ବଧ କରିବ ।

୩ । ହେ ସଂଗ୍ରାମେଛୁଣଗ ! ଇନ୍ଦ୍ର ଆହେନ ଇହା ଯଦି ମତ୍ୟ ହୁଏ, ତବେ ଇନ୍ଦ୍ରେର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ମୁତ୍ୟଭୂତ ମୋହ ଉଚ୍ଚାରଣ କର । ନେମ ଖବି ବଲେନ ଇନ୍ଦ୍ର ମାତ୍ରେ କେହ ନାହିଁ । କେ ତାହାକେ ମେଥିଯାଛେ ? ଆମରୀ କାହାକେ ଜ୍ଞାନି କରିବ(୧) ? ।

(୧) ଦେବଗଣେର ଅଭିଭୂତ ମହାକେ ଲୋକେର ମନେ କିଛୁ କିଛୁ ମନ୍ଦେହ ଓ ଅବିଭାବ ଜ୍ଞାନିତେହିଲ, ତାମ ଏହି ଏକ ହଇତେ ଅନୁମାନ ହୁଏ, ପରେର ଛୁଟି ଖକେ ରୀବି ଇନ୍ଦ୍ରେର ଉତ୍ତିଜ୍ଞଲେ ମେ ମନ୍ଦେହ ତଙ୍କୁ କରିଲେହେମ ।

৪। হে শ্রেষ্ঠ ! এই আমি তোমার নিকট আসিয়াছি, আমাকে দর্শন কর ; সমস্ত ভূবনকে আমি মহিষাদারী অভিভূত করি । যজ্ঞের অবৈষ্ট গণ আমাকে বর্জিত করে, আমি বিদ্যুরশীল, আমি ভূবন বিদীর্ণ করি ।

৫। যথম যজ্ঞাভিলাষীগণ কঘনীয় (অস্ত্রীকের) পৃষ্ঠে একাকী আসীল আমাকে আবেদন করাইয়াছিল, তখন তাৎক্ষণ্যে মনই আমার হৃদয়ের অভূতপূর্ব প্রদান করিয়াছিল যে, পুরুষুক্ত প্রিয় এই খবিগণ আমার অন্য কৃদল করিতেছে ।

৬। হে মুবান্ন ইন্দ্র ! তুমি যজ্ঞে সোমাভিষবকারীর অন্য যাহা করিয়াছ, সেই সমস্ত কার্য বলিবার ঘোগ্য । তুমি পরাবর্তনামক শক্তির যে ধৰ আছে, তাহা খুমিবন্ধু শরত্তের উদ্দেশে প্রচুর পরিমাণে অপ্রাপ্তি করিয়াছ ।

৭। যে এক্ষণে অধিবিত হইতেছে, পৃথক্য থাকিতেছে না, যে তোমাদিগকে আবরণ করিতেছে না, ইন্দ্র তাহার শর্মস্থানে বজ্রপাতিত করিয়াছেন ।

৮। মনের গ্যায় বেগবিশিষ্ট, গমনশীল, শুণ্ঠ অয়োধ্যানগর উত্তীর্ণ হইলেন, পরে স্বর্গে গমন করতঃ ইন্দ্রের উদ্দেশে সোম আহরণ করিলেন ।

৯। যে বজ্র সমুদ্রের মধ্যে শয়ন করে, যে জলে আহৃত, সেই বজ্রের উদ্দেশে সংগ্রামের অগ্রভাগে গমনকারী শক্তগণ উপহার ধারণ করিতেছে ।

১০। দীপ্তিশীল, দেবগণের উত্থানকর বাক্য যথম জ্ঞানরাহিতগণকে জ্ঞান প্রদান করুতঃ যজ্ঞে উপবেশন করেন, তখন চারিদিকে অস, জল দোহন করে । উহাত যাহা শ্রেষ্ঠ আছে, তাহা কোথায় গমন করিতেছে ?

১১। দেবগণ যে দীপ্তিশীল বাক্যেরতাকে উৎপাদন করিতেছেন, সর্বশক্তির পশ্চাগত সেই বাক্য উচ্চারণ করে । তিনি ইর্ষদায়নী ও অস ও রুমপ্রদানকারী ধেনুর ন্যায় হইয়া আমাদের স্তুতি প্রহণ করতঃ আমাদের নিকট আগমন করুন ।

১২। সথে বিষ্ণু ! তুমি অভ্যন্ত পদবিক্ষেপ কর, হে ছ্যালোক ! তুমি যজ্ঞের গতির নিকট অবকাশ প্রদান কর । হে বিষ্ণু ! তুমি ও আমি হৃতকে বধ করিব, মনী সকলকে জাইয়া যাইব, নদী সকল ইন্দ্রের আজ্ঞামুসারে গমন করক ।

১০১ শৃঙ্ক।

পঞ্চমের শোভাংশের ও বক্তৃর আনিত্য দেবতা; সপ্তম ও অষ্টমের অশ্বি দেবতা; নবমের ও দশমের বায়ুদেবতা; একাদশ ও দ্বাদশের শূর্যদেবতা; তয়োদশের উষা দেবতা; চতুর্দশের পরমাণু দেবতা; পঞ্চদশ ও ষাঠিশের গো দেবতা; অবশিষ্টের দেবতা মিত্র ও বরণ। চতুর্থোত্তর জয়দায়ি ঋষি।

১। যে হ্যান্দায়ী (ষড়মানের) উদ্দেশে অভিমত সিদ্ধির জন্য যিত্ত
ও বক্ষণকে সম্মোহন করে, সেই মশুষ্য সত্যাই এই প্রকারে যজ্ঞার্থ হবিঃ
সংস্কার করে।

২। অতিশয় বর্জিতবল, যহুদৰ্মন, মেতা, দীপ্তিহান্ত, অতিশয় বিহান,
সেই মিত্র ও বক্ষণদ্বয় বালুদ্বয়ের ন্যায় শূর্যক্রিয়ণের সহিত কর্ত্তৃ সাংভ করেন।

৩। হে মিত্র ও বক্ষণ! বে শৈয়ুগামী তৌমাদের অভিযুক্তে গমন
করে, সে দেবগণের দুত হয়, তাহার মন্ত্র মুবন ভূষিত হয় এবং সে মদকর
থন লাভ করে।

৪। যে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিলেও আনন্দিত হয় না, যে পুনঃ পুনঃ
আংহার করিলেও আনন্দিত হয় না, কথোপকথনের জন্ম ও আনন্দিত হয়
না, তাহার সংগ্রাম হইতে আমাদিগকে আজি রক্ষা কর, তাহার বালুদ্বয়
হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।

৫। হে যজ্ঞধন! যিত্রের উদ্দেশে সেবার্হি, যজগন্ধতব স্তোত্র গান কর,
অর্থামা উদ্দেশে গান কর, বক্ষণের উদ্দেশে প্রীতিউৎপাদক বাক্য গান কর,
মিত্রাদি রাজগণের উদ্দেশে স্তোত্র গান কর।

৬। অক্ষগবর্ণ, জয়সাধন, বাসপ্রদ, (পৃথিব্যাদি), তিনি জনের এক
পুত্রকে দেবগন প্রেরণ করিতেছেন। অহিংসিত, যুরণরহিত দেবগন মশুষ্য-
দিগের স্থান সকল দেখিতে পাব।

৭। হে একত্র মিলিত নাসত্যদ্বাৰা! তোমরা আগ্নার উচ্চারিত দীপ্ত-
তম বাক্যে ও কার্য্য আগমন কর, ইব্য ভক্ষণের উদ্দেশে গমন কর।

৮। হে অব্যবিলিপ্ত, ধনবুক্ত অশ্বিদ্বয়! তৌমাদের যে রাজসমরহিত
দান আছে, তাহা যথন আস্ত্রান করিব, তথন তোমরা অবস্থান্তির্কৃত

স্তরমাল হইয়। পূর্বমুখী ও স্তুতিবর্জনকারী লেতান্তরপ হইয়। আগমন কর।

৯। হে বায়ু! তুমি আমাদের সুস্তুতিশুক্ত স্বর্গস্পন্দনী যজ্ঞে আগমন কর। পবিত্রের মধ্যে আশ্রিত এই শুভ্রসৌম তোমার উদ্দেশে নিয়ত হইয়াছিস।

১০। হে নিযুৎবানু বায়ু! অধৰ্য্য কঢ়ুতম পথে গমন করিতেছে, তোমার ভক্ষণার্থ হবিঃ লইয়া যাইতেছে, আমাদের উভয় প্রকার অর্থাত্ শুক্ষ সৌম ও গবাযুক্ত সৌম পাঁচ কর।

১১। হে শূর্য! তুমি সত্তাই মহানু, হে আদিত্য! তুমি মহানু, একথা সত্তা। তুমি মহানু, তোমার মহিমা স্তুত হইতেছে, হে দেব! তুমি মহানু, একথা সত্তা।

১২। হে মূর্য্য! তুমি শ্রবণে মহানু, একথা সত্তা। তুমি দেবগণের মধ্যে অহিমায় মহানু, একথা সত্তা। তুমি শক্রবিনাশী, তুমি দেবগণের হিংসপেন্দেষ্টা, তোমার তেজ যত্ন প্রবং অহিংসময়ী।

১৩। এই যে নিম্নমুখী, স্তুতিমতী, রূপবতী, প্রকাশমুক্তা উষা উৎপাদিত হইয়াছিলেন, তিনি বহুস্থানীয় দশনিকে গমন করুতঃ চিত্রিত গাভীর ম্যায় দৃষ্ট হইতেছেন।

১৪। তিনি প্রজা অতিক্রমণ করুতঃ গমন করিয়াছিল, অন্য প্রজাগণ অচলীয় অশ্রীর চতুর্দিক আশ্রয় করিয়াছিল। তুবন মধ্যে আদিত্য মহানু হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন, পবস্থান, দিকসমূহে প্রবেশ করিলেন।

১৫। যিনি কদ্রগণের মাতা, বসুগণের দুহিতা, আদিত্যোর ভগিনী, অমৃতের আবাসস্থান, হে জলগণ! সেই বিন্দোবন অবিত্তি গো দেবীকে হিংসা করিও না। এই কথা চেতনা বিশিষ্ট জনগনকে বরিয়াছিলাম।

১৬। বাক্য প্রদাত্রিমী, বাক্য উচ্চারণকারিমী, সম্মত বাক্যের সহিত উপস্থিতা, দ্বোত্ত্বানা, দেবগণের জন্য আমার পরিচয় বিশিষ্ট। গো দেবীকে অল্প বৃক্ষ মনুষ্য পরিবর্জন করে।

১০২ পৃষ্ঠা।

অগ্নি দেবতা। এই স্তুতের ছত্রগোচারণের প্রয়োগ থাই, অথবা তৃষ্ণাতির পুত্র
অগ্নি সামক রবি, অথবা সহের পুত্র গৃহপতি ও বশিষ্ঠ সামক রবি।

১। হে দ্যোতিমান! অগ্নি! তুমি কবি, গৃহপতি, যুবা, তুমি হ্যাত্মায়ী
যজমানের উদ্দেশ্যে যাহাওভুল প্রদান কর।

২। হে বিশিষ্ট দীপ্তিযুক্ত অগ্নি! তুমি জ্ঞাত হইয়া আমাদের বাঁক্যের
যারা দেবগণকে আমন্যম কর। আমরা স্তুতি ও পরিচর্যা করিতেছি।

৩। হে যুবতী অগ্নি! তুমি অতিশয় ধনপ্রেরক, তোমাকে সহায়
লাভ করিয়া আমরা অন্ন মাতৃর্থ (শত্রুগণকে) অভিভব করি।

৪। আমি সমুদ্রমধ্যবর্তী শুচি অগ্নিকে, ভৈরব, ভূগুণ ও অপ্লবাণের নাম
আহ্বান করি।

৫। বাতসদৃশ ধলিবিশিষ্ট, পর্জন্যসদৃশ ক্রন্দনবিশিষ্ট, কবি, বলবান्,
সমুদ্রশায়ী অগ্নিকে আহ্বান করি।

৬। সর্বিত্তদেবতার প্রসবের ন্যায়, ভগবদেবতার তোগের ন্যায়,
সমুদ্রশায়ী অগ্নিকে আহ্বান করি।

৭। অহিংসনীয়গণের বস্তু, বলবান্, বর্কমান ও বহুতৃষ্ণ
ধ্যাত্মকগণ! তোমরা অভিগমন করি।

৮। এই অগ্নি, আমাদিগের কর্তব্যের রূপ নির্মাণ করেম, আমরা
অগ্নির কার্যাবারী যশোবিশিষ্ট হই।

৯। দেবগণের মধ্যে অগ্নিই মনুষ্যগণের সমস্ত সম্পদ লাভ করেম,
তিনি অন্নের সহিত আমাদের মিকট আগমন করেন।

১০। হে স্তোতা! সমস্ত হোত্তগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক যশস্বী
যজ্ঞে প্রধান অগ্নিকে এই যজ্ঞে স্তুত কর।

১১। দেবগণের মধ্যে প্রধান ও অতিশয় বিজ্ঞান অগ্নি যাজ্ঞিকগণের
গ্রহে আনন্দিত হন। পবিত্রকর, দীপ্তিযুক্ত, অমুশয়লকারী অগ্নিকে স্তুত
কর।

୧୨ । ହେ ସେଥାବୀ ! ଅଶ୍ଵେର ନ୍ୟାୟ ତୋଗଯୋଗ୍ୟ, ବଲବାନ୍ୟ, ମିତ୍ରେର ନାୟ ନିଧିକାରୀ ଅଗ୍ନିକେ ଶ୍ଵବ କର ।

୧୩ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ଯଜାମାନେର ଅଳ୍ୟ ସ୍ତୁତି ମକମ ଉଗିଲେ ମକଲେର ନାୟ ତୋମାର ଶୁଭକୀର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ତୋମାର ମେବା କରିତେଛେ, ବାୟୁର ମରୀପେ ତୋମାକେ ଅବଶ୍ୱାପିତ କରିତେଛେ ।

୧୪ । ସେ ଅଗ୍ନିର ତିଳଟୀ ଅନାହୃତ ଅବଳ ବର୍ହି ଆହେ, ମେଇ ଅଗ୍ନିତେ ଜଳ ଓ ଶ୍ଵାନ ପ୍ରାଣ ହୁଏ ।

୧୫ । ଅଭୀଷ୍ଟେବସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦୁଃତିମାନ୍ୟ ଅଗ୍ନିର ଶ୍ଵାନ ମୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ତୋଗଯୋଗ୍ୟ, ତୋହାର ଦୃଢ଼ିତ ଶ୍ରୀର୍ଯ୍ୟର ନ୍ୟାୟ ବଞ୍ଚିଲକର ।

୧୬ । ହେ ଅଗ୍ନିଦେବ ! ଦୌଷିଣ୍ୟାଧିନ ସ୍ତତେର ନିଧିନଦ୍ଵାରା ତୃଣ ହଇଯା ଜ୍ବାଲାନ୍ଧାରୀ ଦେବଗଣକେ ଆନନ୍ଦନ କର ଏବଂ ଯଜ୍ଞ କର ।

୧୭ । ହେ ଅଞ୍ଜିରା ଅଗ୍ନି ! ଦେବଗଣ ମାତୃଗଣେର ନ୍ୟାୟ କବି, ମରଣରହିତ, ହୃଦୟବାହୀ ଓ ଅମିକ୍ଷ ଅଗ୍ନିକେ ଉପଗ୍ରହ କରିଯାଇଲ ।

୧୮ । ହେ କବି ଅଗ୍ନି ! ତୁ ଯି ପ୍ରକୃତ୍ୟୁକ୍ତିବିଶିଷ୍ଟ, ବରଣୀୟ, ଦୃତସ୍ଵରପ ଏବଂ ଦେବଗଣେର ହୃଦୟବାହୀ, ତୋମାର ଚାରିନିଦିକେ ଦେବଗଣ ଉପବିଷ୍ଟ ହଇଲେମ୍ ।

୧୯ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ଆମାର ଗାଭୀ ଲାଇ, ଆମାର କାର୍ତ୍ତଚ୍ଛେଦକ ପରଶ ମାଟି, ହେ ଅଗ୍ନି ! ଏହି ସମନ୍ତରେ ଆମି ତୋମାର ଦାନ କରିଯାଇଛି ।

୨୦ । ହେ ସୁବତ୍ତମ ଅଗ୍ନି ! ତୋମାର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ଯଥର କୋଳ କୋଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରି, ତଥାନ ମେଇ ମକଲ ପରଶ ତୁମି ମେବା କର ।

୨୧ । ତୋମାର ଜିହ୍ଵା ଯେ କାନ୍ତ ମକଲ ଭକ୍ଷଣ କରେ, ଯେ କାନ୍ତ ମକଲକେ ତୋମାର ଜିହ୍ଵା ଅତିକ୍ରମ କରିଯା ଗମନ କରେ, ମେ ସମନ୍ତ ସ୍ଵତ୍ସମୃଦ୍ଧ ହଟୁକ ।

୨୨ । ସମୁଦ୍ର କାନ୍ତଦ୍ଵାରା ଅଗ୍ନିକେ ଅଞ୍ଜାଲିତ କରନ୍ତି ମମେର ଦ୍ଵାରା କର୍ମ ଆଚରଣ କରେ ଓ ଧର୍ମକୁଗନ୍ଧାରୀ ଅଗ୍ନିକେ ସମିକ୍ଷ କରେ ।

১০৩ সূত্র।

অঁধি ও যন্ত্রণা দেবতা। সোভি খবি।

১। যে অগ্নিতে কর্মসকল আহৃত হয়, সর্বাপেক্ষা পথজ্ঞ সেই অগ্নি দৃষ্ট হইলেন। আঁধ্যাগণের বর্জনবর অগ্নি আহুর্ত হইলে আমাদের স্তুতি বাক্য সকল তাঁহার নিকট গমন করিতেছে।

২। দিবোদাসকর্তৃক আহৃত অগ্নি, মাতৃচূত পৃথিবীর অভিযুক্ত দেবগণের প্রতি হ্য বহন করিতে প্রস্তুত হন নাই। দিবোদাস বলেরবাবা আহুর্ণ করিলে অগ্নি স্বর্গের সাঁরুণ্ডেশে অবস্থিতি করিলেন।

৩। কর্ত্তব্যকর্মকারী মুৰুগাগণের নিকট ইতর মুৰুগণ (কল্পিত হয়), অতএব হে জনগণ ! একশে তোমরা সহস্রসন্দাতা অগ্নিকে ঘজে কর্ত্তব্য-কর্মবাবা আপনি পরিচর্যা কর।

৪। হে নিবাসণ্ডে অগ্নি ! তুমি যাহাকে ধনদানার্থে শিক্ষিত কর, যে তোমায় হ্য, প্রদান করে সেই উক্তশংসৌ নিজেই সহস্রপোষক পুত্রলাভ করে।

৫। হে বহু ধনবিশিষ্ট অগ্নি ! যে তোমার উদ্দেশে হ্য প্রদান করে, সে দৃঢ় শক্তপুরুষ্মিত অম্ব অশ্বের দ্বারা হিংসা করে, সে অক্ষীণ অমৃতারণ করে। আমরা তোমার উদ্দেশে হ্যদান করতঃ তুমি দেবতা, তোমাতে ছিত সর্বপ্রকার ধন ধারণ করিব।

৬। যিনি দেবগণের আহুতা ও আনন্দময়, যিনি জনগণকে ধনপ্রদান করেন, সেই অগ্নির উদ্দেশে যদকর সৌমের প্রথম পাত্র সকল গমন করে।

৭। হে দশনীয়, লোকপালক অগ্নি ! সুন্দর দানবিশিষ্ট, দেবাভিসাহী-গণ রূপবাহক অশ্বের ন্যায় যে তোমাকে স্তুতিবাবা পরিচর্যা করে, সেই তুমি, আমাদের পুত্র ও পৌত্রগণকে ধনবানুগাগণের দান প্রদান কর।

৮। হে শ্রেষ্ঠ ! তোমরা সর্বাপেক্ষা মাতা, যজবাসু, সত্যবাসু, বৃহৎ সৌণ্ডজেজোবিশিষ্ট অগ্নির উদ্দেশে শ্রেষ্ঠ পাঠ কর।

৯। ধৰণানু, অন্নবানু অগ্নি সমিক্ষ ও আছত হইয়া যশস্বর অন্ন প্রাণ করেন, উহার সূত্র অমুগ্রহস্তুকি অন্নের সহিত বহুবার আমাদের অভিযুক্তে আগমন করন।

১০। হে শ্রোতা! প্রিয়গণের সধ্যে প্রিয়তম অতিথি ও যজ্ঞার্হ অগ্নিকে স্তবক র

১১। জ্ঞানযুক্ত, যজ্ঞার্হ যে অগ্নি উদ্গত শ্রত্বম আবর্তিত করেন।
কৰ্ম্মব্রাহ্মী সংগ্রামাত্মকায়ী যে অগ্নির (জ্বালা) লিঙ্গাত্মক সমূহ তরঙ্গের ম্যার দৃষ্টর, সেই অগ্নিকে স্তব কর।

১২। বাসপ্রদ, অতিথি অন্নেকের স্তুত ও দেৱগণের উত্তম আহ্বান-কারী এবং সুযজ্ঞবিশিষ্ট অগ্নি আমাদের বিষয়ে ধেন (কোম ব। ক্রিকর্তৃক) অবকল্প না হন।

১৩। হে বাসপ্রদ অগ্নি! যে মূর্খাগণ স্তুতিবারী এবং সুখকর অমু-গংগমের ঘারা (তোমার পরিচর্যা করে), তাহারা যেন হিংসিত না হয়; মুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট, ইয়দায়ী শ্রোতা ও তোমার দৃতকর্মের অন্য উপাসনা করে।

১৪। হে অগ্নি! তুমি গুৰুগণের প্রিয়, আমাদের যাঁগকর্মে সোম পালাৰ্থ কদ্রিয়ান্নের সহিত আগমন কর, সোভদ্রি শোভনস্ততিৰ লিঙ্গট আগমন কর, প্রমত হও।

ନବମ ମଣ୍ଡଳ(୧) ।

୧ ମୁଦ୍ରଣ ।

ପରମାନ ସୋମ ଦେବତା । ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଗୋଟୋଂପର ସୁନ୍ଦରୀ ଶବ୍ଦ ।

୧ । ହେ ସୋମ ! ତୁ ମି ଇନ୍ଦ୍ରେର ପାନାର୍ଥେ ଅଭିଷ୍ଵତ ହଇଯୀ ପ୍ରାଚୁତମ ଓ
ଅତିଶାୟ ମଦକର ଧାରାତେ କ୍ରରିତ ହୁଏ ।

୨ । ରାଜସହତ୍ତା, ସକଳେର ଦର୍ଶକ ସୋମ ଲୋହଦ୍ଵାରା ପିଣ୍ଡ ହଇଯୀ ତୋଣ-
କଳମବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିଷବଣ ହାମେ ଉପବିଷ୍ଟ ହନ ।

୩ । ତୁ ମି ଅଭୃତ ଥିଲ ଦାନ କର, ସମ୍ମତ ବଜ୍ର ଦାନ କର ଏବଂ ବିଶେଷକଳପେ
ହତ ବଧ କର ; ଧରବାନ୍ତ (ଶତଗଣେର) ଧନ (ଆମାଦିଗଙ୍କେ) ଦାନ କର ।

୪ । ତୁ ମି ମହାନ୍, ଦେବଗଣେର ଯଜ୍ଞାଭିମୁଖେ ଅନ୍ନର ସହିତ ଗମନ କର,
ବଳ ଓ ଅପ ଦାନ କର ।

୫ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଆମରା ତୋମାର ପରିଚ୍ୟା କରି, ଅନ୍ୟହ ଇହାଇ
ଆମାଦେର କାର୍ଯ୍ୟ ; ଆମରା ତୋମାରଇ ଉଦ୍ଦେଶେ ଭୂତି କରି ।

୬ । ଦୂର୍ଯ୍ୟେର ଛହିତା(୨) ତୋମାର କ୍ଷରଣଶୀଳ ରମକେ ବିଜ୍ଞ୍ଞତ ଏବଂ ନିତ୍ୟ
ଦୁଶ୍ମାପବିତ୍ରଦ୍ଵାରା ପୁତ କରେନ ।

୭ । ଅଭିଷବଣକାଳେ ଯତ୍ତ ଭଗିନୀଭୂତ ଦଶ ଅଞ୍ଜୁଲିକ୍ଷପ ତ୍ରୀଗନ ମେହି
ସୋମକେଇ ପ୍ରାଣ କରେ ।

(୧) ସମ୍ମତ ନବମ ମଣ୍ଡଳେ କେବଳ ସୋମ ଶେବେର ଅର୍ଚନା । (ଆମିଯା)ବା ତତ୍ତ୍ଵାର୍ଥକାରୀ
ନବମ ମଣ୍ଡଳେର ଶବ୍ଦ ତାହା ପୁରୋହିତ ବଳା ହଇରାହେ । ସୋମବେବେର ତୃତୀୟାଂଶ ଏହି ଶବ୍ଦରେ
ନବମ ମଣ୍ଡଳ ହିତେ ଗୃହିତ । ସୋମଲତା ପ୍ରତିବର୍ଷ କରିଯା ପରେତଣ ଅଞ୍ଜୁଲି-
ଦ୍ଵାରା ଚଟକାଇଯାଇଲା ବାହିର କରିବ । ପରେ ମେବ ଲୋମ୍ବେ ଛାନ୍ଦମିହାରା ଛାକିରା ପାତେ
ବାଧିତ ଏବଂ “ମିହିର” ନାମର ହଳ ଅଞ୍ଜିତ ଶହିତ ମିଶିତ କରିଯା ପାଇ କରିବ ।

(୨) ଅଚାଦେବୀ । (ଲାରଣ୍) । କିନ୍ତୁ ଦୂର୍ଯ୍ୟାହିତାର ସୋମର ସହିତ ବିବାହ ନୟକେ
୧ । ୧୩୭ । ୧୨ । କବକର ଶିକ୍ଷା ଦେଖ ।

৮। অঙ্গুলিগণ তাহাকেই প্রেরণ করে, চর্মের মাঝ দৌড়িমান সেই
সোমকে অভিব্যব করে, এ (সৌমাঞ্জ্য) মধু তিন ছালে থাকে এবং শক্রগণের
অভিদৃক্ষকতা করে।

৯। অবশ্য ধেনুগণ এই বালক সোমকে ইজ্জের পাঁচার্ঘে ছুঁটের দ্বারা
সংকুত করে।

১০। শূর ইন্দ্র এই সোমপামে যত হইয়া সমস্ত শক্র বিলাশ করেন
এবং যজমানগণকে ইন দৌল করেন।

২ পৃষ্ঠা।

পথমান সোম দেবতা। মেধাতিথি রবি।

১। হে সোম ! তুমি দেবাভিজ্ঞাবী হইয়া বেগে পরিত্রক্তাবে ক্ষরিত
হও, হে অভীষ্টবর্ণ ইন্দ্র ! তুমি সোম মধ্যে প্রবেশ কর।

২। হে সোম ! তুমি মহান, অভীষ্টবর্ণ, অভ্যন্ত যশস্বী এবং ধারক,
তুমি পানীয় প্রেরণ কর, স্বস্ত্রামে উপবেশন কর।

৩। অভিযুক্ত, অভিলিহিতপ্রদ সোমের ধারা প্রিয় মধু দোহন করে,
সুকর্মা সোম জল আচ্ছাদন করে।

৪। যথম তুমি গবোর ধারা আচ্ছাদিত হও, তথম হে মহামূ সোম !
তোমার অভিযুক্তে ক্ষত্রিয়শীল মহৎজল গমন করে।

৫। সোম হইতে (রস) উৎপন্ন হয়, তিনি সৰ্ব ধারণ করেন, তিনি
অগ্ৰ সন্তুষ্ট করেন, তিনি আমাদের কামনা করেন এবং জল মধ্যে
সংকুত হন।

৬। অভীষ্টবর্ণ, হরিষ্টবর্ণ, মহামূ এবং বিদ্রের ম্যান দর্শনীয়
সোম শব্দ করেন এবং পূর্ণ্যের সহিত প্রদীপ্ত হন।

৭। হে ইন্দ্র ! যত্নতাৰ জল তুমি যাহাত ধারা অলক্ষ্য হও, সেই
কর্মেচ্ছামসূচীৰ সুতি তোমার বলপ্রভাবে সংশোধিত হয়।

୮ । ତୋମାର ପ୍ରଶଂସା ମହତ୍ତମୀ, ତୁ ମି ଶକ୍ତ୍ସର୍ବଶୀଲ (ସଙ୍ଗମାନେର) ଜନ୍ୟ ଉତ୍ସମଳୋକ ମୁଣ୍ଡି କରିଯାଏ ଧାର୍କ, ଆବରା ତୋମାର ନିକଟ ବ୍ୟକ୍ତତା ଯାନ୍ତା କରି ।

୯ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ମି ଇତ୍ତାଭିଷୀ ହଇଯା ବର୍ଷଶୀଲ ଥେବେର ମ୍ୟାନ୍ ଶଶୁଧାରୀତେ ଆସାଦେର ଅଭିଯୁତ୍ଥ କରିତ ହୁ ।

୧୦ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ମି ସଞ୍ଜେର ପୁରୀତମ ଆଜ୍ଞା, ତୁ ମି ଗୋ, ପୁରୀ, ଅଶ୍ଵ ଓ ଅପ୍ନ ଦୀନ କର ।

୩ ମୁଖ ।

ପରମାନ ସୋମ ଦେବତା । ଶ୍ରମଃଶେଷ ଖବି ।

୧ । ମରଣରହିତ ଏହି ସୋମଦେବ ଜ୍ଞାନକଳମାଭିଯୁତ୍ଥ ଉପବିଷ୍ଟ ହଇବାର ଜନ୍ୟ ପଞ୍ଚକୀର ମ୍ୟାନ୍ ଗମନ କରିତେହେଲ ।

୨ । ଅନ୍ତୁଲିହାରୀ ଅଭିଯୁତ୍ଥ ଏହି ସୋମଦେବ କରିତ ଓ ଅଭିଯୁତ୍ଥ ହଇଯା ଗମନ କରେଲ ।

୩ । ସଞ୍ଜାଭିଲାବୀ ଶୌତାଗଣ କ୍ଷରଣଶୀଲ ଏହି ସୋମଦେବକେ ଅଧେର ମ୍ୟାନ୍ ସଂଗ୍ରାମାର୍ଥେ ଅଲଙ୍କୃତ କରେଲ ।

୪ । କ୍ଷରଣଶୀଲ ଏହି ବୀର ସୋମ ପ୍ରବଳେ ଗମନକାରୀର ନ୍ୟାୟ ସମନ୍ତ ଧର ବିଭାଗ କରିତେ ଇଚ୍ଛା କରେଲ ।

୫ । ଏହି କ୍ଷରଣଶୀଲ ସୋମଦେବ ରୁଥ କାମନ କରେଲ, ଅଭିନାୟ ପ୍ରଦାନ କରେଲ ଏବଂ ଶର୍ମ କରେଲ ।

୬ । ସେଧାରୀଗଣ ଏହି ସୋମେର ସ୍ତବ କରିଲେ, ଇନି ହ୍ୟାନ୍ତାତାକେ ଉତ୍ସମାନ କରତ : ଜଳ ସଥ୍ୟ ପ୍ରିବେଶ କରେଲ ।

୭ । କ୍ଷରଣଶୀଲ ଏହି ସୋମ ଶର୍ମ କରିଯାଏ ଓ ଲୋକମୂହକେ ପରାନ୍ତୁତ କରିଯା ସର୍ଗେ ଗମନ କରେଲ ।

୮ । କ୍ଷରଣଶୀଲ ଏହି ସୋମ ଶୁଦ୍ଧ ସଞ୍ଜବିଶିଷ୍ଟ ଓ ଅହିଂସିତ ହଇଯା ଲୋକମୂହକେ ପରାନ୍ତୁତ କରତ : ସର୍ଗେ ଗମନ କରେଲ ।

১। হরিংবর্ণ এই সোমদেব পুরাতন জগত্তারা দেবার্থে অভিষৃত হইয়া মশাপুরিত্বে গমন করেন ।

২। এই বহুকর্মী সোমই আত্মাতে অপ্র উৎপাদন করিয়াও অভিষৃত হইয়া ধারালোপে ক্ষরিত হন ।

৪ শুক্র।

পুরোহিত সোম দেবতা। অঙ্গিরাকুলোৎপন্ন হিংস্যুপ খণ্ডি ।

১। হে শুক্র অন্নভূত, পুরোহিত সোম ! ভজন কর, অর কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর ।

২। হে সোম ! জ্যোতিঃ সাম কর, স্বর্গ দান কর এবং সমস্ত সৌভাগ্য দান কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর ।

৩। হে সোম ! বল এবং কর্ম সাম কর, হিংসকগণকে বধ কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর ।

৪। হে সোমাভিদ্বকারীগণ ! তোমত্ব ইন্দ্রের পামার্থে সোম অভিষিব কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর ।

৫। (হে সোম !) তুমি তোমার কর্ম ও রক্ষাদ্বারা আমাদিগকে স্রষ্টা লাভ করাও, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর ।

৬। আমরা তোমার কর্ম এবং রক্ষাদ্বারা চিরকাল স্রষ্টা দর্শন করিব, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর ।

৭। হে শোভনাকুরিণ্ণ সোম ! তুমি স্বর্গ ও পথিবীতে রুক্ষিপ্রাণ ধন দান কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর ।

৮। সহঝামে তুমি মিজে আহত হও না, (শক্রগণকে) অভিষিব করিয়া থাক, তুমি ধন দান কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর ।

৯। হে করণশীল সোম ! (যজমানগণ) বিধারণার্থে তোমাকে যশে বর্জিত করে, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর ।

১০। হে ইন্দ্র ! তুমি আমাদিগকে লালাবিধ অশ্ববাসু, সর্বশাস্ত্র ধন দান কর ।

৫ মুক্ত।

আপ্রী দেবতা। কশ্যপগোত্রোৎপন্থ অসিত, অথবা দেবতা ক্ষমি।

১। সমিক্ষ, সকলের পতি, অভীষ্টবর্ষী, পবমান(১) সোম শব্দ করিয়াও (দেবগণকে) শ্রীত করিয়া বিবাজিত হন।

২। জলের পৌত্র পবমান সোম উপত প্রদেশে তীক্ষ্ণ হইয়াও অন্তরীক্ষে অদীপ্ত হইয়া গমন করেন।

৩। স্তুতিযোগা, অভীষ্টদাতা, দৌষিষ্ঠানু, পবমান সোম মধুধারার সহিত তেজোবলে বিবাজিত হন।

৪। হরিতবর্ণ সোমদেব যজ্ঞে পূর্ণাঙ্গ বর্হি বিস্তার করতঃ তেজোবলে আগমন করেন।

৫। হিরণ্যগুরী দ্বারদেবীগণ পবমান সোমের সহিত স্তুত হইয়া রহঃ দিক্ষসমূহে উদগমন করেন।

৬। সম্মতি পবমান সোম মুরুপা, রহতী, মহতী, দর্শনীয়া, দিব রাত্রিকে কামনা করিতেছেন।

৭। যমুষ্যগণের দর্শক, দেবগণের হোতা, দেবসম্মকে আহ্বান করি পবমান সোম ইন্দ্র(২) এবং অভীষ্টবর্ষী।

৮। ভারতী, সরস্বতী এবং মহতী ইলানাম্বক তিনজন মুরুপা দেবী আমাদের এই সোম্যজ্ঞে আগমন করন।

৯। অঞ্জাত, অঞ্জাপালক, প্রয়োগার্থী ডৃষ্টাকে আহ্বান করি, হরিতবর্ণ পবমান সোম ইন্দ্র, কামবর্ষী এবং প্রজাপতি।

১০। হে পবমান সোম! হিরণ্যবর্ণ, দৌষিষ্ঠানু, সহস্রাখা-বিশিষ্ট বসম্পতিকে মধুধারাদ্বারা সংস্কৃত কর।

১১। হে বিশ্বদেবগণ! বায়ু, রহস্যপতি, স্মর্ত্য, অঘি, এবং ইন্দ্র তোমরা সকলে পিলিত হইয়া সোমের আহ্বান শব্দের মিকট আগমন কর।

(১) ক্রঠশৌল।

(২) দীপ্ত।

୬ ମୃତ ।

ପରମାନ ଦେବତା । କଶ୍ୟପଗୋଟେଙ୍ଗପ ଅଜିତ, ଅର୍ଥବା ଦେବତ ଏବି ।

୧ । ହେ ମୋଯ ! ତୁ ଯି ଅଭୀଷ୍ଟବର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦେବାତିଳାୟୀ, ତୁ ଯି ଆମାରିଗିକେ ଅଭିନାୟ କରିଯା ଥାକ । ତୁ ଯି ଆମାଦେଇ ରଙ୍ଗା କର ଏବଂ ମଶାପବିତ୍ରେ ମଧୁ-ଧାରୀର କୁରିତ ହୁଏ ।

୨ । ହେ ମୋଯ ! ଯେହେତୁ ତୁ ଯି ଆୟୀ, ଅତ୍ୟବ ମନ୍ଦକର ମୋଯ ବର୍ଷଣ କର, ବଲବାନୁ ଅଶ୍ଵ ଅନ୍ଦାନ କର ।

୩ । ତୁ ଯି ଅଭିସ୍ଥୁତ ହଇଯା ମେଇ ପୁରୀତନ ମନ୍ଦକର ରମ ମଶାପବିତ୍ରେ ପ୍ରେରଣ କର, ବଲ ଏବଂ ଅଇ ପ୍ରେରଣ କର ।

୪ । ଜଳ ଯେଇଲପ ନିଷ୍ଠମିକେ ଗମନ କରେ, ମେଇଲପ କ୍ରତଗତି, କ୍ରାଣଶୀଳ ମୋଯ ଇନ୍ଦ୍ରେର ଅହୁମରଣ କରେ ଏବଂ ତୀହାକେ ଦ୍ୟାଣ କରେ ।

୫ । ଦଶ (ଅଞ୍ଚୁଲିଲପ) ତ୍ରୌଗଣ ମଶାପବିତ୍ରକେ ଅଭିକ୍ରମ କରିଯା ଅରଣ୍ୟ ଜୀଡ୍ରାକାଣ୍ଡୀ ବଲବାନୁ ଅଶ୍ଵେର ନ୍ୟାୟ ସେ ମୋଯେର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରେ ।

୬ । ଦେବଗଣ ପାନ କରିଯା ଯତ ହଇବେ ବଲିଯା ଅଭିସ୍ଥୁତ ଏବଂ ଅଭୀଷ୍ଟ-ବର୍ଯ୍ୟ ମେଇ ଲୋମରଦେ ସଂତ୍ରାସାର୍ଥେ ଗବ୍ୟ ହିନ୍ଦିତ କର ।

୭ । ଇଞ୍ଜାଦେବେର ଅଶ୍ୟ ଅଭିସ୍ଥୁତ ମୋଯଦେବ ଧାରାକ୍ରପେ କୁରିତ ହୁ, ଯେହେତୁ ଇହାର ପର୍ଯ୍ୟ ଆପ୍ୟାର୍ଥିତ କରେ ।

୮ । ସଙ୍ଗେର ଆଜ୍ଞା ଅଭିସ୍ଥୁତ ମୋଯ ଅଭିନାୟ ଅନ୍ଦାନ କରିଯା ବେଗେ କୁରିତ ହୁ ଏବଂ ପୁରୀତନ କବିତ୍ତ ରଙ୍ଗା କରେନ ।

୯ । ହେ ମନ୍ଦକର ମୋଯ ! ତୁ ଯି ଇଞ୍ଜାଭିଲାୟୀ ହଇଯା ତୀହାର ପାନାର୍ଥେ କୁରିତ ହଇଯା ବଜଶାଳୀର ଶବ୍ଦ ଉପର କର ।

৭ স্কৃত।

পবঘান সোম দেবতা। অসিত, অথর্বা দেবত খবি।

১। মুদ্রর আবিশ্বিক সোমের সম্বন্ধিত সোমসমূহ যজ্ঞে সত্য পথে
স্থান হইতেছেন।

২। সোম হবোর মধ্যে স্তুতিযোগ্য হ্য, তিনি মহৎ জলে বিগাহম
করিতেছেন, সেই সোমের প্রেষ্ঠ ধারাসমূহ পতিত হইতেছে।

৩। অভীষ্টবর্ষী, সত্যভূত, হিংসাবর্জিত, প্রধান সোম যজ্ঞগৃহাতি-
মুখে জলযুক্ত শব্দ করিতেছেন।

৪। কবি সোম ধন প্রাহণ করতঃ যখন স্তোত্র অবগত হন, তখন স্বর্ণে
বলবান् (ইন্দ্র) বল প্রকাশ করেন।

৫। যখন কর্মকর্ত্তাগণ এই সোম প্রেরণ করেন, তখন পবঘান সোম
রাজাৰ ন্যায় বজ্রবিমুক্তকাৰী মনুষ্যাগণের অভিমুখে গমন করে।

৬। হরিদৰ্শ প্রিয় সোম জল সম্পূর্ণ হইয়া যে সোমোপরি উপবেশন
করেন এবং শব্দ করতঃ স্তুতি সেবা করেন।

৭। যে এই সোমের কর্ম ঔৰ্তি হয়, সে মদমত বায়ু, ইন্দ্র ও অধি-
ক্ষরকে প্রাপ্ত হয়।

৮। (যাহাদের) সোমের তরঙ্গ মিত্র ও বক্ষ ও তগদেবের অভিমুখে
করিত হয়, (তাহারা) এই সোমকে বিদিত হইয়া সুখ লাভ করে।

৯। হে দ্যাবাপৃথিবী ! তোমরা যদকর (সোমকর্প) অম লাভাৰ্বে
আমাদিগকে ধৰ, অম ও বসু মান কৰ।



୮ ଶ୍ଲଙ୍କ ।

ପରମାନ ସୋମ ଦେବତା । ଅମିତ, ଅଥବା ଦେବଲ ଶୁଣି ।

୧ । ଏହି ମୋହମୁହ ଇଞ୍ଜେର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବର୍କିତ କରିଯା ତୁହାର ଅଭିନବଗୀଯ
ଓ ଔତିକର ରୁମ ବର୍ଷଳ କରେନ ।

୨ । ମେଇ ମୋହ ଅଭିମୁତ ହଇତେହେ, ଚମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆହୁମାନ କରିତେହେ
ଏବଂ ବାୟୁ ଓ ଅଶ୍ଵଭୟର ନିକଟ ଗମ୍ନ କରିତେହେନ । ଉହା ଆମାଦିଗଙ୍କେ ମୁଖୀୟ
ଦାନ କରନ ।

୩ । ହେ ମୋହ ! ତୁମି ଅଭିମୁତ ଓ ମନୋଜ ହଇଯା ଇଞ୍ଜେର ଆର୍ଦ୍ଧବାର୍ତ୍ତେ
ଯଜମାନେ ଉପବେଶନ କର ଏବଂ (ଇନ୍ଦ୍ରକେ) ପ୍ରେରଣ କର ।

୪ । ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚୁଲି ତୋମାର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରେ, ସାତ ଜନ ହୋଡା ତୋମାଙ୍କେ
ଶ୍ରୀତ କରେ, ମେଥାବୀଗଣ ତୋମାଙ୍କେ ଅମନ୍ତ କରେ ।

୫ । ତୁମି ମେଷ ଲୋମ ଓ ଉଦକେ ଶ୍ରଷ୍ଟ ହଇଯା ଥାକ, ଆମରା ଦେବଗଣେର
ମଦାର୍ଥେ ତୋମାଙ୍କେ ଗବ୍ୟଦ୍ଵାରା ମିଶ୍ରିତ କରିବ ।

୬ । ଅଭିମୁତ ଓ କଳସ ମଧ୍ୟ ନିଯିନ୍ତ୍ର ଦୌଣିମାନ ହରିବର୍ଣ୍ଣ ମୋହ ବନ୍ଦେର
ବ୍ୟାକ ଗବ୍ୟମୁହକେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିତେହେ ।

୭ । ହେ ମୋହ ! ଆମରା ଧନବାନୁ, ତୁମି ଆମାଦେର ଅଭିମୁଖେ କ୍ଷରିତ
ହୁଏ, ସମନ୍ତ ଶତର ବିମାଶ କର, ସର୍ଥା (ଇନ୍ଦ୍ରକେ) ଲାଭ କର ।

୮ । ହେ ମୋହ ! ତୁମି ହୃଦ୍ଦାଳୋକ ହଇତେ ପୃଥିବୀର ଉପରେ ହଞ୍ଚି ବର୍ଷଳ
କର, (ଥର) ଉତ୍ପାଦନ କର, ସଂ ଗ୍ରାମେ ଆମାଦେର ବାସ ଦାନ କର ।

୯ । ତୁମି ମେତାଗଣେର ଦର୍ଶକ ଏବଂ ସର୍ବଜ୍ଞ, ଇନ୍ଦ୍ର ପାନ କରିଲେ ଆମରା
ତୋନାୟ (ପାନ କରି), ଆମରା ଯେବ ମନ୍ତ୍ରାନ ଓ ଅର ଲାଭ କରି ।

୯ ମୃତ୍ତ୍ଵ ।

ପବନାମ ସୋମ ଦେବତା । ଅନିତ, ଅଥବା ଦେବତା ହସି ।

୧। କବିଆନ୍ତୁଦର୍ଶୀ ସୋମ ଅଭିଷବଧ ଓ ଅନ୍ତରେ ନିହିତ ଏବଂ ଅଭିମୁଦ୍ରିତ ହଇଯାଇଲେକେର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜିଗଣେର ନିକଟ ଗମନ କରେନ ।

୨। ତୁମি ତୋମାର ବିବାସତ୍ତ୍ଵ, ହୋହରହିତ, ସ୍ଵତିକାରୀ, ମୁଖ୍ୟେର ଭକ୍ତଗେର ଅଳ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାଣ, ତୁମି ଅଭିଶିଖିତ ଧାରାଦାରୀ ଆଗମନ କର ।

୩। ଜୀତବିଶ୍ଵକ, ମହାନ୍ ମେହି ପ୍ରଭ ମହତୀ ଓ ସଜ୍ଜେର ବର୍ଜନ୍ତିତ୍ରୀ ଓ ଅମ୍ରତୀ ଓ ମାତୃଭୂତା (ମ୍ୟାବାପୃଥିବୀକେ ଅନ୍ତିମ କରେନ ।

୪। ଅନ୍ତିଗଣ ଏକମାତ୍ର ସେ ସୋମକେ ଅଙ୍ଗୀଗରପେ ବର୍ଜିତ କରେ, ମେହି ସୋମ ଅଙ୍ଗୁଲିଦାରୀ ନିହିତ ହଇଯା ହୋହରହିତ ସନ୍ତନଦୀକେ ଶୌତ କରେନ ।

୫। ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମାର କର୍ମ ମେହି (ଅଙ୍ଗୁଲିଗଣ) ଅହିଂସିତ, ବିଦ୍ୟ-
ମାନ୍ ସୋମକେ ମହା କର୍ମେର ଅଳ୍ୟ ଧାରଣ କରେ ।

୬। ବାହକ, ମରଣରହିତ ଦେବଗଣେର ତୃପ୍ତିକର ସୋମ ସନ୍ତ (ନନ୍ଦୀ) ଦର୍ଶନ କରେନ, ତିନି କୂପରାପେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଇଯା ମଦୀଗଣକେ ତୃତ୍ତ କରେନ ।

୭। ହେ ପୁରୁଷ ସୋମ ! କଞ୍ଚକାରୀ ଦିବସେ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ରଙ୍ଗୀ କର,
ହେ ପବନାମ ସୋମ ! ସେ ସକଳ ରାଜକୁମାର ମହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୀ ଉଚିତ, ତାହାଦିଗଙ୍କେ ବିଲାଶ କର ।

୮। ହେ ସୋମ ! ତୁମି ବ୍ୟା ଓ ସ୍ଵତିଯୋଗ୍ୟ ଶୁକ୍ଳେର ଅଳ୍ୟ ଶୀତ୍ର ଯଜ୍ଞ-
ପଥେ ଆଗମନ କର ଏବଂ ପୁର୍ବେର ଲ୍ୟାଙ୍କ ଦୀପି ପ୍ରକାଶ କର ।

୯। ହେ ଶୋଧମକାଲୀନ ସୋମ ! ତୁମି ପୁରୁଷୁତ୍ୱ, ମହା ଅତ୍ୱ, ଗାଢ଼ି ଓ
ଅଶ୍ଵ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଦାନ କରିଯା ଧାକ, ତୁମି ଦାନ କର, ଆମାଦେର ଅଭିଲାଷ
ଅନ୍ଦାନ କର ।

୧୦ ଶ୍ଵର୍ତ୍ତ ।

ପରମାନ ମୋମ ଦେବତା । ଅସିତ, ଅଥବା ଦେବତ ଆଖି ।

୧ । ରଥେର ଏବଂ ଅଶ୍ଵେର ନ୍ୟାୟ ଶବ୍ଦକାରୀ ମୋମ ଅଗ୍ନ ଇଚ୍ଛା କରତଃ ସଜ-
ମାଲେର ଧରେ ଅମ୍ବ ଆଗମନ କରିଯାଇଛେ ।

୨ । ମୋମ ରଥେର ନ୍ୟାୟ ଯଜ୍ଞାଭିଷ୍ଟୁଥେ ଗମନ କରେନ, ଭାରବାହୀ ଯେତ୍ରପ
(ବାହୁଡ଼େ) ତାର ଧାରଣ କରେ, ମେଇ କ୍ଲପ (ସ୍ତ୍ରିକ୍ଳପ) ବାହୁଡ଼େ ତାହାକେ ଧାରଣ
କରେନ ।

୩ । ସ୍ତ୍ରିଦ୍ଵାରା ରାଜୀ ଯେତ୍ରପ ତୁଟ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ସମ୍ପ ହୋତାବାରୀ
ଯଜ୍ଞ ଯେତ୍ରପ ସଂକ୍ଷତ ହୁଏ, ମେଇକ୍ଲପ ଗବୋର ଦ୍ଵାରା ମୋମ ସଂକ୍ଷତ ହୁଏ ।

୪ । ଅଭିଷୁତ ମୋମ ମହତୀ ସ୍ତ୍ରିଦ୍ଵାରୀ ଅଭିଷୁତ ହଇଯା ମତ କରିବାର
ଅମ୍ବ ଧାରାକ୍ଲପେ ଗମନ କରେନ ।

୫ । ଇନ୍ଦ୍ରେର ଆପାନତୁତ, ଉଷାର ଭାଗ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକାରୀ ଶ୍ଵର ମୋମ ଶବ୍ଦ
କରିତେହେନ ।

୬ । ସ୍ତ୍ରିକାରୀ, ପୁରୀତମ, ଅଭିଷ୍ଟବର୍ଷୀ ମୋମେର ଆହାରକାରୀ ମୁଖ୍ୟଗଣ
ଯଜ୍ଞେର ଦ୍ଵାରା ଉଦୟାଟିବ କରିତେହେନ ।

୭ । ସମ୍ବିଳିନ ସମ୍ପବଙ୍ଗୁମନ୍ଦଶ ଏକମାତ୍ର ମୋମେର ସ୍ଥାଳ ପୂରଣକାରୀ ସମ୍ପ-
ହୋତୀ (ଯଜ୍ଞେ) ଉପବେଶନ କରେନ ।

୮ । ଆୟି ଯଜ୍ଞେର ନାଭିଭୂତ, (ମୋମକେ) ଆମାଦେର ନାଭିଦେଶେ
ଏହି କରି, ଚକ୍ର ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଗନ୍ଧ ହୁଏ । ଆୟି କବି (ମୋମେର) ଅଂଶ ଆପୂରିତ
କରିବ ।

୯ । ଗମରଶୀଳ, ଦୌଷ (ଇନ୍ଦ୍ର) ଆପମାର ପ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ଵାରେ ଲିହିତ
(ମୋମକେଓ) ଚକ୍ର ଦେଖିତେ ପାଇ ।

୧୧ ଚନ୍ଦ୍ର ।

ପବମାନ ମୋମ ଦେବତା । ଅନିତ, ଅଥବା ଦେବତ ଖବି ।

୧ । ହେ ମେତାଗଣ ! ଏହି କୁରୁଗଣୀଲ ମୋମ ଦେବଗଣକେ ଯାଗ କରିତେ ଅଭିଲାଷୀ, ଇହାର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ଗୋଲ କର ।

୨ । (ହେ ମୋମ !) ଅଥରୀ (ଶ୍ଵରିଗଣ) ତୋମାର ଦୌଷିତ୍ୱିଶିଷ୍ଟ ଦେବା-ଭିଲାଷୀ ରୁସକେ ଇଞ୍ଜ୍ଜ ଦେବେର ଜନ୍ୟ ଗୋଚୁଙ୍କେ ସଂକୃତ କରିଯାଇଛୁ ।

୩ । ହେ ରାଜୀ ! ତୁମ ଆମାଦେର ଗାଁତୀର ଜନ୍ୟ ମୁଖେ କୁରିତ ହୁ, ପୁଞ୍ଜାମିର ଜନ୍ୟ ମୁଖେ କୁରିତ ହୁ, ଅଥେର ଜନ୍ୟ ମୁଖେ କୁରିତ ହୁ, ଓସଥିଗନେର ଜନ୍ୟ ମୁଖେ କୁରିତ ହୁ ।

୪ । ତୋମତୀ, ବକ୍ରବର୍ଗ, ଅବଳଭୂତ, ଅକଗବର୍ଗ, ଅର୍ମସ୍ପୂକ୍ ମୋମେର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ଶୀତ୍ର ଗାଁଥା ଉଚ୍ଚାରଣ କର ।

୫ । ହଞ୍ଚିତ ଅଭିଷବ ଶ୍ରୀରାଧାରୀ ଅଭିଷ୍ୱତ ମୋମ ପୂତ କର, ଯଦକର ମୋମେ ଗୋଚୁଙ୍କ ପ୍ରକ୍ଷେପ କର ।

୬ । ମହନ୍ତାରେର ସହିତ ତୋହାର ନିକଟ ଗମନ କର, ଦର୍ଶିମିଶ୍ରିତ କର, ଇଞ୍ଜ୍ଜେର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ମୋମ ପ୍ରଦାନ କର ।

୭ । ହେ ମୋମ ! ତୁମି ଶତ୍ରୁବିମାଶକ, ବିଚକ୍ଷଣ ଓ ଦେବଗନେର ଅଭିଲାଷ-ପ୍ରଦ, ତୁମି ଆମାଦେର ଗାଁତୀର ଜନ୍ୟ ମୁଖେ କୁରିତ ହୁ ।

୮ । ହେ ମୋମ ! ତୁମି ଅନୋଜ ଓ ମନେର ଦୈଶ୍ୟ, ଇଞ୍ଜ୍ଜ ପାନ କରିଯା ମତ ହଇବେଳ ବଲିଯା ତୁମି ପରିଷିକ୍ତ ହଇଯା ଥାକ ।

୯ । ହେ କ୍ଲେଦିବିଶିଷ୍ଟ ପବମାନ ମୋମ ! ତୁମି ଇଞ୍ଜ୍ଜେର ସହିତ ଆମା-ଦିଗକେ କୁନ୍ଦର ବୀର୍ଯ୍ୟାହୁକ୍ତ ଥିଲ ନାହିଁ କର ।

১২ স্কৃত ।

পৰমানন্দ সৌম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। অভিষূত, অত্যন্ত মধুর সৌম ইন্দ্রের অন্য বজ্রগৃহে প্রস্তুত হইতেছে।

২। মাতা গাভীগণ যেকপ বৎসের অভিমুখে শব্দ করে, সেইকপ মেধাবীগণ সৌম পাঁচের অন্য ইন্দ্রের অভিমুখে শব্দ করে।

৩। মদস্ত্রাবী সৌম নদীতরঙ্গ ছলে বাস করেন, বিহ্বাল সৌম মাধ্য-
মিক বাক্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

৪। শুকর্মী, কবি, বিচক্ষণ সৌম, অন্তরীক্ষের নাভিস্ত্রুপ ঘেষলোমে
পূজিত হন।

৫। যে সৌম কুন্তে আছেন এবং দশাপবিত্র মধ্যে নিহিত আছেন,
সেই সৌম মধ্যে সৌমদেব প্রবেশ করেন।

৬। সৌম মদস্ত্রাবী মেঘকে প্রীত করতঃ অন্তরীক্ষের স্তুতনকর ছানে
বাক্য উচ্চারণ করেন।

৭। নিত্য ত্বোত্রবিশিষ্ট, ক্ষীর প্রসবকারী বসন্তি (সৌম মনুষ্য)
গণের অন্য একদিন কর্মমধ্যে প্রীতভাবে (বাস করেন)।

৮। কবি সৌম হ্যালোক হইতে প্রেরিত হইয়া মেধাবীগণের ধাঁরা-
জলে প্রিয় ছানে গমন করেন।

৯। হে পৰমানন্দ সৌম! তুমি আমাদিগকে বহু দীপ্তিবিশিষ্ট, মুন্দু
গৃহবিশিষ্টত্ব দান কর।

ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ।

୧୩ ଲ୍ପତ୍ର ।

ଶୋଭ ଦେବତା । ଅନିତ, ଅଥବା ଦେବଲ ଖରି ।

୧ । ଅପରିମିତ, ସାରାବିଶିଷ୍ଟ, ପାଇକ ଶୋଭ ଦଶାପବିତ୍ର ଅତିକ୍ରମ କରିଯା
ବାୟୁ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରେର ପାନାର୍ଥ ସଂକ୍ଷତ ପାଠେ ଗମନ କରିତେଛେ ।

୨ । ହେ ରଙ୍ଗାଭିଲାସୀଗଣ ! ତୋମରୀ ପରମାନ ବିଅ ଏବଂ ଦେବଗଣେର
ପାନାର୍ଥ ଅଭିଭୂତ ମୋହର ଉଦ୍ଦେଶେ ଗମନ କର ।

୩ । ବହୁ ବଳପ୍ରଦ, ଶୂରମାନ ଶୋଭ ଯଜ୍ଞସିଦ୍ଧି ଓ ଅନ୍ନ ଲାଭେର ଜନ୍ୟ କରିତ
ହେଇତେଛେ ।

୪ । ହେ ଶୋଭ ! ଆମାଦେର ଅନ୍ନ ଲାଭେର ଜନ୍ୟ ଦୀଣିଷ୍ଠତୀ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧୀର୍ଯ୍ୟ
ମଞ୍ଚାର୍ଥୀ ମହତ୍ତ୍ଵରୀ ରସଧାରୀ ସର୍ବତ୍ର ବର୍ଷଣ କର ।

୫ । ସେଇ ଅଭିଭୂତ ଶୋଭଦେବ ଆମାଦେର ମହାନ ମହାନ ସଂଖ୍ୟକ ଧନ ଓ ଶୁଦ୍ଧୀର୍ଯ୍ୟ
ଦାନ କରନ ।

୬ । ସଂଗ୍ରାମେ ପ୍ରେରିତ ଅଶ୍ୱେର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରେରକଗଣକର୍ତ୍ତ୍ରକ ପ୍ରେରିତ ହଇଯା
ଶ୍ରୀତ୍ରିଗାମୀ ଶୋଭ ଅନ୍ନ ଲାଭେର ଜନ୍ୟ ଦଶାପବିତ୍ର ଅତିକ୍ରମ କରିଯା ଚଲିଯା
ଯାଇତେଛେ ।

୭ । ଧେମୁଗଣ ଥେରପ ଶକ୍ତ କରିଯା ଗାୟୀର ଅଭିଯୁଧେ ଗମନ କରେ, ଶୋଭ
ସେଇନୁପ ଶକ୍ତ କରିଯା (ପାଠେର) ଅଭିଯୁଧେ ଗମନ କରେନ । (ଖର୍ତ୍ତକୃଗଣ) ହଞ୍ଚେ
ଉତ୍ଥା ପ୍ରହଳାଦ କରେନ ।

୮ । ଶୋଭ ଇନ୍ଦ୍ରେର ପ୍ରିୟ ଓ ମଦକର । ହେ ପରମାନ ଶୋଭ ! ତୁମି ଶକ୍ତ
କରିଯା ସମ୍ମତ ଶକ୍ତ ବିନାଶ କର ।

୯ । ହେ ପରମାନ, (ଅଦ୍ଵାତାଗଣେର) ହିସକ, ସର୍ବଦଶୀ ଶୋଭଗଣ ! ତୋମରୀ
ଯଜ୍ଞହାତେ ଉପବେଶନ କର ।

୧୪ ଶ୍ଲଙ୍କ ।

ମୋମ ଦେବତା । ଅନିତ, ଅର୍ଥବା ଦେବଳ ଖବି ।

୧ । ନଦୀଭରଜେ, ଅଧିମିଶ୍ରିତ କବି ମୋମ ଅଲେକେର ସ୍ପୃଷ୍ଟୀୟ ଶବ୍ଦ
ଉଚ୍ଛାରଣ କରିଯା କରିତ ହିତେହେନ ।

୨ । ବଞ୍ଚୁଭୂତ ପଞ୍ଚ ଜମପଦେର ସମ୍ମୟ କର୍ମାଭିଲାଷେ ଯଥିଲ ଧୀରକ ମୋମକେ
କ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ଅମଳ୍ପତ କରେ ।

୩ । ତଥିଲ ମୋମ ଗୋହକେ ମିଶ୍ରିତ ହିଲେ ସମ୍ମ ଦେବଗଣ ବଲବାନ୍
ମୋମରସେ ପ୍ରୟତିଷ୍ଠାନ ହେଯ ।

୪ । ମୋମ ଦଶାପବିତ୍ର ବନ୍ଦ୍ରେଦ୍ଵାର ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯା ଅଧୀଦେଶେ ଧୀରିତ
ହୁଏ, ଏହି ଯଜ୍ଞେ ସର୍ଥୀ (ଇନ୍ଦ୍ରେର) ସହିତ ମନ୍ତ୍ରତମ ।

୫ । ଯୁବୀ ଅଧିକେ ଯେକପ ମାର୍ଜିତ କରେ, ମେଇରପ ମୋମ ଗବ୍ୟେର ସହିତ
ଆପନ ଶରୀର ମିଶ୍ରିତ କରତ: ପରିଚର୍ଯ୍ୟାକାରୀର ପୋତ୍ରାନୀୟ ଅଙ୍ଗୁଲିସମୂହଦ୍ଵାରା
ମାର୍ଜିତ ହିତେହେନ ।

୬ । ଅଙ୍ଗୁଲିଦ୍ଵାରା ଅଭିଷୂତ ମୋମ ଗବ୍ୟେର ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ହିବାର ଅବ୍ୟ
ତମଭିମୁଖେ ଗମନ କରିତେହେନ ଏବଂ ଶବ୍ଦ କରିତେହେନ । ଆମି ଉହାକେ ଲାଭ
କରିବ ।

୭ । ଅଙ୍ଗୁଲିସକଳ ମାର୍ଜିଲା କରତ: ଅପତି ଲୋମେର ସହିତ ମିଲିତ
ହିତେହେ । ଏବଂ ବଲବାନ୍ ମୋମେର ପୃଷ୍ଠେ ଆରୋହଣ କରିଲ ।

୮ । ହେ ମୋମ ! ତୁ ମି ଶରୀର ଓ ପାର୍ଥିବ ସମ୍ମ ଧର ଏହଣ କରତ:
ଆମାଦିଗଙ୍କେ କାମରୀ କରିଯା ଗମନ କର ।

୧୫ ଶ୍ଲଙ୍କ ।

ମୋମ ଦେବତା । ଅନିତ, ଅର୍ଥବା ଦେବଳ ଖବି ।

୧ । ଏହି ବିକ୍ରାନ୍ତ ମୋମ ଅଙ୍ଗୁଲିଦ୍ଵାରା ଅଭିଷୂତ ହଇଲା କର୍ମବଳେ ଶୌଭ-
ଗାମୀ ରଥେର ସାହାଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରେର ମିଶ୍ରିତ (ଶର୍ଵ ଛାନେ) ଗମନ କରିତେହେନ ।

୨ । ଯେ ହୁହୁ ଯଜ୍ଞେ ଦେବଗଣ ବାସ କରେନ, ମେଇ ଯଜ୍ଞେ ମୋମ ବଳଳ କର୍ମ
ଇଚ୍ଛା କରେ ।

୩ । ଏই ସୋମ (ହିବିର୍ଦ୍ଦୀନେ) ଆହିତ ହଇଯା, ନୀତ ହଇଯା (ଆହୁନୀର-
ଦେଶେ) ଯଥନ ମଧ୍ୟବଞ୍ଚୀ ଶୋଭାଯୁକ୍ତ ପଥେ ଆନ୍ତର ହେଲେ, ତଥବ ଅଧୁର୍ବ୍ୟଗଣଙ୍କ
ନୀତ ହେଲା ।

୪ । ଏହି ସୋମ ଶୃଜ କଲ୍ପିତ କରେଲ । ଉହାର ଶୃଜ୍ୟଥିପତି ହୃଦୟରେ
ନ୍ୟାୟ ତୀଙ୍କୁ, ଇନି ବଳପ୍ରୟକ୍ତ ଆମାଦେର ଜଳ ଧରଣ କରେମ ।

୫ । ଏହି ବେଗବାନ ଶୃଜ ଲତାବିଶିଷ୍ଟ ସୋମ ସ୍ୟାମାନ ରମେର ପତି ହଇଲ
ଗମନ କରେଲ ।

୬ । ଏହି ସୋମ ଆହୁନୀଦକ, ପୌତ୍ରିତ ରାଜସଗଣକେ ପର୍ବତଦ୍ଵାରା ଅତିକ୍ରମ
କରନ୍ତୁ ତୋହାଦିଗଙ୍କେ ଅବଗତ ହେଇଦେହେଲ ।

୭ । ଯମୁନ୍ୟଗଣ ଏହି ମାର୍ଜନୀର ସୋମକେ ଝୋଗକଳମେ ମିଳ୍ପିତ୍ତି କରି-
ତେହେ, ଇନି ପ୍ରଭୂତରମ ପ୍ରଦାନ କରିତେହେଲ ।

୮ । ଦଶଟୀ ଅକୁଳି ଓ ସାତ ଜମ ଖତିକୁ ଉତ୍ତମ ଅନ୍ତରିବିଶିଷ୍ଟ ଓ ଯମକ
ସୋମକେ ମାର୍ଜିତ କରିତେହେ ।

୧୬ ପୃଷ୍ଠା ।

ସୋମ ଦେବତା । ଅଗିତ, ଅଧିବା ଦେବତ ଶବ୍ଦ ।

୧ । ହେ ସୋମ ! ଅଭିଶାପକାରୀଗଣ ଦ୍ୟାବାପ୍ରଧିବୀର ମଧ୍ୟେ ଶର୍କଗର୍ବାତ୍ବ-
କର ମନ୍ତତାର ଜଳ୍ୟ ଉପାଦିତ ହଇଯା ଅଶେର ନ୍ୟାୟ ଗମନ କରିତେହେ ।

୨ । ଆମରୀ ବଲେରବେତ୍ତା, ଅଲେର ଆହୁନୀଦକ, ଅଶେର ମହିତ ବର୍ଣ୍ଣଦୀନ
ସୋମକେ କର୍ମେର ଦ୍ୱାରା ଅକୁଳିମୟୁହେ ମିଳିତ କରିତେହି ।

୩ । ଶର୍କଗଣକର୍ତ୍ତ୍ରକ ଅପ୍ରାଣ, ଅଭ୍ୟାସକେ ବର୍ଣ୍ଣଦୀନ, ଅଲୋର ଅଭିତବନୀର
ସୋମକେ ଦଶାପବିତ୍ରେ ମିଳେପ କର, ଇତ୍ରେର ପାରାର୍ଥ ଶୋବିତ କର ।

୪ । ମୁକ୍ତିଦ୍ଵାରା ପୁତ୍ରପର୍ବତ୍ସମ୍ମୁହେର ମଧ୍ୟେ ସୋମ ଦଶାପବିତ୍ରେ ଗମନ କରି-
ତେହେ ଓ ପରେ କର୍ମବଳେ ଝୋଗକଳମେ ଉପବେଶନ କରିତେହେ ।

୫ । ହେ ଇତ୍ର ! ନମକାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୋତେର ମହିତ ସୋମ ସକଳ ବଲକର ହଇଯା
ମହାମଂଗାର୍ଥ ତୋମାର ମିଳିତ ଗମନ କରିତେହେ ।

୬ । ଯେ ଲୋମ୍ବୁକ୍ତ ବନ୍ଦ୍ରେ ଶୋଧିତ, ମନ୍ତ୍ର ଶୋଭାୟୁକ୍ତ ଗୋପମୁହ ଲାଭାର୍ଥ
-ସାମ ବୀରେର ଆୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଯାଛେ ।

୭ । ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ହିତେ ଉର୍କୁ ଅବଶିତ (ଜଳ ଯେନପ ନିମ୍ନେ ପତିତ ହୁଏ)
ଦେଇନପ ବନ୍ଦକ୍ଷାରକ ଅଭିଯୁତ ସୋମେର କ୍ଷୀତଧାରୀ ପବିତ୍ରେ ପତିତ ହିତେଛେ ।

୮ । ହେ ମୋମ ! ତୁମି ପଣ୍ଡିତ ଶୋଭାକେ ମହୁସ୍ୟଗଣେର ମଧ୍ୟେ ରକ୍ଷା କର,
ତୁମି ବନ୍ଦ୍ରେର ଦ୍ୱାରା ଶୋଧିତ ହିଯା ମେଷଲୋମେର ପ୍ରତି ଧାରମାନ୍ତ ହୁଏ ।

୧୭ ଜୁଲାଇ ।

ମୋମ ଦେବତା । ଅଗିତ, ଅର୍ଥବା ଦେବଲ ଖବି ।

୧ । ବନ୍ଦିଗଣ ଯେନପ ନିମ୍ନପ୍ରଦେଶେ ଗମନ କରେ, ଦେଇନପ ଶକ୍ତବିଳାଶକ,
ଶୀଘ୍ରଗ୍ରାମୀ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ମୋମ ଦ୍ୱାରା କଲେଶରେ ଅଭିଯୁଖେ ଗମନ କରିତେଛେ ।

୨ । ଅଭିଯୁତ ମୋମ, ବୃକ୍ଷି ଯେନପ ପୃଥିବୀତେ ପତିତ ହୁଏ, ଦେଇନପ
ଇନ୍ଦ୍ରେର ପ୍ରାତିର ଜନ୍ୟ କରିତ ହିତେଛେ ।

୩ । ଅଭ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀହଙ୍କ, ମଦକର, ମଦାତ୍ମକ ମୋମ, ବ୍ୟାଙ୍ଗମ ସକଳକେ ବିନାଶ
କରତଃ ଦେବାଭିଲାଷୀ ହିଯା ପବିତ୍ରେ ଗମନ କରିତେଛେ ।

୪ । ମୋମ କଳମେ ଯାଇତେଛେ, ପବିତ୍ରେ ନିକ୍ଷଳ ହିତେଛେ ଏବଂ ଉକ୍ତ-
ମୁଦ୍ରାଧାରୀ ବର୍ଜିନ୍ ହିତେଛେ ।

୫ । ହେ ମୋମ ! ତୁମି ଲୋକତର ଅତିକ୍ରମ କରିଯା ଉଠିଯା ଚର୍ଵଗକେ
ଅକାଶିତ କରିତେହ ଏବଂ ଗମନଶୀଳ ହିଯା ଚର୍ଵ୍ୟକେ ପ୍ରେରିତ କରିତେହ ।

୬ । ମେଧାବୀଗଣ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାକାରୀ ଓ ମୋମେର ଶ୍ରୀଯକାରୀ ହିଯା ଯଜ୍ଞେର
ମନ୍ତ୍ରକେ (ମୋମେର) କ୍ଷବ କରିତେଛେ ।

୭ । ହେ ମୋମ ! ମେତା ମେଧାବୀଗଣ ଅଭାବିଲାଷୀ ହିଯା କର୍ମଧାରୀ ଯଜ୍ଞାର୍ଥ
ଦେଇ ତୋମାକେଇ ଶୋଧିତ କରିତେଛେ ।

୮ । ହେ ମୋମ ! ତୁମି ଶ୍ଵର ଧାରାଭିଯୁଖେ ପ୍ରାହିତ ହୁଏ, ତୌତ୍ର ହିଯା
ଅଭିଧବ ଛାଲେ ଉପବେଶମ କର ଏବଂ ମନୋହର ହିଯା ଯଜ୍ଞେ ପାନ୍ତାର୍ଥ (ଉପବେଶନ
କର) ।

୧୮ ପ୍ରକ୍ରିୟା ।

ଶୋଯ ଦେବତା । ଅନିତ, ଅର୍ଥବା ଦେବଲ ଖବି ।

୧ । ଏହି ଶୋଯ ସବରକାଳେ ଅନ୍ତରେ ଅବହିତ । ତିନି ପବିତ୍ରେ କରିତ ହନ । ତୁମି ମାଦକ ପଦାର୍ଥେର ମଧ୍ୟେ ସକଳେର ଧାରକ ।

୨ । ହେ ଶୋଯ ! ତୁମି ମେଧାବୀ, ତୁମି କବି, ତୁମି ଅମ ହିତେ ସଞ୍ଚାତ ମଧୁରରସ ପ୍ରଦାନ କର । ତୁମି ମାଦକ ପଦାର୍ଥେର ମଧ୍ୟେ ସକଳେର ଧାରକ ।

୩ । ସମନ୍ତ ଦେବଗଣ ସମୀମ ଶୌଭିକୁ ହଇଯା ତୋମାକେ ପାଇ କରେମ, ତୁମି ମାଦକ ପଦାର୍ଥେର ମଧ୍ୟେ ସକଳେର ଧାରକ ।

୪ । ତିନି ସମନ୍ତ ବରଣୀୟ ଥମ ହତ୍ତଦାରୀ ଧାରଣ କରେମ । ତୁମି ମାଦକ-ପଦାର୍ଥେର ମଧ୍ୟେ ସକଳେର ଧାରକ ।

୫ । ତିନି ଯାତ୍ରଦ୍ୱାରେ ନ୍ୟାୟ ମହତ୍ତ୍ଵ ଦ୍ୟାୟାପୃଥିବୀକେ ଦୋହନ କରେମ । ତୁମି ମାଦକ ପଦାର୍ଥେର ମଧ୍ୟେ ସକଳେର ଧାରକ ।

୬ । ତିନି ଅନ୍ନଦାରୀ ତଙ୍କଣାଂ ଉତ୍ତର ପୃଥିବୀକେ ବ୍ୟାପ୍ତ କରେମ । ତୁମି ମାଦକ ପଦାର୍ଥେର ମଧ୍ୟେ ସକଳେର ଧାରକ ।

୭ । ତିନି ବନବାଳୁ, ତିନି ଶୋଧିତ ହଇବାର ସମୟ କଳମେର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତ କରେମ । ତୁମି ମାଦକ ପଦାର୍ଥେର ମଧ୍ୟେ ସକଳେର ଧାରକ ।

୧୯ ପ୍ରକ୍ରିୟା ।

ଶୋଯ ଦେବତା । ଅନିତ, ଅର୍ଥବା ଦେବଲ ଖବି ।

୧ । ଯେ କିଛୁ କ୍ଷତିଧୋଗ୍ୟ, ପାର୍ଥିବ ଓ ନ୍ୟାୟ ବିଚିତ୍ର ଥମ ଆଛେ, ତୁମି ଶୋଧିତ ହଇବାର ସମୟ ଆମାଦେର ଜନ୍ୟ ଡାଢ଼ା ଆଲଯନ କର ।

୨ । ହେ ଶୋଯ ! ତୁମି ଓ ଇଞ୍ଜ ସକଳେର ଶାଶ୍ଵି, ଗୋମନ୍ତରେ ପାଲକଣ ଈଶ୍ୱର ହଇଯାଛ । ତୋମରା ଆମାଦେର କର୍ମ ବର୍ଜିତ କର ।

୩ । ଅଭିଜ୍ଞାନାଦ ଶୋଯ ଶୋଧିତ ହଇଯା ମହୁୟଗଣେର ମଧ୍ୟେ ଶକ୍ତ କରିତାମୁଁ ତୁମେ ପରି ଇରିବଗ ଆପନାର ଛାଲେ ଉପବେଶନ କରିତେହେମ ।

৪। পুজুছানীয় সোমের মাতৃছানীয় (বসতীরবী অভূতি) সোমকর্তৃক
পীত হইয়া অভিলাষপ্রদ সোমের সারবত্তার কামনা করিতেছে ।

৫। মিশ্রিত ইইবার সময় সোম অভিলাষিণী বসতীরবী অভূতিগণের
গত উৎপাদন করেন, এই জন্ম সকল ইইতে দীপ্ত ছফ্ট দোহল করেন ।

৬। হে পবমান সোম ! বাহারা দূরে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে
সমীপবর্তী কর, শক্রগণের ভয় উৎপাদন কর, তাহাদের ধন আবগত হও ।

৭। হে সোম ! তুমি দূরেই থাক, বা মিকটেই থাক, শক্র বর্ষণকর
বল বিলাশ কর, তাহাদের অন্ন বিলাশ কর, তাহাদের শোষক তেজ বিলাশ
কর ।

২০ পৃষ্ঠা ।

সোম দেবতা । অসিত, অথবা দেবল খবি ।

১। কবি সোম দেবগণের পার্নার্থ মেষমৌসের মধ্য দিয়া প্রবেশ
করিতেছেন, শক্রগণের অভিভবকর সোম সমস্ত স্পর্জাকারীকে বিলাশ
করন ।

২। সেই পবমান সোম স্তোতাগণকে গোযুক্ত সহস্রসংখ্যক অন্ন
প্রদান করেন ।

৩। হে সোম ! তুমি আগম মনে সমস্ত ধন প্রদান কর, হে সোম !
সেই তুমি আমাদিগকে অন্ন প্রদান কর ।

৪। হে সোম ! তুমি মহাকীর্তি প্রেরণ কর, তুমি হ্যান্ডাগীগণকে
শুব্ধম প্রদান কর, তুমি স্তোতাগণকে অন্ন প্রদান কর ।

৫। হে সোম ! তুমি শুকর্যা, তুমি শোধিত হইয়া রাজাৰ ন্যায়
আমাদের স্তুতি দ্বীপার কর । তুমি অস্তুত ও তুমি বাহক ।

৬। সেই সোম বাহক, অস্তুরীকে বর্জ্যাম ও দুন্তুর হস্তবারা মার্জিত
হইয়া পাঠে অবছান করিতেছেন ।

৭। হে সোম ! তুমি ক্রীড়মণীল ও মালেচূক, তুমি স্তুতিকারীকে
সুবীর্য দান করিয়া ন্যায় পরিত্বে গমন করিতেছে ।

୨୧ ପୃଷ୍ଠ ।

ମୋହ ଦେବତା । ଅଶିତ, ଅଥବା ଦେବତା ଖବି ।

୧ । ଏହି କ୍ଲେଦକର, ଦୀପ, ଅଭିଭବଶୀଳ, ମଦକର, ଲୋକଗାଲକ ମୋହ ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରର ଅଭିମୁଖେ ଗମନ କରିତେଛେ ।

୨ । ଇହାରୀ (ଅଭିଭବକାରୀଙ୍କ) ବିଶେଷକାପ ଭଜନ କରେନ, ସକଳେର ସହିତ ଯିଲିତ ହନ, ଅଭିଭବକାରୀଙ୍କ ଥିଲ ପ୍ରଦାନ କରେନ ଏବଂ ତୋତାଙ୍କେ ଅପାଳ ଦାନ କରେନ ।

୩ । ଅମାରାମେ କ୍ରୀଡ଼ାକାରୀ ମୋହସକଳ ଏକଥାତ୍ ହୋଗଳମେ କ୍ଷରିତ ହଇତେଛେ, ସିଙ୍ଗୁର ଉର୍ପିର ମ୍ୟାର କ୍ଷରିତ ହଇତେଛେ ।

୪ । ଏହି ମୋହ ସଂଶୋଧିତ ହଇଯାଇ ରଥେ ଛାପିତ ଅଶ୍ଵଗାଣେର ମ୍ୟାର ସରକ୍ତ ବୟାଗୀଯ ଥିଲ ବ୍ୟାପ କରେନ ।

୫ । ହେ ମୋହାଗ ! ଇହାର ଆଳାକାପ କାମନା ପୂରଣାର୍ଥ (ଧନ) ପ୍ରଦାନ କର, ଇହି ଆମାଦେର ଦାମେର ମନ୍ୟ ମିଃଶଦେ ଦାନ କରେନ ।

୬ । ଖତ୍ରୁ ଯେତପ ରଥବାହକ, କ୍ଷୁତିଯୋଗୀ ସାରଥୀଙ୍କେ ଏହା ଦାନ କରେନ, ସେଇତପ ତୋହରୀ ଏହି ସଜମାନେର ଏହା ପ୍ରଦାନ କର । ହେ ମୋହ ! କେବଳ ଅଲହାରୀ ପରିଷ୍କତ ହୋ ।

୭ । ମେଇ ଏହି ମୋହ ସକଳ ଯଜ୍ଞ କାମନା କରେନ, ବଲବାନୁ ମୋହ ସକଳ ମଜମାନେର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରେରଣ କରେନ ।

୨୨ ପୃଷ୍ଠ ।

ମୋହ ଦେବତା । ଅଶିତ, ଅଥବା ଦେବତା ଖବି ।

୧ । ଏହି ମୋହ ସକଳ ହୁକ୍କେ ପ୍ରେରିତ ଅଶ୍ଵେର ଓ ରଥେର ମ୍ୟାର ସମୀକ୍ଷା ଗମନ କରେନ ।

୨ । ଏହି ମୋହ ସକଳ ମହାବାହୁର ମ୍ୟାର, ଯେଷେର ହତିର ମ୍ୟାର, ଅଧିର ଶିଥୀର ମ୍ୟାର ସରକ୍ତ ବ୍ୟାପ କରେନ ।

୩ । ଏହି ମୋହ ସକଳ ଶୁଦ୍ଧ, ଆଜ୍ଞ ଓ ଦର୍ଶିଯୁକ୍ତ ହଇଯାଇ ଏଜାନ୍ୟାଳେ ଆମାଦେର ବ୍ୟାପ କରିତେହେ ।

୪ । ଏଇ ସୋମ ସକଳ ଶୋଧିତ ଓ ଘରଗରହିତ, ଇହାରୀ ଗମନକାଳେ
ଓ ପଥେ ଲୋକଜମ୍ବୁହେ ଅମଣ କରିବେ କ୍ଳାନ୍ତ ହବ ନା ।

୫ । ଏଇ ସୋମ ସକଳ ଦ୍ୟାବାପ୍ତିବୀର ପୃଷ୍ଠଦେଶେ ବିବିଧ ପ୍ରକାରେ ବିଚରଣ
କରିଯାଇବା ପାଇଁ ହୁଲେ କ୍ଳାନ୍ତ ହବ । ଆରା ଏଇ ଉତ୍ତମ ଛାଲୋକେ ବ୍ୟାପ୍ତ କରେମ ।

୬ । ନଦୀ ସକଳ ସଞ୍ଜବିଷ୍ଟାରକାରୀ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୋମକେ ବ୍ୟାପ୍ତ କରେମ, ଆରା
ଏଇ କର୍ମ ସୋମେର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରିଯାଇଲୁଗ୍ଯ ହୁଏ ।

୭ । ହେ ସୋମ ! ତୁ ମି ପଣିଗଣେର ନିକଟ ହିତେ ଗୋସମ୍ବୁହେର ହିତକର
ଧର ଧାରଣ କର, ସଞ୍ଜ ଯାହାତେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ମେଇଲାପେ ଶବ୍ଦ କର ।

୨୩ ପୃଷ୍ଠ ।

ସୋମ ଦେବତା । ଅଲିଙ୍ଗ, ଅଧିବା ଦେବତା ଖବି ।

୧ । ମଧୁର ମଦେର ଧାରାଯ ଶୀଘ୍ରଗାମୀ ସୋମ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ତୋତ୍ରକାଳେ ହୁଏ
ହୁଯେମ ।

୨ । କୋନ ପୁରାଣ ଅଣ୍ଟ ମୃତମ ପଦ ଅନୁସରଣ କରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକେ ଦୀପ୍ତ କରେ(୧) ।

୩ । ହେ ଶୋଧିତ ସୋମ ! ଯେ ହୃଦୟାନ୍ତ କରେ ନା, ତାହାର ଗୃହ ଆମା-
ଦେର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର । ଆମାଦିଗଙ୍କେ ପ୍ରଜାବିଶିଷ୍ଟ ଧରମ ଦାନ କର ।

୪ । ଗମନଶୀଳ ସୋମ ସକଳ ମଦକରମ କ୍ଷରଣ କରେମ ଏବଂ ମଧୁଭାବୀ-
କୋଣାର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେମ ।

୫ । ଅଗତେର ଧୀରକ ସୋମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବର୍ଜନକର ରମ ଧାରଣ କରନ୍ତଃ ଉତ୍ତମ
ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଓ ହିଂସା ହିତେ ତୋଣାନ ହଇଯାଇଛେ ।

୬ । ହେ ସୋମ ! ତୁ ମି ଯଜ୍ଞାହ୍, ତୁ ମି ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବଗଣେର ଜମା
କରିତ ହିତେହ ଏବଂ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଅନ୍ଧ ଦାନ କରିବେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ।

୭ । ମଦକର ପଦାର୍ଥମ୍ବୁହେର ମଧ୍ୟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଦକର ଏଇ ସୋମକେ ପାନ
କରିଯା ଅଭିଭବନୀୟ ଇନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତିଗଣକେ ହବନ କରିଯାଇଛେ ଏବଂ ଏଥନ୍ତିର ହବନ
କରିବେହେ ।

(୧) ସାମ୍ଯଳ ବଲେନ ଏହିଲେ ଋଗ୍ମକହାରୀ ସୋମେରଇ ଜ୍ଞାନ ହିତେହ ।

২৪ স্তৰ।

সোঁম দেবতা। অসিত, অথর্ব দেবল ঋষি।

১। সোঁমসকল শোধিত ও দৌপ্ত হইয়া গমন করিতেছেন এবং মিশ্রিত হইয়া জলমধ্যে মার্জিত হইতেছেন।

২। গমনশীল সোঁম সকল নিম্নাভিযুখ গাঁথী অলসমৃহের ন্যায় গমন করিতেছেন এবং পরে ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করিতেছেন।

৩। হে শোধিত সোঁম! মনুষ্যগণ তোমাকে যেখানে হইতে লইয়া যাইতেছে, তুমি সেই খান হইতে ইন্দ্রের পাঁচার্থ গমন করিতেছ।

৪। হে সোঁম! তুমি মনুষ্যগণের মদকর। হে শক্রগণের অভিষ্ঠকারী সোঁম! তুমি ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হও। তুমি ও স্তুতিযোগ্য।

৫। হে সোঁম! তুমি যথম প্রস্তরদ্বারা অভিষ্ঠত হইয়া পবিত্রের অভিযুখে ধাবিত হও, তখন ইন্দ্রের উদরের জন্য পর্যাপ্ত হও।

৬। হে সর্বাংপেক্ষা মৃত্যু! তুমি ক্ষরিত হও, তুমি উকুথমস্তুদ্বারা স্তুতিযোগ্য, শুক্র, শোধক ও অস্তুত।

৭। অভিষ্ঠত মদকর সোঁম শুক্র ও শোধক বলিয়া উঠক হল, তিনি দেবগণের শ্রীতিকর এবং শক্রগণের বিনাশক।

২৫ স্তৰ।

পবর্মান সোঁম দেবতা। অগন্ত্যের পুত্র দৃঢ়চ্যুত ঋষি।

১। হে হরিবর্ণ সোঁম! তুমি মদকর, তুমি দেবগণের, মরণগণের ও বায়ুর পাঁচার্থ ক্ষরিত হও।

২। হে শোধনকালীন সোঁম! আঁশাদের কর্মদ্বারা মৃত হইয়া শুক্র করতঃ স্বস্থানে প্রবেশ কর, কর্মদ্বারা বায়ুতে প্রবেশ কর।

৩। এই সোঁম আপন স্থানে অধিষ্ঠিত, অভিলাষপ্রদ, কবি, প্রিয়, মৃত্যু এবং অত্যন্ত দেবাভিসাধী হইয়া শোভিত হইতেছেন।

৪। শোধিত, কমলীয় সোম সমস্তরূপ মধ্যে প্রবেশ করতঃ যে ছলে
অমৃতগুণ বাস করে সেই হানে গমন করিতেছে।

৫। শোভামূল সোম শব্দ উৎপাদন করতঃ ক্ষয়িত হইতেছেন, লিকট-
বর্তী ইন্দ্রের লিকট গমন করিয়া অজ্ঞাবিশিষ্ট হইতেছেন।

৬। হে সর্বাপেক্ষ! মদপ্রদ কবি সোম! তুমি আচেন্নীয় ইন্দ্রের হান
আংশ হইবার অন্য পবিত্র অতিক্রম করিয়া ধারাক্রমে প্রবাহিত হও।

২৬ স্কন্দ।

সোম দেবতা। দৃঢ়চূড় ঋবির পুত্র ইন্দ্ৰবৃৰ্জ ঋবি।

১। পৃথিবীর ক্ষেত্রে সেই বেগবানু সোমকে মেধাবীগণ অঙ্গুলি-
ঘারা এবং স্তুতিঘারা মার্জিত করিতেছেন।

২। স্তুতি সকল সহস্রধারা বিশিষ্ট, দীপ্ত, স্বর্ণের ধারক সোমকে স্তুতি
করিতেছে।

৩। সকলের ধারক ও বহু কার্যকারী, সকলের বিধাতা সেই সোমকে
অজ্ঞান্বারা স্বর্ণের প্রতি প্রেরণ করিতেছেন।

৪। সোম পাত্রে অবস্থিত, স্তুতির পতি ও অহিংসনীয়। পরিচর্যা-
কারীগণ বাহুবলের ক্রিয়ান্বারা তাহাকে প্রেরণ করিতেছেন।

৫। অঙ্গুলি সকল সেই হরিষ্বর্ণ সোমকে উপত প্রদেশে প্রেরণ করিতে-
ছেন, তিনি কমলীয় ও বহুস্তুত।

৬। হে শোধনকারী সোম! তোমাকে ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রেরণ করি-
তেছে, তুমি স্তুতিঘারা বর্ণিত, দীপ্ত ও মদকর।

২৭ স্কন্দ।

পবনান সোম দেবতা। অজিগার পুত্র সুমেধ ঋবি।

১। এই সোম কবি ও চারিদিক হইতে স্তুত, ইনি দশাপবিত্র অতিক্র
করিয়া গমন করিতেছেন, ইনি শোধিত হইয়া শক্তিগুণকে বিনাশ করিতেছে

୨ । ଏଇ ସୋମ ସକଳେର ଜେତା, ଇମି ବଲକାରୀ, ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ବାସୁର ଉଦ୍‌ଦେଶେ
ଇହାକେ ପବିତ୍ରେ ମେକ କରା ହିତେହେ ।

୩ । ଏଇ ସୋମ ମୁସଗନ୍ତକର୍ତ୍ତକ ଲାଲା ପ୍ରକାରେ ବିହିତ ହିତେହେ, ଇମି
ଛାଲୋକେର ମନ୍ତ୍ରକ, ଅଭିସୂତ ମନୋହର ପାତ୍ରେ ଅବହିତ ହିଯା ସକଳ ଅବଗତ
ଆହେନ ।

୪ । ଏଇ ସୋମ ଆମାଦେର ଗୋ, ହିରଣ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରତଃ ଦୀପ ଓ ମହାଶକ୍ତର
ଜେତା ଏବଂ ସ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ଅହିଂସାୟ ହିଯା ଶବ୍ଦ କରିତେହେନ ।

୫ । ଏଇ ଶୋଧନକାଲୀମ ସୋମ ସୂର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତକ ପବିତ୍ର ଛାଲୋକେ ପରିଷ୍କାର
ହମ, ଦୋଷ ଅଭ୍ୟନ୍ତ ମଦକର ।

୬ । ଏଇ ବଲବାନ୍ ସୋମ, ଅନୁଗ୍ରାହୀଙ୍କେ ଗମନ କରିତେହେ, ଇମି ଅଭିଲାଷ-
ଅଦ, ପବିତ୍ରକାରୀ ଏବଂ ଦୀପ ଇନ୍ଦ୍ରେର ଅଭିସୂଦ୍ଧ ଗମନ କରିତେହେ ।

୨୮ ମୁଣ୍ଡ ।

ସୋମ ଦେବତା । ପ୍ରିୟଦେଖ ଶବ୍ଦ ।

୧ । ଏଇ ସୋମ ବେଗବାନ୍ ପାତ୍ରେ ଛାପିତ, ସର୍ବଜ ଏବଂ ସକଳେର ପତି,
ଇମି ମେଘଲୋକେ ଗମନ କରିତେହେ ।

୨ । ଏଇ ସୋମ ଦେବଗଣେର ଜନ୍ୟ ଅଭିସୂତ ହିଯା ତୋହାଦେର ସମନ୍ତ ଶରୀରେ
ଅବେଶ ଲାଭ କରିବାର ଅନ୍ୟ ପବିତ୍ରେ କ୍ଷରିତ ହିତେହେ ।

୩ । ଏଇ ମରଣରହିତ, ବୃଦ୍ଧା, ଦେବାଭିମାୟୀ ସୋମ ଆପମାର ଛାଲେ
ଶୋଭା ପାଇତେହେନ ।

୪ । ଏଇ ଅଭିଲାଷପ୍ରାପ୍ତ, ଶର୍କରାରୀ, ଅନୁଲିପ୍ତାରୀ ହୃତ ସୋମ ହୋଣ-
କଳମାଭିସୂଦ୍ଧ ଗମନ କରିତେହେ ।

୫ । ଶୋଧନକାଲୀମ ସର୍ବଦର୍ଶୀ, ସର୍ବଜ ସୋମ ଶ୍ର୍ଵ୍ୟକେ ଏବଂ ସମନ୍ତ ତେଜଃ
ଶର୍ମାର୍ଥକେ ଶୋଧିତ କରିତେହେ ।

୬ । ଏଇ ଶୋଧନକାଲୀମ ସୋମ ବଲବାନ୍, ଅହିଂସାଦୀର ଦେବଗଣେର ଦକ୍ଷତା
ଏବଂ ଅମ୍ବଲବାଦିଦିଗେତ୍ର ବିଳାଶକ । ଇମି ଗମନ କରିତେହେ ।

୨୯ ପୃଷ୍ଠା ।

ଶୋଭ ଦେବତା । ଅଞ୍ଜିରାର ପୁତ୍ର ମୃଦେଖ ଥିବି ।

୧ । ସର୍ବଗକାରୀ, ଏହି ଅଭିୟୁତ ସୋମେର ଧାରା ଦେବଗଣେର ଉପର ସମାଧର୍ମ ଅକାଶ କରିଲେ ଇଚ୍ଛା କରିଯା କୁରିତ ହିତେଛେ ।

୨ । ସ୍ତ୍ରିକାରୀ, ବିଧାତା, କର୍ମକର୍ତ୍ତା (ଅଧର୍ଯ୍ୟାଗଣ) ଦୌଷିମାନ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭୂତ ସ୍ତ୍ରି-ଯୋଗ୍ୟ, ଅଶ୍ଵମଦୃଶ ସୋମକେ ମାର୍ଜିତ କରିଲେ ହେ ।

୩ । ହେ ଅତୁତ ଧର୍ମବିଶିଷ୍ଟ ! ଶୋଧମକାଳେ ତୋମାର ମେଇ ତେଜଃ ମକଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଭବପର ହୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୁମି ସମୁଦ୍ରମଦୃଶ ସ୍ତ୍ରିଯୋଗ୍ୟ ହୋଗ କଲମକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ।

୪ । ହେ ଶୋଭ ! ସମତ ଧନ ଜୟ କରୁତଃ ଧାରା ଅବାହେ କୁରିତ ହେ ଏବଂ ସମତ ଶତ୍ରଗଣକେ ଏକ ଶୋଗେ ଦୂରଦେଶେ ପ୍ରେରଣ କର ।

୫ । ହେ ଶୋଭ ! ଯାହାରା ଦାଳ କରେ ନା, ତାହାଦିଗେର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିମ୍ନକ ସକଳେର ଅପବାଦ ହିତେ ଆମାଦିଗକେ ରଙ୍ଗା କର, ଆମରା ଯେଳ ମୁକ୍ତ ହିତେ ପାରି ।

୬ । ହେ ଶୋଭ ! ତୁମି ଧାରାକୁପେ କୁରିତ ହେ, ପାର୍ଥିବ ଏବଂ ଅଗ୍ରିଯ ଧନ ଓ ଦୌଷିଯୁକ୍ତ ବଳ ଆହରଣ କର ।

୩୦ ପୃଷ୍ଠା ।

ଶୋଭ ଦେବତା । ଅଞ୍ଜିରାର ପୁତ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଥିବି ।

୧ । ବଳବାୟ ଏହି ସୋମେର ଧାରୀ ଅବାହାସେ କୁରିତ ହିତେଛେ, ଶୋଧମକାଳେ ଇମି ଶ୍ରୀ ହନ୍ତି ପ୍ରେରଣ କରିଲେ ହେ ।

୨ । ଏହି ଶୋଭ ଅଭିବକ୍ଷାରୀଗଣକର୍ତ୍ତକ ପ୍ରେତିତ ହଇଯା ଶୋଧମକାଳେ ଶଦ କରୁତଃ ଇତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶଦ ପ୍ରେରଣ କରିଲେ ହେ ।

୩ । ହେ ଶୋଭ ! ତୁମି ଧାରାଅବାହେ କୁରିତ ହେ ଏବଂ ତଙ୍କାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଭିଭବକର ବୀରଯୁକ୍ତ ଅଲେକେର ସ୍ପୁହନୀୟ ବଳ ମାତ୍ର ହଟକ ।

৪। এই সোম শোধনকালে ধাঁরা অবাহে জ্ঞানকলসে উপস্থিত হইবার জন্য (পবিত্রক) অতিক্রম করিয়া ক্ষরিত হইতেছে।

৫। হে সোম! অসুখে তুমি সর্বাপেক্ষা মধুর ও হরিষ্বর্ণ। ইন্দ্রের পানার্থ তোমাকে প্রস্তরবারা পেষণ করিতেছে।

৬। (হে শুভ্রকৃগণ)! তোমরা অভ্যন্ত মধুরসবিশিষ্ট, মনোহর মদকর সোমকে আশাদের বলার্থ ও ইন্দ্রের পানার্থে অভিষ্ব কর।

৩১ সূত্র।

সোম দেবতা। রহগণের পুত্র গোতম খুবি।

১। উত্তম কর্মবিশিষ্ট, শোধনকালীন সোম গমন করিতেছেন, এবং আমাদিগকে চেতন ধন প্রদান করিতেছেন।

২। হে সোম! তুমি অন্নের পতি, তুমি দ্যাবপৃথিবীর ছাতিযুক্ত পন্থার্থের বর্দ্ধক হও।

৩। হে সোম! বায়ু সকল তোমার ভৃষ্টিপ্রদ ইউক, নদী সকল তোমার উদ্দেশ্যে গমন করক, তাহারা তোমার মহসু বর্দ্ধন করক।

৪। হে সোম! তুমি বায়ু ও জলেরদ্বাৰা অযুক্ত হও, বৰ্ষণহোগ্য বল চারিদিক হইতে তোমাতে সম্পত ইউক। তুমি সংগ্রামে অন্নের প্রাপক হও।

৫। হে পিঙ্গলবর্ণ সোম! গোসমুহ তোমার জন্য স্থত এবং অক্ষীণ-চুক্ত সোহন করিতেছে, তুমি উন্নত প্রদেশে অবস্থিত রহিয়াছ।

৬। হে ভুবনের পতি সোম! আমরা তোমার সখিত কামনা করিতেছি, তুমি উৎকৃষ্ট আনুধবিশিষ্ট।

୩୨ ପୃଷ୍ଠା ।

ଶୋଭ ଦେବତା । ଅତି ଗୋଟୋଂ ପର ଶ୍ରୀବାବୁ ଥିବି ।

୧ । ମୋମଶୂହ ଅଭିଷ୍ଵତ ଓ ମଦନ୍ତାବୀ ହଇଯା ଯଜେ ହବ୍ୟଦୀୟୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗମନ କରିତେହେଲ ।

୨ । ଇନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କରିତେ ପାରେଲ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶେ ଏହି ହରିବର୍ଣ୍ଣ ମୋମକେ ତ୍ରିତେର ଅଙ୍ଗୁଳି ସକଳ ପ୍ରକାଶଦ୍ୱାରା ଆହୂତ କରିତେହେ ।

୩ । ହଂସ ଯେବଳ ଜଳମଧ୍ୟେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏହି, ମୋମ ମେଇନ୍ଦ୍ରପ ସମ୍ମନ ଶ୍ରୋତାଗଣେର ଘନକେ ବଶ କରେ । ଏହି ମୋମ ଗବ୍ୟଦ୍ୱାରା ନ୍ରିଞ୍ଜନ ହୁଏ ।

୪ । ହେ ମୋମ ! ତୁ ଥି ଯଜେର ଛାନ ଆଶ୍ରମ କରୁତଃ ଶିଖିତ ହଇଯା ମୃଗେର ମ୍ୟାନ ଦ୍ୟାବାପୃଥିବୀକେ ଅବଲୋକନ କର ।

୫ । ରୁଦ୍ଧଣୀ ଯେମନ ଆରକେ ସ୍ତ୍ରୀ କରେ, ମେଇନ୍ଦ୍ରପ ହେ ମୋମ ! ଶର୍ଦ୍ଦଗଣ ତୋଷାର ସ୍ତ୍ରୀ କରିତେହେ ।

୬ । ମେଇ ମୋମ ତ୍ରିତେର ନ୍ୟାଯ ଯୁକ୍ତ ଗମନ କରେଲ, ହେ ମୋମ ! ଆମା-ଦିଗକେ ଦୌତିଶୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ଅଦ୍ୟାନ କର । ହବ୍ୟଦୀୟୀକେ ଦାନ କର ଏବଂ ଆମାକେଓ ଦାନ କର, ଥର, ମେଧା ଏବଂ କୌଣସି ଦାନ କର ।

୩୩ ପୃଷ୍ଠା ।

ଶୋଭ ଦେବତା । ତିତ ଥିବି ।

୧ । ବିପଶ୍ଚିତ୍ ମୋମମକଳ ଅଲେର ତରଙ୍ଗେର ନ୍ୟାଯ ଗମନ କରିତେହେ, ଅହିଯଗଣ ଘେରିବଳ ବଲେ ଗମନ କରେ, ମେଇନ୍ଦ୍ରପ ଗମନ କରେଲ ।

୨ । ପିଶକବର୍ଣ୍ଣ, ଦୀଢ଼, ମୋମମକଳ ଅମୃତେର ଧୀର୍ଣ୍ଣକାରେ ଗୋବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ତ ଅହାନ କରୁତଃ ଦ୍ରୋଷକଳମେ କରିତ ହଇତେହେ ।

୩ । ଅଭିଷ୍ଵତମୋମ ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ର, ବାଯୁ, ବରଣ, ମର୍କଣ୍ଗନ ଓ ବିଶୁର ଅଭି-
ମୁଖେ ଗମନ କରିତେହେ ।

୪ । ତିମ ବାକ୍ୟ ଉଦୀରିତ ହଇତେହେ, ପ୍ରୀତିଦାରକ ଗୋ ମକଳ ଶର
କରିତେହେ, ହରିବର୍ଣ୍ଣ (.ମାତ୍ର) ଶର କରିଯା ଗମନ କରିତେହେ ।

৫। ক্ষেত্ৰাকৰ্ত্তৃক প্ৰেরিত, যজ্ঞেৰ মাত্ৰস্বৰূপ, বহু সুতি উচ্চারিত হইতেছে এবং দ্যুলোকেৰ শিশুসমূহ সোম মার্জিত হইতেছেন।

৬। হে সোঁৰ! ধনসংস্কীৰ্তি চারটি সমুজ্জ্বল চারিদিক হইতে আৰাদেৱ নিকট আনয়ন কৰ এবং অপৰিমিত অভিলাষসমূহকেও আনয়ন কৰ।

৩৪ স্তুতি।

সোঁৰ দেবতা। ধিৰ খৰি।

১। অভিযুত সোম প্ৰেরিত হইয়া থারা অবাহেৱ পৰিত্বে গমন কৱিতেছেন এবং দৃঢ় শৰুপুরী সকলেকও বিঙ্গথ কৱিতেছেন।

২। অভিযুত সোম সকল ইন্দ্ৰ, বায়ু, বৰুণ, মুকুৎগণ ও বিষ্ণুৰ অভিযুক্ত গমন কৱিতেছেন।

৩। রসেৰ সেক্ষণ নিয়ত সোমকে বৰ্ষণ কৰ, অস্তৱাহাৰা অভিযব কৱিতেছে, কৰ্ম্মবলে সোমৱস হইতে ছফ্ক দোহন কৱিতেছে।

৪। ত্ৰিত খৰিৰ মদকৰ সোম তাঁহার নিজেৰ জন্য শুক্র হইয়াছে, সেই সোম আপন রূপ আংশ হইয়াছেন।

৫। পৃষ্ঠিৰ পুত্ৰ মুকুৎগণ যজ্ঞাত্ম, প্ৰিয়তম, মনোহৰ, সোমসাধন সোমকে দোহন কৱিতেছেন।

৬। অকুটিল বাক্য সকল উচ্চারিত হইয়া ইহাৰ সহিত মিশ্রিত হইতেছে। সোমও শব্দ কৱতঃ ঔতিকৰ সুতি কামনা কৱিতেছেন।

৩৫ স্তুতি।

সোঁৰ দেবতা। অঙ্গীৱাৰ পুত্ৰ অচূবহু খৰি।

১। হে শোধনকালীন সোঁৰ! তুমি থারা অবাহে কৱিত ইও, বিস্তীৰ্ণ ধন এবং দ্যুতিমানু যজ্ঞ আমাদিগকে প্ৰদান কৰ।

২। হে সোঁৰ! হে জলপ্ৰেৱক! হে শক্তগণেৰ কল্পোৎপানক! তুৰি আপন বলে আৰাদেৱ ধৰেৱ ধাৰক হও।

୩ । ହେ ବୀର ମୋହ ! ତୋମାର ବଲେ ଆମରା ସଂଆମାଭିଲାସୀ ଶତ୍ରଗଣକେ ଅଭିଭବ କରିବ । ଆମାଦେର ଅଭିମୁଖେ ବରଣୀର ଥମ ପ୍ରେରଣ କର ।

୪ । ଯଜମାନଦିଗେର ସହିତ ଧିଲିତ ହଇତେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତ : ଅହମାତୀ, ସର୍ବ-ଦଶୀ, କର୍ମଜ ଓ ଆୟୁଧଙ୍କ ମୋହ ଅତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରେନ ।

୫ । ମେଇ ମୋହକେ ସ୍ତ୍ରତିବାକ୍ୟଦ୍ୱାରା କ୍ଷବ କରିତେଛି, ସ୍ତ୍ରତିର ପ୍ରେରକ ପରିତ୍ର ମୋହକେ ବାସିତ କରିବ । ଏହି ମୋହ ଗୋସମୁହେର ପାଳକ ।

୬ । ସକଳ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମପତି, ପରିତ୍ର, ଶ୍ରୀତ ଧରିବିଶିଷ୍ଟ ମୋହେର ବ୍ରତେ ଥମ ଧାରଣ କରିତେଛେନ ।

୩୬ ପୁନ୍ତ ।

ମୋହ-ଦେବତା । ଅଭ୍ୟବସ୍ଥ ଋବି ।

୧ । ବୃଥଯୋଜିତ ଅଶ୍ୱେନନ୍ୟାଯ ଚ୍ୟନ୍ଦ୍ରେ ଅଭିଷ୍ୱତ ମୋହ ଛାପିତ ହଇଲେନ, ବେଗବାନ୍ ମୋହ ସଂଆମେ ବିଚରଣ କରିତେଛେନ ।

୨ । ହେ ମୋହ ! ତୁ ମି ବାହନକାରୀ, ଜାଗନ୍ନାଥ, ଦେବାଭିଲାସୀ, ତୁ ମି ମଧୁ-ଶାରୀ (ଦଶାପବିତ୍ରକେ) ଅଭିକ୍ରମ କରିଯା କରିତ ହୁଏ ।

୩ । ହେ ପୁରୁଷ ଶୋଦନକାଲୀନ ମୋହ ! ଆମାଦେର ସର୍ଗୀନ୍ ଛାନ ସକଳ ଅକାଶିତ କର ଏବେ ଯଜ୍ଞ ଓ ବଲାର୍ଥ ଆମାଦେର ପ୍ରେରଣ କର ।

୪ । ସଞ୍ଜଭିଲାସୀ; (ଖତ୍ରିକୁଣ୍ଠକର୍ତ୍ତକ) ଅଲଙ୍କୃତ, ତାହାଦେର ହଞ୍ଚଦ୍ଵାରା ମାର୍ଜିର୍ଜିତ ମୋହ ଘେବଲୋମରାମ (ଦଶାପବିତ୍ରେ) ଶୋଧିତ ହଇତେହେ ।

୫ । ମେଇ ଅଭିଷ୍ୱତ ମୋହ ହୃଦୀତାକେ ଛୁଲୋକ, ଭୁଲୋକ ଓ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ସମସ୍ତ ଥମ ଧାରଣ କରନ ।

୬ । ହେ ବଲପତି ମୋହ ! ତୁ ମି ଶ୍ରୋତାଗଣେର ଅଶ୍ୱାଭିଲାସୀ, ଗବାଭି-ଲାସୀ ଓ ବୀରାଭିଲାସୀ ହଇଁବା ସର୍ଗେର ପୃଷ୍ଠେ ଆରୋହଣ କର ।

৩৭ স্তুতি।

সোম দেবতা। রহুগণ খবি।

১। (ইন্দ্রাদির) পার্মার্থ অভিযুক্ত সোম অভিলাষিতে, রাজসবিমাশক এবং দেবাভিলাষী হইয়া পবিত্রে গমন করেন।

২। সেই সোম সর্বদশী, হরিংবর্ণ, সকলের ধাৰক। তিনি পবিত্রে পুত হয়েন এবং পরে শব্দ কৱতঃ শ্রোণকালসে গমন করেন।

৩। বেগবান্ত, সর্ণের দীপ্তিপ্রদ, শোধনকালীন সোম রাজসগণের হস্তী হইয়া যেষলোময় দশা পবিত্র অতিক্রম করিয়া ধাৰিত হইতেছেন।

৪। সেই সোম ত্রিতের উন্নত যজ্ঞে পুত হইয়া বস্তুগণের সহিত স্ফৰ্যকে প্রকাশিত করিয়াছেন।

৫। (অগ্ন ঘেৰুপ) সংগ্রামে গমন করে, সেইঙ্গুপ ইতুষ্যাতী অভিসার-প্রদ, অভিযুক্ত, অহিংসনীয় সোম কলসে গমন করিতেছেন।

৬। সেই মহান্ত, ক্লেদযুক্ত, কবিকর্তৃক প্রেরিত সোম ইন্দ্রের অন্য শ্রোণমধ্যে ধাৰিত হইতেছেন।

৩৮ স্তুতি।

সোম দেবতা। রহুগণ খবি।

১। সেই সোম অভিলাষিতে ও রথস্বরূপ হইয়া যজমানকে সহস্র অন্ন দান করিবার জন্য দশা পবিত্র দ্বাৰা সোণে গমন করিতেছেন।

২। এই ক্লেদযুক্ত হরিংবর্ণ সোমকে ত্রিতের অঙ্গুলি সকল ইন্দ্রের পার্মার্থ প্রস্তরদ্বাৰা পিষ্ট করিতেছেন।

৩। দশটী হরিংবর্ণ অঙ্গুলি কর্ম্মাভিসারী হইয়া এই সোমকে মার্জিত করিতেছে। সোম ইহাদের সাহায্যে ইন্দ্রের মদের অন্য শোভিত হইতেছে।

৪। এই সোম মযুৰ্য প্রজাগণের মধ্যে শ্যেলগঞ্জীর ন্যায় উপবেশন করিতেছেন, উপগন্তুর বিকট যেৱুপ উপগর্তি গমন করে সেইঙ্গুপ পৰম করিতেছেন।

৫। এই মদ্যরস সকল পদাৰ্থ দৰ্শন কৱিতেছে। তিনি স্বৰ্গেৰ শিশু, এই সোম দশাপবিত্রে প্ৰবেশ কৱিতেছেন।

৬। পাঁচাৰ্থ অভিযুক্ত ও সকলেৰ ধাৰক, হৱিঃবৰ্ণ, সোম শব্দ কৱতঃ প্ৰিয় ষাণ্মে গমন কৱিতেছেন।

৩৯ মুক্ত।

সোম দেবতা। অঙ্গীগোত্তোৎপৰ বৃহৎমতি খবি।

১। হে মহামতি সোম! দেবগণেৰ প্ৰিয়তম শৱীৱযুক্ত হইয়া শীত্র গমন কৱ, দেবগণ কোথাৰ বলিতে থাক।

২। অসংকৃত ষাণ্মকে সংকৃত কৱতঃ এবং যাঁগকাৰীকে অম প্ৰদান কৱতঃ অস্তৱীক হইতে রাণ্ডি কৱিত কৱ।

৩। অভিযুক্ত সোম দীপি ধাৰণ কৱতঃ এবং সমস্ত পদাৰ্থকে দৰ্শন ও দীপি কৱতঃ শীত্র বেগে দশাপবিত্রে গমন কৱিতেছেন।

৪। এই সোম দশাপবিত্রে ন্যস্ত হইয়া সিঙ্গুৱ উৰ্ধিতে কৱিত হইতেছেন, ইনি স্বৰ্গেৰ উপৱে শীত্র গমন কৱিয়া থাকেন।

৫। দূৰস্থ এবং অস্তিকষ্ঠ দেবগণেৰ পৱিচৰ্যাৰ্থ অভিযুক্ত সোম ইজ্জেৰ অম্য মধুসেক কৱিতেছেন।

৬। সঘাক মিলিত স্তোত্র সকল স্তব কৱিতেছেন, হৱিঃবৰ্ণ সোমকে প্ৰস্তুৱ সাহায্যে প্ৰেৰণ কৱিতেছেন, (অতএব হে দেবগণ)। বজ্জৰানে নিষ্পন্ন ছও।

৪০ মুক্ত।

সোম দেবতা। বৃহৎমতি খবি।

১। সৰ্বদৰ্শী সোম শোধনকালে সমস্ত হিংসকদিগকে অতিক্ৰম কৱি-
তাছেন, তাহাকে কৰ্মস্বারা সকলে শোভিত কৱিতেছেন।

২। অকণংবৰ্ণ সোম জ্বোগকলসে আঁৱোহণ কৱিতেছেন, পৱে অভিলাষ-
অম ও অভিযুক্ত হইয়া ইজ্জেৰ নিকট গমন কৱিতেছেন এবং ধূৰস্থামে উপ-
বিষ্ট হইতেছেন।

୩ । ହେ ମୋମ ! ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ମି ଅଭିଷ୍ଵତ ହଇଯା ଆମାଦେର ଉକ୍ତଦେଶେ
ଶୀତ୍ର ମହାନ୍ ସହସ୍ରମୁଖୀକ ଧନ ଚାରିଦିକୁ ହଇତେ କରିତ କର ।

୪ । ହେ ଶୋଧନକାଲୀଳ ମୋମ ! ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ମି ବ୍ରତିଧ ଧନ ଆହରଣ
କର ଏବଂ ସହସ୍ରମୁଖୀକ ଅନ୍ନ ପ୍ରଦାନ କର ।

୫ । ହେ ମୋମ ! ତୁ ମି ଅଭିବରକାଳେ ଆମାଦେର ଜଳ ଉତ୍ତମ ବୀର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ
ମାହରଣ କର ଏବଂ ତୋତାର ଭୂତି ବର୍ଦ୍ଧିତ କର ।

୬ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ହେ ମୋମ ! ତୁ ମି ଶୋଧନକାଳେ ଆମାଦେର ଜଳ ଦ୍ୱାରା-
ପୃଥିବୀତେ ପରିହରିତ ଧନ ଆହରଣ କର । ହେ ବର୍ଷକ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଭୂତି-
ଯୋଗ୍ୟ ଧନ ପ୍ରଦାନ କର ।

୪୧ ପ୍ଲଟ ।

ମୋମ ଦେବତା । କଷଗୋତ୍ତୀର ସେଧ୍ୟାତିଥି ଝବି ।

୧ । ଯେ ମୋମ ସକଳ ଜଳେର ନ୍ୟାୟ ଶୀତ୍ର ଦୀଣିଷ୍ଟ କୁ ଓ ଗମମଶୀଳ ହଇଯା
କୁଞ୍ଜତ୍ତନ୍ଦିଗଙ୍କେ ହନନ ବରିଯା ବିଚରଣ କରେନ(୧), ତାହାଦିଗଙ୍କେ (କୁବ କର) ।

୨ । ବ୍ରତରହିତ ଦୟାକେ ଅଭିତବ କରିଯା ଆମରୀ ମୁଦର ମୋମେର ରାକ୍ଷସ-
ବଙ୍କଳ ଓ ରାକ୍ଷସ-ହନମ ଇଚ୍ଛାୟ କୁବ କରିବ ।

୩ । ଅଭିବରକାଳେ ବଲବାନ୍ ମୋମେର ଦୀଣିଷ୍ଟ ସକଳ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ବିଚରଣ କରେ
ଏବଂ ହନ୍ତିର ନ୍ୟାୟ ତାହାର ଶବ୍ଦ ଶ୍ରତିଗୋଚର ହୁଁ ।

୪ । ହେ ମୋମ ! ତୁ ମି ଅଭିଷ୍ଵତ ହଇଯା ଗୋଯୁକ୍ତ, ଅଶ୍ୟଯୁକ୍ତ ଏବଂ ବଲଯୁକ୍ତ
ବଢ଼ା ଅନ୍ନ ଆମାଦେର ଅଭିଯୁତ୍ଥେ ପ୍ରେରଣ କର ।

୫ । ହେ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ମୋମ ! ତୁ ମି କରିତ ହୁଁ, ଆପଣ ବରେର ଦ୍ୱାରା, ଦୂର୍ଧ୍ୱ
ଯେମନ ରଞ୍ଜିତାରୀ ଦିମ ସକଳକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେନ, ମେଇକପ ଦ୍ୟାବାପୃଥିବୀକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ।

୬ । ହେ ମୋମ ! ଆମାଦେର ମୁଖକର ଧାରାଦାରୀ ନନ୍ଦି ଯେତପ ଭୂଷଣଲେ
ଗମନ କରେ, ମେଇକପ ଚାରିଦିକେ ଗମନ କବ ।

(୧) କୁଞ୍ଜବର୍ଣ୍ଣ ଅଭାର୍ଯ୍ୟଦିଗେର ଉତ୍ତରେ । ✓

୪୨ ଶ୍ଲ୍ଲକ୍ଷ ।

ଦୋଷ ଦେବତା । ମେଧାତିଥି ଶବ୍ଦ ।

୧ । ଏହି ହରିବର୍ଗ ମୋହ ଛାଲୋକ ସହଜୀବ ଜ୍ୟୋତିଃ ଏବଂ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ
ଦୂର୍ବଳ ଉତ୍ତପ୍ତ ଅଧୋଗାୟୀ ଜଳସମୂହେ ଆହୁତ ହଇଯା ଗମନ କରିତେହେନ ।

୨ । ଏହି ମୋହ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ମନ ତୋତ୍ୟୁକ୍ତ ଓ ବିଶ୍ଵଦ ହଇଯା ଦେବଗଣେର ଅଭିମୂଳିତ
ଧୌରୀକ୍ରମେ ଗମନ କରିତେହେନ ।

୩ । ବର୍ଜମାନ ଅତି ଶୈଳାଭିନ୍ନ ଜନ୍ୟ ଅପରିମିତ ବଳବିଶିଷ୍ଟ ମୋହ
ସକଳ ପରିମୂଳ ହଇତେହେନ ।

୪ । ଶ୍ରୀରାଧାରସରିଶିଷ୍ଟ ମୋହ ପିଲିତେ ସିଙ୍ଗ ହଇତେହେନ, ଏବଂ ଶକ୍ତ କରତଃ
ଦେବଗଣକେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିତେହେନ ।

୫ । ଏହି ମୋହ ଆଭ୍ୟବକାଳେ ସମ୍ପଦ ବରଣୀୟ ଧର ଓ ଯଜ୍ଞବର୍ଜକ ଦେବଗଣେର
ଅଭିମୁଖେ ଗମନ କରେ ।

୬ । ହେ ମୋହ ! ତୁ ଯି ଅଭିମୁଳ ହଇଯା ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଗୋଯୁକ୍ତ, ଅଶ୍ୟୁକ୍ତ,
ବୀର୍ୟୁକ୍ତ, ମଂତ୍ରୀମୟୁକ୍ତ ଧର ଏବଂ ପ୍ରାଚୁତ ଅତ୍ୟାନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ମାନ କର ।

୪୩ ଶ୍ଲ୍ଲକ୍ଷ ।

ଦୋଷ ଦେବତା । ମେଧାତିଥି ଶବ୍ଦ ।

୧ । ଯେ ମୋହ ଅଶ୍ୱେର ନ୍ୟାୟ ଦେବଗଣେର ମତତାର ଜନ୍ୟ ଗଯାହାରୀ ରିଅତି
ହେ, ଯିବି କମ୍ବୀଯ, ମେହି ମୋହକେ ସ୍ତ୍ରତିହାରୀ ଏମନ୍ତ କରି ।

୨ । ସମ୍ପଦ ରକ୍ଷାଭିଲୀବୀ ଜ୍ଞାତି ସକଳ ପୂର୍ବ କାଳେର ନ୍ୟାୟ ଏହି ମୋହକେ
ଇନ୍ଦ୍ରେର ପାନାର୍ଥ ଦୀପ୍ତ କରିତେହେ ।

୩ । କରମୀର ମୋହ ବିଶ୍ଵ ମେଧାତିଥିର ଜନ୍ୟ ଶୋଧନକାଳେ ସ୍ତ୍ରତିହାରୀ
ଅଳକୃତ ହଇଯା କଳମେର ଅତି ଧାରମାଳ ହଇତେହେନ ।

୪ । ହେ ଶୋଧନକାଳୀମ ହନ୍ ! ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଉତ୍ତମ ଦୀପିଯୁକ୍ତ ଓ ବହୁ
ଶ୍ରୀୟ ଧର ଅନ୍ତର୍ମାନ କର ।

୫ । ଯୁକ୍ତଗାୟୀ ଅଧେରନ୍ୟାୟ ମୋହ ପବିତ୍ରେ ଶକ୍ତ କରିତେହେନ, ଯଥନ
ଦେବାଭିଲୀବୀ ହରେନ, ଉଥନ ଶକ୍ତ କରେନ ।

୬ । ହେ ମୋହ ! ଆମାଦେର ଅତ ଦାନାର୍ଥ ଏବଂ କ୍ଷୋତା ମେଧାବୀ ବର୍ଜମାର୍ଥ
ରକ୍ତିତ ହୁଏ, ହେ ମୋହ ! ମୁଦ୍ରର ବୀର୍ୟୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଦାନ କର ।